বকুল

নজরুল ইসলাম



বকুল

BAKUL
A **Bengali Novel by**
Nazrul Islam

BHĀṢĀ O SĀHITYA
10/2B, Ramanath Majumder Street
Kolkata 700 009 ✆ 241-9101
ISBN · 81-86581-19-7
Rupees Ninety only

নজরুল ইসলাম

বকুল

ভাষা ও সাহিত্য
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৪৪

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

ISBN : 81-86581-19-7

ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে স্বপনকুমার বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণ সংস্থাপনে রেজ ডট কম, ৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ এবং ফ্রেন্ডস গ্রাফিক ১১ বি বিডন রো, কলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

নব্বই টাকা

উৎসর্গ

শিলিগুড়ির
সাধারণ
মানুষের
হাতে।

ঔপন্যাসিকের কৈফিয়ৎ

মার্চ থেকে সালের এপ্রিল পর্যন্ত আমি শিলিগুড়ির অ্যাডিশনাল এস. পি. ছিলাম। তখন পাহাড়ের তিনটি মহকুমা নিয়ে পৃথক রাজ্যের দাবিতে জি. এন. এল. এফ. আন্দোলন করছে, মাঝে মাঝেই পাহাড়ে যেতে হত। একবার তো একটানা পঁচিশ দিন কালিম্পঙে থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু তার থেকেও বিপজ্জনক ছিল নিজের লোকদের মধ্যেকার দুর্নীতি এবং অপরাধ জগতের বাসিন্দা, অসাধু ব্যবসায়ী ও অসৎ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাদের অশুভ আঁতাত। শিলিগুড়ির অভিজ্ঞতা থেকেই আমি প্রথম উপলব্ধি করি যে, বাস্তব ঘটনা অনেক সময় কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

এই কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাওয়া ঘটনাগুলি আমাকে সব সময় তাড়া করে ফিরত। সেই তাড়া থেকেই 'বকুল' উপন্যাসের জন্ম। বকুল উপন্যাস। বলাই বাহুল্য এর স্থান-কাল-পাত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবের কোন ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে মিল থাকলে তা আকস্মিক। উপন্যাসের নায়ক বকুল বৈকুণ্ঠপুরের অ্যাডিশনাল এস. পি.। সে সৎ, উদ্যমী ও পরিশ্রমী। খবরাখবর সংগ্রহের জন্য সে ছদ্মবেশ ধরে। অপরাধীদের মাল সমেত পাকড়াও করে। তাই সাধারণ মানুষের কাছে সে দেবতার আশীর্বাদের মত। কিন্তু অসৎ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি চোরাচালানকারী-কালোবাজারী আর কাঠচোরদের কাছে সে জীবন্ত আতঙ্ক। বকুলকে সরানোর জন্য তাদের তিনদফা কর্মসূচী— (১) অঢেল টাকা দিয়ে বকুলকে বশ করা, (২) না হলে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সহযোগিতায় তাকে বদলি করা এবং (৩) তাও সম্ভব না হলে তাকে হত্যা করা। তাদের সে কর্মসূচী কি সফল হয়েছিল?

নজরুল ইসলাম

এক

ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখ। মেঘমুক্ত আকাশ। আলো ঝলমলে দিনের পরে শান্ত-সুমধুর সন্ধ্যা। জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষে বাজি পোড়ানো হবে। তাই স্টেডিয়ামে লোক উপচে পড়ছে।

ঝিকমিকি বেলায় মার্চ পাস্ট হয়ে গেছে। ব্যাণ্ড ডিসপ্লে চলছে। সূর্য অস্ত যেতেই বিউগলে রিট্রিটের সুর বেজে উঠল। সকলের সঙ্গে বকুলও উঠে দাঁড়াল। মাঠের মাঝখানে ব্যাণ্ড পার্টির একটি এবং স্টেডিয়ামের দুই কোণের আড়াল থেকে দু'-তিনটি বিউগলে পর্যায়ক্রমে রিট্রিটের সুর বাজতে লাগল।

রিট্রিটের সুরে কেমন একটা করুণ মূর্ছনা আছে। মন উদাস হয়ে যায়। বকুলের খুব রোমাণ্টিক লাগে। মনে পড়ে, হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল পুলিস একাডেমিতে তাদের ট্রেনিং হত। দিনের প্রোগ্রাম এমন ভাবে সাজানো হত, যাতে তা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়। শেষ পিরিয়ডে থাকত খেলা। খেলার মাঝেই বা মেসে ফেরার পথে হঠাৎ করে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করে কোয়ার্টার গার্ড থেকে রিট্রিটের সুর বেজে উঠত। ঘরের বাইরে যে যেখানে থাকত, এ্যাটেনসন্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। রিট্রিটের সুর পাশের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠত। গোলকুণ্ডার দুর্গে, প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসত। একাডেমির কর্মতৎপরতার গতিটা, সেই প্রতিধ্বনির ঘায়ে, থম্‌কে থেমে যেত। আজও রিট্রিটের সুরে চম্‌কে সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রিট্রিটের সুর শেষ হল। শেষ হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে তার রেশ স্টেডিয়ামের গায়ে লেগে থাকল। সেই রেশে আকৃষ্ট হয়ে আঁধারেরা দল বেঁধে আকাশ থেকে নামতে লাগল। সাঁত সাঁত করে দুটো বাজি আকাশে উঠে ফট্ ফট্ করে ফেটে গেল। তার থেকে বেরিয়ে এল দুটি রঙিন আলোর মালা। আরও কয়েকটি বাজি সাঁত সাঁত করে আকাশে উঠে ফট্ ফট্ করে ফেটে আলোর ফুলঝুরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। মাঠের ওপাশে বাঁশে বাঁধা কয়েকটি বাজিতে আগুন দিতেই একটি আলোর কদম গাছ হয়ে গেল। সমস্ত স্টেডিয়াম বাজির আলোয় ঝলমল করতে লাগল।

বকুল তন্ময় হয়ে দেখছিল। হঠাৎ কন্ট্রোল রুমের মেসেঞ্জার মদন এসে একটা মেসেজ দিল। নিশ্চয় খুব জরুরি মেসেজ। না হলে মদন মেসেজ নিয়ে খেলার মাঠে আসত না। বকুল বাজির আলোতে মেসেজটা পড়ার চেষ্টা করল। পড়তে গিয়েই সে চমকে উঠল। এ যে তার বদলির অর্ডার!

"গভর্নর ইজ প্লিজড টু অ্যাপয়েণ্ট শ্রীবকুল বিশ্বাস, নাও অ্যাডিশনাল এস. পি., বামনাবাদ অ্যাজ অ্যাডিশনাল এস. পি. লামলিং ডিস্ট্রিক্ট উইথ হেডকোয়ার্টার অ্যাট বৈকুণ্ঠপুর। শ্রী বিশ্বাস উইল জয়েন হিজ নিউ প্লেস অফ পোস্টিং ইমেডিয়েটলি।" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপুরের জোনাল অ্যাডিশনাল এস. পি. করে তাকে বদলি করা হয়েছে। বাজির

আলো ছাপিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

পাহাড়ের কোল ঘেঁসে মধুছন্দা নদীর তীরে বর্ধিষ্ণু শহর বৈকুণ্ঠপুর। মহকুমা শহর, কিন্তু যে কোনো জেলা শহরের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা ছাড়া বৈকুণ্ঠপুরের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ শহর আর এ রাজ্যে নেই।

নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ তিনটি বিদেশি রাষ্ট্রর সীমা বৈকুণ্ঠপুরের খুব কাছ দিয়ে গেছে। ফলে স্মাগলারদের কাছে এ শহর স্বর্গরাজ্য। একমাত্র বোম্বাই ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনো শহর স্মাগলিং-এ বৈকুণ্ঠপুরের ধারে কাছে আসে না।

পাহাড়ের পাদদেশে বৈকুণ্ঠপুরের আশে পাশে বিস্তীর্ণ বনভূমি আছে. সেই বন থেকে কাঠ পাচার করা খুব লাভজনক কারবার। বৈকুণ্ঠপুর তাই কাঠ-চোরদের অন্যতম বড় ঠেক।

তরাই অঞ্চলে অনেক চা বাগান আছে। সে সব চা বাগানের চা এই শহরের মাধ্যমেই দেশে-বিদেশে রপ্তানি হয়। আবার চা বাগানগুলির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই শহরের মাধ্যমেই আমদানি হয়। আবার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সড়ক ও রেল যোগাযোগ এই শহরের ওপর দিয়েই গেছে। বৈকুণ্ঠপুরের অবস্থান সামরিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে একটা ফাইটিং কোর, একটা সাব-এরিয়া অফিস এবং একটি এয়ার ফোর্স স্টেশন আছে। এসবের জন্য বৈকুণ্ঠপুর একটি বড় ব্যবসা কেন্দ্র। আর ব্যবসা মানেই পয়সার খেলা। ব্যবসা মানেই মজুতদারি, কালোবাজারি, ভেজাল। ব্যবসা মানেই আরও বেশি লগ্নি, আরও বেশি লাভের প্রবণতা।

সে যাই হোক এই বিশেষ অবস্থানের জন্য বৈকুণ্ঠপুরের আপনা-আপনি বেড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড প্রবণতা আছে। বৈকুণ্ঠপুর বেড়ে চলছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলছে এর সমস্যা, অপরাধের সংখ্যা। সেজন্যই কিছুদিন হল এখানে একজন অ্যাডিশনাল এস.পি-র পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। থানার জন্য নতুন করে ঘর-বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। একটি সুন্দর গেস্ট হাউসও। গতমাসে প্রাইম মিনিস্টারের ভিজিট উপলক্ষে ভি. আই. পি ডিউটি করতে বকুল বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছিল। থানার গেস্ট হাউসে ছিল। গেস্ট হাউস থেকে অ্যাডিশনাল এস. পি.-র অফিসে গিয়ে তার মনে হয়েছিল যে এখানে পোস্টিং হলে বেশ হয়!

যা দূরে থাকে তার সুন্দর দিকটাই চোখে পড়ে। কাছে এলে তার খারাপ দিকটা খোঁচা দিতে থাকে। বৈকুণ্ঠপুরে পোস্টিং-এর সব থেকে খারাপ দিক হল ওখানকার বর্তমান অস্থিরতা।

জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমায় অবাঙালী উপজাতি লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই তিনটি মহকুমা নিয়ে একটি পৃথক রাজ্যের দাবিতে তারা সশস্ত্র আন্দোলন করছে। উপজাতিদের সংগঠন টি. এন. এল. এফ, অর্থাৎ ট্রাইবাল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট হিংসার পথ বেছে নিয়েছে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য রাজ্য প্রশাসন। আর প্রশাসনের সব থেকে দৃষ্টিগোচর অঙ্গ পুলিসের ওপরই আক্রমণ হচ্ছে বেশি। তাছাড়া অন্যদের ওপর যাতে আক্রমণ না হয় তাও পুলিসকেই দেখতে হচ্ছে। ফলে টি. এন. এল. এফ.-এর সঙ্গে

পুলিসের সংঘর্ষ লেগেই আছে। এতে টি. এন. এল. এফ.-এর লোকও মারা পড়ছে, পুলিসের লোকও মারা পড়ছে। এই অবস্থায় ওখানে পোস্টিং হওয়া মানেই যমরাজের নৈকট্য লাভ করা। কে আর তার কাছাকাছি হতে চায়? বকুলতো চায় না।

বদলির অর্ডারটা তার পছন্দ হয় না। তার বদলি হওয়ারও কথা নয়। মাস ছয়েক হল সে এখানে এসেছে। এমন কিছু হয় নি, যার জন্য তার বদলি হতে পারে। রুলিং পার্টির লোকেরাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট নয়। তাহলে তার বদলি হল কেন? তাও আবার লামলিং জেলায়! এস. পি. সাহেব যেন তার কাজকর্মে তেমন খুশি ছিলেন না। পুলিসের একটি সংগঠনের দুয়েক জন লোকেরও বোধ হয় কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। তাহলে তারাই কি ওপর মহলে কলকাঠি নেড়ে.....। কিন্তু যে কারণেই হোক, বদলি যখন হয়েছে, তাকে যেতে হবে। না যাবার কোনো কারণ তার নেই। ছেলেমেয়ে নেই যে তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়ে যাবে বলে নাকিকান্না কাঁদবে। বিয়ে করেছে। কিন্তু স্ত্রী সঙ্গে থাকে না। বহরমপুরে কলেজে পড়ায়। সেখানেই থাকে। অতএব তার কিছু অসুবিধা হচ্ছে তাও বলা যাবে না। সে যমের বাড়ি গেলে স্ত্রীর কিছু অসুবিধা হবে বটে। কিন্তু সেটা বলা যায় না। কারণ তাহলে সে ভীরু প্রতিপন্ন হবে। সে ভীরু প্রতিপন্ন হতে চায় না। তাই সে ঠিক করল, অর্ডার যখন হয়েছে, সে বৈকুণ্ঠপুরেই যাবে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাবে।

সে মেসেজটা নিয়ে এস. পি. সাহেবের কাছে এগিয়ে গেল। মেসেজটা দেখিয়ে বলল, "স্যার, ইমেডিয়েটলি জয়েন করতে বলেছে। আপনার অনুমতি পেলে ওখানে যোগাযোগ করব।" এস. পি. সাহেব বোধ হয় বদলির খবরটা আগে ভাগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কোনো ভাবান্তর হল না। মেসেজের কপিটা বকুলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "ডি. জি. সাহেব যখন এখানে আছেন, ওনার সঙ্গে কথা বলে নিন।"

ততক্ষণে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। বাজি পোড়ানোও শেষ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডি. জি. রনেন ভট্টাচার্যও তাঁর চেয়ার থেকে উঠে পড়েছেন। তিনি সার্কিট হাউসে উঠেছেন। বকুল গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, "সার্কিট হাউস।" সার্কিট হাউসে গাড়ি থেকে নেমে সে দেখল, ডি. জি. সাহেব লাউঞ্জে বসে চা খাচ্ছেন। বকুল এ্যাটেনসন্ হয়ে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। মেসেজটা দেখিয়ে বলল, "স্যার ইমেডিয়েটলি জয়েন করতে বলা হয়েছে। তাহলে কি এখনই লামলিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করব?" ডি. জি. সাহেব হেসে উঠলেন, "অত তাড়াতাড়ির কি আছে? সব ট্রান্সফার অর্ডারেই ওরকম ইমেডিয়েটলি লেখা থাকে। কেউ ইমেডিয়েটলি যায়? সবে তো আপনার ওয়ারলেস মেসেজ এসেছে। সই করা অর্ডার আসুক। তারপর যা করার করবেন।" তিনি অনেকক্ষণ ধরে মৃদু হাসিটা মুখে ধরে রাখলেন। বকুল আবার জিজ্ঞেস করল, "তাহলে স্যার, এখন আমি কিছু করব না?" তিনি উত্তর দিলেন, "অত তাড়াতাড়ি করার কোনো দরকার নেই।" বকুল এ্যাটেনসন্ হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাড়ি রওনা হল।

এমনিতে রনেন ভট্টাচার্য লোকটিকে বকুল একদমই পছন্দ করে না। যখন সে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ত তখন তিনি মুর্শিদাবাদের এস. পি. ছিলেন। সব সময়

আতাহার সাহেবের বারান্দায় বসে থাকতেন। আতাহার সাহেবদের নীল পার্টি তখন ক্ষমতায়। আতাহার সাহেব মন্ত্রী। রনেনবাবু যেন একনিষ্ঠ নীল পার্টি কর্মী। কিন্তু পরের ইলেকশানে যখন লাল পার্টি ক্ষমতায় এল, রনেনবাবু রাতারাতি ভোল পাল্টে নীল থেকে লাল হয়ে গেলেন। এখন তিনি এমন ভাব করেন যে তিনি আজন্ম লালপার্টির কমরেড। আগের জন্মেও লালপার্টি করতেন। জাতিস্মর নন বলে আগের জন্মের আর সব কথা মনে পড়ে না। তবে লালপার্টি যে করতেন সে কথা বারবার মনে পড়ে। তাছাড়া অসৎ, ঘুষখোর অফিসার হিসাবে তাঁর রাজ্য জোড়া সুখ্যাতি। রুলিং পার্টির লোকেরা যা বলেন তিনি চোখ বুঁজে তা করে দেন। তাঁরা সন্তুষ্ট থাকে। সেই সুযোগে তিনি যা খুশি তাই করেন। ইন্সপেক্টারদের পোস্টিং নিয়ে তো রীতিমত নিলাম হয়। বিশেষ বিশেষ পোস্টিং-এর জন্য ইন্সপেক্টাররা তাঁর বাড়িতে গিয়ে দর হাঁকে। যে সব থেকে বেশি টাকা দিতে চায় সে সেই পোস্টিং পায়। তারপরেও মাসে মাসে মাসোহারা দিতে হয়। এরকম লোককে বকুলের পক্ষে শ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর আজকের কথাগুলি তার ভালোই লাগল।

দু'দিন পরে আবার মেসেজ এল, "জয়েন ইয়োর নিউ পোস্টিং ইমেডিয়েটলি।" বকুল এস. পি. সাহেবের কাছে গেল। এস. পি. সাহেব বললেন, "আপনি তো ডি. জি. সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছেন। তার ওপরে আমি আর কি বলব?" বকুল টেলিফোনে ডি. জি-র সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ডি. জি. টেলিফোন ধরলেন না। পি. এ-কে দিয়ে ডি.আই.জি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টার সাধনানন্দ চক্রবর্তী টেলিফোন ধরেই বললেন, "আমরা তো তোমাকে ট্রান্সফার অর্ডারেই ইমেডিয়েটলি জয়েন করতে বলেছি। এখনও জয়েন কর নি কেন?"

"ডি. জি. সাহেব যে অপেক্ষা করতে বললেন।"

"তাহলে তুমি ডি. জি.-র সঙ্গেই কথা বল।"

"উনি তো আপনার সঙ্গেই কথা বলতে বললেন।"

"আমার কথা যদি শোন, আজই চার্জ দিয়ে চলে যাও। আর যদি না যেতে চাও, তবে লিখিত ভাবে জানাও। তোমার জন্যে আমরা কথা শুনব কেন?"

"আমি তো যেতেই চাই। বরং ডি. জি. সাহেবই....।"

"দেখ বকুল! তুমি আমাকে বারবার ডি. জি. দেখিও না। যা বলছি কর।" তিনি ফোন নামিয়ে রাখলেন।

বকুলের খুবই খারাপ লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই। অপমানটাকে হজম করে সে বৈকুণ্ঠপুরের অ্যাডিশনাল এস. পি. সুখেন সান্যালকে ফোনে ধরল।

"হ্যালো, সান্যাল সাহেব বলছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?"

"আমি বকুল। কেমন আছেন?"

"ভালো, আপনার তো এখানে পোস্টিং হয়েছে, কবে আসছেন?"

"ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টার তো আজই যেতে বলছেন।"

"তা কি করে সম্ভব? আমি তো কথা বললাম। আঠার তারিখে চার্জ দেব, বলে দিয়েছি।"

"ডি. আই. জি. হেড্কোয়ার্টার সাহেবকে বলেছেন?"

"না, আমি ডি. জি. সাহেবকে বলেছি।"

"তাহলে আপনি আঠার তারিখেই চার্জ দেবেন?"

"হ্যাঁ, আঠার তারিখ বিকেলে।"

"তাহলে আমি আঠার তারিখেই চার্জ নেব, এখন রাখছি।"

ফোন নামিয়ে রেখে বকুল মনে মনে হিসেব করতে লাগল। বৈকুণ্ঠপুর এখান থেকে সাতশ' কিলোমিটার। জয়েনিং টাইম সাত দিন। জার্নি টাইম দু'দিন। মোট ন'দিন। ন'তারিখে চার্জ দিলেই হবে, তবে একটা দিন হাতে রাখা ভালো। সে দশ তারিখে চার্জ দেবে। চার্জ দিয়েই বহরমপুর চলে যাবে। রোজির সঙ্গে দিন চারেক কাটাবে। সব ক'টা দিনই কাটাতে পারত। কিন্তু অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয় নি। দু'এক দিনের জন্য বাড়ি যেতেই হবে। বাড়ি থেকে ফিরে সতের তারিখ বহরমপুর থেকে বৈকুণ্ঠপুরের বাস ধরবে।

দশ তারিখ চার্জ বুঝিয়ে দিয়েই বকুল বহরমপুর রওনা হল। রওনা হওয়ার সময় সুখেন সান্যালকে মেসেজ লিখল। "অ্যাজ পার মাই ডিসকাসন উইথ ইউ আই হ্যাভ হ্যান্ডেড ওভার চার্জ অফ অ্যাডিশনাল এস. পি. বামনাবাদ অন টেন্‌থ আফটারনুন। আই স্যাল টেক ওভার চার্জ অ্যাজ অ্যাডিশনাল এস. পি. বৈকুণ্ঠপুর অন এইটিন্‌থ ইন্সট্যান্ট।" মেসেজের কপি বকুল এস. পি. লামলিং, ডি. আই. জি. শ্রীকণ্ঠপুর এবং ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারকেও পাঠিয়ে দিল।

গাড়িতে বসে বকুলের রোজির কথা মনে পড়তে লাগল। মাস তিনেক পরে রোজির সঙ্গে দেখা হবে। এমন চাকরি, যে তার পক্ষে প্রায়ই আসা সম্ভব হয় নি। রোজিই মাসে দু'একবার করে তার কাছে আসে। মাস তিনেক হল সেও আসে নি। নিশ্চয় কাজের খুব চাপ পড়েছে। পরীক্ষার খাতা দেখাটা ও একদম পছন্দ করে না। কিন্তু কলেজে পড়াবে, আর খাতা দেখবে না, তা তো হয় না। খাতা দেখতেই হয়। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় এবার অনেক খাতা দেখতে দিয়েছে। তাই আসতে পারেনি।

বহরমপুর এখান থেকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার। রাস্তাও ভালো নয়। ঘন্টা পাঁচেক লাগবে। বহরমপুর পৌঁছুতে রাত প্রায় বারোটা বেজে যাবে। রোজি ততক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখে ভারি চমকে যাবে। দারুণ সারপ্রাইজ দেওয়া হবে। রোজি ঐ দুপুর রাতেই হয়তো রান্না চড়াবে। বার্ণার জ্বালাতে জ্বালাতে ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে, "আচ্ছা মানুষ যা হোক। একটা খবর দেবে তো!" বকুল তখন কি বলবে? বকুল বলবে, "খবর দেওয়াব সময় পেলে তো।" না, সেটা খুবই সাদামাটা উত্তর হবে। তার চেয়ে সে বলবে, "সেটাই তো মজা। খবর দিলে তো তুমি জেনেই যেতে যে আমি আসব। তাহলে কি আমাকে দেখে তুমি এত বেশি খুশি হতে?" রোজি মনে মনে খুশিই হবে। কিন্তু মুখে সেকথা স্বীকার করবে না। কপট রাগ দেখিয়ে বলবে, "শুধু কথার ফুলঝুরি! পুলিসের চাকরি ছেড়ে কাব্যি কর।" সে বলবে, "তাই করব। নাহলে কি

তোমার মতো ছেলেমেয়েদের বটানি পড়িয়ে পড়িয়ে জীবনটাই বাতিল করব?" এবার রোজি সত্যি সত্যি রেগে যাবে। বকুল হেসে ওঠে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে, "স্যার, কিছু বলছেন?" "না।" বকুল চেয়ে দেখে গাড়ি গঙ্গার ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। বকুল ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে বারোটা বাজে। গাড়ি এসে ঢুকল লালদীঘি হাউসিং এস্টেটে।

রোজিদের ব্লকটা গেটের কাছেই। রোজি একতলায় দু' নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে। বকুল গাড়ি থেকে নেমে দরজায় কলিং বেল টিপল। বেল বেজে চলল। কিন্তু রোজির সাড়া-শব্দ নেই। বিরক্ত হয়ে বকুল একটানা বেল বাজাতে লাগল। মিনিট দশেক পরে স্লিপিং গাউন পরা রোজি দরজা খুলল। কিন্তু দরজার বাইরে বকুলকে দেখেই কিরকম চমকে উঠল। ভিতরে ঢুকে বকুলও চমকে উঠল। তার নাইট ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আছে হাফিজ। হাফিজ রোজির সহকর্মী, বহরমপুরেই বাড়ি। কিন্তু এত রাতে হাফিজ এবেশে এখানে কেন? বকুলের মাথার শিরাগুলো যেন যন্ত্রণায় চড়চড় করে ছিঁড়ে যায়। সে ঝটিতি শোবার ঘরে এসে রোজির মুখোমুখি হয়। চাপা গলায় ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "এত রাতে আমার নাইট ড্রেস পরে হাফিজ এখানে কেন?"

"সন্ধ্যাবেলায় এসেছিল। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল। তাই থেকে গেল।"

"গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল, তাই থেকে গেল। বাড়ির লোকেরা চিন্তা করবে, খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হবে, সে কথা একবারও মনে হল না? তুমি আমাকে তোমার আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করতে বলছ? তুমি ওকে এক্ষুণি চলে যেতে বল। নইলে আমি গুলি করে মেরে ফেলব।"

"কেন?"

"তাও তো বটে। বাড়িতে বলে এসেছে, কান্দি যাচ্ছি কি কলকাতা যাচ্ছি। এখন ফিরে গেলে বাড়ির লোক কি ভাববে!"

"তুমি কি বলতে চাইছ?"

"আমি কি বলতে চাইছি তা তুমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছ। এও বুঝতে পারছ যে আমি যা বলছি তা ঠিক। আমারই ভুল হয়েছে। আমার এখানে আসা ঠিক হয় নি। আমিই চলে যাচ্ছি। তোমরা থাক।" বকুল দরজার দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু ড্রাইভার, সিকিউরিটি গার্ডেরা কি ভাববে? সে থমকে দাঁড়ায়। আর তখুনি কলিং বেলটা বেজে ওঠে। বকুল দরজা খুলে দেখে পিওন বুক হাতে একজন মেসেঞ্জার। সে বকুলকে একটা মেসেজ দেয়। পিওন বুকটা সই করে দিয়ে বকুল মেসেজটা পড়তে শুরু করে। "জয়েন অ্যাট ওয়ান্স উইদাউট অ্যাভেলিং জয়েনিং টাইম।" এস. পি. লামলিং মেসেজ দিয়েছেন।

বকুল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। গাড়ির কাছে এসে ড্রাইভারকে বলে, "চলুন আমরা রাস্তার ধারের হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নেব। আমাকে জয়েনিং টাইম না নিয়েই জয়েন করতে বলেছে। সকালের মধ্যেই আমরা বৈকুণ্ঠপুর রওনা হয়ে যাব।"

পরের দিন বিকেল নাগাদ বকুল বৈকুণ্ঠপুরে অ্যাডিশনাল এস.পি.-র অফিসে পৌঁছুল। সুখেনবাবু বকুলের সামনে আর একটা মেসেজের কপি মেলে ধরল। পুলিস ডাইরেক্টরেট থেকে সুখেন বাবুকে পাঠানো মেসেজ। আজ দুপুরবেলাতেই এসেছে। "ইউ আর

ডাইরেক্টেড নট টু হ্যান্ড ওভার চার্জ টু শ্রীবকুল বিশ্বাস আনটিল ফারদার অর্ডার।"

বকুল ভেবে পায় না, এটা কি করে সম্ভব। ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টার তাকে সেদিনই চার্জ দিয়ে চলে আসতে বললেন। আবার সুখেন বাবুকে চার্জ না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে হটলাইনে ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারকে ধরল। বকুলের কোনো কথা তিনি গায়েই মাখলেন না। তিনি বললেন, "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমাকে যেমন বলা হয়েছে, আমি তাই করেছি।"

"কিন্তু আমি এখন কি করব স্যার?"

"ফার্দার ইন্সট্রাকশানের জন্য অপেক্ষা কর।" তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন। বকুল তখন এস. পি.-কে ধরল। এস. পি. বললেন, "তুমি থানার গেস্ট হাউসে উঠে যাও। আমি দেখছি।" সে থানার গেস্ট হাউসে উঠে গেল।

পরের দিন সে থানায় গিয়ে আবার এস. পি.-র সঙ্গে কথা বলল। এস.পি. জানালেন, "আই হ্যাভ টক্ড টু হোম সেক্রেটারি। তোমাকে জয়েন করতে দেওয়ার জন্য শীঘ্রই অর্ডার আসবে।" কিন্তু অর্ডার এল না। আঠার তারিখে বকুল আবার ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারকে ধরল।

"স্যার আমার জয়েনিং টাইম আজ শেষ হয়ে গেল। এরপর আমি কি করব?"

"জয়েনিং টাইম শেষ হল তো কি হয়েছে? তুমি তো ইচ্ছে করে দেরি করছ না। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

বকুল সে ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখতে পারল না। পরপর ঘটনাগুলি বর্ণনা করে পুলিস ডাইরেক্টরেটে মেসেজ দিয়ে ইন্সট্রাকশান চাইল। কিন্তু কোনো উত্তর এল না। সে আবার এস. পি.-র সঙ্গে কথা বলল। এস. পি. আবার তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আরেকবার বললেন, শীঘ্রই অর্ডার আসবে।

বকুল যখন দেখল কাউকে বলেই কিছু হচ্ছে না তখন গেস্ট হাউসে চুপ করে বসে থাকল। অবশেষে সাতাশ তারিখে সুখেনবাবু খবর পাঠালেন যে তিনি বকুলকে আজই চার্জ দিয়ে দিতে চান। বকুল জানতে চাইল, "চার্জ দেওয়ার জন্য কি কোনো অর্ডার এসেছে?" সুখেনবাবু বললেন, "না, ডি. জি. সাহেব ফোনে বলে দিয়েছেন।"

চার্জ রিপোর্ট টাইপ হয়ে এল। বকুল সই করল। চার্জ নিয়ে বকুল সংশ্লিষ্ট সকলকে মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দিল। আর ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখল। "আপনাদের নির্দেশ অনুসারে জয়েনিং টাইম শেষ হবার পরেও চার্জ নেওয়ার জন্য আমি আট দিন অপেক্ষা করেছি। এই সময়টার জন্য যাতে আমার জয়েনিং টাইম বাড়ানো হয়, তার ব্যবস্থা করা হোক।"

সুখেনবাবু চার্জ বুঝিয়ে দিলেও বৈকুণ্ঠপুর ছেড়ে গেলেন না। বকুলকে বললেন, "ছেলেটার খুব শরীর খারাপ। আপনার আপত্তি না থাকলে জয়েনিং টাইমটা আমরা এখানে থেকে যাব।" আপত্তি তো বকুলের আছেই। ওনারা থাকা মানেই তাকে, এখনও থানার গেস্ট হাউসে থেকে যেতে হবে। কাজকর্মে অসুবিধা হবে। কিন্তু মুখে সে কথা বলতে পারল না। ভদ্রতা বলে তো একটা কথা আছে। সে বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনারা যতদিন খুশি থেকে যান।" তাঁরা থেকে গেলেন।

দুই

নতুন জায়গায় এলে অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করার একটা রীতি প্রচলিত আছে। বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের কল অন করতেই হয়। কাজকর্মের সুবিধার জন্যই এটা করা হয়। কাজে একে অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। জানাশোনা থাকলে সুবিধা হয়। জানাশোনা হবার জন্যই এই কল অন করার নিয়ম।

বকুল ভাবল এই কল অন পর্বটা সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করবে। আগামী কালই লামলিং গিয়ে এস. পি. সাহেবের সঙ্গে দেখা করে নেবে। ডি. এম. সাহেব লামলিং-এ থাকলে তাঁর সঙ্গেও দেখা করবে। পরের দিন শ্রীকণ্ঠপুর গিয়ে রেঞ্জ ডি. আই. জি-র সঙ্গে দেখা করে আসবে। বৈকুণ্ঠপুরের অফিসারদের সঙ্গে কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা করে নেবে।

বকুল হট লাইনে এস. পি-কে চাইল। লাইন পেতেই সে বলল, "নমস্কার স্যার, আমি বকুল বলছি।"

"নমোস্কা....... র, তুমি চার্জ নিয়ে নিয়েছো?"

"হ্যাঁ স্যার, নিয়ে নিয়েছি।"

"কখন নিলে?"

"পাঁচটার সময় স্যার।"

"ওয়েলকাম।"

"আপনি কাল অফিসে থাকবেন স্যার?"

"কেন?"

"আমি আপনার সঙ্গে কাল কল অন করতে চাইছি। ক'টায় আসব স্যার?"

"কাম অ্যাট ইলেভেন থার্টি।"

"নমস্কার স্যার"।

"নমোস্কা......... র।"

ফোন নামিয়ে রেখে বকুল ড্রাইভারকে ডাকল। ড্রাইভার এলে সে জিজ্ঞেস করল "আপনার নাম কি?"

"রুদ্র তামাং স্যার।"

"বাড়ি কোথায়?"

"শ্রীকণ্ঠপুর স্যার।"

"লামলিং এগারটায় পৌঁছতে হলে এখান থেকে কখন বেরুতে হবে?"

"সাতটার সময় বেরুতে হবে স্যার।"

"পঁচাশি কিলোমিটার পথ চার ঘন্টা লাগবে?"

"পাহাড়ি পথ। বেশি জোরে তো যাওয়া যাবে না স্যার।"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাহলে কাল সাতটার সময়ই আমরা বেরুব।"

"ঠিক আছে স্যার। কিন্তু আর্মড গার্ড তো বলতে হবে।"

সিকিউরিটি গার্ড বরুণ এগিয়ে আসে। সে বলে, আর্মড গার্ড ছাড়া যাওয়া ঠিক হবে না। ক'জন গার্ড বলব স্যার?"

"বিপদের সম্ভাবনা কিরকম?"

"হয় তো স্যার কিছুই হবে না। নয় তো কোন ঝোপের মধ্যে থেকে একটা বোমা এসে পড়বে। হয় তো পাহাড়ের ওপর থেকে গুলি ছুটে আসবে। আবার এমনও হতে পারে যে বোল্ডার দিয়ে গাড়ি থামিয়ে সকলকে মেরে ফেলতে চাইবে।"

"এরকম হয়েছে নাকি?"

"এই তো মালদার যে ডি. এস. পি. সাহেব মারা গেলেন, তিনি তো লামলিং থেকে একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি করে আসছিলেন। তিনধারিয়ার কাছে বোল্ডার দিয়ে গাড়ি থামিয়ে সব ক'জনকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে কুকরি দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলেছিল।"

"তাহলে তো গার্ড একটু বেশি নিতেই হয়। একটা স্টেনগান সমেত এক সেকশান ফোর্স দিয়ে দিতে বলুন। আর আর্মারারকে বলুন, আমার জন্য যেন একটা নাইন এম. এম. পিস্তল রেডি করে রাখেন।"

"ঠিক আছে স্যার।" সিকিউরিটি গার্ড স্যালুট করে চলে গেল।

রাত দশটার সময় থানা থেকে ডিউটি অফিসার এসে খবর দিল যে এস. পি. সাহেব বকুলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। বকুল গিয়ে টেলিফোন ধরতেই তিনি বললেন, "গত সপ্তাহে যে এ. এস. পি. আই. কিডন্যাপ্ট হয়েছিল, তার ডেডবডি পাওয়া গেছে। পোস্ট মর্টেমের জন্য ডেডবডি বৈকুণ্ঠপুর পাঠানো হচ্ছে। এ.এস.আই.-এর বাড়ি কোচবিহারে। তার বাড়িতে খবর দিতে হবে, যাতে আত্মীয়স্বজনরা এসে ডেডবডি নিতে পারে। আর একটা স্যাড নিউজ। একটা ভ্যানে করে এক প্লেটুন সি. আর. পি. এফ. লামলিং থেকে সবং যাচ্ছিল। কিন্তু রাস্তায় মাইন পাতা ছিল তা ড্রাইভার বুঝতে পারেনি। মাইন ফেটে একজন ইন্সপেক্টার এবং দু'জন কনস্টেবল মারা গেছে। তাদের ডেডবডিও পাঠানো হচ্ছে। সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"স্যার, তাহলে আমি কাল লামলিং না গিয়ে এখানেই থেকে যাই? পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই।"

"দ্যাট্‌স লাইক এ গুড অফিসার! ক্যারি অন। হ্যাঁ আরেকটা কথা। জনা পাঁচেক টি.এন.এল.এফ. আসামী ধরা পড়েছে। তাদেরকেও পাঠাচ্ছি। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখান থেকে অফিসারদের একটা টিমও যাচ্ছে। ওদের কিছু দরকার পড়লে দেখো।"

"অল রাইট স্যার। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"বেস্ট লাক।" এস. পি. সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন।

সকালবেলায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে বকুল দেখল, ডেডবডি এসে গেছে। পোস্ট মর্টেমের তোড়জোড় চলছে। বকুল মর্গে ঢুকে বলল, "আমি আপনাদের নতুন অ্যাডিশনাল এস. পি. বকুল বিশ্বাস।" একজন হালকা মতো ভদ্রলোক এগিয়ে এসে

বললেন, "আমি ডাক্তার হালদার। আর উনি আমাদের স্যার ডাঃ নন্দী।" বকুল দেখল ডাঃ নন্দী হাতে গ্লাভ্‌স পরছেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন।" বকুল বলল, "আমি এলে আপনাদের কোনরকম সাহায্য হতে পারে বলে আসা। এ.এস.আই.-এর আত্মীয়স্বজন যাতে তার ডেডবডিটা পায়, অন্যান্য ডেডবডির যাতে সম্মানের সঙ্গে সৎকার হয়, সেটা দেখার জন্যই এলাম।" বকুলের কথা শুনে ডাঃ নন্দী খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে আমাদের সমস্যাগুলো এবার কমবে।" তিনি ইঙ্গিত করতেই ডোম ডেডবডিটা টেবিলের ওপর তুলল। বকুল দেখল মাথাটা কুচি কুচি হয়ে গেছে। বোধ হয় পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে। সমস্ত শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় চামড়া উঠে গেছে। সারা গায়ে ক্ষতের চিহ্ন। কত কষ্ট দিয়েই না লোকটিকে মেরেছে। লোকটির শুধু দোষ সে পেটের দায়ে পুলিশের চাকরি নিয়েছিল। আর কোন দোষ সে করেছিল কিনা সে জানে না। তার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। মনে হয়, তারও এইরকম পরিণতি হতে পারে। হলে কি হবে? রোজি তো বোধ হয় খুশিই হবে। শুধু বাবা-মা আর ভাই-বোনেরা দুঃখ করবে। বকুল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

পোস্টমর্টেম শেষ হতে হতে দুপুর হয়ে যায়। ইতিমধ্যে এ. এস আই.-এর আত্মীয়স্বজনেরা সকলে চলে আসে। তারা একটা ম্যাটাডোর ভাড়া করে তাঁর ডেডবডি নিয়ে চলে যায়। সি. আর. পি. এফ. ক্যাম্প থেকেও লোকজন ফুলের তোড়া আর কাঠ-খড় নিয়ে চলে আসে। তিনটি ডেডবডি মধুছন্দা নদীর তীরে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্মশানের পাড়ে তাদের শেষ বিদায় জানানো হয়। শ্মশানের বুকে পরপর তিনটি চিতা সাজানো হয়। একজন সি. আর. পি. এফ. কনস্টেবল আবেগ ভরে বলে ওঠে, "ওয়ে লোক জীবন মে এক সাথ থে। মরনে কে বাদ ভি একসাথ রহা।" কথাটা বকুলকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। সত্যিই তো! কারও বাড়ি উত্তরপ্রদেশ, কারও বাড়ি হরিয়ানায়। একসঙ্গে কাজ করছিল। এক সঙ্গেই চিতায় উঠছে। তাদের আত্মীয়স্বজন হয়তো এখনও জানে না যে তাঁরা আর বেঁচে নেই। বাড়িতে তাদের প্রেয়সীরা হয়তো অধীর আগ্রহে দিন গুণছে, কবে তারা ফিরে যাবে। কবে তাদের মধুর মিলনে পৃথিবী মধুময় হয়ে উঠবে! কিন্তু সে দিন আর কোনোদিন আসবে না। মানুষের জীবনটা কত ক্ষণস্থায়ী! কম্পিত হাতে ফুলের মালা নিয়ে সে ইন্সপেক্টারের মরদেহে রাখল।

মুখটা যেন খুব চেনা। কে, কে? কোথায় দেখেছি? হ্যাঁ হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল পুলিস একাডেমিতে হুকুম সিং নামে তাদের যে ইন্সট্রাক্টার ছিলেন, এই মুখটা যেন তাঁর মতো। বকুল ঘুরে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্টকে জিজ্ঞেস করল, "কিয়া, ইনকা নাম হুকুম সিং হ্যায়?"

"জি সাব, ইনকা নাম হুকুম সিং থা।"

"ইয়ে ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমি মে ইন্সট্রাক্টার থে?"

"কিয়া থে ওহ তো বাতা নেহি সকতে. লেকিন ওয়ে হায়দ্রাবাদ একাডেমি সে ডেপুটেশন মে গয়ে থে।"

বকুল বুঝতে পারল, মৃত সি. আর. পি. এফ. ইন্সপেক্টার তাদের ন্যাশনাল পুলিস একাডেমির ইন্সট্রাক্টার সেই হুকুম সিং। চোখের সামনে আবার একাডেমির প্যারেড গ্রাউণ্ডটা ভেসে উঠল। হুকুম সিং তাদের পিটি করাচ্ছেন। কত স্ফূর্তিবাজ লোক ছিলেন। অথচ কিভাবে তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। মনে পড়ে তিনি একদিন যোগের ক্লাস নিচ্ছিলেন। তাঁর স্কোয়াডে পি. কে. ঝাঁ বলে একজন প্রবেশনার ছিল। সে সব সময় হাসত। সেদিন যোগের ক্লাসে শবাসনে শুয়েও সে হাসছিল। তাতে রেগে গিয়ে হুকুম সিং বলেছিলেন, "ঝাঁ, তেরা মুহ মে ম্যায় মিট্টি ডাল দুঙ্গা।" তা শুনে শুধু ঝাঁ নয় স্কোয়াডের সমস্ত ছেলেই হাসতে শুরু করেছিল। পাশের স্কোয়াড থেকে বকুলরাও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিল। সে হাসির চোটে শবাসন আর স্থায়ী হতে পারে নি। সেই হুকুম সিং আজ সত্যি সত্যিই শবাসনে শুয়ে আছে। লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে কাঠের চিতার ওপরে শুইয়ে দিল। মুখে আগুন দিতেই দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠল। হুকুম সিংয়ের চিহ্ন পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল। তাঁর ছাত্র বকুল ভারাক্রান্ত মনে অফিসে ফিরে এল।

অফিসে ফিরেই বকুল বৈকুণ্ঠপুর থানায় ফোন করল। ডিউটি অফিসার ফোন ধরলে জিজ্ঞেস করল, দার্জিলিং থেকে যে পাঁচ জন টি. এন. এল. এফ আসামী এসেছিল তাদের খবর কি?

"স্যার তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারপর ভৌমিকবাবু তাদের কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছেন।

"ভৌমিকবাবু কে?"

"ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টার স্যার!"

"ডি. ই. বি ইন্সপেক্টার ফরওয়ার্ড করলেন কেন?"

"পাহাড় থেকে যেসব আসামী এখানে আসে তাদের বিরুদ্ধে যাতে ঠিক ঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টারের নেতৃত্বে এখানে একটা সেল করা আছে স্যার।"

"তা কোর্টে কি হল?"

"এসকর্ট পার্টি এখনও ফিরে আসে নি স্যার।"

"এলে আমাকে জানাবেন।"

"আজ্ঞে স্যার।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখতেই অফিস আর্দালি বৃন্দাবন একটা স্লিপ নিয়ে এসে বলল, "এক মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় স্যার।" বকুল জিজ্ঞেস করে, "কি ব্যাপারে?" বৃন্দাবন বলে, "আপনাকেই বলবে বলছে স্যার।" "ঠিক আছে পাঠিয়ে দিন।" বকুলের সম্মতি পেয়ে বৃন্দাবন বেরিয়ে যায়। একটু পরে একজন বছর চল্লিশেক বয়সের রুক্ষ-সুক্ষ মহিলা ঘরে ঢোকে। বকুল তাকে বসতে বলে, "বসুন।" কিন্তু মহিলা বসেন না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে দ্বিধার সঙ্গে বলেন, "মেরো ছোড়ালাই কোর্টমা চালান দিয়ো।"

ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার্স রাইফেল্‌স-এ থাকার সময় ছোট ছোট নেপালি ছেলেমেয়েদের

সঙ্গে কথা বলে বলে বকুল একটু একটু নেপালি শিখেছিল। অনেক দিন চর্চা না থাকার ফলে সব ভুলে গেছে। তবুও বকুল বুঝতে পারে যে মহিলা বলছে তার ছেলেকে কোর্টে চালান করা হয়েছিল। মহিলা তারপর কি বলতে চায় তা জানার জন্য বকুল বলে, "ভোননু হোস, বাদমা কে ভয়ো?" বকুল নেপালি জানে এটা বুঝতে পেরে মহিলা অনর্গল নেপালি বলতে শুরু করল। কিন্তু বকুল তার সব কথা বুঝতে পারল না। তখন ড্রাইভার রুদ্র তামাংকে ডেকে বলল, "উনি কি বলছেন আপনি ভালো করে শুনে নিন। তারপর আমাকে বলুন।"

রুদ্র মহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব জেনে নিল। তারপর বকুলের দিকে মুখ ফিরিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "স্যার, উনি বলছেন, ওনার ছেলেকে কাল লামলিং থেকে সি. আর. পি.-র লোকেরা ধরেছে। আজ বৈকুণ্ঠপুর পাঠিয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর কোর্টে হাজির করা হয়েছিল। ওনার উকিল বলেছে, সরকারি উকিল আর পুলিসের লোকদের জন্য এক হাজার টাকা দিলে ওনার ছেলে ছাড়া পাবে। ওনার কাছে অত টাকা নেই। পরে দিলে হবে কি না জিজ্ঞেস করছেন।"

"বলছেন কি?"

"স্যার, ওনার উকিল নাকি তাই বলেছে।"

বকুল আশ্চর্য না হয়ে পারে না। টি. এন. এল. এফ.-এর আসামী, সরকার-বিরোধী কাজের জন্য ধরা হয়েছে। টাকা দিলেই সে ছাড়া পেয়ে যাবে। তার থেকে বড় কথা, সরকারি উকিল বা পুলিসের লোকদের টাকা দিতে হবে কেন! বকুলের কিরকম অস্বাভাবিক লাগে। সে থানায় ফোন করে। ডিউটি অফিসারকে বলে, "ভৌমিকবাবুকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলুন। আর আজ যারা লামলিং থেকে এসেছে অর্থাৎ লামলিং-এর যে পাঁচজন আসামীকে আজ কোর্টে পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ প্রেম লামা নামে আছে কি না, দেখে আমাকে বলুন।" ডিউটি অফিসার বলল, "স্যার, এক মিনিট একটু ধরবেন।" বকুল ধরে থাকল। মিনিট দশেক পরে ডিউটি অফিসার আবার ফোন তুলে বলল, "স্যার জেনারেল ডায়েরিতে দেখা যাচ্ছে, পাঁচ জনের মধ্যে একজনের নাম প্রেম লামা। আর ভৌমিকবাবু এসে গিয়েছেন স্যার, কথা বলুন।" বকুল বলল, "দিন।"

ভৌমিকবাবু ফোন ধরে বলল, "স্যার, আমাকে খোঁজ করছিলেন?"

"হ্যাঁ, লামলিং থেকে যে আসামীদের পাঠানো হয়েছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কি পাওয়া গেছে?"

"স্যার, জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছুই পাওয়া যায় নি। তবে পাহাড় থেকে যারা পালিয়ে এসে এখানে আছে তারা তিনজনকে আইডেন্টিফাই করেছে যে এরা টি. এন. এল. এফ.-এর জন্য জোর করে চাঁদা তুলত। বাকি দু'জনের মধ্যে একজন প্রেম লামা। ওর বিরুদ্ধে স্যার কিছু পাওয়া যায় নি।"

"তাহলে ওকে কোর্টে পাঠানো হয়েছে কেন?"

"ওকে স্যার এখান থেকে ছেড়ে দেওয়া যেত। তবে টি. এন. এল. এফ. আসামি [illegible]কে ছাড়িনা। কোর্টে পাঠিয়ে দিই। কোর্টে যা হবার হয়।"

"এর ব্যাপারে কোর্টে কি হয়েছে?"

"আমি তো দেখছি পাঁচজনকেই থানায় ফেরৎ পাঠিয়েছে।"

"অর্ডার কি হয়েছে?"

"অর্ডারের কপি স্যার আমি এখনও পাই নি।"

"অর্ডার কি হয়েছে, খোঁজ নিয়ে জানান। আর এ কেসে আমাদের উকিল কে আছে?"

"স্যার, এটা তো স্পেশাল কোর্টের কেস। স্পেশাল কোর্টে এ. পি. পি. ধিলন সর্দার।"

"ওনার ফোন নম্বর কত?"

"স্যার ওনার চেম্বারে ফোন আছে বটে। কিন্তু এখন তো উনি কোর্টে থাকবেন। কোর্টে স্যার ফোনে পাবেন না।"

"আচ্ছা আপনি অর্ডার কি হয়েছে জেনে আমাকে জানান।"

ফোন নামিয়ে রেখে বকুল রুদ্রকে বলল, "ওনার উকিলের নাম কি জিজ্ঞেস করুন তো।" মহিলা জানাল, তাঁর উকিলের নাম রতন সরকার। বকুল মহিলাকে নিয়ে কোর্ট ইন্সপেক্টারের অফিসে গেল। উদ্দেশ্য ধিলন সর্দারের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। কিন্তু রতন সরকারকে পাওয়া গেল। বকুল রতন সরকারকে জিজ্ঞেস করল, "মহিলার কাছ থেকে যে এক হাজার টাকা চেয়েছেন সেটা কিসের জন্য?" রতন সরকারের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "আমার নিজের জন্য।"

"আপনার ফিজ কত?"

"ষাট টাকা।"

"সে ষাট টাকা দেয় নি?"

"না, হ্যাঁ দিয়েছে।"

"তাহলে আবার এক হাজার টাকা কি জন্য চেয়েছেন?"

"না, এক হাজার টাকা চাইনি তো।"

বকুল রুদ্রকে দিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করাল। মহিলা রতনবাবুর সামনেই বলল যে তিনি এক হাজার টাকা চেয়েছেন। তিনি যে চেয়েছেন তার সাক্ষীও আছে। বকুল তখন রতন সরকারকে জিজ্ঞেস করল, "কোর্টে ওদের সম্বন্ধে অর্ডার কি হয়েছে?"

"ঠিক মনে পড়ছে না. দেখতে হবে।"

"একটু দেখুন তো। ব্যাপারটা কি আমি একটু জানতে চাই।"

রতন সরকার তাঁর ফাইলপত্র দেখলেন। কিন্তু অর্ডারের কপি পেলেন না। অর্ডার কি হয়েছে তাও তিনি মনে করতে পারলেন না। বকুল বাধ্য হয়ে কোর্ট ইন্সপেক্টারকে নিয়ে বেঞ্চ ক্লার্কের কাছে গেল বেঞ্চ ক্লার্ক অর্ডারটা বের করল। প্রেম লামার ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেবার অর্ডার হয়েছে। বকুল আবার রতন সরকারের কাছে এল। কিন্তু তিনি ততক্ষণে কোর্ট ছেড়ে চলে গেছেন। বকুল তখন জানতে চাইল, "এখানকার বার

অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কে?" কোর্ট ইন্সপেক্টার তাকে সেক্রেটারি মি. বারিন ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে গেল। বকুল শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পলল, "দেখুন এই মহিলা তাঁর ছেলের জন্য আপনাদের রতন সরকারকে তাঁর উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। ছেলের ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া পাওয়ার অর্ডার হয়েছে। রতনবাবু তাঁর ফিজ নেওয়ার পরও এক হাজার টাকা চেয়েছেন। সরকারি উকিল আর পুলিশকে নাকি দিতে হবে। অবশ্য রতনবাবু এই টাকা চাওয়ার কথা অস্বীকার করছেন। কিন্তু আমি এই মহিলার কথা বিশ্বাস করছি এই জন্য যে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি পাওয়ার অর্ডার হলেও আসামীকে আবার হাজতে পাঠানো হয়েছে। টাকা আদায়ের ব্যাপার না থাকলে এরকম ঘটনা ঘটত না। কারণ সিউরটির ব্যাপার থাকলেও বুঝতাম যে সিউরটি পাওয়া যায় নি বলে জামিন হয় নি। কিন্তু ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়ার অর্ডার হয়েছে। আসামী ছাড়া পেতে চায়। এমত অবস্থায় তাকে আবার হাজতে পাঠাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।" মি. ভট্টাচার্য অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, "আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং-এ কথাটা তুলব। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তবে খুবই দুঃখজনক!" মি. ভট্টাচার্যের টেবিলের পাশে আরেকজন উকিল বসেছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "যদি সত্যি হয় কি বলছেন স্যার? সত্যি।" মি. ভট্টাচার্য কিছু বললেন না। বকুল আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো!"

"এখানে বলা সম্ভব নয়। আপনি আমার বাড়িতে আসুন। না হয় আপনার কখন সময় হবে বলুন। আমি আপনার অফিসে যাব।"

"না, আমিই আপনার বাড়িতে যাব।"

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বকুলের হাতে দিয়ে বললেন, "কাম অ্যাট এনি টাইম আফটার ফোর। বকুল দেখল ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজছে। সে মহিলাকে তার অফিসে বসতে বলে ভিজিটিং কার্ডের ঠিকানা দেখে সওয়া চারটের সময় সমর কুণ্ডুর হাকিমপাড়ার বাসায় উপস্থিত হল। সমর কুণ্ডু জানালেন, "টি. এন. এল. এফ. সংক্রান্ত সব কেসে সরকারি উকিল ধিলন সর্দার। যেসব আসামীর ছাড়া পাবার কথা ধিলন সর্দার তাদের উকিলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসে। ছাড়া পাবার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে আসামীর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে তারা ভাগাভাগি করে নেয়। আসামী তো এমনিতেও ছাড়া পেত। টাকা দেওয়ার পরও পায়। আসামীর আত্মীয়স্বজনরা মনে করে ঘুষ দেওয়ার জন্যই ছাড়া পেয়েছে।"

"আর যদি টাকা না দেয়।"

"টাকা না দিলে প্রেম লামাকে যেমন ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেওয়ার পরও হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে সেরকম করে।"

"কেউ কিছু বলে না?"

"কে বলবে? ধিলনবাবু পার্টির লোক। আর আসামীর উকিল এতে যুক্ত।"

"পার্টি কিছু বলে না?"

"পার্টি বলে না এই জন্য যে পার্টিব কোনো কেস থাকলে সে বিনা পয়সায় করে

দেয়। পার্টি কোনো আসামীর ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হলেও পার্টি যা চায়, সে তাই করে।"

"কিন্তু এতে দুর্নাম তো হচ্ছে!"

"ওর তো দুর্নাম হচ্ছে না। টাকা তো ও চাইছে না। টাকা চাইছে আসামীর পক্ষের উকিল। দুর্নাম হচ্ছে তাদের।"

"দুর্নাম হচ্ছে না তো আপনি জানলেন কি করে?"

"আমি তো অনেক কিছু জানি। থানার সামনের পাঁচতলা বাড়িটা দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা একটা ডিসপিউটেড ল্যান্ডের ওপর আছে। যখন সবে পোতা দেওয়া হয়েছে তখনই ইন্‌জাংশান হয়েছিল। আমার মক্কেলই ইন্‌জাংশান পেয়েছিল। মামলার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ধনিরাম ঝুনঝুনওয়ালা যাতে আর কন্সট্রাকশানের কাজ না করে তা দেখার জন্য পুলিসকে কোর্ট থেকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। কোর্টে হেরে ঝুনঝুনওয়ালা গেল ধিলন সর্দারের কাছে। ধিলন আমাকে এক লাখ টাকা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। শর্ত ছিল কোর্টে ইনজাংশান ভায়োলেট করার ব্যাপারে আমি হৈ চৈ করব না। আমি রাজি হই নি। তখন ধিলন থানার সঙ্গে ব্যবস্থা করে। থানার কয়েক গজের মধ্যে দিন রাত কন্সট্রাকশানের কাজ হতে থাকে। থানার লোকেরা দেখতে পায় না। কি করে দেখতে পাবে? শোনা যায় ঝুনঝুনওয়ালার কাছে থানার জন্য ধিলন সর্দার দু'লাখ টাকা নিয়েছিল। কত সে থানাকে দিয়েছিল, কত তার দালালি বাবদ রেখেছিল তা অবশ্য জানা যায় নি। এখানেই শেষ নয়। কথা আছে নাকি রাস্তার ধারের একটা ফ্ল্যাট ধিলন সর্দারকে দিতে হবে।"

"এও কি সম্ভব?"

"আপনার বিশ্বাস না হয়, কেসের কাগজ সবই আমার কাছে আছে, দেখতে পারেন।"

"আপনারা আদালতের নির্দেশ না মানার জন্য পুলিসের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন না কেন?"

"চাওয়া হয়েছিল। আপনার আই. সি. কোর্টে এসে বলল, আদালতের নির্দেশের পর ওখানে কোনো রকম কাজ হতে দেখেন নি।"

"কোর্ট বিশ্বাস করে নিল?"

"বিশ্বাস করে নিয়েছে কিনা জানি না। তবে পুলিসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি।"

সব শুনে বকুল থ হয়ে গেল। সমরবাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সে অফিসে এল। অফিস থেকে মহিলাকে নিয়ে থানায় গেল। ভৌমিকবাবু আই. সি.-র ঘরেই ছিল। বকুল তাকে বলল, "প্রেম লামা আর সুভাষ ছেত্রীর পারসোনাল বন্ড নিয়ে ছেড়ে দিন।" আই. সি. দুর্গাপ্রসন্ন বোস বলল, "স্যার কোর্ট থেকে ফেরৎ পাঠিয়েছে। আমাদের ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?"

"খুব ঠিক হবে। বরং পারসোনাল বন্ড নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অর্ডার হওয়ার পরও হাজতে এনে রাখা অন্যায় হয়েছে।"

আই. সি. আর কিছু বলল না। ভৌমিকবাবু ডিউটি অফিসারকে ডেকে পাঠাল। ডিউটি অফিসার প্রেম লামা এবং সুভাষ ছেত্রীকে বের করে নিয়ে এল। ভৌমিকবাবু ওদের দিয়ে পারসোনাল বন্ড লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিল। ছেলে দু'টি ফিরে সবাইকে দেখতে লাগল। মহিলা টাকা না দিয়েও ছেলের ছাড়া পাওয়াতে হকচকিয়ে গেল। সে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করল, "ভগবান তেরো রামরো গর্ছ।" বকুলের চোখে জল এসে গেল। এরা কত সরল! অথচ সবাই এদের ঠকায়। জোর করে অন্যায় ভাবে এদের কাছে টাকা আদায় করে। সে যেন কোনো দিনও এদের না ঠকায়, এদের সঙ্গে প্রতারণা না করে।

তিন

বিধানসভার নির্বাচনের আর মাত্র মাসখানেক বাকি আছে। জোর নির্বাচনী প্রচার চলছে। গতকাল লাল পার্টির জন্য মুখ্যমন্ত্রী জনসভা করে গেছেন। আগামী সোমবার নীল পার্টির জন্য প্রধানমন্ত্রী আসছেন। উনি হিন্দি হাই স্কুলের মাঠে জনসভা করবেন। আসবেন হেলিকপ্টারে। প্রথমে ঠিক ছিল ডাবগ্রামে নামবেন। কিন্তু এস. পি. জি-র লোকেরা রাজি হ'ল না। এত ছোট মাঠে নাকি তিন তিনটে হেলিকপ্টার নামানো নিরাপদ হবে না। আরে বাবা অতগুলো হেলিকপ্টার আসার দরকার কি? এই গরীব দেশের সরকারের ভোটে অত টাকা খরচ করা কি উচিত! নীল পার্টির প্রার্থী অনন্ত নন্দী বলেছিলেন এ খরচ সরকার নয়, তাদের পার্টি বহন করবে। সেটা তো আরও বিপজ্জনক। পার্টি এত টাকা কোথায় পাবে? সদস্যদের কাছে চাঁদা নিয়ে এত টাকা হয় না । তাহলে অন্য লোকের কাছে নিতে হবে। কারা দেবে? গরীব মানুষের এত টাকা নেই। টাকা আছে বড় বড় শিল্পপতি, ধনী ব্যবসায়ী, রাজা-মহারাজা আর ভূস্বামীদের। তাদের কাছেই টাকা নিতে হবে। আর তাদের টাকায় ভোট করে ক্ষমতায় এলে সরকারের পক্ষে তাদের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজই করা সম্ভব হবে না। কাজেই এত আড়ম্বর করে যারা ভোট চাইতে আসে সাধারণ মানুষের উচিত তাদের ভোট না দেওয়া। কিন্তু তার কথা কে শুনছে। রাজনৈতিক নেতারা সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে মুরগি কাড়াকাড়ি করে। অথচ এ ব্যাপারটার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ফলে এ আড়ম্বর চলেই আসছে। প্রধানমন্ত্রীও তিনটে হেলিকপ্টার নিয়েই আসবেন। ডাবগ্রামে নামা অসুবিধা? ইন্দিরা ময়দানে নামবেন। ওখান থেকে গাড়িতে হিন্দি হাই স্কুলে আসবেন। তিন চার কিলোমিটার পথ ব্যারিকেড করতে হবে? কর। বকুল পি. ডব্লিউ. ডি-র সঙ্গে কথা বলে ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করেছে। রাস্তার দু' পাশে গার্ডের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু উগ্রপন্থী হানা বা কালো পতাকা দেখানো এরকম কোনো বিশেষ ধরনের ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রব্লেম হবে কি না, তাই নিয়ে সে ডি. এস পি. গৌতম পাল এবং ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টর সলিল সেনের সঙ্গে আলোচনা করছে।

সলিল সেন বলল, "স্যার, টি. এন. এল. এফ-এর সঙ্গে এখন নীল পার্টির সম্পর্ক ভালো। তাছাড়া ওরা এখানে এসে গণ্ডগোল করতে সাহস করবে না। তবে আনন্দ পার্টির লোকদের ব্যাপারে একটু খোঁজ নিতে হবে, স্যার। আর কালো পতাকা দেখানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা সেটা লালপার্টির সঙ্গে কথা বলে নিলেই হবে। ওরা যেহেতু এখানে রুলিং পার্টি কাজেই হঠকারিতা কিছু করবে বলে মনে হয় না।" ডি. এস. পি. গৌতম পাল বলে উঠল, "ওরা নিজেদের ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত যে এসব করবে বলে মনে হয় না।" বকুল সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ লামলিং-এর ব্যাপারে ওদের অনেক কথা ভাবতে হচ্ছে।" পাল বলল, "লামলিং নয় স্যার। বৈকুণ্ঠপুরেই অনেক ব্যাপার হয়েছে?"

"কি ব্যাপার?"

"আপনি ডি আই. বি. ইন্সপেক্টরকেই জিজ্ঞেস করুন।"

বকুল ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টরের দিকে কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকায়—

"কি ব্যাপার?"

"এমন কিছু নয় স্যার। ও সব নিজেদের মধ্যেকার ব্যাপার!"

"হ্যাঁ, সে ব্যাপারটা কি?"

"স্যার, আপনি তো জানেন এখানে লাল পার্টির প্রার্থী হয়েছেন গৌর কুণ্ডু?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?"

"আসলে প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল অশোক আচার্যের।"

"তাহলে গৌর কুণ্ডু হলেন কি করে?"

সলিল সেন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে লাগল। অনেক দিন আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল স্ট্যাণ্ডিং এম. এল. এ. ধীরেন যশকে এবার পার্টি টিকিট দেবে না। তাই অনেকেই টিকিট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। এঁদের মধ্যে অশোক আচার্য এবং গৌর কুণ্ডু প্রধান। জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং কৃষক নেতা সুনীল সাহা চাইছিলেন অশোক আচার্য প্রার্থী হোন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিনয় ব্যানার্জী গৌর কুণ্ডুর পক্ষে। আবার অ্যাডভোকেট নেতা ধিলন সর্দারও গৌর কুণ্ডুর পক্ষে। কিন্তু জেলার মন্ত্রী অশোক আচার্যের পক্ষে থাকায় তাঁরই দল ভারি ছিল। তাই ঠিক হয়েছিল অশোক আচার্যকেই এবার টিকিট দেওয়া হবে। তবে সেটা একসঙ্গে সবাই মিলে বসে ঠিক করা হবে। কথা ছিল প্রথমে অশোক আচার্য নিজে গৌর কুণ্ডুর নাম প্রস্তাব করবেন তখন গৌর কুণ্ডু প্রার্থী হতে অস্বীকার করে অশোকবাবুর নাম প্রস্তাব করবেন। তাহলে উভয় পক্ষের লোকই এক জোট হয়ে কাজ করার উৎসাহ পাবে। পাহাড়ে যা পরিস্থিতি তাতে এখন পার্টির মধ্যে সামান্যতম মত পার্থক্যও কাম্য নয়। সেই মতোই মন্ত্রী সকলকে নিয়ে বসেছিলেন। অশোক আচার্য গৌর কুণ্ডুর নামও প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কথা মতো গৌর কুণ্ডু প্রার্থী হতে অস্বীকার করে অশোক আচার্যের নাম আর প্রস্তাব করেন নি। বিনয় ব্যানার্জীর ওপর দায়িত্ব ছিল, সে অশোক আচার্যের প্রার্থীপদ সমর্থন করবে। কিন্তু সে গৌর কুণ্ডুকেই সমর্থন করে। ধিলন সর্দারও উঠে গৌর কুণ্ডুকে সমর্থন করে। অশোক আচার্য বুঝতে পারেন, তিনি গৌর কুণ্ডুর ষড়যন্ত্রের স্বীকার হচ্ছেন। কিন্তু নিজে

সবার সামনে গৌর কুণ্ডুর নাম প্রস্তাব করেছেন। তিনি আর কিছুই বলতে পারেন না। মন্ত্রি সব ব্যাপার বুঝতে পারেন। কিন্তু সবার উপস্থিতিতে যে নাম গৃহীত হয়েছে তাকে বাদ দেওয়ার কথা তিনিও ভাবতে পারেন না। ফলে গৌর কুণ্ডু প্রার্থী হয়ে গেলেন।

সব শুনে বকুল বলে উঠল, "আশ্চর্য। গৌর কুণ্ডু লোকটা ভারি ধড়িবাজ। তুলনায় অশোক আচার্য অনেক সাদাসিধে, ভালো মানুষ। অবশ্য লোকে তাঁকে বলবে বোকা। আর গৌর কুণ্ডু ট্যাক্টফুল।" ডি. এস. পি. ও ইন্সপেক্টার কেউ কোনো কথা বলে না। বকুল ইন্সপেক্টারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনি এবার আনন্দ পার্টির মতিগতির ব্যাপারে খোঁজ খবর লাগান।" "ঠিক আছে স্যার। আমি আজই লোক লাগিয়ে দিচ্ছি।" ইন্সপেক্টার সলিল সেন অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল। বকুল ডি. এস. পি. ও পালের দিকে ফিরে বলল, "বিকেলে একটু স্টেশনে যেতে হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় দু' কোম্পানি এম. পি. এস. এফ. আসছে।"

"এম. পি. এস. এফ. পুরোটা কি স্যার?"

"মধ্য প্রদেশ স্পেশাল ফোর্স।"

"ওদের কি বলতে হবে স্যার?"

"ওদের লামলিং পাঠাতে হবে। তবে এই অবস্থায় রাত্রিবেলায় পাঠানো ঠিক হবে না। আমি এস. পি. সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। লামলিং থেকে তিনটে গাড়ি পাঠাবে। আমাদের দুটো গাড়ি আছে। এম. টি. ও. কে বলুন কয়েকটা ট্রাক রিকুইজিশন করা যায় কি না। না হলে খুব সকাল থেকে দুটো ট্রিপ করতে হবে। একটা রাতের জন্য কোথাও এনে তোলাও ঝামেলা। তাই ওদেরকে বলতে হবে স্টেশন চত্বরেই যাতে রাতটা কাটিয়ে দেয়। আর যদি ওরা স্টেশনে না থাকতে চায় তবে আমায় বলবেন। বর্ধমান রোডে একটা গোডাউন ঠিক করা আছে। তবে তাতে ওদেরই ঝামেলা বাড়বে। যেখানেই থাকুক আজকে রাতটা ওদের বেশ অসুবিধা হবে। মধ্যপ্রদেশ থেকে ট্রেন জার্নি করে এসে এভাবে থাকতে স্বাভাবিক ভাবেই খারাপ লাগবে। সেজন্যই বুঝিয়ে বলতে হবে যে তাদের ভালোর জন্যই এই ব্যবস্থা। এটা নিচের কাউকে দিয়ে হবে না। আমি নিজেই যেতাম। কিন্তু আমাকে আবার কদমতলায় ডি. আই. জি., বি. এস. এফ.-এর কাছে যেতে হবে। কাল সকালের লামলিং মেলে তিন কোম্পানি বি. এস. এফ আসছে। ওদের সবং পাঠাতে হবে। ক'দিন পরে পাঠালেও হবে। কদমতলায় যদি ওদের কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা হয় তাহলে সি. আর. পি. এফ.-দের পাঠিয়ে তবে ওদের পাঠাবো।"

"সি. আর. পি. এফ. কবে আসছে স্যার?"

"পরশু দিন কাঞ্চনজঙ্ঘায় পাঁচ কোম্পানি সি. আর. পি. এফ. আসছে। ওদের তিন কোম্পানি ঘুর্শিয়াং পাঠাতে হবে। বাকি দু'কোম্পানি লামলিং-এ।"

"অত গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে স্যার?"

"কিন্তু কোনো উপায় তো নেই। ব্যবস্থা করতেই হবে। আপনি এম. টি. ও. কে বলুন। কয়েকটা গাড়ি ধরতে পারলে ভালো হয়। ডি. আই. জি., বি. এস. এফ. দুটো বাস দিতে রাজি হয়েছেন। অন্তত একবার এস. এস. বি.-র ডিভিসনাল অর্গানাইজার -এর কাছে যাব।

যদি আর দু' তিনটে গাড়ি পাওয়া যায় তাহলে সুবিধা হবে।

"স্যার এস. আই. বি.-রও দুটো গাড়ি আছে। ডেপুটি ডাইরেক্টরকে একবার বলে দেখলে হত।"

"হত। কিন্তু দেখছেন তো ওরা আমাদের থেকে টি. এন. এল. এফ.-এর সঙ্গে বেশি সহযোগিতা করছে। সেদিন বাঘাগুড়ি এয়ারপোর্টে দেখলেন তো। এস. আই. বি.-র লোকেরা বিধান সুব্বার বডি গার্ডের কাজ করল।"

"হ্যাঁ তা বটে।"

"অতএব ওদের সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই। বরং আমি এম. এস. বি.-র সঙ্গে কথা বলে দেখি। না হলে, যেকরে হোক, আমরা গাড়ি রিকুইজিশন করব। আপনি এম. টি. ওকে একবার বলে রাখবেন।"

"ঠিক আছে স্যার।" ডি. এস. পি. পাল স্যালুট করে বেরিয়ে গেল। বকুলের মনে হল, গেস্ট হাউসে গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার।

গতকাল সুখেন সান্যাল বাড়ি খালি করে চলে গেছেন। অবিলম্বে বাড়িতে চলে আসতে হবে। নইলে ভোটের আগে কাজের এত চাপ যে অসুবিধা হচ্ছে। অফিসের সংলগ্ন কোয়ার্টার। কোয়ার্টারে উঠে আসতে পারলে সুবিধা হবে। আজ পি.ডব্লিউ.ডি-র লোকেদের হোয়াইট ওয়াশ করতে আসার কথা। এই চুনকামটা হয়ে গেলেই সে কোয়ার্টারে চলে আসবে। সে বেল টেপে। কনস্টেবল হরেন উপাধ্যায় এসে দাঁড়ায়। বকুল জিজ্ঞেস করে, "পি ডব্লিউ ডি-র লোকেরা এসেছে?"

"হ্যাঁ স্যার, ওরা হোয়াইট ওয়াশ করছে।"

"ক'দিন লাগবে বলেছে?"

"কালকেই সারা হয়ে যাবে বলছে স্যার।"

"তাহলে আমি কাল বিকালেই চলে আসব।"

"আচ্ছা স্যার, হোয়াইট ওয়াশ হয়ে গেলেই পরিষ্কার করে রাখব।"

উপাধ্যায়ের কথা শুনে বকুলের ভালো লাগে। এসে থেকে দেখছে ছেলেটা কোনো কিছুতে না বলে না। কিছু করতে বললেই কাজে লেগে যায়। অন্তত রাজি হয়ে যায়। উপাধ্যায় বলে, "স্যার, আপনি একবার দেখে নিলে ভালো হত।" কথাটা বকুলের মনে ধরে। যেখানে সে কাল থেকে থাকবে সেটা কিভাবে চুনকাম করা হচ্ছে দেখে নেওয়া দরকার। কিছু সংশোধন করতে হলে এখনই করতে হবে।

বকুল দেখে, নিচের বসার ঘরটা গোলাপি রং করা হয়েছে। রান্না ঘরটি মাটির রং করা হচ্ছে। বকুল জিজ্ঞেস করে, "বাকি যে তিনটে শোবার ঘর আছে সেগুলো কি রঙ হবে।" মিস্ত্রি বলে, "স্যার, বেডরুমগুলো তো সাদা রং করার কথা আছে।" বকুল দেখে, দুটো ঘর সাদা রং হলে অসুবিধা নেই। তবে যে ঘরটার একটা দরজা খোলা ছাদের দিকে আছে আর দরজার পাশে মল্লিকা আর মাধবীলতা জড়াজড়ি করে আছে সেই ঘরটায় হালকা সবুজ রং হলে খুব ভালো হয়। সে মিস্ত্রিকে বলল, "ও দুটো সাদা হোক। তবে এ ঘরটা হালকা সবুজ করুন।"

"কিন্তু স্যার। আমাদের তো শুধু হোয়াইট ওয়াসের অর্ডার আছে। রং তাহলে আপনাকে কিনে দিতে হবে।"

বকুলের প্রস্তাবটা মনঃপূত হল না। সরকারি কোয়ার্টার। তাতে তার এত তাড়াতাড়ি বদলি হয় যে নিজে রং কিনে ঘর রঙ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সে বলল, "অর্ডার কে করেছে। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে?" মিস্ত্রি বলল, "তাহলে আমরা আগে ওভারশিয়ার বাবুর সঙ্গে কথা বলে নিই।"

"বলে নিন। কি হয় আমাকে জানাবেন।"

বকুল সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। উপাধ্যায় কাছে এসে বলে, "আমরা রঙটা কিনে আনি না স্যার।"

"না উপাধ্যায়। ওরা তো কথা বলবে বলল। না হলে আমি ওদের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলব।"

"অত দরকার কি স্যার। আমরা রঙটা কিনে দিলেই, মিটে যায়।"

"না, সরকারি খরচে যেটা হওয়ার কথা, তার জন্য আমি পয়সা খরচ করব না।"

"আপনাকে খরচ করতে হবে না স্যার। টাকা আছে।"

"টাকা আছে মানে? কার টাকা?"

"পার্টির টাকা।"

"পার্টির টাকা! কিসের পার্টি!"

"স্যার পার্টি একটা আছে? এমনি আমাদের কিছু না। নেপাল থেকে কিছু মাল আনা-নেওয়া করে। কাস্টমস-এর ব্যাপার। তা আমাদেরকেও কিছু কিছু দ্যায়। সুখেনবাবু তো কাল বিকেলেই চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় দিয়ে গেছে। তাই উনি নিয়ে যেতে পারেন নি?"

"কত টাকা দিয়ে গেছে?"

"স্যার এক হাজার টাকা। তার মধ্যে অ্যাডিশনাল এস. পি.-র তিন শ টাকা। ডি. এস. পি-র দুশ' টাকা। রিডারবাবুর একশ' টাকা। বাকি আমরা সবাই মিলে ভাগ করে লিই।"

"আর কে কত টাকা দেয়?"

"স্যার বড় বড় পার্টি তো আমাদের কাছে আসে না। সাহেবদের সাথেই ব্যবস্থা করে ল্যায়। ছোট পার্টি গ্যালান আমাদের কাছে আসে। কেহু মাসে পাঁচশ' টাকা দ্যায়, কেহু এক হাজার টাকা, দুয়েকটা পার্টি দু' তিন হাজার টাকাও দ্যায়। সব মিলিয়ে পঁচিশ তিরিশ হাজার হয় স্যার।"

"গত মাসে কত হয়েছিল?"

"চল্লিশ হাজার মতোন স্যার।"

"আপনি যে বললেন, পঁচিশ তিরিশ হাজার হয়?"

"গত মাসে একটু বেশি হয়েছোল স্যার। সাহেব চলে যাবেন শুনে দুয়েকটা বড় পার্টিও আমাদের হাতে দিয়েছোল।"

"সে টাকাগুলো কি হল?"

"কাল ভাগ হয়েছে স্যার : সাহেব তো ঐ টাকার ভাগের লাগেই কাল পর্যন্ত ছিলেন।"

"এই এক হাজার টাকা কার কাছে আছে?"

"রিডারবাবুর কাছে স্যার। সব টাকাই ওনার কাছে থাকে।"

"রিডারবাবুকে ডাকুন!"

বকুল এসে অফিসের চেয়ারে বসল। উপাধ্যায় রিডারবাবুকে ডেকে আনল। রিডারবাবু এসে সামনে দাঁড়াল। বকুল বলল, "উপাধ্যায়ের কাছে শুনলাম, আপনার কাছে এক পার্টির দেওয়া এক হাজার টাকা আছে! অনেক পার্টিই নাকি এরকম মাসোহারা দেয়। ওরা নিশ্চয় মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টা বাজাবার জন্য মাসোহারা দেয় না। কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ করে সেটা বন্ধ করার জন্যই আমরা বেতন নিই। আমার সঙ্গে কাজ করতে হলে এটা চলবে না।" রিডারবাবু, উপাধ্যায় দু'জনেই মুখ নিচু করল। বকুল বলে চলল, "আপনারা যাঁরা মাসোহারার জন্য এখানে পোস্টিং নিয়েছেন তাঁদের এটা পছন্দ না হওয়ারই কথা। তাঁরা যদি চান, আমাকে বলবেন। নির্বাচনের আগে হবে না। নির্বাচনের পরে তাঁদের আমি বাইরে পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে দেব। আর এখানে থাকতে হলে মাসোহারা বন্ধ করতে হবে। গতকাল যেটা নিয়েছেন আগামীকালের মধ্যেই সেটা ফেরৎ দিতে হবে।" এবার রিডারবাবু মুখ খোলেন। সে বলে, "না স্যার আমরা এখানেই থাকব। আপনি যেরকম বলবেন, সেরকমই হবে।" বকুল বলল, "ঠিক আছে। আপনারা কাজ করুন। কিন্তু এরপর যেন আমার কানে না আসে যে কোনো পার্টি আমার অফিসে মাসোহারা দিচ্ছে।" উপাধ্যায় এবং রিডারবাবু দু'জনেই চলে গেল।

বকুল আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল। এ কোন জায়গায় সে এসে পড়েছে! ওদিকে পাহাড়ে ঐ ঝামেলা। সব সময় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে। টি. এন. এল. এফ. আন্দোলনের বিরুদ্ধে এটা যেন একটা বেস ক্যাম্প। তারপরে এদিকে ঘুষের এত ছড়াছড়ি! এখানে তো কাজ করা মুশকিল হবে। একদিক থেকে অবশ্য ভালই হল। সে প্রথম দিকেই ব্যাপারটা জেনে গেল। সাবধান হতে পারবে। না হলে অসাবধানে থাকলে কবে অসুবিধায় পড়ত! তাকে এখানে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

বৃন্দাবন এসে বলল, "স্যার, কেজরিওয়াল দেখা করবে।" সে একটা স্লিপ এগিয়ে দিল। স্লিপটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল, "কেজরিওয়াল কে?"

"এক মাড়োয়ারি স্যার।"

"কি করে?"

"আলুপট্টিতে চালের আড়ত আছে স্যার। চায়ের কারবারও করে।"

"আচ্ছা আসতে বলুন।"

বৃন্দাবন চলে গেল। শার্ট প্যান্ট পরে পেল্লাই ভুঁড়িওয়ালা একজন লোক হাত জোড় করে ঘরে ঢুকল। হাসি মুখে বলল, "নমস্তে স্যার!"

বকুল হাত তুলে বলল, "নমস্তে! বসুন।" লোকটি অতিকষ্টে কোনোরকমে বিশাল শরীরটাকে সামনের চেয়ারের মধ্যে পুরে হাসতে হাসতে বলল, "আমাদের লায়ন্স ক্লাবের ইনভাইটেশন কার্ড নিশ্চয় পাইয়েছেন স্যার।"

"হ্যাঁ পেয়েছি।"

"হামি নিজে সাহেবের কাছে আসিয়াছিলেম। লেকিন আপকে পাইলেম না।"

"হ্যাঁ, সেদিন আমি একটু লামলিং গিয়েছিলাম।"

"অফিস মে কার্ড দিয়ে গেইলাম। তা আপনে পাইলেন কি না। ইস লিয়ে হামি"

"না না, সে কিছু নয়, আমি কার্ড পেয়েছি।"

"তাহলে তো মেহেরবানি করে স্যারকে একবার আসতে হোবে।"

"আপনাদের অনুষ্ঠান ক'টা থেকে?"

"চারটে থেকে শুরু হোবে।"

"না চারটের সময় আমার কাজ আছে। কিছুতেই সম্ভব নয়।"

"চারটের সময় না হয় পরে যাইবেন। দশ বাজে তক চোলবে। বোলুন কোখুন আপনার সময় হোবে, আমি লোক পাঠিয়ে দিবো।"

"না তার দরকার নেই। আমি সময় করতে পারব কি না বুঝতে পারছি না।"

"স্যার একটু সময় কোরতেই হোবে। এস. ডি. ও. সাহাব যাইবেন। ডি. এস. পি. সাহাব যাইবেন। পাহাড় মে গড়বড় না হোলে ডি. এম. সাহাব এস. পি. সাহাব ভি আতে থে।"

"আপনাদের অনুষ্ঠানে কি আছে।"

"হামরা ইভরি ইয়ার একটা আই অপারেশন ক্যাম্প কোরি। ফ্রি অপারেশন কঁরা হয়। আওর গরিব আদমিয়োঁ কো কাপড়া আওর কুছ কুছ পয়সা ভি দিয়া যাতা। এটা তারই উদ্বোধন।"

"আচ্ছা আমাকে এখুনি বেরুতে হবে। জরুরি কাজ আছে। দশটার আগে ফিরতে পারলে অবশ্যই যাব।"

"পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও যাইবেন স্যার। আপলোগ গেলে হামরা উৎসাহ পাই।"

"আচ্ছা।"

"নমস্তে স্যার।" কেজরিওয়াল নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

বকুলের মনে হল, এত করে যখন বলছে তখন একবার যাওয়া উচিত। কিন্তু পাহাড়ে ফোর্স পাঠানোর জন্য গাড়ি যোগাড় করা এমন কাজ যে ফেলে রাখা যায় না। সে তাড়াতাড়ি কদমতলা বেরিয়ে যায়। ডি. আই. জি., বি. এস. এফ. মি. সিং খুব ভালোভাবে তাকে নিলেন। মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়লেন না। তবে কাজও হল। তিনি দুটো নয়—তিনটে গাড়ি দিতে রাজি হলেন। কদমতলা থেকে বেরিয়ে বকুল রাঙ্গাপানিতে এস. এস. বি. অফিসে গেল। কিন্তু ডি. ও. কলকাতা গেছেন। বকুল একজন কমাণ্ড্যাণ্টের সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু তিনি কোনোরকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না। কাল সন্ধ্যায় ডি. ও. আসবেন। বকুল ঠিক করল কাল একবার চেষ্টা করে দেখবে।

রাঙ্গাপানিতেই সাতটা বেজে গেল। বকুল ওখান থেকে সোজা লায়ন্স ক্লাবে গিয়ে উঠল। দেখল লায়ন, লাইনেস আর লিও-তে হলঘরটা ভরে গেছে। বক্তৃতা চলছে। বকুলকে নিয়ে গিয়ে সামনের সারিতে বসিয়ে দিল। কেজরিওয়াল এগিয়ে এসে পাশের

লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। "গোরাচাঁদ আগরওয়াল, অনোরারি প্রেসিডেণ্ট। চন্দ্রভূষণ দাঁ, সেক্রেটারি। ইনি ফোসিনের ভি সেক্রেটারি আছেন।"

"ফোসিনটা কি?"

"ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রি। সংক্ষেপে হামরা ফোসিন বোলি।"

"আচ্ছা আচ্ছা!"

"ধনিরাম ঝুনঝুনওয়ালা, মেম্বার। রজত নায়ার, মেম্বার! ইনি হিন্দি ডেলি জনগণ সমাচারের এডিটর ভি।"

"আচ্ছা। আপনি জনগণ সমাচারের সম্পাদক। তা আপনার কাগজের নাম ওরকম রাখলেন কেন?"

"এই জোনোগোনের কতা লেখেন, আর কি?" নায়ারের হয়ে কেজরিওয়ালই উত্তর দিল। ওদিকে বক্তৃতা শেষ করে বক্তা ডায়াস থেকে এদিকে নেমে এল। কেজরিওয়াল বলল, "হামাদের এক্স প্রেসিডেণ্ট শোভনলাল গুপ্ত। একজন মহিলা এগিয়ে এল। কেজরিওয়াল বলল, "হামার স্ত্রী, লায়নেস সেক্রেটারি।" বকুল দেখল, কেজরিওয়ালের স্ত্রীর ভুঁড়িটাও তাঁর স্বামীর মতোই পেল্লাই। শুধু মিসেস কেজরিওয়ালের নয়—অনুষ্ঠানে যেসব বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ এসেছে তাদের সকলেরই ওজনদার ভুঁড়ি। বকুলের মনে হল, এদের লায়ন-লায়নেস না বলে জলহস্তি-জলহস্তিনী বললেই মানানসই হয়। একসঙ্গে এক ঝাঁক ভুঁড়িওয়ালা স্ত্রী-পুরুষ দেখে তার হাসি পায়। আরও হাসি পায় ভুঁড়ির ওপরে বাহারি রঙের কাপড় চোপড়ের আধিক্য দেখে। চলনে হস্তিনী হলে কি হবে। রঙ-বেরঙের কাপড় পরে সব ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে গেছে। অবশ্য যাদের বয়স একটু কম তারা চাল চলনেও অনেকটা প্রজাপতির মতো। এমনি একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ে এসে নমস্কার করল। কেজরিওয়াল বলল, "সুনীতা, লিও সেক্রেটারি।" বকুল উঠে নমস্কার করল।

সভার কাজ আবার শুরু হল। কেজরিওয়াল বকুলকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করল। বকুল রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু সবাই মিলে এমন করে ধরল যে সে আর 'না' করতে পারলনা। বিশেষ করে সুনীতার মিষ্টি আবেদন সে ফেলতে পারল না। বকুল ডায়াসে গিয়ে দাঁড়াল। কলেজে পড়ার সময় সে ভালো বক্তা ছিল। সে কলেজের বেস্ট ডিবেটার ছিল। কলেজকে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রিপ্রেজেণ্ট করেছে। তখন সে বলতে উঠলে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। সে হাসতে হাসতে এমন সব কথার বান ছাড়ত যে তা সোজা গিয়ে বিপক্ষীয় বক্তাদের হৃদয়ে আঘাত করত। আঘাত করত সে সভায় বসে থাকা মহিলাদের হৃদয়েও। তবে সে অনেকদিন আগের কথা। চাকরিতে ঢুকে সে সেরকম বক্তৃতা আর করে না। তাকে এখন অনেক হিসেব করে কথা বলতে হয়। সে হিসেব করেই বলতে লাগল।

"মাননীয় সভাপতি মহাশয়! উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহিলা, মহাশয় এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। আমাকে আজকের সভায় কিছু বলতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তো এ

ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না। আমার অফিসে কেজরিওয়াল সাহেব বলেছেন যে এখানে একটা ফ্রি আই অপারেশন ক্যাম্প হবে। তাছাড়া দুঃস্থ লোকদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করা হবে। তাদের আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হবে। এগুলো নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। আমরা যে সমাজে বাস করি সে সমাজের মঙ্গলের জন্য আমাদের সকলেরই কিছু করা উচিত। আমরা সরকারি চাকুরে হই, ব্যবসায়ী হই, ডাক্তার হই, সকলেরই সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যগুলো ঠিকভাবে পালন করলেই সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হতে পারে। যেমন আমি একজন পুলিস অফিসার। যে অপরাধ করে তার কাছে ঘুষ না খেয়ে যদি শাস্তির ব্যবস্থা করি তাহলে সমাজের মঙ্গল হবে। আপনি একজন ব্যবসায়ী। দশ টাকায় যে জিনিস কিনেছেন ছল চাতুরির সাহায্যে সেটাকে তিরিশ টাকায় বিক্রি না করে অল্প লাভ রেখে যদি এগার টাকায় বিক্রি করেন তাহলে সমাজের মঙ্গল হবে। আশা করি আজকের দিনে আপনারা সেই শপথই নেবেন।"

বকুল বক্তৃতা শেষ করে নেমে আসে। সবাই খুব জোরে জোরে হাততালি দেয়। গুপ্ত এসে তার এক্স প্রেসিডেন্ট ব্যাজ খুলে বকুলের বুকে পরিয়ে দিয়ে বলে, "আপনার কথা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি আমাদের সংগঠনের সাথে থাকবেন।" গুপ্তর কথাগুলো খুব আন্তরিক মনে হয়। বকুলের অভিভূত লাগে। পাশের ঘর থেকে খাবারের মিস্টি গন্ধ ভেসে আসে।

সভার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়। একজন ডাক্তার ডায়াসে এসে একজন রোগীর চোখ পরীক্ষা করতে থাকে। ফটোগ্রাফার ফ্ল্যাস জ্বালিয়ে তার ছবি তোলে। তারপর প্রেসিডেণ্ট ডায়াসে ওঠে। পেছনের দরজা দিয়ে কয়েকজন দরিদ্র ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসা হয়। প্রেসিডেণ্ট একটি করে কাপড় নিয়ে পোজ নেয়। তার ছবি তোলা হতে থাকে। বকুলের মনে হয় কাপড় দান করাটা যেন আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য ছবি তোলাটা। বকুলের খারাপ লাগে। এত সুন্দর সুন্দর কাপড়-চোপড় পরিহিত লোকজনদের মধ্যে দরিদ্র ছেলেমেয়েগুলির ময়লা শতছিন্ন কাপড় আর অসহায় মুখ দেখে তার মায়া হয়। তার মনে হয় ন্যাংটা হয়ে থাকলেও এভাবে এসে এদের কাছ থেকে এভাবে হাত পেতে কিছু নেওয়া বোধ হয় উচিত নয়। বকুল উঠে দাঁড়ায়। কেজরিওয়াল ছুটে আসে, "স্যার আর পাঁচ মিনিট। আমাদের সামান্য ডিনারের বেবস্থা আছে।"

"না , আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমার জরুরি কাজ আছে।"

"আচ্ছা আসেন। আপকে আগেই খিলায়ে দিবে। সুনীতা, আও তো বেটি।" সুনীতা এগিয়ে আসে। বকুল বলে, "না না, খাওয়াতে কি আছে। একদিনেই তো শেষ হচ্ছে না। আবার একদিন হবে।" বকুল বেরিয়ে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কেজরিওয়াল এবং সুনীতাও। রুদ্র এসে তার গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

বকুল গাড়িতে উঠে বসতেই দেখল, এস. ডি. ও. ভজনরামের গাড়ি এসে থামল। ভজনরাম গাড়ি থেকে নামতেই কেজরিওয়াল এগিয়ে গেল। দেখে বকুলের মনে হল এদের সঙ্গে তার খুব সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। আর ঠিক কখন আসতে হয় সেটা সে জানে।

ভজনরাম ভিতরে যেতেই আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। সবুজ রঙের মারুতি জিপসি। গাড়ি থেকে নামলেন গৌর কুণ্ডু ও খিলন সর্দার। গাড়িটা সাইড করে ড্রাইভারও নেমে ভিতরে চলে গেল। বকুল রুদ্রকে জিজ্ঞেস করল, "এই ড্রাইভার কে?"

"বিনয় ব্যানার্জী স্যার।"

" ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিনয় ব্যানার্জী?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"গাড়িটা কার?"

"ওনারই স্যার। নতুন কিনেছেন।"

"ওনার অবস্থা কি খুব ভালো?"

"ভালো ছিল না স্যার। চোরাই কাঠের পয়সায় এখন ভালো হয়েছে।"

বকুল আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। তার যেন কেমন বাধো বাধো লাগতে লাগল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, চোরাই কাঠের পয়সা দিয়ে মরুতি গাড়ি কিনেছে। এটা কি করে সম্ভব? সে কোনো উত্তর পেল না। গাড়ি চলতে লাগল।

চার

পরশু দিন ভোট। ভোটে পুলিসি ব্যবস্থার ওপর আজ লামলিং এস. পি. অফিসে ব্রিফিং আছে। বকুল পোশাক পরে জিপে উঠল। তার জিপে সিকিউরিটি গার্ড বরুণ ছাড়াও উঠল একজন স্টেনগানধারী হাবিলদার এবং দুজন রাইফেলধারী কনস্টেবল। গাড়ি স্টার্ট করার আগে বকুল দুই ড্রাইভারকে ডেকে ব্রিফ করে দিল। কোন অবস্থাতেই দুটো গাড়ি আলাদা হবে না। বরুণ পিছনের গাড়ির দিকে নজর রাখবে। পিছনের গাড়ি একটু দূরে পড়লেই রুদ্র সামনের গাড়ির গতি কমাবে। পিছনের গাড়ি থেমে গেলে সামনের গাড়িও থেমে যাবে। পিছনের গাড়ির কোনোরকম অসুবিধা হলে সিগন্যাল দিয়ে জানাবে। বকুল সামনের রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। অন্য দু'জন কনস্টেবলের মধ্যে একজন রাস্তার বাঁয়ে অন্যজন ডানে নজর রাখবে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই অন্যদের জানাবে।

ব্রিফিং শেষ হলে গাড়ি চলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে মাখনা ছাড়িয়ে গাড়ি পাহাড়ী পথ ধরল। একদিকে উঁচু পাহাড় অন্যদিকে গভীর খাদ। কোনোরকমে গাড়িটা ছিটকে গেলেই কয়েক হাজার ফুট নিচে গিয়ে পড়বে। অবশ্য তার আগেই এ গাছে সে গাছে ধাক্কা খেয়ে গাড়ির কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। গাড়ির আরোহীদের অবস্থা না ভাবাই ভালো। নিচের দিকে তাকাতেই যেন ভয় লাগে। তার থেকেও ভয় অবশ্য কখন কোনদিক থেকে গুলি ছুটে আসে। সব সময় একটা আতঙ্ক।

গুলি ছুটে এল না। তবে শীতে জাপটে ধরল। এর আগের দিন বকুল যখন লামলিং-এ এস. পি. সাহেবের সঙ্গে কল্ অন্ করতে এসেছিল সেদিনটা ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। তেমন শীতই লাগে নি। সেদিন মনে হয়েছিল লামলিং-এ ঠাণ্ডা এমন কিছু বেশি নয়। লোকে

বৃথাই এখানকার ঠাণ্ডার কথা বাড়িয়ে বলে। সেই বিশ্বাসেই বকুল আজকেও শার্টের ওপর একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু আজ মেঘে মেঘে সারা আকাশ ভরা। একটুও রোদ নেই তার ওপর উত্তুরে হাওয়া বইছে। প্রচন্ড ঠাণ্ডা লাগছে। ঠাণ্ডায় সে গুটি শুটি মেরে হাত দুটো বুকের ওপর চেপে ধরেছে। তবুও ঠকঠক করে দাঁতে দাঁত লাগছে। গাড়ি থেকে নামতেই ঠাণ্ডাটা তাকে আরও চেপে ধরল। অ্যাডিশনাল এস. পি. হেডকোয়ার্টার রাও তার অবস্থা দেখে আর. আই. সাহেবকে বলল, "বিশ্বাস সাহেবকে একটা পরখা এনে দিন। আর. আই. সাহেব একটা লম্বা চওড়া জ্যাকেট জাতীয় জামা এনে বকুলের গায়ে চড়িয়ে দিল। জামাটা জগঝম্পের মতো মনে হলেও গায়ে দিয়ে বকুলের বেশ আরাম বোধ হল। সে রাওয়ের সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে বসল।

আস্তে আস্তে সবং-এর এস. ডি. পি. ও., খুর্শিয়াং-এর অ্যাডিশনাল এস. পি., মিলিকের ও. সি.—সবাই আসতে লাগল। এস. পি আর. কে. চান্দা এলেন বেলা এগারটার সময়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই রাওয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকল। তিনি সকলকে বসতে বলে মেসেজ ফাইলে চোখ বুলাতে লাগলেন। বকুল সামনের চেয়ারে বসে তাঁকে দেখতে লাগল।

আর. কে. চান্দা অর্থাৎ রজতকুমার চান্দা। ক'দিনে কিসের থেকে কি হয়ে গেলেন। ক'দিন আগেও তিনি কলকাতার একটা আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তখন খুব কম লোকেই তাঁর নাম জানত। কিন্তু এখন তিনি সংবাদের শিরোনাম। এ জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমায় বিধান সুব্বার নেতৃত্বে টি. এন. এল. এফ. সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন ইচ্ছুক লোককে এস. পি করে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। এখানে এস. পি হয়ে আসায় জীবনের ঝুঁকি আছে। নিজে থেকে কেউই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। তখন চান্দা সাহেব একদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমাকে মনোনীত কবলে আমি রাজি আছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চান্দা সাহেবকে মনোনীত করলেন। তাঁর পছন্দমতো অফিসারদের নেবার স্বাধীনতা দিলেন। চান্দা সাহেব লামলিং-এর এস. পি. হিসাবে কর্মভার বুঝে নিলেন।

জাতীয় পুলিশ কমিশন পুলিশকে যতই স্বাধীনমতো কাজ করতে দেওয়ার সুপারিশ করুক, আমাদের দেশে পুলিশ এখনও অন্যের অধীনে কাজ করে। কার্যত যাই হোক, আইনত জেলা পুলিশের ওপর ডি. এম.-এর নিয়ন্ত্রন রয়েই গেছে। ফলে জেলার এস. পি.কে হবে সে ব্যাপারে ডি. এম.-এর কিছু 'সে' থাকেই। কিন্তু লামলিং-এর ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্য। এখানে এখন এস. পি.-ই ডি. এম. ঠিক করেন। এখানে চান্দা সাহেব যখন এলেন তখন পি. পি. মিশ্র এ. ডি. এম ছিলেন। চান্দা সাহেবের মিশ্রকে পছন্দ হলো,তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বললেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে মিশ্রই রাইট ম্যান।" মিশ্র ডি. এম. হয়ে গেলেন।

বকুলের ভাবতে ভালো লাগলো যে এই চান্দা সাহেব তাকে খুব স্নেহ করেন। তিনিই তাকে পছন্দ করে বৈকুণ্ঠপুরে নিয়ে এসেছেন। ভোটের মাস দু'য়েক আগে হঠাৎ যখন তার বদলি হলো তখন সে ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারে নি। ভোটের আগে সাধারণত

প্রশাসনে রদবদল করা হয় না। দ্বিতীয়ত ওখানে এমন কিছু ঘটে নি যাতে তার এখন হঠাৎ করে বদলি হতে পারে। বৈকুণ্ঠপুরে এসে বকুল জানতে পারে যে চান্দা সাহেব তাকে চেয়েছিলেন বলেই তার বদলী হয়েছে। তবে ডি. জি. নাকি এখানে তার পোস্টিং-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। বকুল এখন ডি. জি-এর ব্যবহার বুঝতে পারে। কিন্তু চান্দা সাহেব কেন তাকে এত পছন্দ করেন তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

চান্দা সাহেব মেসেজের ফাইলটা সরিয়ে রেখে বলেন,"সবাই এসে গেছে?" রাও উঠে বলে, "সবাই এসে গেছে স্যার।" চান্দা সাহেব সকলের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বলেন, "কানোরিয়া কই।" রাও বলে, "ও এখনও আসে নি স্যার। হতে পারে ও সোজা পুলিশ লাইনে গিয়ে উঠেছে।" "আচ্ছা, সি. আই. সাহেব আছেন?" চান্দা সাহেব জানতে চান। সি আই. সদর উঠে দাড়ালেন। চান্দা সাহেব তাকে বসতে বলে নিজে গুছিয়ে বসলেন। তারপর বক্তব্য শুরু করলেন, "ডে আফটার টুমরো ইলেকশান। এ পর্যন্ত আমরা যে খবর পেয়েছি তাতে ভোটের দিন টি. এন. এল. এফ. ভায়োলেন্স করবে না। তবে কেউ যাতে ভোট দিতে না যায় সেদিকে তারা নজর রাখবে। কেউ যদি ভোট না দিতে আসে আমাদের কিছু করার নেই। তবে কেউ ভোট দিতে আসলে সে যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। আগামীকাল সাব-ডিভিশন হেড কোয়ার্টার থেকে তাদের পোলিং বুথে পৌঁছে দেওয়া হবে। কারো কোনো অসুবিধা থাকলে বলুন।" সবং-এর এস. ডি পি. ও প্রদীপ লেপচা উঠে বলল, "স্যার, আমার মোবাইল ডিউটির জন্য আরো দুটি গাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। এখনও যায় নি।" চান্দা সাহেব রাওয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাও কি ব্যাপার?" রাও বলল, "স্যার খুর্শিয়াং-এর অ্যাডিশনাল এস. পি. মিলিকের জন্য তিনখানা এক্সট্রা গাড়ি চাইলেন। আপনি স্যার দিয়ে দিতে বললেন। সবং-এর থেকে দুখানা আর হেডকোয়ার্টার থেকে একখানা কেটে খুর্শিয়াং-এ তিনখানা বাড়িয়ে দিয়েছি।" এবার লেপচা আবার উঠে দাড়াল, "স্যার মোবাইলের দু'খানা গাড়ি না থাকলে খুব অসুবিধা হবে। ও দুখানা দিতে হবে।" চান্দাসাহেব বললেন হাল্কাভাবে, "নিশ্চয়ই দিতে হবে।" রাও, তুমি লেপচাকে আরও দুখানা গাড়ি দিয়ে দাও।" রাও বলল, "কিন্তু স্যার দেবার মতো আর গাড়ি নেই। চান্দা সাহেব আরও হাল্কাভাবে বললেন, "নেই জোগাড় করো।" বকুল তুমি কাল দু'খানা গাড়ি ধরে সবং পাঠাবে।" বকুল উঠে বলল, "স্যার ইলেকশনের জন্য প্রায় সব গাড়ি রিকুইজিশন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে দু'খানা গাড়ি জোগাড় করা মুশকিল হবে।"

"মুশকিল হবে বলেই তো তোমাকে বলছি। না হলে তো অন্য কাউকে বলতাম। চলো এখন। পুলিশ লাইনে সবাই অপেক্ষা করে আছে।"

চান্দা সাহেব সকলের সামনে এমনভাবে বললেন যে বকুল আর কিছু বলতে পারল না। সে চান্দা সাহেবের সঙ্গে পুলিশ লাইনে এসে হাজির হল। সাধারণ পুলিশ কর্মচারী যাদের ইলেকশন ডিউটিতে ডিটেল করা হয়েছে তারা লাইন করে দাঁড়াল। প্যারেড কমান্ডার তাদের এ্যাটেনসন্ করে এসে রিপোর্ট করল। চান্দা সাহেব তাদের বিশ্রাম

করিয়ে ব্রিফিং শুরু করলেন। তিনি বললেন, "ভোলি পরশি ভোট হনেছে। টি. এন. এল. এফ. ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তারা আমাদের পুলিশের মধ্যে যারা উপজাতির লোক আছে তাদের বিদ্রোহের আহ্বান করেছে। প্রচার করেছে উপজাতির লোকেরা বাহাদুর আছে। তারা বিদ্রোহ করবেই। কোলে ভন্‌ছ ট্রাইবাল বাহাদুর ছয় না। কিন্তু বাহাদুর হলেই বিদ্রোহ করতে হবে তার কোন মানে নেই। আমাদের কাজ ভোটে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। টি. এন. এল এফ.এর দাবী মতো যদি ট্রাইবালল্যান্ড হয়, তাহলেও আমরা এই কাজ করব। অর্থাৎ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা মানেই ট্রাইবালল্যান্ডের বিরোধিতা করা নয়। টি. এন. এল. এফ. আছে, রাজ্য সরকার আছে। কেন্দ্রীয় সরকার আছে। আলোচনা হোক। যা হবে আমাদের সেটাই মেনে নিতে হবে। তাই আমরা আমাদের কাজ করব। আপনাদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আশা করি আমরা সফল হব।" চান্দা সাহেব বক্তব্য শেষ করলেন। প্যারেড কমান্ডার প্যারেড বিসর্জন দিয়ে দিল।

চান্দা সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, "তোমরা বাইরে থেকে যারা এসেছ তাদের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। অফিসে চলো।" লেপচা এগিয়ে এসে বলল, "শুধু লাঞ্চ খাওয়াবেন স্যার?"

"না, না, মদও খাওয়াবো। চলো।"

বকুল এগিয়ে গেল, "স্যার।" চান্দা সাহেব ব্যঙ্গভাবে বললেন, "তুমি তো ভালো ছেলে, মদ খাওনা! ঠিক আছে, দুধ খাবে চলো।"

"স্যার আমাকে এখনই বৈকুণ্ঠপুর ফিরতে হবে। পাঁচটার সময় আমার অফিসে ব্রিফিং ডেকেছি।"

"এত তাড়াতাড়ি ডাকলে কেন? আমি যদি না ছাড়ি?

"না ছাড়লে ওরা বসে থাকবে স্যার! তবে খুব বেশি দেরি হলে সবং-এর জন্য গাড়িও যোগাড় করা যাবে না।"

চান্দা সাহেব হো হো, হা হা করে হেসে উঠলেন। রাওকে সাক্ষী রেখে বললেন, "রাও দেখেছ? বকুলটা আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে। দেরি হলে গাড়ি পাওয়া যাবে না। নটি বয়।" চান্দা সাহেব বকুলের পিঠে এক চাপড় দিয়ে বললেন, "যাও তবে সবং-এর জন্য গাড়ি যোগাড় হওয়া চাই।" বকুল স্যালুট করে বৈকুণ্ঠপুর রওনা হল।

বৈকুণ্ঠপুর পৌঁছে বকুল দেখল সব ক'টা থানার ও. সি., সি. আই., বাঘাগুড়ি, আই. সি, বৈকুণ্ঠপুর সবাই ডি. এস. পি. সাহেবের ঘরে বসে আছে। বকুল সকলকে ডাকল। সকলে বসলে সে বলল, "এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে খবর আছে, তাতে টি. এন. এল এফ. ভোট বয়কটের ডাক দিলেও ভোটে ভায়োলেন্সের পথে যাবে না, তাই বলে আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যে বুথগুলো আছে সেগুলির প্রতিটি বুথে আমরা চারজন করে সশস্ত্র পুলিশ দেব। যে বুথগুলিতে ঝামেলার আশঙ্কা নেই সেগুলিতে লাঠি হাতে পুলিশ, এন. ভি. এফ. বা হোমগার্ড দেওয়া হবে। হ্যাঁ যে ইউনিট থেকে যত লোক ধরা হয়েছে তা ঠিক ঠিক পাঠাবেন।"

অতিলালবাড়ির ও. সি. প্রদ্যুৎ আচার্যি উঠে বলল, "স্যার দশ জন লোক ধরেছেন। হোমগার্ডগুলোকে থানায় রেখে না হয় তাই দিতাম। কিন্তু ছোটবাবুর বাবা মারা গেছে। তাকে তো ছুটি দিতেই হবে।" বকুল গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলল, "আপনার এত বড় সমস্যা! তা ছোটবাবুর বাবাকে ভোটের পর মরতে বললেই তো পারতেন।" সবাই মুখ চেপে হেসে উঠল। আচার্যি দাঁড়িয়েই থাকল। বকুল বলল, "বাবা যখন মারা গেছেন তখন তো ছুটি দিতেই হবে। ঠিক আছে আপনি একজন কমই দেবেন। আই. সি. বি. আর. এফ. অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপুর রিজার্ভ ফোর্সের ভারপ্রাপ্ত এ. এস. আই. উঠে দাঁড়াল, "স্যার আমি কাউকে হাতে রেখে ফোর্স দিই নি।"

"আমি কি বলছি আপনি হাতে রেখে দিয়েছেন। আমি বলছি, আপনি আর একজন বেশি দেবেন।"

"কিন্তু আমি কোথা থেকে দেব স্যার। একজনও লোক নেই।"

"তাহলে আর কি করা। ছোটবাবুর যখন বাবা মারা গেছে তখন ছুটি দিতেই হবে। তাহলে আমার সিকিউরিটি গার্ডকেই ডিটেল করতে হবে।"

"না স্যার, সেটা কি হয়।"

"তাহলে আপনি আর একজন বেশি দিন।"

"আচ্ছা স্যার আমি চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা করলেই হবে। এম. টি ও. সাহেব সবং-এর জন্য আর দু'খানা গাড়ি রিকুইজিশন করতে হবে।"

এম. টি. ও. সমর হালদার উঠে দাঁড়ায়। সে কাকুতি-মিনতি করে বলে, "স্যার গাড়ি ধরা আর সম্ভব নয়। পাহাড়ে এমনিতেই কেউ যেতে চায় না। তার ওপর যারই গাড়ি ধরতে যাই সেই আগেরবার ধরার জন্য টাকা চায়। কেউই যেতে চায় না স্যার।"

"আচ্ছা কার গাড়ি আছে দেখুন। দরকার হলে আমি নিজে গিয়েই অনুরোধ করব।"

এম টি. ও আর কিছু না বলে বসে পড়ে। বকুল বলে, "কাল কলেজ মাঠে কোর্স ডিটেলমেন্টের চার্জে থাকবেন সি. আই. বাঘাগুড়ি। তাঁকে সাহায্য করবেন আই. সি., বি. আর. এফ, আমার রিডার এবং প্রতি থানা থেকে একজন এস. আই। কোন্ থানা থেকে কে থাকবেন তা ও. সি.-রা আজই জানিয়ে যাবেন। আর. ডি. এস. পি. সাহেব! আপনি একটু দেখে নেবেন যাতে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোলিং পার্টি ফোর্স নিয়ে বুথে চলে যায়। ডি. এস. পি. পাল বলল, "ঠিক আছে স্যার।" ব্রিফিং শেষ হয়ে গেল।

বকুল জামা কাপড় ছাড়বার জন্য আবার ওপরে উঠবে ভাবছে; এমন সময় এস. পি. সাহেবের ফোন এল। বকুল ফোন ধরতেই চান্দা সাহেব বলে উঠলেন, "বকুল আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল সকালে ব্যারাকপুর থেকে এক প্লেটুন এস. এ. পি. আসছে। এখান থেকে গাড়ি পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। যে করেই হোক তুমি ওদের লামলিং পাঠানোর ব্যবস্থা করো।" বকুলের মনে হয় এটা প্রায় অসম্ভব। পরশু ভোট, সব গাড়ি-ঘোড়া ভোটের কাজে। এখন কি করে সে গাড়ি জোগাড় করে? কিন্তু সেকথা বলে কোন লাভ নেই। কাজটা করতেই হবে। সে বলে, "ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার। কাল পাঠিয়ে দেবো।"

পাঠিয়ে তো দেবে। কিন্তু কি করে পাঠাবে? বকুল ফোনে এম. টি. ও.কে ধরল। "কোনরকমে একখানা ভ্যান পাওয়া যেতে পারে," বকুল ডি. আই. জি., বি. এস. এফ.-কে ফোন করল, "স্যার বিপদে পড়ে গেছি। একটু মান বাচান।" কিন্তু তারও সব গাড়ি ইলেকশানে চলে গেছে, একমাত্র স্কুলবাসটার ড্রাইভার রাজি হলে পাঠানো যাবে। অর্থাৎ দুটো গাড়ি হল। দুটো গাড়িতে এক প্লেটুন ফোর্স ধরে যাবে। কিন্তু ফোর্স নামিয়ে দিয়ে তো গাড়ি দু'টিকে ফিরে আসতে হবে। সঙ্গে আর্ম গার্ড দিতে হবে। অর্থাৎ আরও অন্তত একটা গাড়ি যোগাড় করতে হবে।

গাড়ি যোগাড় করে পাঠাতে দুপুর হয়ে গেল। বিকেলে কলেজ মাঠে গিয়ে বকুল দেখল, "ফোর্স নেওয়ার জন্য জনা দশেক লোক লাইনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে। আই সি., বি. আর. এফ, সি. সি. তে পুলিশের লোকদের নাম লিখছে। আর সি. আই. বাঘাগুড়ি লোকগুলোর সঙ্গে তর্ক করছে, "দূর মশাই! আমরা সকাল থেকে এসে বসে আছি। আপনাদের পাত্তা নেই। আর সন্ধ্যাবেলায় ব্যালট পেপারটা নিয়েই হল্লা শুরু করে দিয়েছেন। নামগুলো লিখতে হবে তো!" বকুল দেখল, সি. আই. বাঘাগুড়ি যা বলছে তা হয়তো ঠিক। কিন্তু লোক যখন সব সাইকোলজির দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাদের যুক্তির কথা শুনিয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া ডিটেলমেন্ট যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল। কারণ প্রতিটি বুথে পোলিং পার্টি গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের স্বস্তি নেই। সে বলল, "আই সি., বি. আর. এফ. এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত লিখুন। আর রিডারবাবু আর একটা সি. সি. বুক নিয়ে একত্রিশ থেকে ষাট পর্যন্ত লিখুন। আর দত্তকে একষট্টি থেকে পরের গুলোর জন্য আর একটা খাতা নিয়ে বসতে বলুন। আপনাদের যাদের এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত তাঁরা এখানে থাকুন। অন্যরা পাশে লাইন দিন।" সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো তিনটে লাইনে ভাগ হয়ে গেল, আধঘন্টার মধ্যে ডিটেলমেন্ট শেষ।

কলেজ মাঠ থেকে বকুল এসে বসল কন্ট্রোল রুমে। বৈকুণ্ঠপুরের বুথগুলোতে ছ'টার মধ্যেই সব পোলিং পার্টি পৌঁছে গেল। আটটার মধ্যে ছড়িবাড়ির একটি বুথ ছাড়া সব বুথেই পোলিং পার্টি পৌঁছানোর খবর এল। ছড়িবাড়ি থানাকে ওয়ারলেসে ইন্সট্রাকশান দেওয়া হল। থানা থেকে লোক পাঠিয়ে দেখা গেল প্রিসাইডিং অফিসারের বাড়ি কাছেই। পৌঁছে সংবাদ না দিয়েই তিনি বাড়িতে রাত্রির খাবার খেতে গিয়েছিলেন। দশটা নাগাদ তিনি ফেরৎ এসেছেন। বকুল বাসায় ফিরল।

পরের দিন সকালে উঠেই বকুল আবার এসে কন্ট্রোল রুমে বসল। তার এলাকায় সব ক'টি পোলিং বুথে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। পাহাড়ে কয়েকটি বুথ ছাড়া আর কেউ ভোট দিতে আসে নি। বকুল নিজে কয়েকটি বুথ ঘুরে দেখল। তারপর এসে অফিসে বসল।

এগারটার সময় ক্রর্‌র্ ক্রর্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা তুলে কানে লাগাতেই অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "অ্যাডিশনাল এস. পি. বলছেন?" বকুল বলল, "হ্যাঁ আপনি কে বলছেন?"

"পার্টি অফিস থেকে বলছি।"

"কোন পার্টি অফিস থেকে?"

"লাল পার্টি অফিস থেকে।"

"কে বলছেন?"

"বিনয় ব্যানার্জী বলছি।"

"বলুন।"

"বাবুপাড়া আর দেশবন্ধু পাড়ায় নীল পার্টির ছেলেরা বুথ জ্যাম করে রেখেছে। আমাদের লোকদের ভোট দিতে দিচ্ছে না। আপনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।"

বকুলকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে ফোনটা নামিয়ে রাখল। বকুলের বিনয় ব্যানার্জীর কথা বলার ভঙ্গীটা ভালো লাগল না। কিন্তু অভিযোগ গুরুতর। তাকে দেখতেই হবে। সে ড্রাইভারকে গাড়ি বের কবতে বলল। বাবুপাড়ায় এসে দেখল বুথের সামনে দীর্ঘ লাইন। তাহলে এরাই কি বুথ জ্যাম করে দাঁড়িয়ে আছে? সে লালপার্টির পোলিং এজেন্টের সঙ্গে কথা বলল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "যারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তারা ভোটার না অন্যলোক?"

"অন্যলোক হবে কেন? সকলেই ভোটার"।

"এর মধ্যে কেউ কি ভোট দিয়ে আবার লাইনে দাঁড়িয়েছে?"

"না, ভোট দিয়েই চলে যাচ্ছে।"

"কেউ কি শুধু লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ভোট দিচ্ছে না?"

"তা কেন হবে? পরপর সবাই ভোট দিয়ে যাচ্ছে।"

"তাহলে বুথ জ্যাম করছে কারা?"

"কোথায় বুথ জ্যাম! অন্য কোথাও হতে পারে। এখানে হয় নি তো!"

বকুল আবার প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলল।

প্রিসাইডিং অফিসার তো আকাশ থেকে পড়ল। "বলছেন কি? এখানে কোনরকম গন্ডগোল হয় নি। বোধ হয় নাম বলতে ভুল করেছে।" বকুল বুথ থেকে বেরিয়ে এল। দেখল নীল পার্টির ক্যাম্পের সামনে বেজায় ভিড়। লাল পার্টির ক্যাম্পের সামনে সেই তুলনায় অনেক কম লোক। বকুল এখান থেকে দেশবন্ধু পাড়ায় গেল। সেখানেও একই অবস্থা। সে অফিসে ফিরে এল। চেয়ারে বসতে না বসতেই স্টেনোবাবু এসে বলল, "স্যার হোম সেক্রেটারি দু'বার ফোন করেছিলেন। আপনাকে ইমিডিয়েটলি ফোন করতে বলেছেন।" বকুল হট লাইনে হোম সেক্রেটারিকে চাইল। ফোন ধরেই হোম সেক্রেটারি বললেন, "নীল পার্টি থেকে অভিযোগ করেছে যে লাল পার্টির লোকেরা বৈকুণ্ঠপুরের কুলিপাড়ার বুথ দখল করে নিয়েছে। নীল পার্টির ভোটারদের ওখানে ঢুকতেই দিচ্ছে না। তুমি পারস্যোনালি গিয়ে দেখে রিপোর্ট দাও।" ফোন না রাখতেই অপারেটর বলল, "স্যার ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টার কথা বলবেন।" বকুলের চিন্তা হল, ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টার আবার কি বলেন? কিন্তু ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারও একই কথা বললেন, এক্ষুনি রিপোর্ট দাও। বকুল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কুলিপাড়ায় বুথের সামনে প্রকাণ্ড বড় লাইন। লালপার্টির ক্যাম্পের সামনে অসম্ভব রকমের ভিড়। কিন্তু নীল

পার্টির ক্যাম্প বলতে গেলে ফাঁকা। বকুল সোজা গিয়ে নীল পার্টির পোলিং এজেন্টকে খোঁজ করল। প্রিসাইডিং অফিসার বলল, নীল পার্টির একজন মাত্র পোলিং এজেন্ট ছিল। কিছুক্ষণ আগে খেতে গেছে।"

"আপনার বুথে ভোট কেমন হচ্ছে?

"ঠিক ঠাক হচ্ছে। কোনোরকম গণ্ডগোল নেই।"

"ভোটার নয় এরকম লোক কি ভোট দিতে আসছে?"

"না না, আমি তো একটাও দেখি নি।"

"বাইরের লোক এসে কাউকে ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে?"

"সেরকম কোনো ঘটনাও ঘটে নি।

"তাহলে তো ঠিকই আছে।"

বকুল বাইরে বেরিয়ে এল। যে দু'জন কনস্টেবলের এখানে ডিউটি ছিল তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করল? লাল পার্টির লোকেরা এখানে জোর জবরদস্তি করছে কিনা। দু'জনেই জানাল সেরকম কোনো ঘটনা ঘটে নি। বকুল গাড়ির কাছে গিয়ে একটুখানি দাঁড়াল। তার দেহরক্ষী বরুণ এগিয়েএসে বলল, "স্যার, এই যে লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও বাবুয়া।"

"বাবুয়া কে?"

"বাবুয়া এখানকার বড় মস্তান। ওর নামে তিন-চারটে মার্ডার কেস আছে।" বকুল তাকিয়ে দেখল একজন পঁচিশ তিরিশ বছরের গাট্টা গোট্টা চেহারার যুবক দৃপ্ত ভঙ্গিতে লাইন থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। লাইনের লোকগুলি ঘুরে ফিরে ওকে তাকিয়ে দেখছে। আরও দু'তিন জন ছেলে ওরকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বকুল এক পা দু পা করে বাবুয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই।

বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ভোটার?"

"হাঁ, ইস বুথমে আমার ভোট আছে।"

"আপনি এখন ভোট দিতে চান?"

"না, আমি আরও একটু পরে ভোট দেব।"

"তাহলে আপনি লাইনের কাছ থেকে দূরে সরে যান।"

"কেন? আমি তো কিছু করছি না?"

"করা না করার প্রশ্ন নয়, আপনার এখানে থাকারই কথা নয়।"

"আমি তো কিছু করছি না?"

"তার মানে আপনি এখান থেকে যাবেন না! ঠিক আছে। বরুণ!" বরুণ কাছে এলে বকুল বলল, "একে গাড়িতে তুলে নিন।" সেকথা শুনেই বাবুয়া সুড় সুড় করে সরে পড়ল। সে প্রথমে গেল লাল পার্টির ক্যাম্পে। সেখান থেকে এসে দাঁড়াল লাইনে। আরও দু'তিনজন ছেলে যারা ওভাবে দাঁড়িয়েছিল তারা ক্যাম্পে চলে গেল। বকুল দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবুয়া লাইন থেকে বেরিয়ে আবার ক্যাম্পে গিয়ে বসল।

বকুল বুথে কর্তব্যরত কনস্টেবলদের বলল, "যদি কেউ লাইনে দাঁড়ায় ঠিক আছে। কিন্তু আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে সরিয়ে দেবেন। কোনোরকম অসুবিধা হলে মোবাইল ভ্যানকে রিপোর্ট করবেন।" কনস্টেবল দু'জন জো হুকুম ধরনের মাথা নাড়ল। বকুল গাড়িতে উঠে ওয়ারলেসে মোবাইল ভ্যানকে কুলিপাড়ায় চলে আসতে বলল।

অফিসে এসেই বকুল ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারকে ফোনে ধরল, "স্যার আমি কুলিপাড়া বুথে নিজে গিয়ে দেখে এলাম। বুথ দখলের অভিযোগ সত্য নয়।"

"তুমি নিজে গিয়ে দেখেছ তো!"

"হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে গিয়ে দেখেছি।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।" তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন। বকুল এবার হোম সেক্রেটারিকে খবরটা দিল। হোম সেক্রেটারি তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে খুশিই হলেন। বকুল টেলিফোনে কন্ট্রোল রুম ধরল। ডি. এস. পি.-কে বলল, "রিজার্ভ থেকে একটা পার্টি কুলিপাড়ায় পাঠিয়ে দিন। না হলে মোবাইল ভ্যানটা ওখানে আটকে থাকবে। আর অন্যান্য বুথের খবর কি?" ডি. এস. পি. বলল, "সব খবর ঠিক আছে স্যার।" ঠিক ঠিক ভাবেই ভোট হয়ে গেল। কিন্তু সব পোলিং পার্টি ফিরে আসতে ভোর রাত হয়ে গেল।

পাহাড়ের পঁচিশটি বুথও বৈকুণ্ঠপুর বিধানসভা এলাকার মধ্যে। সেখান থেকে ব্যালট পেপার-বক্স এল পরের দিন সকালে। দেখা গেল দু'টি বুথে ভোট পড়েছে। বাকি সব বুথ থেকে ফাঁকা ব্যালট বাক্স ফেরত এসেছে। গণনা শুরু হবে পরের দিন সকালে। সারাটা দিন প্রচণ্ড থমথমে। কিন্তু গণনার দিন সকাল হতেই কলেজ মাঠে ভিড় বাড়তে লাগল। দশটার সময় গণনা শুরু হল। ঘন্টায় ঘন্টায় মাইকে গণনার ফল ঘোষণা করা হচ্ছে। কিছু লোক খুশি হয়ে উঠছে। কিছু লোক চুপ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে বৈকুণ্ঠপুরের বুথগুলি গোনা হল। লাল পার্টি আর নীল পার্টির ভোটের ব্যবধান খুব কম হলেও নীল পার্টির অনন্ত নন্দীই এগিয়ে থাকল। লালপার্টির গৌরকুণ্ডুর মুখটা শুকিয়ে গেল। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের বুথে দেখা গেল লালপার্টিই ভোট বেশি পেয়েছে। পাহাড়ের যে দু'টি বুথে ভোট পড়েছে তার সবগুলিই লালপার্টির। গণনা শেষ হতে রাতও প্রায় শেষ হয়ে গেল। চূড়ান্ত গণনায় দেখা গেল দু'শ ভোট বেশি পেয়ে লালপার্টির গৌরকুণ্ডু নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিত হওয়া মনেই জয়। জয় মানেই বিজয় মিছিল। পরের দিন দুপুর বেলা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিজয় মিছিল বের হল। একে অপরের গায়ে আবির ছড়াতে লাগল। তাদের পার্টি অফিসের কাছে এসে বাজনাটা আরও জোরে জোরে বাজতে লাগল। রাস্তার ওপারে কাছেই নীল পার্টির অফিস। কোথা থেকে কি হল জানা নেই। পুলিসের লোকেরা দেখল, মিছিল থেকে নীল পার্টির অফিসের দিকে ঢিল ছুটে আসছে। বকুলের কাছে খবর এল। বকুল থানা থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফোর্স পাঠাতে বলে এস. ডি. ও.-কে ফোন করল। উদ্দেশ্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট পাঠাতে বলবে। কিন্তু এস. ডি. ও অফিসে বা বাড়িতে কোথাও নেই। অফিস থেকে সে কোথায় আছে তাও বলতে পারল না। বকুল তখন সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তীকে ধরল। চক্রবর্তী জানাল, এস. পি. আর ডি. এম. ব্লুবার্ড হোটেলে আছেন। ভজনরাম সেখানেই গেছে। সেকেন্ড অফিসার নিজেই ঘটনাস্থলে

গেল। বকুলও তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে চলে এল। তখনও ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে। বকুল লোকজন নিয়ে মাঝখানে পজিশন নিল। তারপর দু'দিকে পুলিস দিয়ে মিছিলকে বের করে দিল। বকুল একটা বড় পুলিস পার্টি মিছিলের সঙ্গে দিয়ে দিল। সেকেন্ড অফিসার বাড়ি ফিরে গেল। বকুল ব্লু বার্ড হেটেলের দিকে রওনা হল।

হোটেলের বয় তাকে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই বকুল দেখল, গোটা পাঁচেক বিয়ারের বোতল আর কিছু ফ্রায়েড চিকেন টিপয়ের ওপরে রাখা। চান্দা সাহেব, মিশ্রসাহেব এবং ভজনরাম গেলাস হাতে করে কখনও বিয়ারে চুমুক দিচ্ছেন,কখনও ঝিমুচ্ছেন। বকুলকে দেখেই চান্দা সাহেব বললেন, "ওয়েটার, আর একটা গ্লাস।" বকুল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "স্যার আমি খাই না।"

"ও তুমি তো মদ খাও না। ছেলেমানুষ, দুধ খাও। ওয়েটার একটু দুধ নিয়ে এস।" ওয়েটার ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মিশ্র সাহেব গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "বকুল, কেমন আছেন।"

"ফাইন স্যার, আপনারা ভালো আছেন স্যার?"

"এই তো দেখতে পাচ্ছেন, ইলেকশান ভালোভাবে কেটে যাওয়ার জন্য সেলিব্রেট করছি।" তিনি গেলাস রেখে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। ভজনরাম চান্দা সাহেবের দিকে ঝুঁকে বলতে লাগল, "স্যার, এই বিয়ার খেলেই বাথরুমে ঢুকতে হবে। বিয়ার খাওয়া আর ফ্লাস ঢালা একই ব্যাপার।" চান্দা সাহেব বোধ হয় সেকথা সত্য প্রমাণ করার জন্যই হাসতে হাসতে অন্য বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। বয় একটা প্লেটে করে বিল নিয়ে এল। ভজনরাম সই করে দিলে সে সেটা নিয়ে চলে গেল। বকুল দেখল এক হাজার সত্তর টাকার বিল। কিন্তু কিসের বিল কিছু লেখা নেই। বকুলের কৌতূহল হল। সে ভজনরামকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কিসের বিল? আর আপনি সইই বা করলেন কেন?" সে একটু মৃদু হেসে উত্তর দিল, "কিছু দিন থাকুন। তাহলে আপনিও সব বুঝে যাবেন।"

বকুল বুঝল। সরকারি পয়সায় সেলিব্রেশন হচ্ছে। নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার সেলিব্রেশন। কিন্তু যা হয়েছে তাতে সেলিব্রেট করার কি আছে। টি. এন. এল. এফ. বলেছে, কেউ ভোট দেবে না। কেউ ভোট দেয় নি। ব্যালট বাক্স ফাঁকা ফেরত এসেছে। এতে তো চিন্তিত হওয়ার কথা। এতে আনন্দিত হওয়ার কি আছে? তাছাড়া বৈকুণ্ঠপুরে যেমন হচ্ছে জেলার অন্যত্রও তো তেমনি 'আফটার ইলেকশান ক্ল্যাশ' হতে পারে। এই সময় সেসব খোঁজ না নিয়ে হোটেলে বসে মদ খাওয়া! এ কিরকম অফিসারের আণ্ডারে সে কাজ করছে? বকুলের অস্বস্তি লাগতে লাগল।

প্যান্টের বেল্ট আঁটতে আঁটতে চান্দা সাহেব বেরিয়ে বললেন, "কি বকুল? তুমি কি কিছু বলতে চাইছ?" হ্যাঁ, বকুল বলতেই এসেছিল। বিজয় মিছিল নিয়ে ঝামেলাটা হয়েছিল সেটা সে এস. পি. কে জানিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ভোটের দিন বিনয় ব্যানার্জীর মিথ্যা খবর দেওয়ার ব্যাপারেও আলোচনা করবে ভেবেছিল। কিন্তু এই অবস্থায় কি আলোচনা হবে? সে বলল, "না স্যার। আপনারা এসেছেন তাই দেখা করতে

এসেছিলাম।"

"সব ঠিক ঠাক চলছে?"

"সব ঠিকঠাক স্যার।"

"তুমি যখন আছ তখন ঠিকঠাক থাকতেই হবে।" চান্দা সাহেব হাসতে লাগলেন। ভজনরাম আনমনে বসে ছিল। চান্দা সাহেবকে হাসতে দেখে সে হো হো করে হাসতে লাগল। ওয়েটার অবাক চোখে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল। মিশ্র সাহেব বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "বকুল দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।" বকুল বলল, "স্যার আমার একটু কাজ আছে। এক্ষুণি চলে যাব।" ভজনরাম এসব কথায় কান না দিয়ে মিশ্র সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্যার এক বোতল হুইস্কি বলব?" মিশ্র সাহেব বললেন, "না এখন থাক। রাত্রে খাব।" ভজনরাম তখন চান্দা সাহেবের কাছে গিয়ে জানতে চাইল, "স্যার, এক বোতল রাম?" চান্দা সাহেব কি বলতে যাচ্ছিলেন। বকুল বলল, "স্যার আমার একটু কাজ আছে, আমি আসি।" বকুল স্যালুট করে বেরিয়ে এল।

পাঁচ

অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ায় সবাই চলে গেছে। বকুল মেসেজ ফাইলটা দেখছিল। বৃন্দাবন এসে বলল, বৈকুণ্ঠপুর থানার এস. আই. প্রবাল দাম দেখা করতে চাইছে। বকুল আসতে বলার জন্য ইঙ্গিত করল। প্রবাল দাম এসে স্যালুট করে দাঁড়াল। বকুল বসতে ইঙ্গিত করল। দাম চেয়ারে বসে টুপিটা খুলে কোলের ওপর রাখল। বকুল ফাইল থেকে মুখ তুলে বলল, "বলুন"।

"স্যার, মিত্তলের এজেন্ট সুশীল জৈনের কাছ থেকে আধ কেজি মতো সোনার বাট সিজ করেছিলাম।"

"মিত্তল কে?"

"টি. পি. মিত্তল স্যার! খুব বড় চোরাকারবারি স্যার।"

"তার কি হল?"

"আই. সি. সাহেব সে সোনাটা ফেরত দিয়ে দিল স্যার।"

"কি করে ফেরত দিল?"

"এমন এমনি স্যার। জৈনকে ডেকে ফেরত দিয়ে দিল।"

"সোনাটা সিজ হয়েছিল তার প্রমাণ আছে?"

"হ্যাঁ, স্যার। সিজার লিস্ট আছে, জি. ডি. এন্ট্রি আছে। জি. ডি. এন্ট্রি নম্বর সতের স্যার। গতকালের ডেটে।"

"আচ্ছা আমি ব্যাপারটা দেখব।"

"একটু দেখুন স্যার। একেবারে অরাজকতা স্যার।"

দাম স্যালুট করে চলে গেল। বকুল বৈকুণ্ঠপুর থানায় গিয়ে গতকালের সতের নম্বর জি. ডি. এন্ট্রি পরীক্ষা করে দেখল, সত্যই গতকাল সুশীল জৈনের কাছ থেকে ৪৫৫ গ্রাম সোনা সিজ করা হয়েছিল। বকুল আই. সি.-কে ডেকে সোনাটা দেখতে চাইল। আই. সি. দুর্গা বোস বলল, "স্যার কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় সোনাটা ফেরত দেওয়া হয়েছে।

"সোনাটা যে ওরই তার সপক্ষে জৈন কি প্রমাণ দিয়েছে?"

আই. সি. নিরুত্তর। বকুল বলল, "সোনাটা সাসপিসিয়াস্ প্রপার্টি হিসেবে সিজ হয়েছে। সে ব্যাপারে কোনোরকম খোঁজ খবর না নিয়েই আপনি সোনাটা ফেরত দিয়ে দিলেন?" আই. সি. উত্তর দিল, "সাহেবরা বললে কি করব স্যার?"

"কোন সাহেব আপনাকে বলেছে?"

যেন বলার ইচ্ছে নেই তবুও বলছে এরকম ভাব করে দুর্গা বোস বলল, "ডি. জি. সাহেব।"

বকুল আই. সি.-র উত্তর শুনে থমকে গেল। অনেকের কাছেই সে শুনেছে বটে যে দুর্গা বোস ডি. জি.-কে দু' লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে বৈকুণ্ঠপুরে পোস্টিং নিয়েছে। অ্যাডভোকেট সমর কুন্ডুর কাছ থেকে তার কীর্তিকলাপও কিছুটা শুনেছে। তবুও সে এতটা আশা করেনি। এ ভাবে তার অধস্তন কর্মচারীরা যদি ডি. জি.-র নাম করে অন্যায় কাজ করতে থাকে তাহলে তো প্রশাসন বলে কিছু থাকে না। আর তা হলে তার এখানে থাকা না থাকার কোনো মানেই হয় না। সে আই. সি. কে বলল, "ইন্সপেকশান রেজিস্ট্রার আনতে বলুন। আপনার কৈফিয়তে লিখবেন যে ডি. জি. বলেছে বলে আপনি সোনা ফেরত দিয়েছেন।" দুর্গা বোস বেরিয়ে গেল। দফাদার ইন্সপেকশান রেজিস্ট্রার নিয়ে এলে বকুল তাতে তার ফাইন্ডিং রেকর্ড করে এক সপ্তাহের মধ্যে আই. সি. কে কৈফিয়ৎ দিতে বলল।

বাড়িতে ফিরতেই হট লাইনটা বেজে উঠল। তুলতেই অপারেটর বলল, "ডি. জি. সাহেব কথা বলবেন।" ডি. জি. গম্ভীর গলায় বললেন, "বকুল, তুমি দুর্গার কাছ থেকে এক্সপ্লানেশান চেয়েছ!" বকুল মানসিক দিক থেকে তৈরি ছিল। সে বলল, "ও অন্যায় তো করেছেই, আর অর্ডাসিটি দেখুন, আপনার নামে দোষ দিচ্ছে। কিন্তু আমি তো জানি আপনার কিছু বলার থাকলে আপনি আই. সি.-কে বলতে যাবেন না। এস. পি.-কে বলবেন বা খুব নিচে হলে আমাকে বলবেন?"

"তা—তা—তা—তো—তা, তুমি ঠিকই বলেছ। ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি রাইট। তা আমি আগামী একুশ তারিখে আসছি। তুমি সার্কিট হাউসে একটা স্যুট বুক করে রেখো। আর মিত্তলকে খবর দিও।"

"কোন্ মিত্তল স্যার?"

"টি. পি. মিত্তল।"

"স্যার ঠিকানাটা একটু বলবেন।"

"ও দুর্গা সব জানে। ওকে বলো। ও সব ব্যবস্থা করে রাখবে।"

"আচ্ছা স্যার। আমি দুর্গাবাবুকে বলব। নমস্কার স্যার।"

"নমস্কার।" ডি. জি. সাহেব লাইন ছেড়ে দিলেন।

হটলাইন নামিয়ে রেখে বকুল বেল্টটা খুলেছে। প্যান্টটা খুলতে যাবে এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোন তুলতেই প্রশ্ন হল,

"অ্যাডিশনাল এস. পি. সাহেব বলছেন স্যার?"

"বলছি।"

"ও. সি., মাটিকাটা বলছি স্যার।"

"বলুন।"

"মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে ছাত্ররা ঘেরাও করে রেখেছে স্যার।"

"কেন ঘেরাও করেছে?"

"ওদের দাবি অবিলম্বে সব আসামীদের অ্যারেস্ট করতে হবে। অ্যারেস্ট করে দিই স্যার?"

"আশ্চর্য! কিসের আসামী, কারা আসামী, কেন আসামী না বললে আমি কি করে বলব, আপনি অ্যারেস্ট করবেন কি না!"

"রায়টিং কেসের আসামী স্যার।"

"আসামী কারা? তারা কার সঙ্গে কবে রায়টিং করল?"

"পরশু দিন স্যার। লাল পার্টির ছাত্ররা বিজয় মিছিল বের করেছিল। অতিলাল পার্টির ছেলেরা এসে মিছিলের ওপর হামলা করে?"

"পরশু দিন হামলা হল, কই আপনি খবর দেন নি তো!"

"স্যার, আমি ভেবেছিলাম, আমিই মিটিয়ে ফেলতে পারব, আপনাকে আর বিরক্ত করব না।"

"ঘেরাও কখন থেকে করেছে?"

"সকাল থেকে ঘেরাও করে রেখেছে স্যার।"

"আর আপনি এখন রাত্রিবেলায় খবর দিচ্ছেন?"

"আমি ভেবেছিলাম........."

"আপনি মিটিয়ে নিতে পারবেন! তা মিটিয়ে নিতে পারলেন না কেন?"

"স্যার, লালপার্টির ছাত্ররা কিছুতেই শুনছে না। বলছে, অ্যারেস্ট করতে হবে। আমি অ্যারেস্ট করে দেব স্যার?"

"আমি পুরো ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে তবে বলব।" বকুল ফোন নামিয়ে রাখল। পোষাক খোলা আর হল না। বেল্টটা এঁটে, টুপিটা পরে সে গাড়িতে উঠে বসল।

বকুলের মনে হল, একজন নিরপেক্ষ লোকের কাছ থেকে ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার। তবে যেখানে রাজনীতি জড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে নিরপেক্ষ লোক পাওয়া মুশকিল। যদি দু'এক জন থাকেনও, এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন যে তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানা যায় না। তবে ডাক্তার হালদারের কাছে গেলে কেমন হয়? ডাক্তার হালদার লালপার্টির সমর্থক। তবে সত্যি কথা বলেন। বকুল ডাক্তার হালদারের বাসাতেই গিয়ে উঠল। ডাক্তার হালদার জানালেন, "পরশু দিন লাল পার্টির ছেলেরা বিজয় মিছিল

বের করেছিল। মিছিলটা যখন হোস্টেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা ঢিল এসে মিছিলের মধ্যে পড়ে। তাতে একটি ছেলের মাথায় খানিকটা ক্ষত হয়। ঢিলটা কোন দিক থেকে এসেছিল তা কেউ লক্ষ্য করে নি। তবে ওরা বলছে হোস্টেল থেকেই এসেছিল। মিছিল ভেঙে তখন যে যার হোস্টেলে চলে যায়। তারপর লাঠিসোটা আর বোমা নিয়ে এসে হোস্টেল আক্রমণ করে। বোমার ঘায়ে একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছে। তাকে কলকাতা পাঠানো হয়েছে। তাছাড়াও লাঠি আর রডের ঘায়ে আরও জনা পাঁচেক আহত হয়ে আমাদের হসপিটালে ভর্তি আছে।"

"তাহলে লাল পার্টির ছেলেরা প্রিন্সিপ্যালকে ঘেরাও করেছে কেন?"

"ঘেরাও কিসের? নাটক হচ্ছে। জঘন্য!"

"কি হচ্ছে, বলুন তো।"

"আমার মুখে শুনে আর কি হবে? গেলেই দেখতে পাবেন। চলে যান।"

বকুল এসে প্রিন্সিপ্যালের অফিসের সামনে হাজির হল। অফিসটা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরে কেউ নেই। তাহলে কি ঘেরাওকারীরা প্রিন্সিপ্যালকে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে? বকুল দরজায় টোকা দিতে লাগল। মিনিট পাঁচেক টোকা দেওয়ার পর এক মহিলা এসে দরজা খুললেন। মহিলা দেখতে সুন্দর, কপালে সিন্দুর. মহিলা কি কলেজের ছাত্রী? কিন্তু বয়স্কা মনে হচ্ছে যে! বকুল জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "আপনি কি এই কলেজের ছাত্রী?" মহিলা না সূচক ঘাড় নাড়লেন। বললেন, "আমি মিসেস মুখার্জী।" বকুল চমকে গেল। মিসেস মুখার্জী! মানে প্রিন্সিপ্যালের স্ত্রী। তিনি এখানে কেন? বকুল জিজ্ঞেস করল, "তা আপনি এখানে কি করে এলেন?"

"ওঁর শরীর খারাপ করছিল, তাই ছাত্ররা আমাকে আসতে দিল।"

"তো ওনাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন না কেন?"

"ছাত্ররা ঘেরাও করে রেখেছে যে।"

"কোথায় ছাত্ররা! কারা ঘেরাও করে রেখেছে?"

"ওরা তো বাইরেই ছিল।" মিসেস মুখার্জী এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। বকুল বলল, "এখন কেউ নেই। আপনি মিস্টার মুখার্জীকে নিয়ে বাড়ি চলে যান।" এবার প্রিন্সিপ্যালও বাইরে এলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "ওরা কেউ নেই।" বকুল বলল, "কেউ নেই। আপনারা আমার গাড়িতে বসুন। আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে।" প্রিন্সিপ্যাল মুখার্জী আর কোনো কথা না বলে স্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে চলে গেল।

এবার মাটিকাটা থানার গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে ও. সি. মনতোষ ভট্টাচার্য বকুলকে স্যালুট করে বলল, "স্যার, আপনি আসবেন বললে তো আমি আগেই চলে আসতাম।" বকুল বলল, "তার আর দরকার নেই। আমি এসে কাউকে দেখলাম না। কারা ঘেরাও করেছিল?" ও. সি. কথা বলার আগেই জনা তিনেক ছেলে এগিয়ে এল, "আমরা ঘেরাও করেছিলাম।"

"আপনারা তো কেউ ছিলেন না!"

"আমরা বলাইদার দোকানে চা খেতে গিয়েছিলাম।"

"তা ভালো! এমন ঘেরাও করলেন যে প্রিন্সিপ্যাল বেরিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। আপনারা জানতেও পারলেন না। যাই হোক ঘেরাও কেন করেছিলেন?"

"আসামীদের অ্যারেস্ট করতে হবে।"

"কোন্ আসামীদের?"

"ঐ হোস্টেলের আসামীদের।"

"ওরা আসামী কি করে হল?"

"আমাদের মিছিলের ওপর আক্রমণ করেছে।"

"ঘটনাটা তো এই যে আপনারা মিছিল করে আসছিলেন। মিছিলের ওপর একটা ঢিল এসে পড়ে। ঢিলটা কোথা থেকে এসেছে তা আপনারা কেউই দেখেন নি। কিন্তু আপনারা লাঠি বোমা নিয়ে গিয়ে হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের এলো পাথাড়ি মারধোর করেছেন। অন্তত জনাছয়েক হসপিটালাইজড হয়েছে। একজনকে কলকাতা পাঠাতে হয়েছে। তাহলে দোষী কারা? অ্যারেস্ট করতে হলে তো আপনাদেরই করতে হয়! আবার আপনারাই নাটক করছেন?"

কারো মুখে কোনো কথা নেই। ছেলে তিনটি এবং ও. সি. একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। ও. সি. হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। ছেলে তিনটি সুড় সুড় করে সরে পড়ল। বকুল ভাবল ঝামেলা মিটে গেল। কিন্তু না, কয়েক মহূর্তের মধ্যে জনা পঞ্চাশেক ছেলে মেয়ে এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। বকুলের মনে হল, ব্যাপারটা যত সহজে মিটবে মনে করেছিল, তত সহজে মিটবে না। ছেলেমেয়েরা উত্তেজিতভাবে স্লোগান দিতে লাগল। "সরকারি অফিসে বসে পার্টিবাজি চলবে না, চলবে না চলবে না; হোস্টেলের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে; পুলিস-অপরাধী আঁতাত নিপাত যাক, নিপাত যাক,নিপাত যাক; নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জুলুমবাজি চলবে না, চলবে না, চলবে না,......।" বকুলের কেমন বেসুরো লাগে। লাল ছাত্ররা হলে তো হোস্টেলের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করত না— মিছিলের ওপর আক্রমণের তদন্ত চাইত। তাহলে এরা কারা? বকুল গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কারা?" দু'টি ছেলে এগিয়ে আসে, "আমরা কারা তাও জানেন না?" ও. সি. বকুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, "অতি লাল ছাত্ররা স্যার।" সালোয়ার কামিজ পরা একটি মেয়ে এগিয়ে এসে ছেলে দু'টিকে বলে, "যা বলার আমি বলব। তোরা কিছু বলবি না।" বকুল এগিয়ে গিয়ে বলল, "বলুন, আপনি কি বলতে চান।"

"আমি কি বলতে চাই? ভাড়া করা গুণ্ডারা এসে বোমা-রড-লাঠি নিয়ে হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের বেধড়ক পিটিয়ে গেল। আমরা থানায় রিপোর্ট দিলাম। আপনারা কোনো অ্যাকশন নিলেন না।"

"আমি তো শুনলাম মারামারি ছাত্র-ছাত্রীরাই করেছে।"

"ছাত্র-ছাত্রীরাই করেছে? রেজা মেডিকেল কলেজের ছাত্র? তাও বুঝলাম কোনো দিন কোনো কলেজে পড়ে থাকবে। কিন্তু ঘন্টা, ঝুন্টে কোন্ কলেজে পড়ে?"

"বিশ্বাস করুন, আমি এদের কথা জানতাম না।"

"জানতাম না। আমরা থানায় এদের নামে লিখিত অভিযোগ দিই নি?" একটি ছেলে একটু এগিয়ে এসে বলল, "ফুলঝুরি, এ ও. সি. নয়—অ্যাডিশনাল এস. পি.।

ফুলঝুরি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "রাখ তোর অ্যাডিশনাল এস. পি.। এরকম অ্যাডিশনাল এস. পি.-কে কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে পচা ডুমনিতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হয়। অ্যাডিশনাল এস. পি. হয়েছে, এলাকার খবর রাখেনা।" রাগে বকুলের কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কিন্তু বকুল এই ভেবে সামলে নিল যে এটা রাগ প্রকাশের সময় নয়। ফুলঝুরি চ্যালেঞ্জ জানাবার ভঙ্গিতে বলল, "ঠিক আছে জানতেন না। এখন তো জেনেছেন। কি করবেন বলুন?"

"আমি নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করব।"

"আপনাদের নিরপেক্ষ তদন্তের রূপ দেখেছি। অপরাধীদের সঙ্গে গুজগুজ ফুস ফুস করে উল্টে যারা মার ঠেকাতে চেষ্টা করল তাদের অ্যারেস্ট করার ফন্দী!"

"আমি কথা দিচ্ছি, দোষী নয় এমন কাউকে অ্যারেস্ট করা হবে না।"

"কথা দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।"

"এই মনা, উনি যখন কথা দিচ্ছেন আজকে ছেড়ে দে। যান আপনি চলে যান। কেউ বাধা দেবে না।"

"কিন্তু আমি এক্ষুনি যাব না। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে তাদের দেখব।"

"দেখুন"। ফুলঝুরি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বকুল তার পিছন পিছন উঠল। দোতলার একটা ওয়ার্ডে গিয়ে আহতদের পাওয়া গেল। দেখা গেল একজনের মাথায় ব্যান্ডেজ। আঘাত কিরকম বকুল বুঝতে পারল না। আরেক জনের পিঠে চার পাঁচটা রডের কালশিটে। তার হাতে ব্যান্ডেজ। বাকি তিন জনের কারো হাতে, কারো পায়ে, কারো পিঠে কালশিটে। বকুল ও. সি. মনতোষ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করল, "এদের ইনজুরি রিপোর্ট কালেক্ট করেছেন?" সে চুপ করে থাকল। ফুলঝুরি বলল, "যার আঘাত সব থেকে গুরুতর তাকে কলকাতা পাঠাতে হয়েছে।" বকুল ও. সি. মনতোষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাইরে এল। বলল, "লাল ছাত্রদের আহতরা কেমন আছে সেটাও দেখা দরকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন, কোথায় আছে?" ও. সি. কয়েকবার এদিক ওদিক যাওয়া আসা করল। তারপর ফিরে এসে বলল, "স্যার ওরা কেউ হাসপাতালে নেই।"

"কোথায় আছে?"

"স্যার, বাড়ি চলে গেছে।"

"ওদের আঘাতটাও তো দেখতে হবে! ওদের ইনজুরি রিপোর্ট কালেক্ট করেছেন?"

"এখনো কালেক্ট করা হয় নি স্যার।"

"পরশু কেস হল। আজও আপনি ইনজুরি রিপোর্ট কালেক্ট করলেন না। তাহলে করলেনটা কি? চলুন থানায় গিয়ে কথা বলব।" বকুল গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি এসে

থামল মাটিকাটা থানায়।

থানায় নেমে বকুল কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। যার সেন্ট্রি ডিউটি ছিল সে বোধ হয় পাশের কোনো ঘরে গিয়ে বসেছিল। অ্যাডিশনাল এস. পি. এসেছে শুনে তাড়াতাড়ি এসে এমন এক সেলাম দিল যে বকুলেরও হাসি পেয়ে গেল। কোনোরকমে সেলামের উত্তর দিয়ে বকুল ও. সি-র ঘরে গিয়ে বসল। ও. সি. কাগজপত্র নিয়ে এল। বকুল বলল, "কেসের এফ. আই. আর-টা বের করুন। ও. সি এফ. আই. আর-এর কপিটা বকুলের হাতে দিল। বকুল পড়ে দেখল, মিছিলের ওপর আক্রমণের বর্ণনা দিয়ে দরখাস্ত করেছে। সে বলল, "এটা তো লাল পার্টির ছাত্রদের অভিযোগের ভিত্তিতে কেস। অতিলাল ছাত্রদের এফ. আই. আর-টা কই?"

"কেস তো স্যার একটাই হয়েছে।"

"কিরকম? মার খেল অতিলাল ছাত্ররা, জখম হল অতিলাল ছাত্ররা। আর তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে কেস স্টার্ট না করে লাল ছাত্রদের অভিযোগে তাদেরই বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করলেন? আচ্ছা ওদের দরখাস্তটা দেখি।"

মনতোষ ভট্টাচার্য ওদের দরখাস্তটা বকুলের হাতে দিল। বকুল দরখাস্তটা পড়ে জেনারেল ডায়েরি দেখে বলল, "এ দরখাস্ত তো আপনি ন'টার সময় রিসিভ করেছেন। কেস স্টার্ট হয়েছে আটটায়। কিন্তু মেয়েটি যে বলল বারোটায় ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই ওরা থানায় খবর দিয়েছে লিখিতভাবে।"

"স্যার, ওরা একটা দরখাস্ত দিয়েছে।"

"ক'টার সময় দিয়েছে?"

"স্যার, ওরা এসেছিল তখন দেড়টা-দুটো হবে।"

"তাহলে আপনি এটা রাত নটায় রিসিভ করলেন কেন?"

"স্যার ওদের কাছে খবর পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাই। তখন তো আর ওটা রিসিভ করা হয় নি। নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। আমি ওখানে গেলে লাল ছাত্ররা ওদের অভিযোগ আমাকে লিখিতভাবে দিল। আমি থানায় ফিরে আটটার সময় কেস করলাম। তারপর ফ্রি হলে ওদের দরখাস্তটা রিসিভ করলাম।

"কিন্তু তাতে কি এই প্রমাণিত হ'ল না যে লাল ছাত্ররা প্রথমে কেস করল। তারপরে অতিলাল ছাত্ররা এসে একটা পাল্টা অভিযোগ করল? কিন্তু বাস্তবে হয়েছে তো তার উল্টো। অতিলাল ছেলেরা প্রথমে থানায় এসে অভিযোগ করেছে। ওদের কাছে খবর পেয়ে আপনি ওখানে গেলে লাল ছাত্ররা আপনার কাছে তাদের অভিযোগ জানিয়েছে।" মনতোষ ভট্টাচার্য হাসি হাসি মুখ করে বলে, "স্যার সবই তো বোঝেন! লালপার্টি এখন রুলিং পার্টি। ওদের কম্‌প্লেনে যদি কেস না করি, তাহলে আমার ও. সি. থাকা নিয়েই টানাটানি। স্যার, আপনি তো সবই জানেন?"

"না, আমি কিছু জানি না। আমি বুঝতে পারি না, আপনি রাজনীতি করতে এসেছেন, না পুলিসের চাকরি করতে এসেছেন! আমি ভাবতে পারি না, আপনি নিজে ও. সি. থাকার জন্য যারা মার খেল তাদের বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করে বিনা তদন্তে তাদের অ্যারেস্ট করতে

চাইছেন!

মনতোষ ভট্টাচার্য চুপ করে যায়। বকুল বলে, "যা হয়ে গেছে তা নিয়ে বিলাপ করে লাভ নেই। আমি যা বলছি ভালো করে শুনুন।"

"বলুন স্যার।"

"অতিলাল ছাত্রদের অভিযোগের ভিত্তিতে একটা কেস স্টার্ট করুন। হোস্টেলের কর্মচারী এবং আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ইনজুরি রিপোর্টগুলো কালেক্ট করুন। আর ঐ রেজা না কি নাম বলছিল, রেজা কে?"

"লাল পার্টির ছাত্রনেতা স্যার।"

"কোন কলেজে পড়ে?"

"আর পড়ে না স্যার।"

"তাহলে ছাত্রনেতা হল কি করে?"

"কোনোদিন ছাত্র ছিল সেই সুবাদে স্যার।"

"সে সেদিন হোস্টেলে গিয়েছিল কি না খোঁজ খবর নিন।"

"আচ্ছা স্যার।"

"আর ঐ ঘন্টা-ঝন্টে কে?"

"ক্রিমিন্যাল স্যার। একদম ফালতু পার্টি।"

"তাহলে তো আপনার সুবিধাই হল। ওদের অ্যারেস্ট করুন। ওদের জিজ্ঞেস করুন ওদের হোস্টেলে কে নিয়ে গিয়েছিল। তাহলেই সব বেরিয়ে পড়বে।"

"কিন্তু ওদেরকে ধরলে লালপার্টি খুব চটে যাবে স্যার। ঝামেলা হবে স্যার।"

"ঝামেলা হবে, না হবে সেটা আমি বুঝব। আপনি ওদের অ্যারেস্ট করবেন।"

"করব স্যার।"

"আর কি ডেভেলপমেন্ট হয় আমাকে দিন দুয়েকের মধ্যেই জানাবেন।"

"আচ্ছা স্যার।"

বকুল উঠে পড়ল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই দেখল একটা গাড়ি এসে থানার সামনে থামল। গাড়ি থেকে নামল বিশ্ববিদ্যালয়েব সিকিউরিটি অফিসার। তার হাতে একটা টাইপ কবা কাগজ। বকুল এগিয়ে গিয়ে কাগজটা তার হাত থেকে নিল। কে বা কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির প্রফেসর অতীন বোসের বাড়িতে বোমা ফেলেছে। বকুল সিকিউরিটি অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, "বোমাটা কখন ফেটেছে?"

"তখন রাত ন'টা মতো হবে স্যার।"

"কেউ জখম হয়েছে?"

"না স্যার, বোমাটা কোয়ার্টারের বাইরে ফেটেছে।"

"আপনার কি মনে হয়? এটা কাদের কাজ?"

"আমরা স্যার ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কাউকে সন্দেহও হচ্ছে না?"

"এখন পর্যন্ত তো কাউকে সন্দেহ হয় নি। কোনো ক্লু পেলে আপনাদের জানাব স্যার।"

"ঠিক আছে।"

মনতোষ ভট্টাচার্য বকুলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। বকুল কাগজটা তার হাতে দিয়ে বলল, "আমি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েই যাব। আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিন।"

"চলুন স্যার। আমিই যাচ্ছি।" বকুলরা বিশ্ববিদ্যালয় রওনা হল।

গাড়িতে যেতে যেতে বকুল ভাবতে লাগল, অধ্যাপকের বাড়িতে কে বোমা ফেলতে পারে? আশে পাশে যখন সেরকম কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা নেই তখন বাইরে থেকে বোমা কেনার সম্ভাবনা খুবই কম। তাহলে বাকি থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্ররা। শিক্ষকদের সম্ভাবনা খুবই কম। তাহলে কি ছাত্ররা! ছাত্ররা কেন অধ্যাপকের ওপর ক্ষিপ্ত হবে? এক হতে পারে তিনি কোনো ছাত্রীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আর হতে পারে তাঁর কোনো মেয়ে বা আত্মীয়ার সঙ্গে ছাত্রদের মেলামেশায় তিনি বাধার সৃষ্টি করছেন। এক্ষেত্রে কোনটা? বকুল গাড়ি থামিয়ে সিকিউরিটি অফিসারকে তার গাড়িতে তুলে নিল। গাড়ির মধ্যেই প্রশ্ন করতে লাগল,

"আচ্ছা অতীন বাবুর বয়স কত?"

"পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে স্যার।"

"উনি কি কোনো পার্টি করেন?"

"না স্যার, উনি একদম ওসবের মধ্যে নেই।"

"ওনার স্ত্রী কি এখানে থাকেন?"

"হ্যাঁ স্যার, ওনার স্ত্রী এখানে থাকেন।"

"বয়স কত, দেখতে কেমন?"

সিকিউরিটি লজ্জা পেয়ে গেল। বকুল বলল, "আমি ঠাট্টা করছি নে। সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছি। কেস ডিটেক্ট করার জন্য এগুলি দরকার।"

"ওনার স্ত্রীর বয়স পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মতো হবে; দেখতে তেমন ভালো নয়।"

"ছেলে মেয়ে ক'জন?"

"মেয়ে নেই। একজন মাত্র ছেলে তাও এখানে থাকে না।"

"উনি প্রাইভেট পড়ান?"

"সেটা স্যার বলতে পারব না। তবে রোজই কিছু ছেলে-মেয়ে বই-খাতা নিয়ে ওনার বাড়িতে আসে দেখেছি।"

"কারা কারা আসে সেটা আমাকে বলতে পারেন?"

"স্যার, নাম তো জানি নে। তবে খোঁজ নিয়ে বলতে পারব।"

"আপনি একটু খোঁজ নিয়ে রাখবেন।"

"আচ্ছা স্যার।"

"আমরা এসে গেছি। এবার আপনি বলুন, কোনদিকে যেতে হবে।"

"ঐ যেখানে ট্যাঙ্কটা রাখা আছে, সেখান থেকে পশ্চিম দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার থামুন।"

গাড়ি থেকে নেমে সিকিউরিটি অফিসার বোমা ফাটার জায়গাটা দেখালো। বকুল দেখল, কতকগুলি জালের কাঠি আর সুতলি পড়ে আছে। এখনও পোড়া বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। বকুল মনতোষ ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে বলল, "মেডিকেল কলেজের বোমা আর এই বোমাটা একই ধরনের মনে হচ্ছে না?

"হ্যাঁ স্যার। জালের কাঠি আর সুতলি একই রকম মনে হচ্ছে।"

"পয়েন্টটা খেয়াল রাখবেন। তাহলে হয়তো একটা কেস ডিটেক্ট হলে দুটোই ডিটেক্ট হয়ে যাবে।"

"নিশ্চয় স্যার।" মনতোষ ভট্টাচার্য জালের কাঠি আর সুতলিগুলো কুড়োতে লাগল।

বাইরে বকুলদের কথাবার্তা শুনে অতীন বোস বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর বকুল জানতে চাইল, "বোমা ফেলার ব্যাপারে কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?" অতীনবাবুর উত্তর একেবারে সোজাসুজি "না!"

"আচ্ছা আপনি ক'জন ছেলেমেয়েকে প্রাইভেটে পড়ান।"

"না, আমি প্রাইভেট পড়াই নে তো। আমাদের প্রাইভেট পড়ানো মানা।"

"না, আমি বলছি দেখিয়ে টেখিয়ে নিতে কারা আসে?"

"বাড়িতে কেউ আসে না। দরকার হলে স্টাফরুমেই দেখিয়ে নেয়।"

"আপনি এবার কাদের কাদের খাতা দেখছেন?"

"এম. এ. ইংলিশের সেকেন্ড পেপার এবং সেভেন্থ পেপার দেখছি।"

"কেউ ফেল করেছে?"

"কি বলছেন মশাই। ফেল করবে না, এখনকার ছেলেরা ইংরেজি জানে? সে ছিল আমাদের আমলে। একটা বানান ভুল হয়েছে কি না মর। আর এখন একটা বানান ঠিক না থাকলেও আমরা নম্বর দিই। তাও দেদার ফেল করে।"

"আপনি একটু ঘরে যাবেন? কিছু গোপন কথা আছে।"

"হ্যাঁ নিশ্চয় যাব।" অতীনবাবু ঘরে ঢুকে যান, সঙ্গে সঙ্গে বকুল। ঘরে ঢুকে বকুল জিজ্ঞেস করে। "কোন্ পেপারে ক'জন ফেল করেছে?"

"তা এসব গোপনে জিজ্ঞেস করার কি আছে? আমি কাউকে ভয় করি না। কাউকে তোয়াজ করেও চলি না। এই তো সেকেন্ড পেপারে ভি. সি. দুটো ছেলেকে পাস করিয়ে দেবার জন্য বলেছিলেন। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, অসম্ভব।"

"আচ্ছা কোন্ ছেলে দুটি বলুন তো?"

"ঐ যে নুরুল আর শঙ্কর। পড়ার নামগন্ধ নেই। সব সময় মিটিং ক'রে বেড়াবে। আবার আব্দার দেখুন না, বলে পাস করিয়ে দিতে হবে। তা দাও না, নিজে পাস করিয়ে দাও। আমাকে বলা কেন?"

"ঠিকই তো। আপনি ঠিকই বলেছেন। আজকের মতো আমরা চলি। তবে দরকার পড়লে আবার বিরক্ত করব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনাদের তো এটা কর্তব্য।"

বকুল বাইরে এসে সিকিউরিটি অফিসারকে বলল, "যে ছেলে-মেয়েরা আসত তাদের নামগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও. সি-কে দিয়ে দেবেন।" সিকিউরিটি অফিসার সম্মান জানিয়ে বিদায় নিল। বকুল ও. সি. কে নুরুল আর শঙ্করের নাম দুটো দিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে বোমা ছাত্ররা ফেলেছে। কে ফেলতে পারে আপনি খোঁজ লাগান।" ও. সি. স্যালুট করে গিয়ে নিজের গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। বকুল তার গাড়িতে উঠে বাড়ি রওনা হল। আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সাড়ে এগারটা বাজে।

ছয়

বোমার ব্যাপারটা বকুলকে ভাবিয়ে তুলল। মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে বোমা পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের বাড়িতে বোমা পড়ল। পরশু সন্ধ্যাবেলাতে।বিধান মার্কেটে বোমা নিয়ে সোনার দোকানে ডাকাতি হ'ল। আবার আজ রাতে একটা বাড়িতে বোমা পড়েছে। সব ক'টি বোমা একই রকম—বারুদের সঙ্গে পেরেক আর জালের কাঠি সুতলি দিয়ে বাঁধা। কিন্তু কে বা কারা বাঁধছে? তাদের না ধরতে পারলে এ বোমাবাজি বন্ধ করা যাবে না। বকুল প্রতিটি কেস দেখেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি। সে ভাবল, বোমা পড়া বাড়িটাও একবার দেখে আসবে। সে থানায় ফোন করল,"হাকিম-পাড়ায় যে বাড়িটায় রাতে বোমা পড়েছে সেখানে কেউ গেছে?" ডিউটি অফিসার বলল, "গেছে স্যার, ওখানে দামবাবু গেছেন।"

"আপনার আই. সি. কোথায়?"

"আই. সি. সাব স্যার স্টেশন রোডে গেছে, একটা ইউ. ডি. কেস হয়েছে।"

"ইউ. ডি. কেস করতে আই. সি. গেছে? কার কি হয়েছে?"

"যুধিষ্ঠির আগরওয়ালের বাড়িতে একজন মেইড সারভেন্ট স্যার সুইসাইড করেছে।"

"আচ্ছা"। বকুল ফোন ছেড়ে দিল।

বিধান মার্কেটের বোমা নিয়ে ডাকাতি করার কেসটা আই. সি. নিজে তদন্ত করছে। একই রকম কেস বলে ও বাড়িতে বোমার কেসটা অন্তত তার একবার দেখা উচিত। তা না করে সে একটা সাধারণ অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস দেখতে চলে গেল। ব্যাপারটা বকুলের কাছে অস্বাভাবিক মনে হল। মনে হল ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু তারও আগে বোমা পড়া বাড়িটা থেকে একবার ঘুরে আসতে হবে। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়!

বকুল যখন বাড়িটিতে পৌঁছল তখন এস আই. দাম তদন্ত করছে। সে এ্যাটেনসন্ হয়ে বকুলকে স্যালুট করল। বকুল স্যালুটের প্রত্যুত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিছু পেলেন?"

"দেখছি স্যার।"

"দেখুন। তার আগে আমাকে বোমা পড়ার জায়গাটা দেখান।" দাম বকুলকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে একটি মাত্র চৌকি। চৌকির ওপর একটা সাধারণ বিছানা। বোমা

পড়েছে এখানেই। বকুল জানতে চাইল, "এখানে রাতে কে শোয়?" বাড়িওয়ালা এগিয়ে এসে বলল, "আমার ছোট ছেলে হরেন।"

"বয়স কত?"

"বাইশ-তেইশ হবে।"

"সে কি করে?

"চাকরি বাকরি তো পায় নি। ঘুরেই বেড়ায়। দুটো ছেলে পড়ায়।"

"কতদূর লেখাপড়া করেছে?"

"টেন পর্যন্ত পড়েছিল। তবে ফাইনাল পরীক্ষা দেয় নি।"

"আপনার ছেলের বন্ধু-বান্ধব কারা?"

"বন্ধু-বান্ধব বেশি নেই। দু'একজন আসে। আমরা নাম জানি না।"

"ও কোথায় গেছে?"

"এই তো বাবু বললেন সাক্ষী লাগবে। তাই সাধন আর কমলকে ডাকতে গেছে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। দাম আপনি দেখুন, আমি ওদিকটায় আছি।"

বকুল ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় তার চোখ আটকে গেল। বারান্দার এক জায়গায় অনেকগুলি চপ্পল, চটি ও জুতো রাখা আছে। তার মধ্যে এমন একপাটি জুতো আছে যেরকম একপাটি জুতো পরশুদিন বিধান মার্কেটে ডাকাতি হওয়া সোনার দোকানের সামনে থেকে সিজ করা হয়েছে। এই একপাটি জুতো বাঁ পায়ের। আচ্ছা ঐ জুতোটি কি ডান পায়ের ছিল? হ্যাঁ ডান পায়েরই তো। সিজার লিস্টে লেখা হল ডান পায়ের এক পাটি জুতো যা দোকানের সামনে পড়েছিল। অর্থাৎ এই দু'পাটি জুতো একই জোড়ার। কিন্তু জুতো জোড়াটি কার? হরেনের না অন্য কারো? বকুল বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

একটি বছর পাঁচ ছয়েকের ফুটফুটে ফরসা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। বকুল গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ল, "তোমার নাম কি গো?" বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা বলল, "ওর নাম নয়না"। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, "না গো, আমার নাম বুড়ি। সবাই আমাকে বুড়ি বলে ডাকে।" রান্নাঘরের সামনে বৃদ্ধা বলল, "দেখেছ বৌমা, তোমার মেয়ে কেমন ডাকাবুকো! আর কেমন পাকা পাকা কথা!" বৌমা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। বকুল সেদিকে না তাকিয়ে মেয়েটির গাল টিপে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাই নাকি? তোমার নাম বুড়ি? খুব সুন্দর নাম। কিন্তু তুমি জুতো পর নি কেন গো?" এবার বকুলের পায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি চোখ আকাশে তুলল, " ওমা, তুমি জান না, ঘরে জুতো পরে উঠতে হয় না? ঠাকুরমা দেখলে তোমাকে যা বকবে না।" তার কথা শুনে শাশুড়ি-বৌ দু'জনেই রান্না ঘরে ঢুকে গেল। বকুল লজ্জা পাবার ভান করে বলল, "তাই তো খুব ভুল হয়ে গেছে। জুতোগুলো কোথায় খুলে রাখি বল তো!" মেয়েটি আরও আশ্চর্য হল, "তুমি তাও জান না?" সে হাত ধরে বকুলকে জুতোগুলোর কাছে নিয়ে গেল। বকুল তার পায়ের জুতো খুলতে খুলতে প্রশ্ন করল, "এর মধ্যে তোমার জুতো কোনটা।"

"ঐ তো, লাল মতো।"

"আর এই টিকটিকেটা?"

"ওটা তো আমার মার।"

"আর এই এটা?"

"ওটা হরেন কাকুর। আর একটা হারিয়ে ফেলেছে। ঠাকুরদা যা বকেছে না! তুমি তো পুলিস। ওর জুতোটা বের করে দাও না।"

"হ্যাঁ চেষ্টা করতে হবে। চল আমরা ওদিকে যাই।"

বকুল ওদিক থেকে একজন কনস্টেবলকে কাছে ডেকে বলল, "ঐ যে জুতোগুলোর মধ্যে একপাটি একটা জুতো দেখতে পাচ্ছেন। ওটার ওপর লক্ষ্য রাখবেন। যেন কেউ ওটাকে না সরায়।" সাব ইন্সপেক্টার দামকে দূরে ডেকে নিয়ে বলল, "হরেনকে অ্যারেস্ট করবেন। আর ঐ একপাটি জুতো যেন প্রপার সিজার লিস্ট-এ সিজ হয়।" দামকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েই বকুল স্টেশন রোডে যুধিষ্ঠির আগরওয়ালের বাড়ি রওনা হল।

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করার পর যুধিষ্ঠির আগরওয়ালের বাডি পাওয়া গেল। বাড়ির ভিতর ঢুকে বকুল স্তম্ভিত হয়ে গেল। খোলা বারান্দায় লাশ পড়ে আছে। একটু দূরে আই. সি. দূর্গা বোস আর তার সঙ্গী-সাথীরা মিষ্টির প্লেট নিয়ে বসে গেছে। একজন লোক ডাব কেটে, প্লাস্টিকের পাইপ লাগিয়ে তার সামনে ধরে আছে। যুধিষ্ঠির আগরওয়াল আরেকজনকে বলছে "আক্রাম, আওর থোড়া মিঠাই লে আও।" দূর্গা বোস মুখে সন্দেশ পুরতে পুরতে বলছে, "না না, আর দরকার নেই।" যুধিষ্ঠির আগরওয়াল বিনয়ে গলে গিয়ে বলছে, "আরে দূর্গাবাবু, এতনা জলদি কিঁউ। আওর থোড়া বঠ যাইয়ে। থোড়াসা মিঁটাই লে লিজিয়ে।" দূর্গাবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বকুলের ওপর নজর পড়তে তড়াক করে উঠে এগিয়ে এল। অন্যান্যরাও মিষ্টির প্লেট রেখে উঠে পড়ল। ডাবও খাওয়া হল না। বকুল বলল, "অসময়ে এসে ডিস্টার্ব করলাম।" দূর্গা বোস বলল, "না স্যার। এসেছেন। আপনিও একবার দেখে যান।"

"হ্যাঁ, দেখব বলেই তো এলাম। যখনই শুনলাম যে বোমার কেসে অন্য লোক পাঠিয়ে এখানে এসেছেন তখনই মনে হল, নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তা কি পেলেন?"

"সিম্পল সুইসাইড স্যার।"

"ও, আই সি! সুরতহাল হয়ে গেছে? তা কি করে সুইসাইড করল?

"হ্যাঁ স্যার। সুরতহাল আমি করে ফেলেছি। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে স্যার।"

"কি করে বুঝলেন?"

"দড়ি দিয়ে ঝুলছিল স্যার।"

"কিন্তু কেউ মেরেও তো ঝুলিয়ে রাখতে পারে। আর কি দেখলেন? আচ্ছা ও সুইসাইড করতে গেল কেন? সাধ করে তো আর কেউ সুইসাইড করতে যায়না?"

"সেটা তো স্যার বোঝা যাচ্ছে না।"

"ওখানে বসে মিষ্টি খেলে কি করে বুঝবেন। খোঁজ খবর নিতে হবে তো। মেয়েটির বাড়ি কোথায়? বাবা-মাকেখবর দেওয়া হয়েছে? কি বললেন? বাড়ি কোথায় জানেন না? জিজ্ঞেস করুন। আর আপনার ইনকোয়েস্ট রিপোর্টটা আমাকে দিন।"

আই. সি. দুর্গা বোস মিষ্টির প্লেটের পাশ থেকে একটা কাগজ নিয়ে এসে বকুলকে দিল, "এই নিন স্যার সুরতহাল রিপোর্ট। আমি স্যার কাঁচা কাজ করিনে। আগে কাজ শেষ করেছি। তারপর...।" তারপর কি সে আর বলল না। বকুল সুরতহাল রিপোর্টটা দেখতে লাগল। মৃত্যুর কারণের জায়গায় দুর্গা বোস লিখেছে, গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে বলেই মনে হয়। বাড়ির এবং আশে পাশের লোকেরাও তাই বলল। শরীরে বিশেষ চিহ্ন কি আছে? গলায় ফাঁসের চিহ্ন। আর? না, আর কিছু সে লেখে নি। বকুল এক'পা দু'পা করে ডেড বডির কাছে এগিয়ে গেল। গলার কাছে কাপড়টা সরিয়ে দেখল গলায় একটা লিগেচার মার্ক আছে বটে, তবে গলায় দড়ি দিয়ে মরলে যেমন তা তেরছা এবং অসম্পূর্ণ হয় সেরকম নয়। ফাঁসের চিহ্নটা গোল এবং সম্পূর্ণ। গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করলে সাধারণত এরকম চিহ্ন হয়। বকুল বলল, "যে দড়িটায় ঝোলানো ছিল সে দড়িটা কোথায়?" যুধিষ্ঠির আগরওয়াল এগিয়ে এসে বলল, "স্যার, কাজ তো আছেই আগে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে লেন।" বকুল চোখে বিরক্তি নিয়ে মুখ তুলে লোকটার দিকে তাকাল। দুর্গা বোস তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে বলল, "সাহেব বাইরে কিছু খান না।" যুধিষ্ঠির আগরওয়াল আশ্চর্য বোধ করল। মুখে বলল, 'আচ্ছা।' একজন কন্‌স্টেবল দড়িটা নিয়ে এল। বকুল দড়ির ফাঁসটা পরীক্ষা করে দেখল, চারটে গিরে। এটাও সুইসাইডাল হ্যাঙিঙের লক্ষণ নয়। সুইসাইডাল হ্যাঙিঙে সাধারণত একটা এবং খুব বেশি হলে দুটো গিরে থাকে। বকুল বলল, "যেখানে ঝুলে ছিল জায়গাটা আমি একবার দেখব।"

আই. সি. তাকে নিয়ে গেল। রান্নাঘরের কাছে একটা ফাঁকা বারান্দা। সে বারান্দার ছাদের একটা বরগা থেকে মেয়েটি ঝুলছিল। কিন্তু ওখান থেকে ঝুলতে হলে দড়িটা ওখানে লাগাতে হবে। তাহলে ওখানে উঠতে হবে তো। কিন্তু জায়গা তো একদম ফাঁকা। দেওয়ালে একটা তাকও নেই যে তাতে পা দিয়ে উঠবে। বকুল আই. সি.-কে জিজ্ঞাসা করল, "সকালে কে প্রথম দেখেছিল?" যুধিষ্ঠির আগরওয়াল এগিয়ে এসে বলল, "হামিই দেখলাম স্যার। হামি তো সকালে উঠে গণেশজীর পূজা করি। পূজা করবার লিয়ে বিহানে উঠলাম। উঠেই দেখি, ছাদ সে ঝুল রহি হ্যায়।"

"তখন এখানে আর কি কি ছিল?"

"আওর কুছ নেহি থে স্যার। য্যায়সা আপ দেখ রহে হেঁ য়্যায়সায় থে।"

বকুল আর কিছু না বলে ডেড বডির কাছে চলে এল। মুখের কাপড় সরিয়ে দেখার চেষ্টা করল বয়স কত হতে পারে। বকুলের মনে হল যোল-সতের হবে। বুকের কাপড় সরিয়ে দেখল, স্তনের ওপরে নখের এবং দাঁতের দাগ। পিঠের দিকেও অনেকগুলি নখের দাগ। তলপেটটা একটু স্ফীত। স্ত্রী অঙ্গের হাইমেন ছেঁড়া। তার মানে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মেয়েটি কারো সঙ্গম সঙ্গিনী হয়েছিল। কিন্তু তাকে হত্যা করা হল কেন? মনে হচ্ছে মেয়েটি অন্তঃসত্বা। বকুল যুধিষ্ঠির আগরওয়ালকে ডাকল। সে কাছে এলে জিজ্ঞেস করল, "এ বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে থাকে?"

"হামি, হামার ইস্তিরি, লড়কা-লড়কি সবাই থাকে?"

"আপনার স্ত্রীকে ডাকুন।"

"স্যার ওতো কুছ দিনকে লিয়ে কলকত্তা মাইকে গয়ি।"

"কবে গিয়েছেন?"

"ও তো চার-পাঁচ দিন হুয়া স্যার।"

"ছেলে-মেয়েরাও কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে গেছে?"

"হ্যাঁ স্যার, ওয়ে তো উনকে মায়ি কো ছোড়কে রহতে হি নেহি।"

"তাহলে আজ রাতে এ বাড়িতে শুধু আপনি আর এই মেয়েটি ছিলেন।"

যুধিষ্ঠির কোনো কথা বলে না। বকুল বুকের ওপর দাগগুলি দেখিয়ে বলে, "বলুন এ দাগগুলি কি করে হল?"

"ও স্যার হাম ক্যায়সে বাতাবে?"

"বাড়িতে তো আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আপনি না বললে আর কে বলবে?"

যুধিষ্ঠির আগরওয়াল নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে। বকুলের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। অভাবের তাড়নায় এই মেয়েটি কাজ করতে এসেছিল। তাকে দেখার এখানে কেউ ছিল না। কিন্তু তার শরীরের ওপর লোভ ছিল যুধিষ্ঠিরের। গরীব ঘরের সাদাসিধে মেয়েকে ঠকানো খুব সোজা। হয় তো বিয়ে করারই লোভ দেখিয়েছিল। মেয়েটি লোভে পড়ে তার শরীর মন সব সমর্পন করেছিল। মনের জন্য এদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। শরীরটাকে যেমন খুশি ভোগ করেছে। কিন্তু মেয়েদের শরীর কিছুই ফেলে দিতে জানে না। মেয়েটি অন্তঃসত্বা হয়েছে। লোকলজ্জার ভয়ে সে হয়ত বিয়ে করার জন্য চাপ দিয়েছে। পাষণ্ড তাকে যমরাজের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এরকম লোকগুলিকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হয়। কিন্তু কে ফাঁসিতে ঝোলাবে? দূর্গা বোসদের মতো আই. সি.-রা যত দিন এদের উপাদেয় মিষ্টি আর শীতল ডাবের জলে আপ্যায়িত হবে ততদিন এদের ফাঁসিতে কে ঝোলাবে? কুকুরের সামনে যেমন এক টুকরো মাংস ফেলে দিলে সব ভুলে সেদিকে ছুটে, দূর্গা বোসরাও তেমনি কুকুরের দৃষ্টিতে এই আগরওয়ালদের ছিটে ফোঁটার দিকে তাকিয়ে আছে।

বকুল দূর্গা বোসকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি এই চিহ্নগুলি দেখতে পান নি? না, দেখার চেষ্টা করেন নি? আপনি দেখলেন মেয়েটা দড়ি থেকে ঝুলছে আর ধরে নিলেন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। গলায় দড়ি দিয়ে মরলে গলায় এরকম গোল দাগ হয়? না হয় হল, আপনাকে চিন্তা করতে হবে তো সে যেখান থেকে ঝুলছে সেখানে মেয়েটার পক্ষে ওঠা সম্ভব কি না! এসব বিবেচনা না করেই আপনি কি করে সিদ্ধান্ত করলেন যে সুইসাইডাল হ্যাঙিঙ। আমার তো মনে হচ্ছে যে, এটা ক্যালকুলেটেড মার্ডার কেস।" আই. সি. কোনো কথা বলল না। বকুল রুদ্রকে বলল, "ডি. এস. পি-কে নিয়ে আসুন।" ডি. এস. পি. পাল এলে বকুল বলল, "এই ডেডবডির আই. সি. একটা সুরতহাল করেছিল। কিন্তু সেটা ঠিক হয় নি। তাই ওটা আমার কাছে থাকল। আপনি সুরতহাল করে যা হয় করুন। আর কেসটাও আপনি দেখবেন।" বকুল আই. সি-র সুরতহাল নিয়ে অফিসে চলে গেল। অফিসে গিয়ে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বকুল এস. পি-কে লিখল, এরকম আই.

সি. নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। এর বদলির ব্যবস্থা করুন।

এস. পি-র কাছে আই. সি-র বদলির জন্য চিঠিটার ডিকটেশান দেওয়া সবে শেষ হয়েছে ডাক্তার নন্দী ঘরে ঢুকলেন। বকুল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, "বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?" নন্দীবাবু বললেন, "আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। এখানে বলব, না ওপরে যাবেন? চলুন ওপরেই যাই।"

বকুল ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ওপরে তার কোয়ার্টারে উঠল। খোলা বারান্দায় পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে বসল। ডাক্তার নন্দী বিনা ভূমিকায় শুরু করলেন, "আপনি কি লাল ছাত্রদের অ্যারেস্ট করার হুকুম দিয়েছেন?"

"কিন্তু সে খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন?"

"সেইটাই তো কথা।"

"কি ব্যাপার বলুন তো। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি নে।"

"আপনার বোঝার কথাও নয়। আপনি তো মাটিকাটার ও. সি-কে অ্যারেস্ট করতে বললেন। ও. সি. সে রাতেই ছুটল সভাপতি শরদিন্দু মণ্ডলের কাছে। সভাপতি পরের দিন সকালেই হাজির হল সভাধিপতি সুনীল সাহার কাছে। আপনার ভাগ্য, সুনীল সাহা খুব ব্যালান্সড লোক। তিনি শরদিন্দুকে বুঝিয়ে বললেন যে আমাদের ছেলেরা যা করেছে তাতে অ্যারেস্ট হওয়াই উচিত। তবে ব্যাপারটা নিয়ে তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। শরদিন্দু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে গেল গৌর কুণ্ডুর কাছে। আপনি তো জানেন•গৌর কুণ্ডু কেমন করে এম. এল. এ. হয়েছেন। তিনি এখন পার্টির মধ্যে তাঁর স্ফেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স বাড়াতে চাইছেন। গৌর কুণ্ডু এটা নিয়ে পার্টির মধ্যে হই হল্লা শুরু করে দিলেন। জেলার মন্ত্রীর কানেও কথাটা তুললেন। কিন্তু মন্ত্রীও সভাধিপতিকেই সমর্থন করেছেন। সুনীলবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলতেন। কিন্তু আপনি কি ভাবে নেন, তাই আমাকে বললেন।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন?"

"হঠাৎ করে সব অ্যারেস্ট করতে যাবেন না।"

"তাহলে কি করব?"

"খোঁজ খবর নিন। বাইরের যারা আছে তাদের দু'একজনকে ধরুন। দরকার হলে ওদের সারেণ্ডার করিয়ে দেব।"

কিন্তু ওরা যে আবার উল্টো প্রিন্সিপ্যালকে ঘেরাও করছে।"

"ওটা একটা ফুলিস ডিসিশান। বলে দিয়েছি, আর করবে না।"

"কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন যে ওরা যা করেছে তাতে ওদের অ্যারেস্ট করাই উচিত।"

"আমি জানি। আমি অস্বীকারও করছি না যে ওদের শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু আপনারও তো দেখতে হবে, আপনি কতটা সামলাতে পারবেন। আর সামলাবেন কাকে দিয়ে? আপনার ও. সি. টিকি বাঁধা দিয়ে বসে আছে। আপনাকে আমি ডিসকারেজ করছি না। তবে আপনার শুভাকাঙ্খী বলেই বলছি, একটু বুঝে চলবেন।"

"আপনার কথা আমি অবশ্যই মনে রাখব। তবে...। হ্যাঁ আজ একটা মেয়ের ডেডবডি

যাবে। একটু ভালো করে পোস্ট মর্টেম করতে বলবেন?"

"কি ব্যাপার?"

"মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে মত-পার্থক্য আছে। মৃত্যুর আসল কারণটার ওপর কেসটা নির্ভর করছে।"

"আপনার কি মনে হয়?"

"এক্ষুনি কিছু বলব না। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হয়ে গেলে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।"

"তাহলে আমি এখন যাই। সুনীলবাবুকেও আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলব।" ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

বকুল অফিসে এসে দেখল, একপাটি জুতো এবং হরেনকে নিয়ে দাম বসে আছে। বকুল থানা থেকে আরেক পাটি জুতো আনালো। জুতো জোড়া হরেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বকুল বলল, "পরুন দেখি।" হরেন জুতো জোড়া পরলে বকুল বলল, "সুন্দর ফিট করেছে বলুন! একই জোড়ার জুতো কিনা! তা একপাটি তো আপনাদের বাড়ি থেকে আনা হল। আরেক পাটি কোথায় ছিল বলুন দেখি?" হরেন কোনো কথা বলে না। বকুল আবার জিজ্ঞেস করে, "একপাটি জুতো কোথায় হারিয়েছিলেন।"

"কাল রাতে গণ্ডগোলের সময় কেউ বোধ হয় নিয়ে গেছে?"

"বোমা নিয়ে জুতো নিতে এসেছিল বলছেন? তাও একপাটি?"

"তাহলে বোধ হয় কুকুরে নিয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু কুকুরে তো পাকা চামড়া খায় না। তাছাড়া কুকুরে কাল জুতোটা পাবে কি করে? আমরা যে পরশু দিনই সোনার দোকানের কাছ থেকে ওটা নিয়ে এসেছি। দেখুন আপনার ব্যাপারে আমরা সব খবর যোগাড় করেছি। এখন আপনি ঠিক করুন সত্যি কথা বলবেন কি না। সত্যি কথা বললেও, আপনাকে ছেড়ে দিতে পারব না। তবে জেল যাতে না হয় সে চেষ্টা করব। কিন্তু মিথ্যা কথা বললে, যা করে আপনার জুতো বের করেছি, যা করে আপনাকে ধরে এনেছি, তাই করে আপনাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।"

"আমি সত্যি কথাই বলব। আমাকে জেলে পাঠাবেন না। আর বাবাকে কিছু বলবেন না। বাবা খুব দুঃখ পাবেন।"

"ঠিক আছে। বলুন কাল রাতে ওরা আপনাকে মারতে এসেছিল কেন?"

"ডাকাতি করার সময় কথা ছিল যে ওরা পজিশন নিয়ে দাঁড়াবে। আর আমি সো-কেস থেকে সোনার গয়নাগুলো তুলে ব্যাগে ঢুকিয়ে দেব। কিন্তু আমি যেই গয়না তুলতে যাব, অমনি আপনাদের গাড়ি চলে এসেছে। আমরা সবাই বোমা ছুঁড়ে পালিয়েছি। কিন্তু দোকানদার ইনসিওর কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য বলেছে দেড় লাখ টাকার গয়না ডাকাতি হয়ে গেছে। এখন ওরা ভাবছে, আমি সব মেরে দিয়েছি। সেই জন্য কাল বদলা নিতে এসেছিল। ওরা আমাকে মেরেই ফেলত। কিন্তু আমি দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলাম বলে বোমা মেরে চলে গেছে।"

"কে কে এসেছিল?"

"কুলিপাড়ার কাটা কেষ্ট আর লোহাপট্টির কালু। গুরুং বস্তির প্রদীপও ছিল। তবে ও বাড়িতে আসে নি।"

"ডাকাতির জন্য বোমা কে তৈরি করেছিল?"

"কাটাকেষ্ট কার কাছ থেকে কিনে এনেছিল।"

"আর পিস্তল?"

"পিস্তলটা তিনশ' টাকা দিয়ে আমিই কিনেছিলাম।"

"কার কাছ থেকে?"

"স্টেশন রোডে একটা আটার গুদাম আছে। ঐ গুদামে একটা ছেলে থাকে। ওর কাছ থেকে।"

"ওর নাম কি?"

"আমি নাম জানি নে। তবে ওখানেই রাস্তার ধারে ওর বাবার পানের দোকান আছে। মধুর পানের দোকান বলে। ছেলেটাও মাঝে মাঝে দোকানে বসে। ফরসা করে, বেটে মতন।"

"পিস্তলটা এখন কোথায় আছে।"

"ডাকাতির সময় ওটা কালুর কাছে ছিল স্যার। তারপর জানি নে।"

"দেখুন আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ওরা না ধরা পড়া পর্যন্ত আপনার বাইরে থাকা ঠিক হবে না। আর দাম, আপনি একে নিয়ে যান। দেখবেন যেন কেউ মারধোর না করে। পরে কি করতে হবে আমি বলব।"

দাম হরেনকে নিয়ে থানায় চলে গেল।

বকুল তার ড্রাইভার সিকিউরিটিদের নিয়ে যুক্তি করতে লাগল কি করে কালু আর কাটাকেষ্টকে ধরা যায়। বরুণ বলল, "স্যার কালুকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু কুলিপাড়ায় ঢোকা যাবে না।"

"কেন?"

"কুলিপাড়ায় পুলিসের গাড়ি ঢুকলেই স্যার গাড়ির ওপরে বোমা মারে। বাচাই লেপচা থাকতে স্যার একবার গিয়েছিল। তারপর আর কেউ যায় নি।"

"তাহলে ওখানে লোকজন থাকে কি করে?"

"সব স্যার তোলা দিয়ে থাকে। ওখানে বাবুয়াকে তোলা দিলে আর কেউ কিছু বলবে না স্যার। ওখানে যত বাড়ি আছে, দোকান আছে, বাবুয়া সবার কাছে থেকে মাস্থলি আদায় করে স্যার।"

"এগুলো বন্ধ করতেই হবে।"

"কি করে বন্ধ করবেন স্যার? বাবুয়া আবার এখন লাল পার্টি করে। ওর নামে দু'তিনটে মার্ডার কেস আছে। তাও কিছু হয় নি।"

"এবার হবে। তবে এই মুহূর্তে বাবুয়ার থেকে কাটাকেষ্টকে ধরা বেশি দরকার। যা করে ধরতে হয় সেটা আমি ঠিক করব। আপনারা ছদ্মবেশে গিয়ে ছেলেটাকে চিনে

আসুন। আর বাড়িটা দেখে আসুন। তারপরে আমি ব্যবস্থা করছি।"

"ঠিক আছে স্যার। আমি আর উপাধ্যায় গিয়ে একসময় দেখে আসব।"

"এক সময় নয়। আজই বিকেলের দিকে যাবেন।"

"ঠিক আছে স্যার। আজই যাব।"

"আর পাসোয়ান!" অর্থাৎ সিয়ারাম পাসোয়ান।

পাসোয়ান এগিয়ে এল। "বলুন স্যার।"

"আপনার ওপর ভার থাকছে, আপনি লোহাপট্টিতে কালুর ঠেক বের করবেন।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"এবার রিডার বাবুকে কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলুন।" রিডারবাবু ওদের ফাইল নিয়ে ঢুকল। বকুল সেগুলো দেখতে লাগল। লিভ ক্লার্ক রিনিকা ছুটির দরখাস্তগুলো নিয়ে এল। বড়বাবু এসে বলল, "ফার্নিচারের পেমেন্টগুলো স্যার এখনও হয় নি।" বকুল বলল, "আচ্ছা আমি এস. পি.-কে আর একবার বলব।" সে ছুটির দরখাস্ত দেখতে লাগল।

সাত

দু'দিন হয়ে গেল। পাসোয়ান লোহাপট্টিতে কালুর বাড়ি খুঁজে বের করেছে। কিন্তু কালু বাড়িতে নেই। কোথায় আছে তার কোন সন্ধান মেলেনি। বরুণ আর উপাধ্যায় কাটাকেষ্টর বাড়িও বের করেছে। ঠিক কুলিপাড়ায় নয়—জংশন স্টেশনের ওপারে। কিন্তু সেও বাড়িতে নেই। তবে ওরা কি ফেরার হয়ে গেল? বকুল অফিসে বসে এসব কথাই ভাবছিল। বরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঘরে ঢুকল, "স্যার কাটাকেষ্ট স্বাধীনের গ্যারেজে বসে আছে। উপাধ্যায় দূর থেকে নজর রাখছে। আপনাকে তাড়াতাড়ি খবর দিতে বলল।" বকুল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বরুণকে বলল, "অফিসে যারা বসে আছে তাদের সকলকে আসতে বলুন।" রিডারবাবু, বৃন্দাবন, রাখাল, প্রদীপ তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠল। রুদ্র গাড়ি স্টার্ট দিল। বকুল বলল, "গাড়িটা আপনি মধুছন্দা ব্রিজের ওপারেই দাঁড় করাবেন। আমরা পায়ে হেঁটে চলে যাব। বরুণ, আপনাদের কাছে রিভলবার আছে তো?" বরুণ জবাব দিল, "হ্যাঁ স্যার"। বকুল বলল, "তাহলে আপনি জোরাজুরির মধ্যে যাবেন না। বৃন্দাবন উপাধ্যায় আর প্রদীপ গিয়ে ওকে চেপে ধরবে। রিডারবাবু সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাছে চলে আসবে। দেরী না করে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যাব। আমাদের কাছে বেশি হাতিয়ার নেই। কাজেই দেরী করা চলবে না। রুদ্র আপনি গাড়ির স্টিয়ারিঙেই থাকবেন।" রুদ্র উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল, "ঠিক আছে স্যার।"

মধুছন্দার ব্রিজ পার হয়ে গুরুং বস্তির পাশে এসে গাড়ি থামল। বকুলরা গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। স্বাধীনের গ্যারেজ দেখা যেতেই বরুণ চুপি চুপি বলল, "ঐ যে স্যার চাকার ওপরে বসে আছে যে ছেলেটা, ওটাই কাটাকেষ্ট।" বরুণ উপাধ্যায়ের

কাছে এগিয়ে গেল। তিনদিক থেকে বিড়ালের মতো সন্তর্পনে পা ফেলে তিনজন এগিয়ে গেল। প্রদীপ গিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে উপাধ্যায় আর বৃন্দাবন দু'জনে দুই হাত ধরল। কাটাকেষ্ট বুঝে ওঠার আগেই তিনজনে ওকে রাস্তার ওপর নিয়ে চলে এল। ততক্ষণে রুদ্র গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেছে। কাটাকেষ্টকে তুলে নিতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। থামল বকুলের অফিসের সামনে এসে।

কাটাকেষ্টকে অফিসে নামানো হ'ল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "বিধান মার্কেটের সোনার দোকানের ডাকাতিতে আপনারা কে কে ছিলেন?" কাটাকেষ্ট যেন আকাশ থেকে পড়ল, "কুন্ ডাকাতির কথা বুলছেন স্যার? আমি তো কিছু জানি না।" উত্তর শুনে বকুলের রাগ হল। সে কৌতুক করে বলল, "জানেন না? তাহলে হাকিমপাড়ার হরেনকে বোমা মারতে গিয়েছিলেন কেন?"

"কুন হরেন স্যার? আমি তো হরেনকে চিনিই না।"

"হরেনকে চেনেন না? লোহাপট্টির কালুকে চেনেন?"

"না স্যার, উয়ার নাম শুনি নি।"

গুরুং বস্তির প্রদীপের নাম শুনেছেন?"

কাটাকেষ্ট ঘাড় নাড়ায়। সে প্রদীপের নামও শোনে নি। বকুল জিজ্ঞাসাবাদ থামিয়ে বলে, "দেখুন, আপনি যদি কিছু না বলতে চান, আমি জোর করব না। কারণ যা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর আমি জানি। এও জানি আপনি না বললে হরেন সব কথা বলবে। কালু সব কথা বলবে। মাঝে থেকে আপনি হাজতে পচে মরবেন। সত্যি কথা না বললে আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না। বরুণ, একে থানায় নিয়ে যান।" কাটাকেষ্ট এতক্ষণ মুখ বুজে দাঁড়িয়েছিল। এবার মুখ খুলল, "স্যার আমাকে ছাড়্যা দেন। আমার মা'র অসুখ। পরিবারের বাচ্চা হবে।" বকুল ফাইল থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল, "তার আমি কি করব? আপনি নিজেই যদি হাজতে থাকা বেছে নেন, আমার কিছু করার নেই।" বরুণ আর বৃন্দাবন এসে ওর হাত ধরল। কাটাকেষ্ট মিনতি করে বলল, "আমাকে ছাড়্যা দেন স্যার, না হলে আমার মাডা মোর্যা যাবে। পরিবারকেও দ্যাখার কেহু নাই।" রিডার বাবু পিছন থেকে মন্তব্য করল, "মেলা ফ্যাচ্ফ্যাচ করিসনে যা।" বরুণরা ওর হাত ধরে টানতে লাগল। ও মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল, "স্যার আমার একটা কথা.........।" বকুল নিস্তেজের মতো ঠান্ডা গলায় বলল, "আপনি যখন কাউকেই চেনেন না, তখন আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার লাভ নেই। ওকে থানায় নিয়ে যান। আর দামকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন।"

দাম এল। বকুল বলল, "ওকে ওই দুটো কেসেই ফরওয়ার্ড করতে হবে। দু'সপ্তাহের পুলিশ ডিমান্ড চাইবেন। আপনি মেমো লিখে নিয়ে আসুন। আমি রেকমেন্ড করব।" দাম ফরওয়ার্ডিং মেমো লিখে নিয়ে এল। তার ওপরে বকুল লিখল, "আমি ব্যক্তিগতভাবে দুটো কেসই সুপারভাইজ করছি। তদন্ত যতটা হয়েছে তার থেকে আমি নিঃসন্দেহ যে বিধান মার্কেটের সোনার দোকানের ডাকাতি এবং হাকিমপাড়ায় বোমা মারা– দু'টি ঘটনাতেই কাটাকেষ্ট ব্যক্তিগতভাবে ছিল। তাই কেস দু'টির ভালো রকম তদন্তের জন্য ওর দু'সপ্তাহের পুলিশ কাস্টোডি প্রয়োজন।" এস ডি. জে. এম. তাকে দু'সপ্তাহের জন্য

পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দিল।

মানুষ যাকে ভালবাসে তার জন্য সব কিছু না হোক অনেক কিছু করতে পারে। কাটাকেষ্টর কথা শুনে মনে হল সে তার মা এবং স্ত্রীকে ভালবাসে। তাকে মুখ খোলাতে হলে এ ব্যাপারটা কাজে লাগাতে হবে। বকুল বরুণ আর পাসোয়ানের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করে নিয়ে বৈকুণ্ঠপুর থানায় চলে এল। আই. সি.-র ঘরে কাটাকেষ্টকে আনিয়ে বলল, "দেখলেন তো, আমার কথা শুনলেন না। কোর্ট থেকে চোদ্দ দিন হাজতে থাকার অর্ডার হয়ে গেল। এরপরেও যদি আপনি সত্যি কথা না বলেন, তো আবার চোদ্দ দিনের অর্ডার হবে। এই করে বেশি না হোক মাস দু'য়েক তো আপনি পুলিশ হাজতে থাকবেন। এই দু'মাস আপনার মাকে স্ত্রীকে কে দেখবে বলুন?" কাটাকেষ্টকে খুব বিপর্যস্ত বলে মনে হল। সে প্রায় কেঁদে ফেলার মতো করে বলে উঠল, "স্যার এতদিন আমাকে হাজতে রাখলে আমার মা মোর‍্যা যাবে।" এই সময় পাসোয়ান ঘরে ঢুকে নিরীহ ভালোমানুষের মতো বলল, "স্যার, ওর বাড়ির কাছ থেকে একজন লোক খবর নিয়ে এসেছে, ওর মার নাকি অবস্থা খুব খারাপ। ওকে দেখতে চাইছে।" বকুল মর্মাহত হওয়ার ভান করে বলল, "খুব খারাপ খবর। আচ্ছা লোকটাকে বাড়ি যেতে বলুন ওকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি করা যায় আমি দেখছি। ডিউটি অফিসারকে ডাকুন তো।" পাসোয়ান ডিউটি অফিসারকে ডাকতে গেল। ডিউটি অফিসার ভজগোপালবাবু এলে বকুল বলল,"আপনি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করুন। আর এক সেকশান ফোর্স রেডি রাখুন। এঁর মায়ের অসুখ। একবার দেখা করে আসবে। কাটাকেষ্ট এবার কেঁদে ফেলল, "আমাকে হ্যান্ডকাপ পরা দেখলে মা মোর‍্যা যাবে স্যার। আমি যাব না। বকুল যেন বিব্রত বোধ করল। সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "মায়ের কি অসুখ হয়েছে?" "সে তো জানি না স্যার। প্যাটে খুব যন্তনা হয়। ম্যালা ডাক্তার দেখানু। কিছু হলো না। সেনগুপ্ত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেনু। একশো টাকা বিজিট। কাগচে কি লিখ্যা দিয়া বুলল, শর্মার দুকানে যাও। শর্মার দুকানে গেনু। বুলে, এক হাজার টাকা লাগবে--- আন্টাগাফির ছশো টাকা, ভিপির চাশশো টাকা। বুলেন আমি একহাজার টাকা কোথায় পাবো?"

"আচ্ছা আমি যদি সরকারি হাসপাতালে কথা বলে এগুলি বিনা পয়সায় করিয়ে দিই।"

"তাহলে তো আর আমাকে ডাকাতি করতে যাতে হতো না।"

"আমি কি করে জানব। আমাকে তো কিছু বলেন নি। আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি আমি করিয়ে দেব।"

"স্যার এগুলি কর‍্যা দেন। আর আমাকে ছাড়া দেন। মা কালীর কির‍্যা আমি আর কুনুদিন ডাকাতি করব না।"

"তার মানে মায়ের অসুখের জন্য আপনাকে ডাকাতি করতে হযেছে?"

"হ্যাঁ স্যার ঠিক বুলেছেন। বুমায় হাতের আঙোল উড়্যা যাবার পর থাক্যা আমি চুরি ডাকাতি ছাড়্যা দিয়াছিনু। গ্যারেজে কাজ কোর‍্যা যা পাতুক তাই খাতুক। বিহ্যা করনু।

সংসারে টানাটানি। তাতেও কোনদিন খারাপ কাজ করি নি। কিন্তু দু 'বছর ধোর‍্যা মার শরীল খারাপ। শর্মা বুলেছে এক হাজার টাকা লাগবে। স্বাধীনদার কাছে ধার চাহানু তো দিলো না। তখুন কালু আর হরনাকে লিয়্যা যুস্‌তি কোরনু। কিন্তুক হরনা ব্যেহমানি করলো। ভাগ দিলো না।"

"বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বোমগুলো আপনি কোথায় পেলেন?"

"বুমাগ্যালা স্যার আমি কিনেছিনু। একেকটার দাম পঞ্চাশ টাকা কোর‍্যা লিয়েছিলো। মালপাড়ায় স্যার বেশ্যাবাড়িগ্যালার উল্‌ট্যাদিকে যে চায়ের দুকানডা আছে ওখ্যানে হেমেন বলে একটা ছেল্যা বসে। ঐ কুঠে থাক্যা আন্যা দিয়েছেলো। আমি সব বুল্যা দিয়্যাছি স্যার। আমাকে ছাড়্যা দেন।"

"ছেড়ে দেব, কিন্তু হরেন যে পিস্তলটা দিয়েছিল, সেটা কোথায় আছে বলুন।"

"পিস্তল না স্যার। একটা ভাঙা মতোন পাইপগান। উডা কালুর কাছে আছে স্যার।"

"কালু কোথায় আছে? ক'দিন থেকে বাড়িতে থাকছে না।"

"উ কুনুদিন বাড়িতে থাকে না স্যার।"

"কোথায় থাকে?"

"এখন স্যার বর্ধমান রোডের একটা গুদামে থাকে।"

"চলুন দেখিয়ে দেবেন।"

এখুন গেলে পাওয়া যাবে না স্যার। এখুন কুঠে আছে ঠিক নাই। উয়াকে ধোবতে হোলে দুপোর রাতে যাত্যা হবে।"

"আচ্ছা গুদামে ঢোকার ক'টা পথ আছে?"

"সদোর পথ স্যার একটাই। তবে পেছনের দিকে আর একটা খিড়কি পথ আছে। আমি সব বুল্যা দিয়্যাছি স্যার আমাকে এবের ছাড়্যা দেন।"

"আপনাকে আমি এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারব না। কারণ কোর্টের অর্ডার নিতে হবে। কাল দশটার সময় কোর্ট খুললেই আপনার ছাড়া পাবার ব্যবস্থা করব। তবে ইচ্ছে করলে আপনি পুলিশ পাহারায় গিয়ে আপনার মাকে দেখে আসতে পারেন, যাবেন?"

"না স্যার, পুলিশ পাহারায় আমি যাবো না। আমি কালই যাবো।"

"বরুণ, ডিউটি অফিসারকে বলুন এঁকে নিয়ে যাক।"

ডিউটি অফিসার এসে কাটাকেষ্টকে নিয়ে গেল। বকুল তাকে বলল, "দেখবেন একে যেন কেউ কিছু না বলে। আর দামকে আসতে বলুন।" একটু পরে দাম ঘরে ঢুকল। বকুল তাকে বলল, "কাটাকেষ্ট যখন সবকিছু স্বীকার করছে তখন ওকে আর আটকে রাখার দরকার নেই। ওকে সেই মর্মে কাল কোর্টে ফরওয়ার্ড করিয়ে দিন। এর বেল হয়ে যাক।" দাম সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

বকুলের মনে হল হেমেনকে ধরলে বোমা তৈরির হদিশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু হেমেনকে সে শুধু হাতে ধরবে না। তাহলে পিছলে যেতে পারে। বরং তাকে ফাঁদ পেতে বোমা সমেত ধরবে, যাতে করে তার অস্বীকার করার আর পথ থাকবে না।

বকুল যখন এসব কথা ভাবছে তখন দরজার পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন এম. এল. এ. গৌর কুন্ডু। বকুল চেয়ার ছেড়ে উঠে তাকে স্বাগত জানাল। গৌর কুন্ডুর পিছন পিছন ঘরে ঢুকল ডাক্তার বি. রায়। তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। চান্দা সাহেব সার্কিট হাউসে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হি ইজ দি নাম্বার ওয়ান ম্যান ইন দি পার্টি হেয়ার। ইফ দেয়ার ইজ অ্যানি প্রবলেম ইউ টেল হিম। বকুল তাকেও বসতে বলল। কিন্তু সে বসার পরিবর্তে দরজার কাছে গিয়ে পর্দা তুলে বাইরে তাকাল। তারপর সে যখন ফিরে এল তার সঙ্গে সঙ্গে দশ বারো জন লোক ঘরে ঢুকল। তারা বসতে বলার অপেক্ষা না রেখে নিজের খুশিমতো যে যেখানে পারল বসে পড়ল।

গৌর কুন্ডু সামনের একটা চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই প্রশ্ন করলেন, "আপনি কুলিপাড়ার কেষ্টাকে তুলে এনেছেন?" বকুল উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।"

"কিন্তু আমরা তো জানি, ও কোন খারাপ কাজ করে না।"

"কিন্তু ওর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। ও তা স্বীকার করেছে।"

"অভিযোগ কে করল?"

সেটা আপনাকে আলাদাভাবে বলতে পারি কিন্তু সকলের সামনে বলা যাবে না।"

"ঠিক আছে, ওর বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আছে তখন ওকে জামিন দিয়ে দিন। বিচারে যা হবার হবে।

"আমি তো জামিন দিতে পারব না। কোর্ট থেকে অর্ডার নিতে হবে। ও কোর্টের অর্ডারে এখানে আছে।"

"এর মধ্যে ওকে কোর্টে আবার পাঠালেন কখন?"

"ওকে অ্যারেস্ট করার পরই কোর্টে পাঠানো হয়েছিল। আমরা ওকে দু'সপ্তাহের জন্য পুলিশ হেফাজতে চেয়েছিলাম। কোর্ট তা মঞ্জুর করেছে।"

"তাহলে এখন দু'সপ্তাহ কেষ্টা এখানে থাকবে?"

"আপনারা কোর্টে আবেদন করুন, কালও জামিন হয়ে যেতে পারে।"

"কিন্তু আপনি জামিন দেবেন না?"

"কোর্টের অর্ডার আছে। আমি জামিন দিতে পারি না। আমার সে ক্ষমতা নেই।"

একটি ফর্শা করে লম্বা মতন ছেলে গৌর কুন্ডুর পিছনে বসেছিল। সে এতক্ষণ কথা বলার জন্য আকুপাকু করছিল। সে এবার বলে উঠল, "আসলে আপনি কেষ্টাকে ছাড়বেন না তাই বলুন। না হলে আপনারা লোককে ধরে এনে কোর্টে না পাঠিয়ে চার পাঁচদিন থানায় আটকে রাখেন। আর ওকে ধরতে না ধরতেই কোর্টে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা কিছু বুঝি না মনে করেছেন। বকুল পাল্টা প্রশ্ন করল. "আপনি কি তাহলে কোর্টে না পাঠিয়ে থানায় চার পাঁচদিন আটকে রাখার কথা বলছেন?"

"আমি কিছু বলছিনে। আপনারা রাখেন তাই বলছি।"

"যে রাখে তাকে বলবেন। আমি রাখি না"।

"রাখেন না তো কেষ্টাকে ছেড়ে দিন।"

"বললাম তো ছাড়তে পারব না।"

"পারবেন না মানে, আপনি নীল জামানা পেয়েছেন নাকি? যে যাকে তাকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে রাখবেন। আপনার সাহস কম না, আপনি আমাদের ছাত্রদের অ্যারেস্ট করতে বলেন। আপনাকে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে।" সে চিৎকার করেই চলে। বকুল গৌর কুণ্ডুকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আপনারা ওনাকে আস্তে কথা বলতে বলুন। আর ঐসব অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে নিষেধ করুন।"

গৌর কুন্ডু বলেন, "কিন্তু ও কি মিথ্যা কথা বলছে?" বকুল আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করল, "তাহলে এসবে আপনার অনুমোদন আছে?" গৌর কুন্ডু কোন উত্তর দিলেন না। ছেলেটি পিছনের দিক মুখ করে বলতে লাগল, "বন্ধুগণ, আমরা কেষ্টাকে থানা থেকে না নিয়ে কিছুতেই যাব না। পুলিশের জুলুমবাজি আমরা সহ্য করব না।" বকুলও গলার স্বর চড়িয়ে বলল, "এটা কোন জনসভার মঞ্চ নয়--থানা। জনসভা করার ইচ্ছে হলে থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যান। এখানে এরকম চিৎকার চেঁচামেচি চলবে না।"

"আপনার এত সাহস। আমাদের থানা থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। আমরাও দেখে নেব। ময়দানে প্রমাণ হবে কার কত শক্তি।"

"ময়দানেই যখন প্রমাণ হবে, তখন এখান থেকে যান।"

"আমরা যাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে।" ছেলেটি বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরা। তাদের পিছনে গৌর কুন্ডু। সব শেষে ঘর থেকে বের হচ্ছিল ডাঃ বি. রায়। বকুল তাকে বলল, "ডাক্তার রায় কি একটু বসবেন?" ডাক্তার রায় বলল, "গৌরদাই যখন চলে গেল তখন আমার বসা ঠিক হবে না।" সেও তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আই. সি. দূর্গা বোস মাথা নিচু করে বসে ছিল। সকলে চলে যেতে সে বলল, "স্যার এদের জ্বালায় কোন অ্যাকশান নেওয়ার উপায় নেই।" বকুল সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বেশি চিৎকার করছিল ঐ ছেলেটি কে?" আই. সি. বলল, "ছাত্র নেতা বেজা স্যার। মুখের কোন লাইসেন্স নেই, যা খুশি তাই বলে।" বকুল বলল, তার জন্য আমরাই দায়ি। আমরা এত বেশি অন্যায় কাজ করি যে আমাদের সম্বন্ধে লোকের ধারনাই খারাপ। আমরা যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ঠিক কোন কাজ করতে পারি তা লোকে ভাবতেই পারে না। ফলে দু'এক জন ঠিক ঠিক কাজ করলেও সমর্থন পায় না। যাক সে কথা। আপনি রাত বারোটা নাগাদ একটা পার্টি ঠিক করে রাখবেন। আমার সঙ্গে বেরুবে।" বকুল থানা থেকে বেরিয়ে অফিসে এল।

মাটিকাটার ও.সি. মনতোষ ভট্টাচার্য অনেকক্ষণ অফিসে বসে ছিল। বকুলকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বকুল বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার? আপনার খবর কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে দু'টিকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন?"

"কোন্ ছেলে দু'টি স্যার?"

"ঐ যে নুরুল আর শঙ্কর। ওরা কি অতীনবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়ত? আর ওদেরকে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য ভি. সি. কেন অতীনবাবুর ওপর চাপ দিচ্ছিল?"

"আমি আজই যাব স্যার।"

"আর ঐ মেডিকেল কলেজের ঘন্টা আর ঝুন্টেকে ধরা হয়েছে? ইনজুরি রিপোর্টগুলো কালেক্ট করেছেন?"

"স্যার ও কেসটার ব্যাপারে নাকি পার্টির সাথে আপনার কথা হয়েছে। আপনি কিছু না করতে রাজি হয়েছেন?"

"আমার সঙ্গে পার্টির কথা হয়েছে কিনা সে কথায় আমি পরে আসছি। কিন্তু আমার সঙ্গে পার্টির কথা হয়েছে কি না সেকথা আপনি জানলেন কি করে? আপনি পার্টির কথা শুনে কাজ করবেন, না আমার কথা শুনে কাজ করবেন? আর হ্যাঁ, আপনাকে আমি যখন মেডিকেল কলেজের কেসের আসামীদের অ্যারেস্ট করতে বলি তখন সেখানে আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে কথাই বা বেজা জানল কি করে?"

"স্যার, আমার ওপর রাগ করবেন না, আমি কাজ করতে শুরু করেছি।"

"কিরকম কাজ?"

"আজ স্যার বিশ-পঁচিশ লিটার চোলাই ধরেছি।"

"কিন্তু কাদের চোলাই ধরেছেন? এ অঞ্চলের সব স্মাগলার, কাঠচোর আর চোলাইকারী তো শরদিন্দু মন্ডলের প্রোটেকশানে। ওদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন লোক বোতল দু'এক করে চোলাই করে বিক্রি করছিল। এতে শরদিন্দু মন্ডলের ব্যবসার অসুবিধে। আপনি শরদিন্দু মন্ডলকে খুশি করার জন্য ওদের চোলাইগুলো ধরে আনলেন। সেটা আবার আমাকে বলতে এসেছেন। কিন্তু আমি ওরকম কাজে খুশি হই না।"

"স্যার আমাকে একটু দেখবেন। আমি অনেক দিন পর ও. সি. হয়েছি, আর আমার চাকরিও বেশি দিন নাই।"

"আমার যা দেখার দেখব। আপনি এখন আসতে পারেন।"

মনতোষ ভট্টাচার্য চলে গেলে বকুল বসে খানিকক্ষণ প্ল্যান করল। তারপর পাসোয়ানকে ডাকল। পাসোয়ান ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিতে বলল। পাসোয়ান দরজা বন্ধ করে এসে সামনে দাঁড়াল। বকুল বলল, "পাসোয়ান আমি হেমেনকে বোমা সমেত ধরতে চাই। আপনাকে ছদ্মবেশে ওর কাছে গিয়ে বোমা কিনতে চাইতে হবে। ও রাজি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোমা ডেলিভারি নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ঠিক আছে স্যার। কিভাবে যেতে হবে বলুন।"

"এমনভাবে যেতে হবে যেন আপনারা একটা ডাকাতি করতে চাচ্ছেন। তার জন্য বোমা দরকার। আপনার একটু ছেঁড়া ছেঁড়া প্যান্ট শার্ট আছে?"

"আছে স্যার। পুরানো যেগুলো আর পরিনে সেগুলো নিয়ে নেব"। একটু দুমড়ে মুচড়ে নেবেন যাবে গরিব গরিব লাগে। আর মাথার চুলগুলো একটু হাত দিয়ে উস্কোখুস্কো করে নেবেন।"

"আচ্ছা স্যার।"

"কিন্তু আপনার পরিচয় কি হবে? যদি নাম ধাম জিজ্ঞেস করে?"

"নাম বলব স্যার?"

"প্রথমে বলবেন না। আপনি বলবেন যে এ লাইনে নাম ঠিকানা বলার নিয়ম নেই। টাকা দেব মাল নেব। আশা করছি তাহলে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু যদি বলে নাম ঠিকানা না বললে আমি বোমা বিক্রি করব না। তখন তো নাম বলতেই হবে। কি বলবেন?"

"বিহারের নাম ঠিকানা দিয়ে দেব স্যার। কেউ বুঝতেই পারবে না।"

কিন্তু বিহার থেকে এখানে কেন? সন্দেহ করবে। এই কাছাকাছি কোন জায়গার নাম বলতে হবে। এই ধরুণ গ্রামের নাম ছিটমহল, পোঃ ফুলবাড়ি। কিন্তু ওর বা ওর কোন আত্মীয়ের বাড়ি ছিটমহলে হয়? তাহলে অন্য নাম বলতে হবে। মোটকথা খুব সাবধানে।

"ঠিক আছে স্যার। আমি ঠিক পারব।"

"খুব ভালো। এই নিন দেড়শ টাকা। বোমা দিতে চাইলেই পঞ্চাশ টাকা বায়না দিয়ে দেবেন। বলবেন তিনটে নেব। আর বোমা দিতে রাজি হলে পাইপগান কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করবেন। বলে ভালোই, না হলে স্টেশন রোডে ঐ ছেলেটার সঙ্গে একই ভাবে পাইপগান কেনার অভিনয় করতে হবে। আমি ওকেও হাতেনাতে ধরতে চাই।"

পাসোয়ান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। বকুল ওপরে কোয়ার্টারে উঠে যায়। একরাশ বিষাদ তাকে ছেঁকে ধরে। পৃথিবীতে সে যেন বড় একা। সে ঠিক ঠিক কাজ করতে চায়। কিন্তু সবাই তাকে ভুল বুঝছে। মাটিকাটার ও. সি. তার কথা শুনছে না। রুলিং পার্টির লোকেরা তাকে ভুল বুঝছে। কারো সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলবে তাও সম্ভব নয়। বিয়ে করেছিল। কিন্তু এখন যা দেখছে তাতে বিয়েটা না করলেই ভালো হত। বকুলের কেমন দম বন্ধ লাগে। হোমগার্ড প্রদীপ এসে রান্না চড়ায়। বকুল জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা প্রদীপ এখানে গানের মাস্টার পাওয়া যায় না?" প্রদীপ কি বলে বোঝা যায় না। হতাশায় রাত বেড়ে চলে।

বারোটার সময় বকুল বৈকুণ্ঠপুর থানায় যায়। কাটাকেষ্টাকে গাড়িতে নিয়ে বর্ধমান রোডের দিকে যায়। পাশোয়ান, উপাধ্যায় আর আরও দু'জনকে পিছনের খিড়কি পথের কাছে রেখে অন্যান্যদের নিয়ে গোডাউনে ঢোকে। ঢুকতেই একটি ছেলে খিড়কি পথ দিয়ে পালাতে যায়। পাসোয়ান তাকে জাপটে ধরে। কাটাকেষ্ট বলে, "ঐ কালু।" পাসোয়ান কালুকে বকুলের সামনে নিয়ে আসে। বকুল কালুকে বলে, "আপনাকে আমরা মারধোর কিছু করব না। আপনি পাইপগানটা কোথায় আছে বলুন।" কালু কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দেয়, "আমার কোন পাইপগান নাই।" বকুল কাটাকেষ্টকে দেখিয়ে বলে, দেখছেন তো। থানায় হরেনও আছে। আর আপনাকে নিয়ে এখন প্রদীপের কাছে যাব। বুঝতেই পারছেন, মিথ্যা কথা বলে কোন সুবিধা হবে না। কার কাছে কি আছে তা আমরা জানি। তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। পাইপগানটা কোথায় রেখেছেন।" কালু কোন কথা বলে না। বকুল বলে, "পাসোয়ান একে হ্যান্ডকাপ পরান। হাজতে মাস দুয়েক থাকুক। তখন আপনিই বলবে।" উপাধ্যায় বলে, "স্যার ওর বাড়িটা একবার দেখে গেলে হত না? যদি কিছু থাকে? বকুল রাজি হল। সকলে মিলে আবার গাড়িতে উঠল। গাড়িতে কাটাকেষ্ট কালুকে বলল,

"কালুয়া বাবুরা সব জান্যা ফেলেছে। কুথায় আছে বুলে দে। তাহলে তুই ছাড়্যা পাবি।"

বকুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ কালু, আপনি যদি পাইপগানটা দিয়ে দেন তাহলে আমরা আটকে রাখব না।"

"এখনই ছেড়ে দেবেন?"

"না এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারব না। তবে কাল কোর্ট থেকে যাতে জামিন হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করব।"

"ঠিক বলছেন।"

"হ্যাঁ ঠিক বলছি।"

"ওটা আমাদের রান্নাঘরের চালের খড়ের মধ্যে আছে।"

গাড়ি এসে কালুর বাড়ির কাছে থামল। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতেই কালুর মা-বাবা জেগে উঠল। পাশোয়ানরা কালুকে নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল। কালুর মা-বাবা ভয়ে সিঁটিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। চালের খড়ের মধ্যে থেকে পাইপগানটা বের করে কালু বকুলের হাতে দিল। পাইপগানের সঙ্গে থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলিও আছে। বকুল কালুর বাবাকে বলল, "কাল কোর্টে যাবেন। আপনার ছেলে ছাড়া পেয়ে যাবে।" কালুর বাবা কোন কথা না বলে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকল। বকুল এসে গাড়িতে উঠতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

আট

ভরদুপুর বেলা। রোদ ঝলমল করছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। খালপাড়ার পথ প্রায় জনশূণ্য। সেই জনশূণ্য পথ ধরে এগিয়ে চলেছে পাসোয়ান। তবে এখন পাসোয়ানকে দেখে মোটেই স্মার্ট পুলিশ কনস্টেবল মনে হচ্ছে না। তার পরনে একটা ময়লা ছেঁড়া প্যান্ট। গায়ে ততোধিক ময়লা একটা শার্ট। মাথার চুল উস্ক-খুস্ক। ধীরে ধীরে পা ফেলে সে চলছে আর বনহরিণীর মতো ভয়ভীত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। রাস্তার ওপর চায়ের দোকানটার কাছে এসে সন্তর্পনে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে নিল। তারপর টুপ করে এসে দোকানের সামনের বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়ল। বসেই আবার ভীরু চোখে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। চায়ের দোকানের ছেলেটা জানতে চাইল, "চা খাবেন?" পাসোয়ান কথায় যথাসম্ভব গ্রাম্য টান এনে জবাব দিল, "দ্যান এক কাপ। ....আচ্ছা আপনার নাম কি হেমেন?" ছেলেটার চোখে সন্দেহ। সে পাসোয়ানের দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কেন বলুন তো?" পাসোয়ান এদিক-ওদিক আরেকবার তাকিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমি কয়েকটা মাল কিনতে চাই। দু'দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছি। পাচ্ছি না। তা আজ লামলিং বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি ছেলে বলল যে আপনার কাছে পাওয়া যাবে। গোটা ছয়েক মাল আমার খুব দরকার"। হেমেন যেন কিছুই বুঝতে পারে নি এমন ভাব করে জানতে চাইল, "আপনার কি মাল দরকার?" পাসোয়ান মুখে কোনরকম কথা না বলে দু'হাতের নখগুলো দিয়ে একটা গোলের মত করে বোঝাতে

চাইল যে সে বোমা কিনতে চায়। হেমেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বলল, "না, আমার কাছে ওসব পাওয়া যায় না।" মাছ টোপ খাচ্ছে না দেখে পাসোয়ান আব্দারের সুরে বলে উঠল, "ক্যানে ফ্যাকড়া দিচ্ছ গুরু। আমি পাকা খবর নিয়ে আস্যাছি।"

"তোমার নাম কি?"

"নাম ঠিকানা বুলা আমার উস্তাদের বারণ আছে।"

"কেন?"

"ধরুন পুলিশের কাছে আপনি ধরা পড়লেন। পুলিশ আপনার কাছ থেকে আমার নাম ঠিকানা জেনে ফেলবে। কিন্তু নাম ঠিকানা না বললে পুলিশ আমাকে কিছুতেই পাবে না।"

"একদম পোড় খাওয়া মাল মনে হচ্ছে।"

"তা গুরু, আপনি ঠিকই ধরেছেন। তা মালটা কখুন পাব বলুন?"

"কটা চাই?"

"আপাতত গোটা তিনেক পেলেই হবে। তবে পরে আরও লিতে হবে।"

"দেড়শ টাকা করে লাগবে। দাম অ্যাডভান্স দিতে হবে।"

"ক্যানে আবার আং সাং বুলছ গুরু। তুমি পঞ্চাশ টাকা দাম ল্যাও। আর আমার কাছে দেড়শ চাহাছ!"

"নিলে দেড়শ' করেই লাগবে। নিতে হলে আগাম পেমেণ্ট করে দাও।"

"কিন্তু গুরু আমি যে অত টাকা আনি নি। আমি পঞ্চাশ টাকা হিসাবে দেড়শ' টাকা আন্যাছি। এখন দেড়শ' টাকা রাখো। মাল যখন ডেলিভারি লিব তখুন বাকি টাকাটা দিয়ে দিবো।"

পাসোয়ান সামনে-পিছনে ডাইনে-বামে ভালো করে দেখে নিয়ে পকেট থেকে টাকা বের করে চুপি চুপি হেমেনের হাতে দিয়ে দিল। হেমেন টাকাটা নিয়ে চটপট পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। এবার পাসোয়ান মুখ নিচু করে জিজ্ঞাসা করল, "কখুন আসব।"

"বিকেল চারটের সময়। আপনার ব্যাগটা রেখে যান।"

পাসোয়ান কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা খুলে হেমেনের হাতে দিয়ে বলল, "তাহলে আমি বিকেল চারটের সুমায়ই আসবো। এখুন যাই।" সে দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। অ্যাডিশনাল সাহেবকে খবরটা দিতে হবে।

বকুল তখন অফিসে বসে স্টেনোকে ডিক্টেশান দিচ্ছিল। একটু আগে সে যুধিষ্ঠির আগরওয়ালের বাড়ির সেই পরিচারিকার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছে। রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, মেয়েটি চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রিপোর্ট পেয়েই সে একটা মার্ডার কেস স্টার্ট করার জন্য অর্ডার দিয়েছে। সেই সঙ্গে আই. সি.-র কৈফিয়ৎ তলব করে চিঠির জন্য ডিক্টেশন দিচ্ছিল। এমন সময়ে হাসি মুখে পাসোয়ান এসে ঘরে ঢুকল। বকুল ডিক্টেশান থামিয়ে বলল, "কি খবর পাসোয়ান?" পাসোয়ান জবাব দিল, "খবর ভালো স্যার।" বকুল স্টেনোবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে আপনাকে একটু পরে ডাকব।" স্টেনোবাবু উঠে চলে গেল। পাসোয়ান কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল, "স্যার চারটের সময় বোমা দিতে রাজি হয়েছে। দেড়শ'

টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছি। এখন পাইপ গানের কি করব বলুন?"

"পাইপগানের ব্যাপারটাও আজকেই হ'লে ভালো হত। কারণ বোমা ধরা পড়লে একটা হৈ-চৈ হবে। তাতে ওরা সাবধান হয়ে যাবে। আপনার তো ড্রেস ঠিকই আছে। একবার ওদিকটাও চেষ্টা করে দেখুন।"

"স্যার তাহলে কিছু টাকা লাগবে।"

"হ্যাঁ, নিয়ে যান।" বকুল পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার দু'টো নোট বের করে পাসোয়ানের হাতে দিল। পাসোয়ান যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল।

বকুল স্টেনোকে ডেকে ডিক্টেশন দিতে লাগল। বৈকুণ্ঠপুর থানার আই. সি. দুর্গা বোসকে উদ্দেশ্য করে বলা হল, "পরিচারিকার মৃতদেহে যেসব চিহ্ন ছিল তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল এবং তাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ডি. এস. পি সাহেব তার সুরতহাল রিপোর্টে তাই বলেছেন এবং ময়না তদন্তে তাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আপনি যে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন তাতে আপনি মন্তব্য করেছিলেন যে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাহলে সুরতহাল রিপোর্টে আপনি সত্য নয় এরকম মন্তব্য লিখেছিলেন কেন? তাহলে কি আপনার সুরতহাল করার যোগ্যতা নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার কৈফিয়ৎ আমার কাছে পৌঁছানো চাই।"

স্টেনো ডিক্টেশন নিয়ে চলে গেল। বকুল পাসোয়ানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। তিনটে নাগাদ পাসোয়ান ফিরে এল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "কি হল পাসোয়ান?" পাসোয়ান বলল, "স্যার এখানেও ভালো খবর। সন্ধ্যাবেলাতেই রাজি হয়েছে। তবে এখানে অ্যাডভান্স দিই নি। বলেছি হাতে হাতে জিনিস নেব, হাতে হাতে দাম দেব। রাজি হয়েছে। তবে অনেক টাকা চাইছে। বলছে একটার দাম আটশ টাকা দিতে হবে।"

"ওতে অসুবিধে হবে না। এখন আপনি তাড়াতাড়ি করে কিছু খেয়ে নিন। আর দেরি করলে চলবে না।"

পাসোয়ান খেয়ে এলে বকুলরা বেরিয়ে পড়ল। পাসোয়ান পায়ে হেঁটেই গেল। বকুলরা গাড়ি নিয়ে নিল। বেরুনোর আগে বকুল পাসোয়ানকে বলল, "আমি একটু দূরে থাকব। বোমার ব্যাগটা আপনার হাতে এলেই আপনি সঙ্কেত দেবেন। আপনার বাম হাতটা মাথার ওপরে তুলে তিনবার ভাঁজ করলেই আমরা বুঝব যে বোমা আপনি পেয়ে গেছেন।" পাসোয়ান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রওনা হল। বকুল গাড়িটাকে বর্ধমান রোডের ওপর রাখল, এমনভাবে রাখল যাতে কারো সন্দেহ না হয়। ইউনিফর্ম পরা লোকদের সে গাড়িতেই অপেক্ষা করতে বলল। ড্রাইভার রুদ্রকে সে বর্ধমান রোড থেকে একটু দূরে খালপাড়ার রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখল। রুদ্রকে বলল, "আমি পাসোয়ানের কাছ থেকে সঙ্কেত পেলেই আপনাকে সঙ্কেত করে জানাব। আপনি সব সময় আমার দিকে চোখ রাখবেন।" রুদ্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বকুল বরুণকে নিয়ে চায়ের দোকানটা থেকে শ' দুয়েক গজ দূরে এক জায়গায় বসে পড়ল। তার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। চুল আঁচড়ে চোখের ওপর নামানো। কেমন যেন উডু উডু ভাব। তাকে দেখে কে বলবে যে সে একজন পুলিস অফিসার। সবাই ভাববে নবীন নাগর। দালালটিও তাই ভেবে থাকবে। সে এসে চুপি চুপি

বলল, "ডু ইউ ওয়ান্ট গার্ল স্যার?" লোকটির ভাব ভঙ্গিমা আর প্রস্তাব শুনে বকুলের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মেজাজ খারাপ করার সময় এটা নয়। এখন যে করে হোক লোকটাকে এড়াতে হবে। সে কিছু না বোঝার ভান করে হাত নেড়ে অঙ্গ-ভঙ্গিতে বরুণকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? বরুণ পাকা অভিনেতার মতো অঙ্গ-ভঙ্গি করে জবাব দিল, কে জানে? লোকটি তখন মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলতে লাগল, "মেয়েছেলে স্যার। একদম আনকুরা লতুন। আজই বউনি হবে। একেবারে মাত্র বিশ টাকা স্যার? সারা রাত্তিরের জন্য দু'শো টাকা। কমেও পাবেন স্যার। মাত্র পাঁচ টাকাতেও আছে। তবে নতুনটাই ভাল স্যার।" রাগে বকুলের কান গরম হয়ে উঠল। কিন্তু কোনো উপায় নেই। লোকটিকে এড়ানোর জন্য সে আবার বোবার মতো অঙ্গ-ভঙ্গি করতে লাগল। বরুণও সেরকম অঙ্গ-ভঙ্গি করে বকুলকে সাহায্য করতে লাগল। লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, "শালারা কালা না বোবারে ভাই! আজ সাহিতটাই খারাপ। বিকালটা ভালো যাবে না।" সে চলে গেল। বকুল লক্ষ্য করল পাসোয়ান সুড়সুড় করে এসে দোকানটার সামনে বেঞ্চিটার ওপর বসল।

বকুলের চোখ দুটো চুম্বকের মতো পাসোয়ানের ওপর লেগে রইল। কিন্তু ওখানে ওভাবে বসে থাকাটা স্বাভাবিক করার জন্য সে বাম হাতের তালুতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খৈনি ডলার অভিনয় করতে লাগল। মাঝে বাম হাতের ওপর আনমনে গোটা কয় চাপড়ও দিল। কিন্তু তাতে আবার অঘটন ঘটল। একটি লোক এগিয়ে এসে বলল, "বাবু নেশাটা ভারি তেতে উঠেছে। একটু দেবেন?" বকুল একবার ফিরে তাকিয়েই আবার পাসোয়ানের দিকে চোখ রাখল। বরুণ তাকে চলে যাবার জন্য ইশারা করতে লাগল। এদিকে পাসোয়ান তার বাঁ হাত মাথার ওপর তুলে তিনবার ভাঁজ করে সঙ্কেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে বকুল দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। বকুল আর বরুণ আস্তে আস্তে এসে পাসোয়ানের দু'দিকে দাঁড়াল। পোযাকপরা লোকদের নিয়ে গাড়িটা এসে পৌঁছুতেই বরুণ গিয়ে হেমেনকে ধরল। রুদ্র এসে পাসোয়ানকে ধরল। খৈনিখোর লোকটা সাথে সাথে এসেছিল। ধরাধরি দেখে সে কেটে পড়ছিল। বকুল তাকে আটকাল, "যাবেন না, আপনাকে সাক্ষী হতে হবে।" একটু দূরে দর্জীর দোকান থেকে আরও একজনকে নিয়ে আসা হল। তাদের সাক্ষী করে বোমা তিনটি সিজ করা হ'ল। হেমেনকে অ্যারেস্ট করে গাড়িতে তোলা হল।

ঘটনার আকস্মিকতায় হেমেন হতভম্ব হয়ে গেছে। তার চমকানো ভাবটা এখনও কাটে নি। গাড়িতে উঠে তাই সে কেমন এলোমেলো ভাবে তাকাচ্ছে। এই অবস্থায় কিছু জানা যেতে পারে ভেবে বকুল জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনারা ক'জন মিলে বোমা বানান?"

"আমি বানাইনে স্যার। আমি শুধু কেউ চাইলে এনে দিই।"

"তাহলে কে বানায়?"

"নাম বললে আমাকে খুন করে ফেলবে স্যার।"

"পাচ্ছে কোথায় যে খুন করে ফেলবে। বোমা সমেত ধরা পড়েছেন। মাস দুয়েক হাজত।

তারপর বছর সাতেক জেল। তারপর ওরা বাইরে থাকলে তো খুন করবে?"

"তাহলে স্যার আমার মা-বাবা না খেয়ে মারা পড়বে। আমাকে দয়া করে বাঁচান।"

"তাহলে সত্যি কথা বলে ফেলুন, আমি চেষ্টা করব। কে কে বোমা বানায়?"

"স্যার, বোমা হরিদাসই বানায়, তবে মাল মশলা তপনের বাড়িতেই থাকে।"

"ওদের বাড়ি কোথায়?"

"ঐ হায়দারপাড়াতেই স্যার। আমার বাড়ির কাছাকাছি।"

"ওরা আর কোনো কাজ করে?"

"তপন রিক্সা চালায়। হরিদাস কোনো কাজ করে না। আগে ডাকাতি করে বেড়াত। একবার ধরা পড়ে খুব মার খেয়েছিল। সেই থেকে আর ডাকাতি করে না। এইসব করে।"

"আপনি কি করে এদের সঙ্গে জুটলেন?"

"বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'টো ছেলে বোমা কিনতে এসেছিল। কিন্তু বাসের মধ্যে নিয়ে যেতে ভয় করছিল। তখন সুকুমারদা আমাকে তাদের সঙ্গে দেন। আমি বোমার ব্যাগটা তখন পৌঁছে দিই।"

"তারপর থেকে আপনিও এই ব্যবসা শুরু করে দিলেন?"

"না স্যার ব্যবসা শুরু করি নি। কেষ্ট আমার অনেক দিনের বন্ধু। ও ব্যাপারটা জানতে পেরে কয়েক'টা বোমা যোগাড় করে দেওয়ার জন্য বলে, আমি ওকে এনে দিই। তারপর আজ দুপুরে ইনি এলেন। আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। কিন্তু ছাড়লেন না। বললেন, একটা অ্যাকশান করতে হবে, যোগাড় করে দিতেই হবে।"

বকুলের কেন যেন মনে হল যে হেমেন সব সত্যি কথা বলছে। সে আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছেলে দু'টি বোমা নিতে এসেছিল তাদের নাম কি?"

"নাম তো আমাকে বলে নি। তবে সুকুমারদা একটি ছেলেকে শঙ্কর বলে ডাকছিল।"

"সুকুমার কে?"

"সুকুমার হায়দারপাড়ায় লালপার্টির লিডার।"

"আচ্ছা, আপনি বোমার ব্যাগটা কোথায় দিয়ে আসেন।"

"আমাকে সঙ্গে করে ওরা একটা হোস্টেলে নিয়ে যায়। ওখানে একটা ঘরে ব্যাগটা রেখে আমি চলে আসি।"

"আপনি ছেলে দুটোকে চিনতে পারবেন?"

"দেখলে চিনতে পারব, আর ঘরটাও চিনতে পাবব।"

"আচ্ছা কখন গেলে হরিদাস আর তপনকে বাড়িতে পাওয়া যাবে?"

"এখনও থাকতে পারে। তবে রাতের বেলা থাকবেই।"

বকুল আর কিছু প্রশ্ন করার আগেই গাড়ি বৈকুণ্ঠপুর থানায় ঢুকে পড়ল। বকুল ডিউটি অফিসারকে ডেকে হেমেনকে জিম্মা করে দিল। বোমাগুলোও সাবধানে রাখতে বলল। পাসোয়ানকে নিয়ে সে স্টেশন রোডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। পাসোয়ানকে বলল, "এবার টাকা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পাইপগানটা দেখি বলে হাতে নিয়েই আপনি

সঙ্কেত দিয়ে দেবেন। আমরা এগিয়ে যাব।" পাসোয়ান আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, "ঠিক আছে স্যার।" বকুল তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে সোজা না গিয়ে বাবুপাড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে বর্ধমান রোডের ওপর গাড়ি রাখল। বকুল আর বরুণ আগেরবারের মত এগিয়ে এসে ফায়ার ব্রিগেডের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল। পাসোয়ান ওদিক থেকে এসে পানের দোকানের কাছে দাঁড়াল। তারপর ওখান থেকে গুদামের দিকে গেল। খানিকক্ষণ পরে দেখে পাসোয়ান চলে আসার চেষ্টা করছে। আর একটি ফরসা করে গাট্টাগোট্টা ছেলে ওকে জাপটে জাপটে ধরছে। বকুল রুদ্রকে সঙ্কেত দিয়েই ওদিকটায় ছুটে গেল। বরুণ গিয়ে ছেলেটাকে ধরল। রুদ্র গাড়ি নিয়ে চলে এল। সাক্ষী ডেকে পাইপগানটা সিজ হল। মধুর ছেলে সেই গাট্টাগোট্টা সুধাকর অ্যারেস্ট হল। বরুণ আর পাসোয়ান মিলে সুধাকরকে গাড়িতে তুলল। গুদাম এবং মধুর পানের দোকান সার্চ করে দেখা হল। আর কিছু পাওয়া গেল না। সুধাকরকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। জানা গেল, কলকাতা থেকে একটা লম্বা মতো ছেলে বিক্রির জন্য পাইপগান নিয়ে আসে। সুধাকর তার কাছ থেকে কিনে বেশি দামে বিক্রি করে।

বকুল সুধাকরকে থানায় রেখে গাড়িতে ফিরে এল। পাসোয়ান আর বরুণকে বলল, "আপনারা হাতমুখ ধুয়ে ভালো জামা কাপড় পরে নিন। আর উপাধ্যায়কেও রেডি হতে বলুন।" বকুল নিজেও হাত মুখ ধুয়ে জামা প্যান্ট পরে নিল। তারপর হেমেনকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। বকুলরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। উদ্দেশ্য বোমা আনা ছেলেদু'টিকে খুঁজে বের করা। বকুল আগে আগে হাঁটছে। তার পিছনে হেমেন। হেমেনের তিনপাশে তিনজন। যাতে কোনো অবস্থাতেই হেমেন পালানোর চেষ্টা না করতে পারে। বকুলরা ফুলবাগানটার দিকে গেল। ওখানে অনেক ছেলে-মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ঐ ছেলে দু'টিকে হেমেন দেখতে পেল না। তখন তারা সেই হোস্টেলের দিকে গেল। হোস্টেলের যে ঘরের সামনে এসে হেমেন দাঁড়াল তার দরজায় নাম লেখা এন. আলম। এন. কি তাহলে নুরুল? বকুল নিশ্চিত হওয়ার জন্য পাশের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নুরুল কোন্ ঘরে থাকে?" ছেলেটি ঐ ঘরটিই দেখিয়ে দিল। বকুল আবার জিজ্ঞেস করল, "ও কখন ফিরবে বলতে পারেন?" ছেলেটি উত্তর দিল, "ক'দিন হল ও বাড়ি গেছে? কবে ফিরবে বলতে পারব না।" বকুল হেমেনকে নিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। মাটিকাটা থানায় এসে ও. সি. মনতোষ ভট্টাচার্যকে নুরুল আর শঙ্করের কথা বলল। বলল, "ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকুন। আর যখন ডাকবেন আমাকে খবর দেবেন।" মনতোষ ভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক আছে স্যার।" বকুল বাড়ি ফিরে এল।

ফিরতেই বৃন্দাবন বলল, "স্যার সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তী সাহেব ফোন করেছিলেন। আপনি ফিরলে জানাতে বলেছেন।" বকুল বলল. "ঠিক আছে, আমি ফোন করছি।" বকুল সেকেন্ড অফিসারকে ফোন করল।

"হ্যালো, চক্রবর্তী সাহেব বলছেন? বকুল বলছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাডিশনাল সাহেব। আমি আপনার খোঁজ করছিলাম।"

"কি ব্যাপার? আমার মতো অধমের খোঁজ?"

"কি বলছেন, আপনি অধম, অধম হলাম তো আমরা।"

"আর বিনয় দেখাবেন না। কাজের কথাটা বলুন।"

"কথাটা এমন কিছু নতুন নয়। আপনার আগের সাহেবকেও কয়েকবার বলেছি। কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। তাই আমিও চুপ করে ছিলাম।"

"এবার কাজ হবে মনে হচ্ছে?"

"হচ্ছে বলেই আপনার খোঁজ করা, দেখুন দেখি আপনি কিছু করতে পারেন কি না।

"ব্যাপারটা কি, বলুন তো।"

"আপনার মাটিকাটা থানার পাশে এক খন্ড সরকারি জমি ছিল। ঐ জমিটা একজন সবজিওয়ালিকে অ্যালোট করা হয়।"

"সবজিওয়ালি বলতে?"

"মেয়েটা বাজারে শাক-সবজি বিক্রি করে খায়।"

"তাতে কি হল?"

"মেয়েটা ওখানে একটা ঝুপড়ি উঠিয়েছিল। তা আপনার ও.সি. তাকে ওখান থেকে হ আউট করে দিয়ে তার রক্ষিতার নামে ওখানে একটা মোটামুটি ছোটখাট ধরনের প্রাসাদ তৈরি করেছেন। আমরা জমিটা ভ্যাকেট করার জন্য অনেকবার নোটিশ দিয়েছি। নোটিশ আপনার ও. সি-ই সই করে নেয়। ও. সি-র কাছে আমরা এফ. আই. আর-ও করেছি। কিন্তু কোনো অ্যাকশান হয় নি। বাড়িটা আমরা দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনাদের কোনোরক সহযোগিতা পাই নি।"

"আপনি বলছেন কি? ও. সি-টি কে?"

"আপনার বর্তমান ও. সি. মনতোষ ভট্টাচার্য।"

"ওনার আবার রক্ষিতা আছে নাকি?"

"না কাগজে কলমে নেই তবে কার্যত আছে?"

"আপনারা যে এফ. আই. আর করেছেন বা নোটিশ দিয়েছেন, তা উনি নিজে সই করে নিয়েছেন?"

"না হলে আর আপনাকে বলছি কি?"

"অবিশ্বাস্য ব্যাপার মশায়। তা আপনি এক কাজ করুন। সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।"

"কোন কাজ হবে তো? না শুধু শুধুই পরিশ্রম করা হবে?"

"আমার ক্ষমতার বাইরে যদি না হয় তাহলে হবে।"

"তাহলেই হবে। কাল হয়ত সম্ভব হবে না। পরশু দিন আমি নিজে আপনার হাতে দিয়ে আসব।"

"তাহলে পরশু দেখা হচ্ছে।"

"হ্যাঁ নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ফোন নামিয়ে রেখে বকুলের মনে হল, মনতোষ ভট্টাচার্যের তাহলে অনেক গুণ। কিন্তু এত সবের পরেও লোকটা ও. সি. থাকে কি করে! ঠিক আছে সেকেণ্ড অফিসারের রিপোর্টটা আসুক। সে একবার চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ওসব কথা ভাবলে চলবে না। আজ রাতে হায়দারপাড়ায় রেড করতে হবে। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। তার মানে আজ বর্ষাতি পরেই বেরুতে হবে। পায়েও গাম বুট পরতে হবে। বর্ষার দিনে পরার বিশেষ জুতোকে কেন যে গাম বুট বলে বকুল বুঝতে পারে না। মুশকিল হচ্ছে গাম বুট পরে দৌড়ান যায় না।

বৃষ্টি পড়তেই লাগল। তার মধ্যেই হেমেনকে নিয়ে বকুলরা হায়দারপাড়ার দিকে গেল। হরি দাসের বাড়িতেই আগে গেল। কিন্তু সে বাড়িতে নেই। বাড়িতে থেকে নেই বললেও অবশ্য বকুলদের কিছু করার নেই। কারণ তারা কেউ হরিদাসকে চেনে না। কিন্তু হেমেন সত্যি কথা বলছে বলেই মনে হল। হেমেনের কথা মতো হরিদাসের ঘর সার্চ করে তার কয়েকখানা ছবি পাওয়া গেল। ছবিগুলো নিয়ে বকুলরা তাড়াতাড়ি তপনের বাড়ি গেল। তপন শুয়ে ছিল। তার ঘরে খোঁজাখুজি করে কিছু জালের কাঠি এবং পেরেক পাওয়া গেল। কিন্তু বারুদ বা বিস্ফোরক পদার্থ কিছু পাওয়া গেল না। বকুল তপনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি রিক্সা চালান। জালের এ কাঠি আপনার কি কাজে লাগে?" তপন তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, ওগুলো আমার লয় বাবু। সুকুমারদা রাখতে দিয়েছে।" বকুল জিজ্ঞেস করে, "কোন্ সুকুমারদা?"

"আপনি চেনেন না তাকে? লোকাল কমিটির মিম্বার গো।"

"ওনার বাড়িটা কোথায়?"

"তাও জানেন না? থানার সব বাবুরাই তো তার বাড়ি আসে। তা আপনি কুঠে থাক্যা আস্যাছেন?"

"আমি বাইরে থেকে এসেছি। ওনার কোন্ বাড়িটা?"

"ঐ যে টিনের দালানটো দেখছেন ঐটোই ওনার বাড়ি।"

বকুল একপা দু'পা করে টিনের আটচালাটার দিকে এগিয়ে গেল। ইচ্ছে সুকুমারবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করা সে এগুলো তপনের বাড়িতে রেখেছে কি না। উত্তর তার জানা। সে অস্বীকার করবে। তবুও একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। তাহলে পরে সে আর কোনো ফ্যাকড়া তুলতে পারবে না। বকুল গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক মহিলা দরজা খুলল। তিনি বললেন, "উনি তো বাড়িতে নেই। আজ সকালেই কলকাতা গেছেন। আসতে কয়েকদিন দেরি হবে।" বকুল আর সময় নষ্ট না করে তপনকে নিয়ে থানায় ফিরে এল। .

পরের দিন স্থানীয় দৈনিকে খবরটা বড় বড় করে বের হল। দু'দিন পরে সাপ্তাহিক বৈকুণ্ঠপুর বার্তায় লেখা হল বৈকুণ্ঠপুর পুলিসের কৃতিত্ব। লেখা হল "বৈকুণ্ঠপুরে অপরাধ যেমন বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলছে পুলিসের কৃতিত্ব। এ ব্যাপারে বৈকুণ্ঠপুরের নতুন অ্যাডিশনাল এস. পি. বকুল বিশ্বাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

যেভাবে তিনি ফাঁদ পেতে হায়দারপাড়া থেকে বোমার মাল মশলা উদ্ধার করেছেন এবং দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। আমরা আশা করব তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে স্থানীয় পুলিস চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং লোকেরা শান্তিতে বাস করবে।" বৈকুণ্ঠপুর বার্তা পড়ে অন্যান্য কাগজের লোকেরাও বকুলের কাছে ঘটনার খোঁজ নিতে লাগল। এম. এল. এ. গৌর কুণ্ডু ফোন করে জানতে চাইলেন, "কি ব্যাপার? আপনি ওসব ধরলেন কি করে?"

বকুল বলল, "আপনি যাকে ছাড়ানোর জন্য এসেছিলেন সেই কেষ্টার জন্যই সম্ভব হল।"

"বলছেন কি?"

"বিশ্বাস না হলে আপনি কেষ্টাকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন। ও তো এখন বেলে আছে।"

"না না। আমি বিশ্বাস করছি। কনগ্র্যাচুলেশন।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে একটু বিরক্ত করছি। এই কেসে আপনাদের হায়দারপাড়া লোকাল কমিটির সুকুমারের নাম আসছে। আপনি একটু খোঁজ নিয়ে জানালে ভালো হয়।"

"ঠিক আছে। আমি খোঁজ নিয়ে জানাব।"

ফোন রাখতেই বীরেন সেন হাজির। বীরেন সেন এখানে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মী। বকুলদের গ্রামের থেকে কয়েকটা গ্রামের পর বেনেখালিতে ওঁদের বাড়ি। বকুল এসে জয়েন করার পরেই তিনি এসে বকুলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারপর মাঝে মাঝেই আসেন। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরাও দু'য়েকবার এসেছেন। বকুলও দু'য়েক দিন তাঁর বাড়িতে গেছে। দেখা হলে তাঁর সঙ্গে বকুলের দেশের কথাই হয়। আর হয় পারস্পরিক কুশল জিজ্ঞাসা। কিন্তু আজ তিনি এসেই বলে উঠলেন, "হিমানীশ কুণ্ডু আপনার খুব প্রশংসা করেছে। কিন্তু ও তো কারো ভালো দেখতে পায় না। আমরা ওকে বলি বিশ্বনিন্দুক। কি ব্যাপার বলুন তো?"

"হিমানীশ কুণ্ডু কে?"

"কেন বৈকুণ্ঠপুর বার্তা দেখেন নি। ওটা তো হিমানীশ কুণ্ডুরই কাগজ। তা হিমানীশ কুণ্ডু হঠাৎ আপনার প্রশংসা করতে লাগল কেন?"

"সেটা তো তার জানার কথা। আমি কি করে বলব?"

"তা বটে। তবে সত্যিই আপনি ছদ্মবেশে বোমা কিনতে গিয়েছিলেন?"

"সত্যি কথা বোমা উদ্ধার হয়েছে। কেমন করে তা বলা যাবে না।"

"আপনি বলছেন, বলা যাবে না। কিন্তু কাগজে লিখেছে তো।"

"তাহলে কাগজ থেকে পড়ে নিন।"

"তা নেব, তা আপনি আমাদের বাড়ি কবে যাচ্ছেন?"

"ক'দিন খুব ব্যস্ত আছি। একটু সময় পেলেই যাব।"

"তাহলে এখন উঠি। কাল আবার কলকাতা যেতে হবে।"

"আচ্ছা।"

বীরেন সেন উঠে যেতেই বকুল হাত মুখ ধোয়ার জন্য বাথরুমে ঢুকে পড়ল। তারও অফিসে নামার সময় হয়ে এল।

নয়

অফিসে ঢুকেই বকুল দেখল টেবিলের ওপর আট-দশ খানা ভিজিটরস স্লিপ জমা পড়েছে। বকুল আনমনে স্লিপগুলো বৃন্দাবনের হাতে দিয়ে বলল, "একে একে পাঠিয়ে দিন।"

বকুল খবরের কাগজটার ওপরে চোখ বোলাচ্ছিল। ঘরে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। বকুল চোখ না তুলেই বলল, "বসুন।" মেয়েটি সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। বকুল কাগজ থেকে মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। এ যে মেডিকেল কলেজের সেই মেয়েটি যে দলবল নিয়ে তাকে ঘেরাও করেছিল। তার মত অপদার্থ অ্যাডিশনাল এস. পি. যে এলাকার খবর রাখে না তাকে কান ধরে টানতে টানতে ডুমনিতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চাইছিল। সে তাদের কথা দিয়েছিল যে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করাবে। কিন্তু তার ও. সি ক্ষমতাসীন পার্টির লোকদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করে তাকে তা করতে দেয় নি। বলতে গেলে মেডিকেল কলেজের ঘটনার সে কোনরকম তদন্তই করতে পারে নি। উপরন্তু সে যে দোষী লোকদের অ্যারেস্ট করার নির্দেশ দিয়েছিল তার জন্য গৌর কুন্ডুর সঙ্গে লাল পার্টির লোকেরা সেদিন বৈকুণ্ঠপুর থানায় তাকে শাসিয়েই গেছে। রেজা তো বলতে গেলে তাকে থ্রেট করে গেছে। বলেছে, কার কত শক্তি আছে ময়দানে প্রমাণ হবে। বলেছে, এর জন্য তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু সে ছাড়ে নি। ফলে বোমা রহস্যের কিনারা হয়েছে। বোমা তৈরির গ্যাঙটাকে সে ভেঙে দিতে পেরেছে। মেডিকেল কলেজের কেসটাতেও যদি সে ডাঃ নন্দীর কথা শুনে লেনিয়েন্ট ভিউ না নিত, তবে আজ তাকে এমন ফল্স পজিশনে পড়তে হত না। মেয়েটিকে এখন সে কি কৈফিয়ৎ দেবে। আর মেয়েটি যা দুর্মুখ। অবশ্য তার জন্য সে তাকে দোষ দিতে পারে না। এক তরফা অন্যায়-অবিচারের শিকার হলে কার না মেজাজ খারাপ হয়?

বকুল বলল, "ভেরি সরি। আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম বটে। তবে খুব বেশি কিছু করতে পারি নি।" বকুল আশঙ্কা করছিল এবার মেয়েটি দারুণ রেগে যাবে। কিন্তু রেগে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জা পেল। লজ্জিত ভঙ্গিতে সে বলে উঠল, "রাদার আই শুড্ সে সরি। আমরা আপনাকে অনেক ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি।"

"কেন?"

"ডক্টর নন্দীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমাকে সব কথা বলেছেন।"

"তাহলে?"

"আপনি যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।"

"আমি তো কিছুই করতে পারি নি।"

"না, তা ঠিক নয়। আমাদের অভিযোগে একটা কেস স্টার্ট হয়েছে। দোষী ব্যক্তিরা অ্যারেস্ট হয় নি ঠিকই। কিন্তু আমাদের নির্দোষ ছেলেমেয়েদেরও হয়রানি হয় নি। সব থেকে বড় কথা, ওরা বুঝতে পেরেছে যে আর যা খুশি তাই করে রেহাই পাওয়া যাবে না।"

"আপনারা যদি খুশি হয়ে থাকেন, সেটা আমার সৌভাগ্য। তবে আমি আপনাকে

দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।"

"কেন? আমি দেখতে খুব ভয়ঙ্কর বুঝি? কিন্তু আমি তো শুনলাম আপনি কিছুতেই ঘাবড়ান না।"

"হ্যাঁ যখন বুঝি যে আমার যা করা উচিত ছিল আমি ঠিক ঠিক তাই করেছি, তখন আমি ঘাবড়াই না। কিন্তু যখন বুঝি আমার যা করা উচিত ছিল তা আমি করতে পারি নি তখন আমার খুব খারাপ লাগে।"

"আজ কি রকম খারাপ লাগছিল?"

"মনে হচ্ছিল এই বুঝি আপনি ফুঁসে ওঠেন, খুব যে নিরপেক্ষ তদন্ত করাবেন বলে হম্বি তম্বি করেছিলেন। কোথায় গেল আপনার নিরপেক্ষ তদন্ত। আমার এই ভেবে অসহায় লাগছিল যে আমার এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই।"

"তাহলে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি বলুন?"

"সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা যে ছেলেরা আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল, তারা এখন ক্লাস করছে?"

"হ্যাঁ, যাকে কলকাতায় পাঠাতে হয়েছিল, সে ছাড়া আর সকলেই ক্লাস করছে। আপনার অনেক সময় নিয়ে নিলাম, আজ যাই।"

"যাবেন, তবে আপনি একাই এসেছেন না দলবল সঙ্গে আছে?"

"না, আজ একাই এসেছি। দরকার পড়লে দলবল নিয়ে আসব। আজ আসি?"

মেয়েটি নমস্কার করে চলে গেল। বকুল অন্য ভিজিটরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, একই মেয়ে। অথচ সেদিন মেডিকেল কলেজের সেই উত্তেজিত দুর্মুখ মেয়েটির সঙ্গে আজকের এই শান্ত, সভ্য, সংস্কৃতিবতী মেয়েটির কত পার্থক্য। পরিস্থিতি মানুষকে কত পাল্টে দিতে পারে। আর স্বল্প সময়ের জন্য দেখে মানুষের সম্পর্কে কত ভুল ধারণা হতে পারে। আজ তার অফিসে দেখা করতে না আসলে মেয়েটিকে সে দুর্মুখ, অসংযত বলেই মনে রাখত। পরের ভিজিটর আসার আগেই রিডারবাবু টেলিফোনের বাজ টিপল, "স্যার ও. সি. মাটিকাটা ধরে আছেন।" বকুল বলল, "দিন"। রিডারবাবু লাইন দিয়ে দিল। ও. সি মাটিকাটা মনতোষ ভট্টাচার্য বলল, "স্যার আমি কাল ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু শঙ্কর বা নুরুল কাউকে হোস্টেলে পাওয়া গেল না। ওরা স্যার বাড়িতে চলে গেছে।" বকুল জানতে চাইল, "বাড়ি কোথায়।"

"শঙ্করের বাড়ি কোচবিহারে, আর নুরুলের বাড়ি মালদায়।"

"কোচবিহার বা মালদার কোথায়? পুরো ঠিকানা কি?"

"তা স্যার, কেউ বলতে পারল না।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডেই তো পেয়ে যাবেন।"

"রেকর্ড স্যার দেখা হয়নি।"

"ওটা কি আমার জন্য রেখেছেন?"

"না স্যার, আমি আজই আবার যাচ্ছি।"

"তারপর? তারপর কি করবেন?"

"বলুন স্যার।"

"আমি কি বলব। আপনার কি করা উচিত মনে হয়?"

"স্যার ওরা তো হোস্টেলে ফিরবেই। তখন ডাকলেই হবে।"

"ওরা আর যদি এখন ছ'মাস না আসে? আমরা বসে থাকব?"

"না স্যার। আপনি বলুন কি করতে হবে?"

"নাম ঠিকানা জোগাড় করে দু'জনের কাছে নোটিশ পাঠান। ডাকে দেরি হতে পারে। বাড়িতে মেসেঞ্জার পাঠিয়ে দিন।"

"আচ্ছা স্যার। আমি ব্যবস্থা করছি।"

বকুল ফোন নামিয়ে রাখতেই একজন সাতাশ-আঠাশ বছরের লম্বা চেহারার যুবক ঘরে ঢুকল। তার মুখটা অসম্ভব রকমের বিষন্ন। গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। বকুল বলল, "বসুন।" যুবকটি নিশব্দে চেয়ারে বসে পড়ল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনার বাড়ি কোথায়?"

"বাঘাগুড়ি স্যার।"

"বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?"

যুবকটি কিন্তু কিছু বলে না। মুখ নিচু করে বসে থাকে। বকুল বলে, "আপনার কি সমস্যা সেটা না জানালে তো আমি কিছুই করতে পারব না। আপনাকে সাহায্য করতে হলে আমাকে জানতে হবে আপনার সমস্যাটা কি?" এবার সে মুখ খুলল, "স্যার, আমার স্ত্রী হারিয়ে গেছে।"

"কি করে হারাল?"

"স্যার আমি বেকার। বি. এ. পাশ করেও চাকরি পাইনি। একটা ছোট মুদির দোকান করেছিলাম।"

"এটা তো খুবই ভালো কথা যে আপনি চাকরি না পেয়েও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন।"

"কিন্তু ইনকাম বেশি হয় না স্যার। কোনরকমে মোটা ভাত-কাপড় জোটে। আমার স্ত্রী হায়ার সেকেন্ডারি পাস। সে একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চাইত। স্নো পাউডার এইসব চাইত। স্যার, আপনি বলুন, যখন পেটের খাবারই জুটছে না, তখন এগুলো কোথা থেকে যোগাড় করি?"

"ঠিকই তো। কিন্তু তারপর কি হল?"

"স্যার পাড়ার পিরু প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। আমার স্ত্রীকে বৌদি বলত। আমি এতে কোন আপত্তির কিছু দেখি নি। কিন্তু সম্প্রতি সে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। প্রায়ই আমার স্ত্রী পছন্দ করে এমন কোন-না-কোন জিনিস নিয়ে আসত। আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু তবুও সে পরশুদিন একটা শাড়ি নিয়ে আসে। আমার খুব রাগ হয়েছিল। আমি ওকে আমার বাড়ি আসতে মানা করেছিলাম। তারপর থেকেই আমার

স্ত্রী গুম মেরে ছিল। কাল রাতে বাড়ি ফিরে দেখি সে চলে গেছে। ঘরে একটা চিঠি লিখে গেছে।

"কি লিখেছে?" বকুল জানতে চায়। যুবকটি চিঠিটা এগিয়ে দেয়। একটা চিরকুটে লেখা আছে, "আমি চলে গেলাম। তুমি আমাকে খুঁজো না। আর খুঁজলেও পাবে না। ইতি— মলি।" যুবকটি বলে, "মলি আমার স্ত্রীর নাম স্যার। পিরুই ওকে কোথাও নিয়ে গেছে। আমি কাল রাত থেকে অনেক খুঁজেছি স্যার। রাতে শ্বশুর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। ওখানেও যায় নি।"

"আপনি এখন কি চান? যদি এটা ঠিকই হয় যে আপনার স্ত্রী পিরুর সাথে কোথাও চলে গেছে তিনি ফিরে আসলে আপনি গ্রহণ করবেন?"

"হ্যাঁ স্যার, আমি যে ওকে খুব ভালোবাসি।"

"আপনি তো ভালোবাসেন। কিন্তু আপনার স্ত্রী কি আপনাকে ভালোবাসেন?"

"হ্যাঁ স্যার, ও-ও আমাকে খুব ভালোবাসে।"

"তাহলে পিরুর সঙ্গে পালিয়ে গেল কেন?"

"সখের জিনিসের ওপর স্যার ওর খুব লোভ। পিরু স্যার ওকে ভালো ভালো জিনিষের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেছে।"

"পিরু কি করে?"

"এমনি কিছু করে না। তবে স্মাগলিং এর কারবার আছে।" "তাহলে আপনি বাঘাগুড়ি থানায় একটা ডায়েরি করুন। যাতে ঠিক মতো খোঁজ খবর নেয়া হয় তা আমি দেখছি।" "কিন্তু স্যার বাঘাগুড়ি থানায় ডায়েরি করলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমি আর ... কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। আর তখন মলিকেও ঘরে নিতে পারব না।"

"সম্পূর্ণ ব্যপারটা গোপন রেখে আপনার স্ত্রীকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।"

"স্যার, আপনি একটু চেষ্টা করলেই হবে। আমি সারা জীবন মনে রাখব। স্যার কাগজে আপনার কথা পড়লাম। আপনি একটু চেষ্টা করলেই হবে।"

"আমি চেষ্টা করব। আপনি আপনার স্ত্রী এবং পিরুর ছবি থাকলে দিয়ে যান।"

যুবকটি ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা গ্রুপ ফটো বের করে তাতে তার স্ত্রী এবং পিরুকে দেখিয়ে দিল। যুবকটি বেরিয়ে গেলে বকুল উপাধ্যায়কে ডেকে বলল, "আপনার তো এখানকার অনেক লোকজনের সঙ্গে জানাশোনা আছে। তাদের বলুন যে এই মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে।" উপাধ্যায় ঘাড় নেড়ে সায় দি... বিডারবাবু এসে বলল, "এস. ডি. ও. সাহেব কথা বলতে চাইছেন"। বকুল টেলিফোন ধরল। এস. ডি. ও. ভজনরাম বলল, "গুড মর্নিং।"

"গুড মর্নিং। বলুন।"

"আপনি কি ইউনিভার্সিটি... দু'জনকে অ্যারেস্ট করতে বলেছেন?"

"অ্যারেস্ট নয়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে বলেছি।"

"কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলার ওদের না ডাকার জন্য বলছেন।"

"উনি তদন্ত চাইবেন। আবার কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না, সেটা তো হয় না।"

"আমি তা জানি না। তবে উনি আমাকে একটা লেটার দিয়েছেন।"

"আপনি আমাকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিন, আমি দেখছি।"

"ঠিক আছে। আমার সি. এ. এক্ষুনি ওটা আপনাকে দিয়ে আসছে।"

সি. এ. চিঠিটার একটি কপি বকুলকে দিয়ে গেল। ভি. সি. লিখেছেন, "আমাকে জানানো হয়েছে পুলিশ দু'জন ছাত্রকে অ্যারেস্ট করতে চাইছে। কিন্তু নুরুল বা শঙ্কর কেউই এ কেসে জড়িত নেই। এদের অ্যারেস্ট করলে নতুন করে ছাত্র অশান্তি শুরু হবে। তাই পুলিশ যেন এদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা না নেয়।"

চিঠিটা পড়ে বকুলের খুবই খারাপ লাগল। কেসটার যাতে দ্রুত তদন্ত হয় তার জন্য ভি. সি. বারবার তাগাদা দিয়ে আসছেন। কত কষ্ট করে সে দোষীদের সনাক্ত করেছে। আর এখন কিনা তিনি বলছেন, যে তাদের বিরুদ্ধে যেন কোনরকম ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। ভি. সি.-র মতো একজন দায়িত্বশীল লোক এরকম পরস্পর বিরোধী কথা বলেন কি করে? না এরকম, পরস্পর বিরোধী কথা বলতে পারেন বলেই তিনি ভি. সি. হয়েছেন? অথবা ভি. সি. হয়েছেন বলে এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলতে হয়? বকুল স্টেনোকে ডেকে ভি. সি.-র কাছে চিঠির ডিক্টেশান দিতে লাগল, "তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা না নিতে বলার কথা আপনার নয়। তবুও আপনি ছাত্র অশান্তির অজুহাত দেখিয়ে নুরুল আর শঙ্করের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা না নিতে বলেছেন। সে ক্ষেত্রে এই মামলার তদন্তের অগ্রগতির আর কোনরকম সম্ভাবনা নেই। এখন আপনারা ঠিক করুন আপনারা কি চাইছেন।"

স্টেনোবাবু ডিক্টেশান নিয়ে বেরিয়ে যেতেই একজন বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল। তার সঙ্গে একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে চলছে। বকুল বসতে বলায় সে লাঠিটাকে সামনে নিয়ে চেয়ারে বসল। মেয়েটিকেও হাত ধরে পাশে বসালো। বকুল বলল, "বলুন আপনি কি জন্য এসেছেন?" বৃদ্ধ দু'হাতে লাঠিটাকে নমস্কারের মত করে ধরে বলে উঠল, "তোমার কাছে বহু দুঃখে এসেছি।" হঠাৎ করে বৃদ্ধর মুখে 'তোমার' শুনে বকুলের ভ্রূটা কুঁচকে গেল। বৃদ্ধ বোধহয় সেটা লক্ষ্য করেই বলল, "তোমার বয়স আমার ছেলের থেকেও কম। তাই তুমি করেই বলছি।" বৃদ্ধের গলার স্বর খুবই আন্তরিক। বকুল বলল, "ঠিক আছে। আপনি আপনার সমস্যার কথা বলুন।" বৃদ্ধ মেয়েটিকে দেখিয়ে বলতে লাগল, "এটি আমার দৌহিত্রী। ছোটবেলায় ওর বাবা মারা গেছে। ও মার সাথে আমার কাছেই থাকে।" বকুল বলল, "তারপর কি হল?"

"সেইটাই আসল কথা। ও বারো ক্লাসে পড়ে। রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়। বাবুরাম আগরওয়ালের লাফাংড়া ছেলেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে টোন কাটে। আমাকে ও অনেক দিন আগেই বলেছিল। তা আমি বলেছিলাম, ও সব ঝুট ঝামেলায় কান না দিয়ে তুই সোজা রাস্তা দিয়ে চলে আসিস। ও তাই আসত। কিন্তু গত সোমবারের আগের সোমবার ও যখন স্কুল থেকে ফিরছিল, লাফাংড়াটা এসে শুধু যে অশালীন অঙ্গ ভঙ্গি করেছে তাই নয় ওর আঁচল ধরেও টেনেছে।"

"আপনি থানায় গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে বাবুরামের ছেলের বিরুদ্ধে ডায়েরি নিতে কেউই রাজি হল না। আমার সঙ্গে খানিক কথা কাটাকাটি করে সোজা বলে দিল, স্কুলে যেতে যেতে ছেলে-মেয়েরা ইয়ার্কি ফাজলামি করেছে ওর আবার ডায়েরি কিসের? আমি অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু পরের দিন যখন ও স্কুলে যাচ্ছিল তখন ঐ লাফাংডাটা এসে আবার আঁচল ধরে টানাটানি করল, ও আপত্তি করলে ওর গাল ধরে টিপে দিল। ও স্কুলে না গিয়ে বাড়ি ফিরে এল। আমি আবার থানায় গেলাম। আমি যাবার একটু পরেই সতীশ জৈন থানায় এল। থানার অফিসার বলল, "যে লোককে বললে কাজ হবে আমি তাকেই বলে দিচ্ছি।" অফিসার সতীশ জৈনকে কি বলল, সতীশ জৈন আমাকে বলল, "ঠিক আছে হামি বাবুরামের লড়কাকে লিয়ে আপকে পাস আয়েঙ্গে। আর ঝামেলা হোবে না। আমি বাড়ি এলাম। কিন্তু সতীশ জৈন এল না। এদিকে মেয়েটা স্কুলে যেতে পারছে না।"

"বাবুলাল কি করে?"

"আতিলাল বাড়িতে ওর একটা কাপড়ের দোকান আছে। তবে ওটা শো। ওর আসল কাজ স্মাগলিং। নেপাল থেকে মাল এনে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করে।"

"ওর ছেলেটা কি করে?"

"আগে স্কুলে যেত। তবে এইট নাইনের পরই পড়া ছেড়ে দিয়ে বাবার কারবারে ঢুকেছে। এখন একটা মোটর বাইক কিনেছে। সেটা নিয়ে স্কুলের সময় সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে।"

"সব শুনে বকুলের ভারি খারাপ লাগল। টেলিফোনের বাজ টিপে সে রিডারবাবুকে আতিলালবাড়ি থানা ধরতে বলল। অল্পক্ষণ পরেই বাজ টিপে রিডারবাবু বলল, "ডিউটি অফিসার ধরে আছে স্যার।" বকুল ফোন ধরে বলল, "ও. সি.-কে দিন।" ও. সি. প্রদ্যুৎ আচার্যি ফোন ধরলে বকুল জিজ্ঞেস করল, "বাবুরামের ছেলের বিরুদ্ধে আপনার থানায় কোনরকম অভিযোগ এসেছিল?"

"এসেছিল স্যার, কিন্তু সে তো মিটে গেছে।"

"কি রকম মিটে গেছে। বাবুরামের ছেলে স্কুলের সময় মোটর বাইক নিয়ে রাস্তায় দাড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার করবে, এইরকম?"

"না স্যার।"

"তাহলে কি রকম মিটেছে আপনিই বলুন। আপনারা কি কোনরকম ব্যবস্থা নিয়েছেন?"

"না স্যার। মানে।"

"কি না স্যার, না স্যার করছেন? অভিযোগ সত্য কিনা আজই খোঁজ নিন। মিথ্যা যদি না হয় অর্থাৎ যদি আঁচল ধরে টানাটানির কথা সত্য হয়, তাহলে আজকে রাতের মধ্যে যেন বাবুরামের ছেলেকে অ্যারেস্ট করে আমাকে খবর দেওয়া হয়। আর যদি অ্যারেস্ট করতে না পারেন তবে কেন পারলেন না তাও যেন সকালের মধ্যে আমাকে জানানো হয়।"

সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তী এসে ঘরে ঢুকল। বকুল টেলিফোন হাতে করেই উঠে তাকে স্বাগত জানাল। ইঙ্গিতে তাকে চেয়ারে বসতে বলল। চক্রবর্তী চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "কি এত অ্যারেস্ট করতে বলছেন।" বকুল টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে উত্তর দিল, "আর বলবেন না মশাই। ধনী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোন থানা অ্যাকশান নেয় না তা সে যত বড় অপরাধীই হোক।"

"শুধু থানা বলছেন কেন? সর্বত্র ঐ একই অবস্থা।"

"কেন বলুন তো?"

"আসলে....."

বৃদ্ধ লোকটি সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কি আমরা যেতে পারি বাবা?" বকুল বলল, "যান। দিন তিনেকের মধ্যে যদি থানা থেকে কোন অ্যাকশান না নেয়, তবে আমাকে জানাবেন।" বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যায়। চক্রবর্তী আবাব শুরু করে, "আসলে এখানে স্মাগলিং কালোবাজারী আর চুরির ফলে ব্যবসায়ীদের হাতে এত বেশি কালোটাকা যে তারা টাকা দিয়ে সবাইকে কিনে রেখেছে।"

"পলিটিশিয়ানরা কি করছে?"

"এসব কাজ করতে গেলে তো পলিটিশিয়ানদের হাতে রাখতে হয়। ফলে প্রায় প্রতিটি পলিটিশিয়ানই বিজনেসম্যানদের কাছ থেকে রেগুলার টাকা পায়। এ টাকার সামান্য অংশ যায় পার্টি ফান্ডে। বাকিটা ঢোকে তাদের পকেটে। পকেটে অনেক টাকা থাকায় তারা নিজেদের আর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে মনে করে না। শুনলাম সেদিন থানায় আপনার ওপরও চোটপাট করে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা কোন অ্যাকশান নেন না কেন বলুন তো?

"অ্যাকশান কি করে নেব। আমাদের বসের তো এদের সঙ্গেই দহরম মহরম। মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয় যে ধনী লোকেদের বিশেষ করে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সেবা করার জন্যই যেন সারভিসে এসেছি।"

"এটা বন্ধ হওয়া উচিত।"

"আমরা তো পারলাম না। আপনি যদি পারেন করুন। আমাদের মরাল সাপোর্ট আপনি পাবেন।"

"দেখি, নিজের ডিপার্টমেন্ট দিয়েই শুরু করা যাক। আপনার অভিযোগটা দেখি।"

চক্রবর্তী ফাইল থেকে একটা টাইপ করা অভিযোগ বের করে বকুলের হাতে দিল। বকুল সেটা নিয়ে দেখতে লাগল। বকুল দেখল, মনতোষ ভট্টাচার্যের রক্ষিতার নাম আলপনা দাস। আলপনা দাসই ও. সি. মনতোষ ভট্টাচার্যের সহায়তায় সবজি বিক্রেতা মেয়েটাকে উচ্ছেদ করে সেখানে সুন্দর একটি বাড়ি করেছে। কয়েকজন গুন্ডা প্রকৃতির ছেলে যখন সবজি বিক্রেতা মেয়েটির ঝুপড়িটা ভেঙ্গে দেয় তখন সে থানায় ডায়েরি করতে গিয়েছিল। কিন্তু তার ডায়েরি নেওয়া হয় নি। তখন সে এসেছিল এস. ডি. ও. অফিসে। আলপনা দাস তখন ঐ জমিতে বাড়ি তৈরি শুরু করেছে। এস. ডি. ও. অফিস থেকে আলপনা দাসকে জমিটা ভ্যাকেন্ট করে দেবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। আলপনা

দাসের পক্ষে সে নোটিশ মনতোষ ভট্টাচার্যই সই করে নেয়। কিন্তু সে জমি খালি করে না। তখন এস. ডি. ও. অফিস থেকে মাটিকাটা থানায় আলপনা দাসের নামে এফ. আই. আর করা হয়। সে এফ. আই. আরও ও. সি. মনতোষ ভট্টাচার্য নিজে হাতে সই করে নেয়, কিন্তু কোন কেস স্টার্ট করে না। তখন এস. ডি. ও. অফিস থেকে ঐ জমিটির ব্যাপারে একটা প্রসেডিং স্টার্ট করে। আলপনা দাসকে নোটিশ করা হয়। সে নোটিশও মনতোষ ভট্টাচার্য সই করে নেয়। আলপনা দাস এস. ডি. ও. অফিসে এসে দরবার করে যে জমিটা যেন তার নামে অ্যালট করা হয়। তার স্বামী বেঁচে নেই। সে মনতোষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে কাজ করে খায়। মনতোষ ভট্টাচার্য তাকে বেতনের টাকা দিয়ে ঐ জমিটাতে একটা বাড়ি করে দিয়েছে। তাকে জমিটা ভ্যাকেট করার জন্য আবার এস. ডি. ও. অফিস থেকে নোটিশ দেওয়া হয়। এ নোটিশও মনতোষ ভট্টাচার্য সই করে নেয়। বকুল আশ্চর্য হয়ে যায়, এরকম একটানা বেআইনী কাজ করেও মানুষ বহাল তবিয়তে চাকরিতে বজায় থাকে কি করে? আর একজন রক্ষিতার জন্য একটা লোক এতটা ঝুঁকিও নিতে পারে। ছোটবেলায় গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের মুখে একটা ছড়া শুনেছিল---

মাছ খাও তো মাগুর ।
নাং ধরো তো ঠাকুর।

মনতোষ ভট্টাচার্যের মতো ও. সি.-র সন্ধান পেলে তারা অবশ্যই ঠাকুরের জায়গায় দারোগা কথাটা বসাত।

অভিযোগটা ভালো করে দেখে নিয়ে বকুল চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কি করতে পারব তা এক্ষুনি বলতে পারছিনা। তবে আমি চেষ্টা করব।" চক্রবর্তী বলল, "আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখুন তবুও যদি কিছু হয়।" সে চলে গেল। বকুল আরেকবার অভিযোগটি দেখতে লাগল। অভিযোগ যা গুরুতর তাতে প্রসেডিং স্টার্ট করাতেই হবে। সে অভিযোগটি একটি ফরোয়ার্ডিং লেটার করে এস. পি.-র কাছে পাঠিয়ে দিল।

দশ

এখানকার প্রভাবশালী লোকেরা যে প্রশাসনকে পরোয়া করে না এবং পুলিশ সমেত প্রশাসনের লোকেরা যে এদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নিতে চায় না তার প্রধান কারণ চোরাকারবারী, চুরি এবং কালোবাজারীর মাধ্যমে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর হাতে হিসেব বহির্ভূত অঢেল পয়সা। অসৎ ব্যবসায়ীরা এই পয়সা দিয়ে (তাদের ভাষায় চাঁদির জুতো মেরে) প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এবং রাজনীতির নেতাদের কিনে রাখে। এই ভাবে অসৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসৎ রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মচারীদের সহবস্থানের কল্যাণে একটা বাস্তবমুখী জীবন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা লুটেপুটে খাও, আমাদের কিছু কিছু দাও, আর যারা যা তারা ফাউ। তোমরা পয়সার জন্য যা কর তাই আইন। আমাদের পকেটে নিয়মিত মাসোহারা পড়লেই সব ফাইন। ওরা কান্নাকাটি করছে

করতে দাও। যাদের কান্না স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা শুনতে পায় না তাদের কান্না ওপর মহলের লোকেরা শুনবে কি? এই জীবন দর্শন যে মনে প্রাণে মেনে নিতে পেরেছে সে প্রাগমেটিক, প্রাকটিক্যাল এবং ট্যাক্টফুল। যে মানতে পারে নি সে বোকা, ব্লাডি ফুল। কালো টাকার এমনি খেল।

চক্রবর্তীর কথাগুলো বকুলের খুব মনে ধরেছে। মনে হয়েছে, চক্রবর্তীর কথা ঠিক। এখানে আইনের শাসন এবং প্রশাসনের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই কালোটাকার খেলা বন্ধ করতে হবে। অন্তত একে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে।

বকুল দেখল, কালোবাজারী তাও একটু লুকিয়ে চুরিয়ে হয়। কিন্তু স্মাগলিং এবং সংরক্ষিত বন থেকে কাঠ চুরি একদম প্রকাশ্যেই হয়। কিন্তু দুটোর জন্যই আলাদা বিভাগ আছে। সীমান্তে চোরাকারবার বা স্মাগলিং রোধ করার জন্য আছে সীমান্ত শুল্ক কাস্টম্‌স এবং সংরক্ষিত বন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে রাজ্য সরকারের বন বিভাগ বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। বকুল দুটো বিভাগের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছে। কাস্টম্‌সের স্থানীয় ডেপুটি কালেক্টর হচ্ছে সুফল ঠিকেদার। বকুল তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল। তার কথা মতো বকুল তাকে কিছু স্মাগলারগ্যাঙ্‌-এর গতিবিধির খবরও দিয়েছিল। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। ঠিকেদারকে জিজ্ঞেস করলে বলে, সে এখনও খোঁজ খবর নিচ্ছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু বকুলের কাছে গোপন খবর হচ্ছে যে সে দলগুলোর সঙ্গে ইতিমধ্যে ঠিকেদারের মান্থলির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বকুলের খারাপ লাগে। ঠিকেদারকে খবর দিয়ে তার ঘুষের সুবিধা করা ছাড়া আর কোনরকম লাভই হয় নি। উপরন্তু লোকসান হয়েছে এই যে স্মাগলাররা জানতে পেরে গেছে যে বকুল তাদের গতিবিধির খোঁজ রাখছে। বকুল আরও একটি ভুল করেছে। সে সব থানার ও. সি.-দেরই স্মাগলিং-এর ওপর নজর রাখতে বলেছিল। সব ও. সি.-ই মুখের সামনে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করেছিল। বকুলের গোপন খবর হচ্ছে স্মাগলিং পুরোদমে চলছে। কিন্তু ও. সি.-দের জিজ্ঞেস করলেই বলে, "না স্যার এখন স্মাগলিং একদম বন্ধ। আপনার ভয়ে স্যার কেউই মাল পার করতে পারছে না।" বকুল বোঝে তাকে বোকা বানাবার জন্যই তার প্রশংসা করছে। যাতে করে সে আত্মতুষ্ট থাকে। আর স্মাগলিং থেকে তাদের মাশোহারাও বজায় থাকে।

বকুলের মনে হয়েছে তাকে নিজেই ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কাস্টম্‌স অ্যাক্টে পুলিশকে সরাসরি কোন ক্ষমতা দেওয়া নেই। তবে স্মাগলড্‌ গুড্‌স আইন অনুসারে স্টোলেন প্রপার্টি। স্টোলেন প্রপার্টি পুলিশ সিজ করতে পারে। বকুল ভাবছে, দরকার হলে সে তাই করবে। কিন্তু স্মাগলিং-এর ব্যাপারে ঠিক সময় সঠিক সংবাদ সে পাচ্ছে না। কোনদিন খবর আসছে, আতিলালবাড়ির সিন্ডিকেট এইমাত্র মাল দিল্লী পাঠিয়ে দিল। কোনদিন খবর আসছে, আজ বা কাল ছড়িবাড়ির দল মাল পার করবে। আজ উপাধ্যায় খবর এনেছে, বাঘাগুড়ির সিন্ডিকেট আজ ভুটানে মাল চালান করার জন্য একটা লরি ভাড়া করেছে। লরির নম্বর ডব্লিউ. বি. এস. ৫০০৯। রাত এগারটার পর লরি

রওনা হবে। বকুল উপাধ্যায়, বরুণ, পাসোয়ান এবং আরও দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে রাত দশটা নাগাদ রওনা হল। সকলেই ইউনিফর্ম পরে নিল। তবে দরকার হলে ছদ্মবেশ ধারণ করার জন্য চাদর, গামছা প্রভৃতি সঙ্গে নেওয়া হ'ল। রুদ্র সেবক রোড ধরে রেল লাইনের কাছে এসে গাড়ি থামালো। এই জায়গাই বকুলের উপযুক্ত বলে মনে হল। রেল গেটের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই লরির গতি কমে আসবে। ফলে সহজেই গাড়ি থামিয়ে চেক কবা যাবে। আর কোন লরি যদি কথা না শুনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাকে তাড়া করে ধরবার জন্য জিপের মুখ উত্তর দিকে রাখা হ'ল।

বৈকুণ্ঠপুরের দিক থেকে লরি আসলেই বকুলরা তার নম্বরটা দেখে। একটা দুটো করে অনেক লরি যায়। কিন্তু ডব্লিউ. বি. এস. ৫০০৯ নম্বরের লরিটা আর আসে না। রাত বাড়তে থাকে। গাড়ির সংখ্যা কমে। তবুও বকুল ওৎ পেতে বসে থাকে। বারোটা একটা করে তিনটে বাজে। বকুলদের মনে হয় আর লরিটি আজ আসবে না। তারা গাড়িতে উঠে বসে। গাড়ি ঘুরে বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে ঢুকতেই মনে পড়ে, হাসিকুয়ার মোড়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটি চেকপোস্ট আছে। কোন গাড়িতে কাঠ নিয়ে যাচ্ছে কি না, এবং নিয়ে গেলে তার জন্য বৈধ কাগজপত্র আছে কি না, তা দেখাই এই চেকপোস্টের কাজ। কোন গাড়িতে কাঠ না থাকলে সেটাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু কাঠ থাকলে বেশি ঘুষ আদায় করা এবং কাঠ না থাকলে অন্তত দু' টাকা করে ঘুষ আদায় করাই এ চেক পোস্টের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বকুলের কাছে এ ব্যপারে অভিযোগ এসেছে। দিনেরবেলা গাড়িতে যাতায়াতের পথে তার যা চোখে পড়েছে, তাতে অভিযোগ সত্য বলে মনে হয়েছে। তবে কোনদিন পরীক্ষা করে দেখা হয় না। আজ দেখা যেতে পারে। বকুল রুদ্রকে গাড়ি ঘোরাতে বলল।

লামলিং মোড়ে এসে সে একটি কয়লার লরি থামালো। লরির ড্রাইভারকে বলল, "আপনার লরিতে তো কাঠ নেই। তাহলে চেকপোস্টে আটকাবার কথা নয়।" ড্রাইভার বলল, "বাবু দো রুপেয়া না লেকে ছোড়বে না।" বকুল জানতে চাইল, "আপনি কি চান না এটা বন্ধ হোক?" ড্রাইভার উত্তর দিল, "হামি তো চাই। লেকিন ক্যায়সে বন্ধ হোবে?" বকুল ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। ইউনিফর্মের ওপরে চাদর জড়িয়ে নিল। আর মাথায় গামছার ফ্যাটা বেঁধে নিল। যাতে তাকে খালাসি বলে মনে হয়। বকুলের পাশে বসল পাসোয়ান। পাসোয়ানের পাশে বসল লরির সত্যিকারের খালাসি। বকুল একটা দু'টাকার নোটে সই করে দিল। ড্রাইভারকে বলল, "চেক পোস্টে চাইলে এই টাকাটা দেবেন।" লরি চলতে লাগল। মাটিকাটার কাছে এসে লরি থামল। বকুল দেখল মাটিকাটা থানার জিপটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। থানার এ. এস. আই. অনিল সেন দলবল নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। একজন কনস্টেবল ভিখারির মতো হাত পেতে দিয়েছে। ড্রাইভার বকুলের সই করা দু' টাকার নোটটা তার হাতে দিয়েছে। কিন্তু সে বলছে, "দু টাকায় হবে না। অন্তত পাঁচ টাকা দিতে হবে।" ড্রাইভার বলছে, "এর বেশি হামি দিতে

পারবে না।” অনিল সেন এগিয়ে এসে বলল, “ওরকম করছেন কেন? আমরা তো আপনাদের জন্যই থাকি।” বকুলের বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। তার অধস্তন কর্মচারীদের কারবার দেখে তার লজ্জাও লাগছে। আরও লজ্জা লাগছে এই জন্য যে অনিলের স্ত্রী রিনিকা বকুলের অফিসের লিভ ক্লার্ক। তার কাছ থেকে বকুল জানে যে তার স্বামী অনিল সেন একজন সৎ অফিসার। আগামীকাল এ খবরটা শুনলে রিনিকার প্রতিক্রিয়া কি হবে? অনিল সেন বলে চলল, “দিন পাঁচটা টাকা দিয়ে দিন।” কিন্তু ড্রাইভার জানে যে গাড়িতে স্বয়ং সাহেব বসে আছে। তার মেজাজ সপ্তমে। সে বলল, “দু' টাকার বেশি হামি দিতে পারবে না।” অনিল সেন বলল, “তহলে কিছুই দিতে হবে না।” এ. এস. আই.-এর কথা শুনে কনস্টেবলটি দু' টাকার নোটটি ড্রাইভারকে ফেরত দিয়ে দিল, ড্রাইভার নোটটা ফেরত নিয়ে নির্বিকার চিত্তে একসেলেরেটারে চাপ দিল। খানিকটা এগিয়ে এলে বকুল বলল, “আপনি ওদের পাঁচ টাকাই দিয়ে দিলেন না কেন? তাহলে তো ওরা ধরা পড়ে যেত? ড্রাইভার উত্তর দিল, লেকিন আপনি আওর কোই নোট তো সহি নেহি কিয়া।” বকুল বলল, “অন্য নোটের সঙ্গে তো সই করা নোটটা দিতে পারতেন?” ড্রাইভার এবার উত্তর দিল, “আপনি তো য়্যায়সা নেহি বোলা।” বকুল তাকে বলল, “এবার হলে কিন্তু ঐরকম করবেন।” ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

চেক পোস্টের কাছে গাড়ি আসতেই ড্রাইভার লরির কাগজ পত্র এবং সই করা দু' টাকার নোটটা খালাসির হাতে দিল। কাউন্টারের কাছে লরি থামতেই খালাসি লরি থেকে নেমে কাউন্টারের ছিদ্রে কাগজ গুলো দিল। বকুল সন্তর্পণে এসে খালাসির পিছনে দাঁড়াল। কাউন্টারের লোকটি কাগজ নিয়ে ভিখারির মতো হাত বাড়াল। খালাসি দু' টাকার নোটটা তার হাতে দিল লোকটি নোটটা ড্রয়ারে রেখে কাগজে স্ট্যাম্প দিয়ে ফেরৎ দিল। বকুল গায়ের থেকে চাদর ও মাথা থেকে গামছা খুলে ফেলে তাকে প্রশ্ন করল, “আপনি ঘুষ নিলেন কেন?” লোকটি থতমত খেয়ে গেল। ইতিমধ্যে পাসোয়ান এসে ওপাশে দাঁড়িয়েছে। বকুল ম্যানপ্যাকে গাড়িকে এখানে চলে আসতে বলল। বরুণ রুদ্ররা চলে এলে চেকপোস্টের অফিসারকে ডাকা হল। বকুল তাদের জানাল যে এই লরির কাগজ স্ট্যাম্প করে দেওয়ার জন্য চেক পোস্টের লোকটি ঘুষ নিয়েছে। নোটে তার সই করা আছে। নোটের নম্বরও তার কাছে নোট করা আছে। সাক্ষীর সামনে ড্রয়ার খোলা হল। নির্দিষ্ট নম্বরের সই করা নোটটি পাওয়া গেল। পাঁচ, দশ, দু' টাকা মিলিয়ে দুশো পচাত্তর টাকা ড্রয়ারে পাওয়া গেল। টাকাগুলি সিজ করে, লোকটিকে অ্যারেস্ট করে বকুল বাঘাগুড়ি থানার দিকে রওনা হল।

এদিকে মোটর সাইকেল নিয়ে যে লোকটি রাস্তার খবর নিতে বেরিয়েছিল তার ফিরতে অসম্ভব রকমের দেরি দেখে সিন্ডিকেটের অন্যান্য লোকেরা খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল। মাল লরি থেকে আনলোড করে ফেলবে কিনা সেই কথা ভাবছিল। রাত চারটের সময় সে ফিরতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরল। সে বলল, “অ্যাডিশনাল এস. পি.

গাড়ি নিয়ে ওৎ পেতে বসে ছিল আর আমিও হোটেলে ঢুকে গ্যাট হয়ে বসে ছিলুম। তা মাত্র সাড়ে তিনটের সময় ব্যাটা ফিরে গেল।" সবাই বুঝল তাহলে এখনই সব থেকে নিরাপদ সময়। শুধু ভুটান নয়, শ্রীকণ্ঠপুরের গাড়িটাও এখুনি চলে যাক। দুটো গাড়িই চলতে শুরু করল।

বাঘাগুড়ির মোড়ের কাছে আসতেই বকুল দেখল, ডব্লিউ. বি. এস. ৫০০৯ নম্বরের একটি লরি আসছে। রুদ্র রাস্তার ওপরে গাড়ি দাঁড় করাতেই লরিটি দাঁড়াল। উপাধ্যায় আর পাসোয়ান মুহূর্তের মধ্যে ড্রাইভারকে লরি থেকে নামালো সঙ্গে সঙ্গে পিছনের লরিটি পালাল। রুদ্র তাড়া করে গিয়ে সেটাকে ধরে ফেলল। পরীক্ষা করে দেখা গেল প্রথম লরিটাতে জামাকাপড় থেকে আরম্ভ করে ভি. সি. পি.-ভি. সি. আর. - সহ বিভিন্ন রকমের বিদেশী দ্রব্য আছে। পিছনের লরিটাতে আছে প্লাসটিক দানা। কোন লরিতেই বৈধ কাগজপত্র নেই। বকুলরা লোকজন ও মাল সমেত লরি দু'টিকে বাঘাগুড়ি থানায় হ্যান্ডওভার করে দিল।

বাঘাগুড়ি থানায় সকাল না হতেই মেলা বসে গেল। বিখ্যাত স্মাগলার নারায়ণ ঘোষের দলের মাল ধরা পড়েছে। লোকজন মাল দেখতে এল। বাঘাগুড়ি থানায় লোকজন বেশি চাই। পুরো মাল তারা সিজ করতে পারবে না। আশেপাশের থানায় খবর গেল। আশেপাশের থানা থেকে লোক এল মাল সিজ করতে। বিদেশী মাল ধরা পড়েছে। কাস্টমস্‌কে খবর দেওয়া হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঠিকেদার বাহিনী এসে হাজির হলো। খবরের গন্ধ পেয়ে খবরের কাগজের লোকেরা এসে হাজির হল খবর সংগ্রহ করতে। মাল সিজ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাস্টমস্ সিজার লিস্ট অনুসারে দু' লরি মালের দাম দাঁড়াল সাত লাখ টাকা। তবে কাস্টমসের লোকেরা কোন জিনিসের দামই বাজার দরের ফরটি পারসেন্টের বেশি ধরে নি। সকলে হিসেব করল, যা মাল ধরা পড়েছে তার মার্কেট প্রাইস হবে আঠার লাখ টাকা। পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় হেড লাইনে খবর বের হল, বৈকুণ্ঠপুরে অ্যাডিশনাল এস. পি. বকুল বিশ্বাস ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে আঠার লাখ টাকার বিদেশি মাল আটক করেছেন। গল্পে-গুজবে তার অভিযানের কথা পল্লবিত হয়ে লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। আর সে অভিযানের কথা শুনেই অসাধু ব্যবসায়ীর দল ভয়ে না হোক, অস্বস্তিতে দিন গুনতে লাগল।

বকুল স্থানীয় ডি. এফ. ও. কমল মজুমদারের সাথে দেখা করল। বকুল হাসিকুয়া মোড়ের চেকপোস্টের কথা বলতেই কমলবাবু বলল, "অ্যারেস্ট করেছেন বেশ করেছেন। আপনি আর কয়েকটাকে অ্যারেস্ট করুন তো। সব ব্যাটারা চোর, বদমাশ। না হলে ফরেস্ট ধ্বংস হয়। ফরেস্ট গার্ডের যোগসাজশ না থাকলে চোরেরা ফরেস্টের গাছ কাটতে পারে? আপনি দুয়েকটা ফরেস্ট গার্ডকে ধরুন তো।"

প্রথম যেদিন বকুল কমলবাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিল সেদিন সে ঠিকেদারের মতো অত আগ্রহ দেখায় নি। বরং সে বলেছিল, "আমাদের সর্ষের মধ্যেই যে ভূত মশাই। ভূত ছাড়াবেন কি করে? তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? আপনার

লোকেরাও যদি সহযোগিতা করে তবে সম্পূর্ণরূপে না হোক, কিছুটাও ফল পাওয়া যাবে।" বকুল তার কথা শুনে তেমন উৎসাহ পায় নি। সেই তুলনায় কাস্টমসের ঠিকাদারের কথা তার অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে বকুল দেখেছে ঠিকেদার তার মাশোহারা বাড়ানো ছাড়া স্মাগলিং রোধে আর কোন কাজ করে নি, সেই তুলনায় কমল মজুমদার কাঠচুরি রোধে অনেকটা চেষ্টা করেছেন। কয়েকবারই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা তার কাছ থেকে রেইড করার জন্য পুলিশ চেয়েছে। বেশ কয়েক লরি চোরাই কাঠ উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কাঠ চুরি বন্ধ হয় নি। কমল মজুমদার বলেন, "বাঘাগুড়ির ফরেন গুড্সের মতো আপনি আমাদের ফরেস্ট গুড্সের গাড়ি দুয়েকটা ধরুন না।" বকুল চেষ্টা করতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বকুল ফিদাননগর যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখে একটা লরি জাতীয় সড়ক দিয়ে খুব জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। লরিটিতে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না।সমস্তটাতিরপল দিয়ে ঢাকা। বকুলের কেমন সন্দেহ হ'ল। সে রুদ্রকে গাড়ি জোরে চালাতে বলল। কিছুক্ষণের মধ্যে রুদ্র লরিটাকে ধরে ফেলল। তিরপল সরিয়ে দেখা গেল লরিতে সদ্য কাটা কাঠ আছে। তিরপল ঢাকা দিয়ে কাঠ নিয়ে যেতে দেখে বকুলের সন্দেহ আরও বাড়ল। সে কাগজপত্র দেখতে চাইল। ড্রাইভারের পাশ থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি লোক কাগজপত্র নিয়ে নেমে এল। কাগজপত্র অনুসারে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহ খানেক আগে মাখলা ফরেস্ট থেকে কাঠগুলি কেনা হয়েছে। কিন্তু কাঠ দেখে মনে হচ্ছে যে এগুলি আজ অথবা কাল কাটা হয়েছে। বকুলের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। সে লোকটাকে নিজের গাড়িতে তুলে ড্রাইভারকে ফিদাননগরে গাড়ি ঢোকাতে বলল। ফিদাননগর থানা থেকে ওয়ারলেসে বৈকুণ্ঠপুর থানাকে নির্দেশ দিল, ফরেস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখতে যে সাত দিন আগে এই কাঠ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রীগুরু টিম্বার্সের সুজিত চক্রবর্তীকে বিক্রি করেছে কি না।

ঘন্টা দেড়েক পরে খবর পাওয়া গেল যে শ্রীগুরু টিম্বার্সকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাঠ বিক্রি করার কোনরকম সম্ভাবনাই নেই। কারণ ঐ নামে কোন কাঠের গুদাম, মিল বা ব্যবসায়ী সংস্থা বৈকুণ্ঠপুরে নেই। বকুল আরও আশ্চর্য হল। লোকটি কনফিডেন্টলি বলল যে বৈকুণ্ঠপুরের মালাগুড়িতে তার কাঠের গুদাম শ্রীগুরু ট্রেডার্স। মালাগুড়িতে কয়েকটি কাঠের গুদাম আছে। সেইজন্য কথাটা ততটা অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। সে এবার লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল, "আপনার নাম কি?"

"সুজিত চক্রবর্তী স্যার।"

"বৈকুণ্ঠপুরের মালগুড়িতে আপনার কাঠের গুদাম শ্রীগুরু টিম্বার্স?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"সেটা মাটিতে না আশমানে?"

"আসমানে হবে কেন স্যার? মাটিতে।"

"তাহলে থানার লোকেরা গিয়ে তা পাচ্ছে না কেন?"

"কিন্তু গুদাম তো ওখানে আছে স্যার।"

"ঠিক আছে চলুন দেখিয়ে দেবেন। তবে আগে থেকেই বলে রাখছি, গুদাম না পাওয়া গেলে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে পেটাব। বরুণ একটা ভাল দেখে লাঠি নিয়ে নিন তো। এখনও বলুন আপনার নাম কি?"

"স্যার আমার নাম রতন বর্মন।"

"বাড়ি কোথায়?"

"ডাবাগ্রাম স্যার।"

"তাহলে যে বলছিলেন, আপনার নাম সুজিত চক্রবর্তী?"

"স্যার তারাদা তাই বলতে বলেছিলেন।"

"তারাদাটা কে?"

"স্যার তারাপদ বসাক। প্রধাননগরে থাকেন। উনিই চেক পোস্ট পার করে দিয়ে কাগজপত্রগুলো আমাকে দিয়েছেন।"

"ওনার বাড়িটা চেনেন?"

"চিনি স্যার। তবে রাত দশটার আগে উনি বাড়িতে ফেরেন না স্যার।"

"ঠিক আছে, দশটার পর তো থাকেন! দশটার পরেই যাব।"

কিন্তু দশটার আগেই বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃষ্টির মধ্যেই বকুলরা রতনকে নিয়ে প্রধাননগরে গেল। তারাপদ বসাককে পাওয়া গেল। কিন্তু কাঠ কার তা তারাপদও বলতে পারল না। তারাপদ জানাল, চেকপোস্ট দুটো পার করে রতনের হাতে কাগজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিজপদ বিশ্বাস তাকে অনুরোধ করেছিল। বকুল জিজ্ঞাসা করল, "দ্বিজপদ কে?"

"স্যার, ঐ যে বিনয় ব্যানার্জীর কাঠের গুদামের ম্যানেজার।"

"কোন্ বিনয় ব্যানার্জীর কথা বলছেন?"

"ঐ যে মারুতি গাড়িতে চড়ে বেড়ায় ঐ বিনয় ব্যানার্জী। দ্বিজপদ ওনার গুদামে কাজ করে।"

"দ্বিজপদর বাড়ি কোথায়?"

"হাকিমপাড়ায় স্যার। ঐ যে ফরেস্ট অফিস আছে তার কাছে।"

তারাপদকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বকুলরা হাকিমপাড়ায় দ্বিজপদর বাড়ির দিকে রওনা হল। গাড়িতেই বকুল তারাপদকে প্রশ্ন করতে লাগল, "চেকপোস্ট কি করে পার করলেন?

"দালাল ধরতে হল। দালাল ধরতে পারলেই হয়ে যায়। পাঁচ-ছ'শ করে লাগে। সেবক চেক পোস্টে ছ'শ টাকা লেগেছে। তবে হাসিকুয়া মোড়ে দু'শ টাকা বেশি নিয়েছে। ওদের নাকি কোন্ স্টাফ ধরা পড়েছে, তার কেসের জন্য দু'শ টাকা বেশী নিয়েছে।"

"স্টাফ ধরা পড়েছে কে বলল?"

"ঐ দালালই বলল স্যার।"

"দালালের নাম কি?"

"অর্জুন বিশ্বকর্মা স্যার।"

"ওখানে কোথায় থাকে?"

"পাশের হোটেলটায় থাকে স্যার!"

"তাহলে এখন গেলে পাওয়া যাবে তো।"

"না স্যার, ও এখন ভোরের শিফটে ডিউটি করে।"

"ডিউটি করে মানে? ও কি সরকারি স্টাফ নাকি?"

"না স্যার, তবে ওখানে তিন-চার জন দালাল আছে তো। ওরা নিজেদের মধ্যে সময় ভাগ করে নেয়। ওর ভাগে এখন ভোরের সময়টা পড়েছে।"

"আর সেবকে ক'জন দালাল আছে?"

"ওখানেও স্যার দু-তিন জন দালাল আছে।"

"যে আপনার গাড়ি পার করল তার নাম কি?"

"বিশ্বনাথ শর্মা স্যার।"

"তার ডিউটি কখন?"

"না স্যার। ওখানে ওর নিজের হোটেল আছে। প্রায় সব সময়ই থাকে?" কথায় কথায় গাড়ি হাকিমপাড়ায় দ্বিজপদর বাড়ির কাছে চলে এল।

দ্বিজপদ ভাবতেই পারেনি কেউ তাকে ধরতে আসছে। সে আরাম করে ঘুমুচ্ছিল। সহজেই তাকে পাওয়া গেল। তারপর গাড়ি চলল বিশ্বনাথ শর্মার খোঁজে সেবকে। সেখানে থেকে অর্জুন বিশ্বকর্মার জন্য হাসিকুয়া চেক পোস্টে। সকাল পর্যন্ত গ্যাঙের মোট দশজন লোক অ্যারেস্ট হয়ে গেল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, কাঠচুরির এই গ্যাঙটা পরিচালনা করে বিনয় ব্যানার্জী আর মাটিকাটার সভাপতি শরদিন্দু মণ্ডলের ভাই মন্টু মন্ডল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনোবকম প্রমাণ পাওয়া গেল না। যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল তাদের সকলকেই অ্যারেস্ট করা হ'ল।

বকুল থানাগুলিকেও কাঠের লরির ওপর নজর রাখতে বলল। এক সপ্তাহের মধ্যে এরকম পঞ্চাশ গাড়ি চোরাই কাঠের লরি ধরা পড়ল। জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করা হল। ফলে কাঠ চুরি বন্ধ না হলেও অনেকটা কমে গেল। সব থেকে ভালো ফল হল মাখনায়। সেখানে পুলিস অভিযান চালিয়ে দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে ছ'খানা গাদা বন্দুক উদ্ধার করল। বন্দুকগুলি কাঠচুরি এবং বন্য জীবজন্তু মারার কাজে ব্যবহার হত। মাখনার খবরে অন্যান্য জায়গার দুর্বৃত্তরাও সাবধান হয়ে গেল। খবরের কাগজে খবরগুলো বড় বড় করে বের হল। রেডিওতেও খবর হ'ল। সেসব খবর দেখে শুনে এলাকার লোকেরা উৎসাহ পেল ।

পরের দিন স্থানীয় লেবার কো-অপারেটিভের দশ-বারো জন লোক বকুলের সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের সব কথা বকুল বুঝতে পারল না, তবে তাদের সর্দার রামদেও প্রসাদ যাদবের কথা শুনে মনে হল যে এই সমবায় সমিতিটি রেল থেকে মাল লোডিং-আনলোডিং-এর কাজ করে। সরকারের সব কাজই তারা পায়। ইলেক্টেড বোর্ড নিয়ম

বহির্ভূত কাজ করছিল বলে সরকার থেকে সে বোর্ড ভেঙে দিয়ে ধিলন সর্দারকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেছে। কিন্তু ধিলন সর্দার আরও বেশি খারাপ কাজ করছে। কাজ করে সমিতি যে বিল পায় তা ঠিক ঠিক খাতায় তোলা হয় না। তিনটে তোলা হলে দুটো তোলা হয় না। টাকাটা ধিলনের পকেটে যায়। আবার কোনো কাজে দশ জন শ্রমিক লাগলে পনেরজন লিখে রাখে। পাঁচ জনের টাকা তার পকেটে যায়। সব থেকে বড় কথা তারা এসব কাজে বাধা দেয় বলে ধিলন কেবল নিজের পছন্দ মতো লোকদেরই শুধু কাজে লাগায়। তাদেরকে কোনো কাজ দেয় না। বকুল সব শুনে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের তো ইউনিয়ন আছে? ইউনিয়ন থেকে আপনারা চাপ দেন না কেন?"

"স্যার ইউনিয়নের নেতা তো সুজয় দাস। তা এতে যে তারও যোগসাজশ আছে। চাপ কি করে হবে?"

"ঠিক আছে সুজয় দাসের যোগসাজশ আছে। তার ওপরের নেতাকে বলুন।"

"হুজুর। ইহাঁ বড় লেতা তো বিনয়বাবু আছে। লেকিন ও ভি ধিলনবাবুকাই আদমী হ্যায়।"

"আপনারা এ. আর. সি. এস.-এর কাছে যান না কেন?"

"স্যার। উঁহা ভি গায়ে থে। লেকিন কুছ্ শুনতেই নেহি। বোলতে হেঁ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কো বোলো। অ্যাডমিনিস্ট্রেটারকে বিরোধ সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে ক্যায়সে বোঁলু?"

"আপনারা এ. এন. সি-র কাছে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার। ওখানে ভি গিয়েছিলুম। লেকিন কোই কুছ্ করতেই নেহি। সব বিনয় ব্যানার্জী ধিলন সর্দারকে নাম শুনতে হি চুপ হো যাতে।"

"তাহলে আপনারা এখানে এসেছেন কেন?"

"স্যার, আপনে তো বিনয় ব্যানার্জীর কাঠচুরির গ্যাঙকে পাকড়েছেন। আপনে যদি হামাদের জন্যে কুছু করেন।"

বকুল বুঝতে পারে, বিনয় ব্যানার্জীর কাঠচুরির গ্যাঙ ধরা পড়ায় এরা আশান্বিত হয়েছে। মনে করেছে তার কাছে এলে কিছু হবে। কিন্তু যা অবস্থা তাতে সে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে সে ব্যাপারটা নিয়ে এ. এল .সি এবং এ. আর. সি. এস.-এর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারে। সে তাদের বলে, "আচ্ছা আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি, কিছু করা যায় কি না।" লোকগুলি আশ্বস্ত হয়ে চলে যায়।

এগারো

কাঠ চুরি কিছুটা কমলে বকুল অন্যদিকে মন দিল। তার লোকজনকেও সেই মতো খবরাখবর সংগ্রহ করতে বলল।

কালোবাজারী, ভেজাল প্রভৃতি দমন করার জন্য বৈকুণ্ঠপুরে একজন ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টার এবং তার অধীনে বেশ কয়েকজন সাব-ইন্সপেক্টার এবং কনস্টেবল আছে। কিন্তু ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টার ভৌমিককে টি. এন. এল. এফ-এর কাজে লাগানোর ফলে এনফোর্সমেন্ট ইউনিটটা প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল। তারাও নতুন করে কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি কেসও স্টার্ট হয়েছে। কিন্তু কালোবাজারী চলছেই।

বড় ধরনের কালোবাজারীর খবর সংগ্রহের জন্য বকুল কয়েকজন লোক লাগিয়েছে। দশটা নাগাদ তাদের একজন এসে খবর দিল যে সকালে এফ. সি. আই. গোডাউন থেকে চালের বস্তা ভর্তি ক'রে তিনটি লরি এসে ঝুমনলাল শর্মার গদিতে ঢুকেছে। বকুল সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল। এফ. সি. আই. থেকে চাল তো ঝুমনলালের গদিতে ঢোকার কথা নয়। তার কোনো রেশনের দোকান নেই যে রেশন দোকানের জন্য চাল আসবে। আবার তার ট্রান্সপোর্টেরও ব্যবসা নয় যে অন্যের মাল নিয়ে এসেছে, পরে দিয়ে আসবে। অর্থাৎ এটা নিশ্চয়ই ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর ব্যাপার।

বকুল ঝুমনলালের গদিতে গিয়ে দেখল, গেট বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করে গেট খোলালো। ভিতরে ঢুকে দেখে, তিনটি নয়—একটি লরি আছে। লরিটির নম্বর এম. কে. এন. ৪২৩৯। সোর্স যে তিনটে লরির নম্বর দিয়েছিল তার মধ্যে এ নম্বরটিও আছে। লরিটিতে চালের বস্তাই আছে। বস্তার ওপর কয়েকজন লোক। নিচেও বেশ কিছু লোক। ওপর থেকে তিনজনে ধরে একটি বস্তা নিচের একজনের মাথায় তুলে দিচ্ছে।

বকুলকে দেখে ঝুমনলাল এগিয়ে এল, "রাম রাম সাহাব।"

"রাম রাম। এই চাল আপনি কোথা থেকে কিনলেন?"

"এ চাউয়াল হামারে নেহি সাহাব।"

"তাহলে এখানে কেন?"

"হামার এক খরিদ্দার কাঁহা সে নিয়া আইল। বোলা বাদমে লে যায়েঙ্গে"।

"আপনার সে খরিদ্দারকে ডাকুন।"

ঝুমনলাল ফিরে ডাকতে লাগল, "এ বেটা কিরণ, ও কাঁহা গয়ো রে?"

কিরণ বলতে পারল না। আর কেউই বলতে পারল না ঝুমনলালের সে খরিদ্দার কোথায় গেল। বকুল তার নাম ঠিকানা জানতে চাইল। কিন্তু ঝুমনলাল জানাল সে তার নাম ঠিকানা জানে না। যায়-আসে তাই মুখ চেনা। বকুল তখন লরির ড্রাইভারকে খোঁজ করল। কিন্তু ড্রাইভারকেও পাওয়া গেল না।

বকুল থানায় খবর পাঠাল। ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টার একজন এস. আই. এবং তিন জন কনস্টেবল নিয়ে হাজির হল। বকুল ভৌমিককে বলল, "আপনি স্টকটা মিলিয়ে দেখুন।

আর লরিতে কতটা চাল আছে দেখুন। আমি এক্ষুনি আসছি।"

বকুল সোজা চলে গেল এফ. সি আই. গোডাউনে। সেখানে গেটের রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এম. কে এন ৪২৩৯ লরিটি সাড়ে ন'টার সময় এখান থেকে চাল নিয়ে বেরিয়েছে। বকুল সাড়ে দশটার সময় ঝুমনলালের গুদামে এসে দেখেছে যে ঐ লরি থেকে চালের বস্তা নামানো হচ্ছে। কাজেই এই চালের বস্তা এফ. সি. আই-এর গোডাউন থেকে ভর্তি করা চালের বস্তা না হয়ে যায় না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার লোকটি আরো যে দু'টি লরির নম্বর দিয়েছিল সে লরি দু'টিও সওয়া ন'টা নাগাদ এখান থেকে চাল নিয়ে বের হয়েছে। বকুল গোডাউনের খাতা দেখতে চাইল। লে ডেস্ক ক্লার্ক জানাল যে তার জন্য তাদের অফিসারের পারমিশন নিতে হবে। বকুল বলল, "পারমিশন নিয়ে নিন।"

"কিন্তু উনি তো ছুটিতে আছেন।"

"কবে আসবেন?"

"পরশুদিন।"

"তাহলে কেউ না কেউ তো চার্জে আছেন।"

"ম্যানেজারবাবু ছিলেন। কিন্তু উনি শ্রীকণ্ঠপুর চলে গেলেন।"

"তাহলে কি রেকর্ড দেখা যাবে না?"

কেরানিবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আমি কি করব বলুন? এখানে এই রকমই নিয়ম।" বকুল লিখিত রিকুইজিশন দিয়ে চলে এল। সে জোর করে কাগজগুলো সিজ করতে পারত। কিন্তু তাতে কোনোরকম লাভ হবে না। এখানকার আর কারো কাছ থেকে তাহলে কোনোরকম সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। সে বরং ফোনে এফ. সি. আই-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে ব্যাপারটা জানাল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হস্তক্ষেপ করায় বকুলরা রেজিস্টার দেখতে পেল। দেখা গেল, ছাড়বাড়ির একজন রেশন ডিলারের নামে চাল ডেলিভারি হয়েছে। তবে রেজিস্টারে তার সই স্পষ্ট নয়। ছড়িবাড়িতে লোক পাঠানো হল। কিন্তু সেই রেশন ডিলার কাগজপত্র দেখিয়ে বলল, সে কয়েকদিন আগেই সে তার কোটার চাল তুলে নিয়েছে। আজ তার চাল নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তাছাড়া তার সইও সম্পূর্ণ আলাদা।

এদিকে ঝুমনলালের গুদামের স্টক ভেরিফাই করে দেখা গেল, পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল শর্ট পড়ছে। আর ঐ লরিতে ঠিক পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চালই আছে। বকুল বুঝতে পারল যে লরির চালগুলিকে ধরেই ঝুমনলালের স্টক বুক লেখা হয়েছিল। কাজেই বস্তাগুলি আনলোড হয়ে গেলেই আর কিছু করার ছিল না। বকুল ঝুমনলালের বিরুদ্ধে এসেনসিয়াল কমোডিটি অ্যাক্টে কেস স্টার্ট করতে বলল। ভৌমিককে আরও বলল, "কেসটা খুব ইম্পোরটেন্ট। আপনি নিজে একটু দেখবেন।" বকুল অফিসে ফিরে এল।

রাত দশটার দিকে ভৌমিক ফোন করল, "স্যার, ঝুমনলালকে তো অ্যারেস্ট করেছি। এখন হাজতে আছে। কিন্তু আর রাখা যাবে মনে হচ্ছে না।"

"কেন?"

"আমি স্যার সন্ধ্যাবেলায় কেসের কাগজপত্র নিয়ে ধিলন সর্দারের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঝুমনলালের লোকজন আমার আগেই পৌঁছে গেছে।"

"ওরা ধিলন সর্দারের কাছে কেন?"

"ই. সি. অ্যাক্টের কেস তো স্যার স্পেশাল কোর্টে হয়। স্পেশাল কোর্টে মাত্র দুজন এ. পি. পি.। তার মধ্যে একজন অসুস্থ। তাই সবাই জানে ই. সি. অ্যাক্টের কেস ধিলন সর্দারই করবে। সেজন্য কেস স্টার্ট হলেই মাড়োয়াড়ি পার্টি প্রথমে ধিলন সর্দারের কাছে যায়। ধিলন যেরকম বলে তারা সেরকম প্লি নেয়। যাকে উকিল নিতে বলে তারা তাকেই উকিল দেয়।"

"ধিলন সর্দার তো শুনেছি পার্টির লোক। পার্টি কিছু বলে না?"

"স্যার ওসব কথা বলে তো লাভ নেই। আপনিও জানেন, আমিও জানি।"

"না, সত্যি কথা বলতে কি, আমি সবটা জানি না। কিন্তু আমাদের কেস তো ক্লিয়ার। ওর স্টকে পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল তো শর্ট আছে।"

"ওরা স্যার একটা প্লি নিচ্ছে।"

"কি প্লি নিচ্ছে?"

"ওরা বলছে যে রেল চলাচল বিঘ্নিত হলে স্ট্যাণ্ডেড যাত্রীদের খাবারের জন্য পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল এরা রেল কর্তৃপক্ষকে ডোনেট করেছিল।

"বললেই হল? রেলে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য দানছত্র খুলল! আর কেউ না ঝুমনলাল গিয়ে ঠিক পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল ডোনেট করল!"

"সেটা তো স্যার আমি বুঝছি। কিন্তু রেল তো লিখে দিয়েছে।"

"আপনি কার কাছ থেকে জানলেন।"

"প্রথমে ধিলন সর্দারের কাছেই শুনলাম। তারপর কিছুক্ষণ আগে একজন লোক এসে সার্টিফিকেটের একটা জেরক্স কপি দিয়ে গেল।"

"কে সার্টিফিকেট দিয়েছে?"

"পি আর. ও. স্যার।"

"পি. আর. ও. কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। সে কোন অধিকার বলে ঝুমনলালের কাছ থেকে ডোনেশন নিল। আর ঠিক পঞ্চান্ন কুইন্ট্যালই নিল!"

"লোক পাঠিয়েছিলাম স্যার। কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে বলছে, অফিসে গেছে। অফিস থেকে বলছে বাড়িতে আছে। তার মানে আগামীকাল কেস শুনানির আগে পাওয়া যাবে না স্যার।"

বকুলের হতাশ লাগে। দুনিয়ার সব লোকই কি অসৎ হয়ে গেছে? না হলে সবাই এই অসৎ ব্যবসায়ীটিকে সাহায্য করছে কেন? সবাই ঐ ব্যবসায়ীর কালো টাকার পোষা কুকুর! তাকে সাহায্য করার কি একটি লোকও নেই? কিন্তু তার হতাশ হলে চলবে না। সে ভাবতে থাকে, কিভাবে কেসটাকে টেকানো যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়। সে ভৌমিককে বলে, "যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ঐ পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল ওরা রেলকে ডোনেট করেছে। সেটাও তো স্টকে তুলতে হবে। তা তো তোলা নেই!"

"তা নেই স্যার। তবে এটা তো টেকনিক্যাল পয়েন্ট। কোর্ট সিমপ্যাথেটিক গ্রাউণ্ডে

ওটা ওভারলুক করে যাবে। আর আমাদের উকিলের ওপরও তো ভরসা নেই।"

"ঠিক আছে। কাল যখন হিয়ারিং হবে, আমাকে খবর দেবেন। আমি নিজে কোর্টে থাকব।"

পরের দিন সকালে ভৌমিকের ফোন পেয়ে বকুল কোর্টে গেল। দেখল ঝুমনলাল আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। জজসাহেব এসে বসেছেন। বকুল পৌঁছুতেই ধিলন সর্দার বলতে শুরু করল। সে কোর্টকে জানাল যে গতকাল ঝুমনলালের স্টক মিলিয়ে দেখা গেছে পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল শর্ট আছে। সে এফ. আই. সি-এর কপিটা জজসাহেবের দিকে এগিয়ে দিল। ঝুমনলালের উকিল উঠে বলতে লাগল, "মাই লর্ড! একথা ঠিক যে পুলিস ঝুমনলালের স্টক মিলিয়ে পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল কম পেয়েছে। কিন্তু কেন কম পেয়েছে? রেলের যাত্রীরা যখন আটকে পড়েছিল তখন তাদের আহারের জন্য আমার ক্লায়েন্ট এই পঞ্চান্ন কুইন্ট্যাল চাল রেল কর্তৃপক্ষকে ডোনেট করেছিল। মাই লর্ড, এই হচ্ছে তার সার্টিফিকেট। এরকম জনহিতকর কাজের জন্য নিশ্চয় আমার ক্লায়েন্টের সাজা হওয়া উচিত নয়। তাই কোর্টের কাছে আমার সাবমিশন মাই লর্ড, যে আমার ক্লায়েন্টকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক।" জজসাহেব ধিলনের দিকে তাকালেন। ধিলন সর্দার লজ্জা পাবার ভান করে বলল, "মাই লর্ড, এইরকম কারণে ডিসক্রিপেন্সি হলে আমার কিছু বলার নেই।" বকুল ধিলন সর্দারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "আপনি, বলুন যে এই সার্টিফিকেট যে দিয়েছে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আর ডোনেশন যদি সত্যিই করে থাকে তবে সেটাও স্টক বুকে তুলতে হবে। তাছাড়া আর একটা লরিতে ঠিক এই পঞ্চান্ন কুইন্ট্যালই এফ. সি. আই. গোডাউন থেকে বেনামিতে তোলা চাল তার আড়তে আছে।" কিন্তু ধিলন সর্দার কোনোরকম আগ্রহ দেখাল না। বকুল তখন নিজে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "স্যার আমার কিছু বলার ছিল।" জজসাহেব বললেন, "আপনাদের তো ল ইয়ার আছেন। কাম থ্রু হিম।" বকুল আবার ধিলন সর্দারের কাছে গেল, "আপনি বলুন কথাগুলো।" ধিলন সর্দার এড়িয়ে গিয়ে বলল, "দেখলেন তো জজসাহেব আর কিছু শুনতে চান না!" সে কিছু বলল না। বকুলের চোখের সামনে ঝুমনলালের বেল হয়ে গেল। বেল নিয়ে তার উকিল বকুলের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে চলে গেল।

বকুল হতাশ মনে অফিসে ফিরে এল। সে অফিসে এসে দেখে সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তী বসে আছে। বকুলের মনে পড়ল, মনতোষের বিরুদ্ধে প্রসেডিং-এর সাক্ষী হিসেবে তাকে ডাকা হয়েছিল। বকুল এস. পি.-র কাছে যে কাগজগুলো পাঠিয়েছিল, তার ভিত্তিতে মনতোষের বিরুদ্ধে প্রসিডিং স্টার্ট করে এস. পি. তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। বকুল সেটা পেয়ে আজ এনকোয়ারির দিন ধার্য করেছিল। চক্রবর্তী সেই জন্যই এসেছে। বকুল রিডারবাবুকে ডাকল, "মনতোষ ভট্টাচার্য আসে নি?" রিডারবাবু একটা কাগজ হাতে করে এসে বলল, "না, স্যার, উনি এই দরখাস্তটা পাঠিয়েছেন।" বকুল দেখল, মনতোষ ভট্টাচার্য বকুলের পরিবর্তে অন্য কাউকে এনকোয়ারি অফিসার করার জন্য এস. পি.-র কাছে দরখাস্ত করেছে। তার একটা কপি বকুলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। বকুল কপিটা সিল করে ফাইলে নোট দিয়ে এস. পি.-র কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল। চক্রবর্তীকে বলল, "আপনাকে শুধু শুধুই হয়রান করা হল!" চক্রবর্তী হেসে বলল, "শুধু শুধু নয়।

বোঝা গেল, মনতোষ ভট্টাচার্য আপনাকে ফেস করতে চাইছে না। দেখুন, আপনার এস. পি. কি করেন।"

বকুল কিছু বলতে যাচ্ছিল। সেই সময় প্রদীপ ঘরে ঢুকে বলল, "স্যার একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে?"

"কি ব্যাপারে?"

"কিছু বলছে না। বলছে, আপনাকেই বলবে।"

"আচ্ছা পাঠিয়ে দিন।"

"বলছে স্যার, একা একা কথা বলবে।"

চক্রবর্তী উঠে পড়ল, "ঠিক আছে, আমি যাই।" বকুল বলল, "না আপনি এখানে বসুন। প্রদীপ ওকে ঘরের পিছনের দিকে আসতে বলুন।" প্রদীপ চলে গেল। বকুল পিছনের দিকে এসে দাঁড়াল। একজন কুলির মতো পোষাক পরা লোক এগিয়ে এল। তার পরনে ময়লা ধুতি এবং গেঞ্জি। বকুলের চেনা কোন সোর্স নয়। লোকটি এসে বলল, "বাবু, আমার নাম আনন্দ। স্টেশনে কুলিগিরি করে খাই।"

"কিন্তু কি হয়েছে?"

"বাবু, আমার কিছু হয় নি। একটা খবর আছে।"

"কি খবর?"

"আজ রাতে ডব্লিউ. এম. কে ১৮৭৫ নম্বর লরিতে করে রেলের চোরাই মাল আসবে।"

"আপনি কি করে জানলেন?"

"সেই মাল তোলার জন্য আমাকেও ঠিক করেছে না।"

"কে ঠিক করেছে?"

"তা তো আমি বলতে পারব না, আমাকে বলেছে আমার সর্দার, বলেছে ঐ লরি এসে রাত আটটার সময় আমাদের নিয়ে যাবে।"

"আর কি বলেছে?"

"বলেছে রেলের পাত লরিতে তুলে দিতে হবে। ঘন্টাখানেকের কাজ। একশ টাকা করে দিবে।"

"কোথা থেকে পাত তুলবে?"

"তা বলে নি। তবে ফিদাননগরের দিকে নিয়ে যাবে এরকমই কথা আছে। এর আগেও একবার গিয়েছিলাম তো!"

"সেবার কোথা থেকে তুলেছিল?"

"সেবার ইলামপুর থেকে উঠেছিল। আর এই রোলিং মিলে নামিয়েছিল।"

"তাহলে রাস্তার ওপর দাঁড়ালেই ধরা যাবে?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি যাই।" এদিক ওদিক তাকিয়ে লোকটি চলে গেল।

বকুল এসে চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। চক্রবর্তী চলে গেলে পাসোয়ানকে থানায় পাঠিয়ে আই.সি., বি. আর. এফ.-কে একটা টিম রেডি রাখতে বলল।

রাত ন'টা নাগাদ ফিদাননগর চেক পোস্টে এসে বকুল ভেহিকল রেজিস্টার দেখতে লাগল। দেখল নির্দিষ্ট লরিটি কিছুক্ষণ আগেই ইলামপুরের দিকে গেছে। সে গাড়িটার জন্য ওৎ পেতে বসে রইল।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ লরিটি এল। চেক পোস্টের ড্রপ গেট ফেলে লরিটিকে আটকানো হল। লরিতে ভর্তি আছে প্রায় নতুন রেলের লাইন। তার ওপরে একত্রিশ জন লোক, তারা সবাই শ্রমিক, দিনমজুর। তারা বলল লরিতে মালগুলি লোড করার জন্য তাদের ভাড়া করা হয়েছে। যে ভাড়া করেছিল সে ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল। তাকে নিচে নামানো হল। সে স্বীকার করল যে রেলের লাইনগুলি চোরাই। তবে তারা নিজেরা চুরি করে নি। রেলের লোকেরাই চোরাপথে বিক্রী করেছে। কোথায় যাবে সে জানে না। হীরাপুরে হলধর সেনের বাড়িতে শ্রীকণ্ঠ বলে একজন লোক থাকবে। তার কাছে পৌঁছে দিয়েই তার কাজ শেষ। এই জন্য তাকে পাঁচ'শ টাকা দেবার কথা আছে। তার নাম কমল।

চেক পোস্ট থেকে হীরাপুর সামান্যই দূর। চেক পোস্টে অন্যান্যদের রেখে বকুল কয়েকজন লোক নিয়ে হীরাপুরে এল। গাড়িটা একটু দূরে রেখে তারা পায়ে হেঁটে হলধর সেনের বাড়িতে এল। দেখল, বারান্দায় দুখানা স্কুটার। বাইরে বেঞ্চির ওপর একজন শুয়ে আছে। কমল জানাল এ হলধরের রাখাল। রাখালটিকে তুলে বকুল শ্রীকণ্ঠের কথা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু রাখাল ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বকুল বুঝল, এ শ্রীকণ্ঠকে চেনে না। দু'জন ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল। তারা হলধরকে নিয়ে এল। হলধরের বাড়ির লোকজনের কথাবার্তায় বৈঠকখানার দরজা ঠেলে একজন লোক বেরিয়ে এল। কমল ইঙ্গিতে জানায়, সেই শ্রীকণ্ঠ। শ্রীকণ্ঠকে ধরা হল। ঘর থেকে আরও দু'জনকে পাওয়া গেল। হলধর সমেত চারজনকেই গাড়িতে তোলা হ'ল।

জানা গেল শ্রীকণ্ঠের বাড়ি বৈকুণ্ঠপুরের মিলনপল্লীতে। শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে ঘরে যে দু'জন ঘুমচ্ছিল তাদের একজন বৈকুণ্ঠপুর থানাব এক এ. এস. আই.-এর জামাই। তবে শ্বশুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নয়। লরিভর্তি চোরাই লোহা তারা বিক্রী করত মডার্ন রোলিং মিলে। ফিদাননগর থানায় লরি এবং অন্যান্য আসামীদের রেখে বকুলরা রওনা হল বৈকুণ্ঠপুরের কাছে মডার্ন রোলিং মিলে। এই মিলটি এমনিতে বৈকুণ্ঠপুরের সীমানার বাইরে—শ্রীকণ্ঠপুর জেলায়। কিন্তু কোনো কেসের তদন্ত করতে তার এলাকার বাইরে যেতে কোনোরকম অসুবিধা নেই।

দুপুর রাতে মডার্ন রোলিং মিলে এসে বকুল দেখল গেটের কাছে একটা ছোট বাতি জ্বলছে। দরজায় টোকা দিতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এগিয়ে এল। শ্রীকণ্ঠ ফিসফিস করে বলল, "ইনিই মালিক।" বকুল শ্রীকণ্ঠকে দেখিয়ে বলল, "এনাকে চেনেন?" পোষাক পরা পুলিসের লোক দেখে লোকটা হকচকিয়ে গেল। তারপর ভালো করে শ্রীকণ্ঠকে দেখেও সে শ্রীকণ্ঠকে চিনতে পারল না। বকুল জিজ্ঞেস করল, "এত রাতে আপনি কিসের জন্য জেগে বসেছিলেন?" লোকটি রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বলল, "জেগে না তো। কথাবার্তা শুনে উঠে এলাম।"

"আপনি রাতে এখানেই থাকেন?"

"রোজ থাকি না। তবে মাঝে মাঝে থাকতে হয়। কাজ পড়লে থাকতে হয়।"

"আজ কি কাজ পড়েছিল?"

"খাতাপত্র দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল। তাই রয়ে গেলাম।"

"আচ্ছা আপনার খাতাপত্র দেখে বলুন, রেলের লাইন কত স্টক আছে?"

লোকটা এবার মুসকিলে পড়ল। অনেক খোঁজাখুজি করে সে স্টকবুক পেল না। বকুল গোডাউনের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে অনেক রেলের লাইন স্তূপীকৃত করা আছে। বকুল বলল, "এগুলি কোথা থেকে পেলেন তার কাগজপত্র বের করুন।" লোকটি অনুযোগের সুরে বলল, স্যার আমাদের এই কটা মাল দেখে কাগজ দেখতে চাইছেন। কিন্তু নভেল রোলিং মিলে যে এর থেকে বেশি রেলের লাইন আছে। তার তো কাগজ দেখতে চাইছেন না?" লোকটার কথায় বকুল আর একটা খবর পেল। সে নভেল রোলিং মিলে এসে হাজির হ'ল। সত্যিই সেখানে আরও অনেক বেশি রেলের লাইন আছে! মালিক রেলের অকশান থেকে কিছু রেলের লাইন কেনার কাগজ দেখাল। তবে সেগুলো ছ'মাস আগের। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ছ'মাসে সে মাল একদম ব্যবহৃত হয় নি, তবুও তার থেকে অনেক বেশি মাল আছে। তার ব্যাখ্যাস্বরূপ মালিক জানাল যে সে লোহাপট্টির এক স্ক্র্যাপ মার্চেন্টের কাছ থেকে মাল কিনেছে। দুই রোলিং মিলে লোক পোস্ট করে দিয়ে বকুল লোহাপটিতে এল।

লোহাপটিতে একটা নয় পাঁচটা গোডাউনে কাগজপত্রহীন রেলের লাইন পাওয়া গেল। বকুল সেখানেও লোক পোস্ট করে দিল। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। বকুলের খুব ক্লান্ত লাগছে। আর এত সব চোরাই মাল নিয়ে সে কি করবে? তার সমস্ত লোক লাগিয়ে দিলেও সিজ করতে সপ্তাহখানেক লাগবে। জেলার যা অবস্থা তাতে বাইরে থেকে লোক পাওয়া যাবে না। বকুল পরামর্শের জন্য ভৌমিককে ডেকে পাঠাল। এই একটা লোককে বকুলের সৎ বলে মনে হয়। একটু স্লো, কিন্তু স্টেডি। ভৌমিক এসে বলল, "স্যার আমরা কেস করলেও, রেলের সম্পত্তি, রেলকে ডাকতে হবে। তা আমরা রেলকে খবর দিই বরং।" বকুলের কথাটা মনে ধরল। সে নিউ শ্রীকণ্ঠপুর গিয়ে রেলের এরিয়া অফিসার এবং পরে পি. এফ. এ-র অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলল, ওরা খুব আগ্রহ দেখাল। রেলের হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠানো হ'ল। হেডকোয়ার্টার থেকে লোক এল। বকুল তাদেরকে লরি ভর্তি রেলের লাইন থেকে আরম্ভ করে রোলিং মিল এবং গোডাউনের চার্জ বুঝিয়ে দিল।

বিকেল হয়ে গেল। অফিসে ফিরতেই সাংবাদিকরা বকুলকে ঘিরে ধরল। বকুল বলল, "আমি কেবল স্টোলেন প্রপার্টিগুলো আন-আর্থ করেছি। রেলের প্রপার্টি বলে রেল কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছি। আর. পি. এফ.-এর অফিসাররাও এসেছেন। এখন যা করার তারাই করবেন। এরপর কিছু জানতে হলে আপনাদের তাদের কাছে জানতে হবে, ঘটনাস্থলে যেতে হবে।" সাংবাদিকরা বিদায় নিলে বকুল বৃন্দাবনকে বলল, "আমি স্নান-খাওয়া করে একটু ঘুমাব। খুব জরুরী দরকার না থাকলে আমাকে যেন কেউ ডিসটার্ব না করে।" বকুল ওপরে উঠে স্নান করে দু' মুঠো ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত চোখ দুটো ঘুমে বুজে এল।

সন্ধ্যাবেলায় ঘুমের ঘোরে যেন মনে হল টেলিফোনটা বাজছে। বকুল ধরবে ধরবে

ভাবছে এমন সময় লাইন কেটে গেল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে আবার বাজতে ' বকুল কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না। ঘুমের ঘোরে হাতড়ে বেড়াল। কিন্তু টেলিং পেল না। কিন্তু সেটা বেজেই চলেছে। বকুল কোনোরকমে বিছানার ওপর উঠে ব: টেলিফোনটা সত্যিই বাজছে। বকুল ধরতেই বৃন্দাবন বলল, "স্যার একজন লোক এসেছে। বলছে খবর আছে। নাম ঠিকানা কিছুই বলছে না। বলছে ডেল্টা বললেই সাহেব বুঝবেন।" বকুল বুঝল, তাকে যারা নিয়মিত খবর দেয় তাদের একজন এসেছে। ডেল্টা মানে শ্যামু। শ্যামু তো একদম ঠিক ঠিক খবর দেয়। বকুল নিচে নেমে এল। শ্যামু জানাল, ছেদিলাল বাজোরিয়া তার আড়তের পিছনে মাস্টার্ড ওয়েলের সঙ্গে রেপসিড ওয়েল মেশাচ্ছে। টিন কেটে মিশিয়ে, আবার গালা দিয়ে সিল করে দিচ্ছে। এরকম ভেজাল করা তেল একটা লরিতে লোড করে লামলিং বাসস্ট্যান্ডের কাছে পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়ে আছে। লরির নম্বর ডব্লিউ. এম. কে ১৫০২।

থানায় ফোনে ভৌমিকবাবুকে আসতে বলে দিয়ে বকুল বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিতে লাগল। পোষাক পরতে তার ভালো লাগছে না। ভৌমিক এলে পাজামা পাঞ্জাবি পরেই গাড়িতে উঠে পড়ল। লামলিং বাসস্ট্যান্ডের কাছে পেট্রল পাম্প গিয়ে দেখল লরিটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ভৌমিক ড্রাইভারকে ডাকাল। ড্রাইভার জানাল, লরিতে মাস্টার্ড ওয়েল আছে। লামলিং যাবে। বাজোরিয়াবাবুর আড়ত থেকে আসছে। তিরপল খুলে তেলের টিন বের করা হল। দেখা গেল শ্যামুর খবর ঠিক। এমনিতে কিছু বোঝবার উপায় নেই। সাধারণভাবে দেখেও বোঝা যাবে না। কিন্তু ওপরের দিকে একটুখানি জায়গায় নতুন করে সিল করা আছে।

বকুলরা লরি সমেত তেলের টিন নিয়ে বাজোরিয়ার আড়তে এল। না তখন ভেজালের কারবার আর হচ্ছে না। তবে আড়ত সার্চ করে ভেজালের সাজ-সরঞ্জাম, গালা, রাং, হাপোর— এসব পাওয়া গেল। লরির টিনের মতো নতুন করে সিল করা কয়েক টিন মাস্টার্ড ওয়েল পাওয়া গেল। কয়েকটা খালি রেপসিড অয়েলের টিনও পাওয়া গেল। বকুল ভৌমিককে বলল, "আপনার লোকজন ডেকে নিন। এগুলো আইন মতো সিজ করুক। আর ভেজাল তেলের স্যাম্পেল নিয়ে পরীক্ষা করতে পাঠান। কোথাও যেন আইনের ফাঁক না থাকে।" বকুল বাড়ি ফিরে এল।

খানিক রাতে ভৌমিক ফোন করল, "স্যার, সব ঠিক মতো সিজ করে এনেছি। বাজোরিয়াকেও অ্যারেস্ট করেছি। কিন্তু ফল কিছুই হবে না স্যার। আমি খবর পেলাম, বাজোরিয়া পার্টি ইতিমধ্যেই খিলন সর্দারের বাড়িতে হাজির হয়েছে।" বকুলের অসহ্য মনে হল। তার এত পরিশ্রম সব জলে যাবে? আর তা হলে অসৎ ব্যবসায়ীরা যা খুশি তাই করবে। খিলন সর্দার এ. পি. পি. থাকা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ভেজাল, ফাটকাবাজী করবে। এ চলতে দিতে পারা যায় না। বকুল এস. পি. সাহেবকে ফোন করল, "স্যার এর একটা ব্যবস্থা করতেই হয়।" এস. পি. সাহেব বললেন, "তুমি মিশ্রর সঙ্গে কথা বল।" মিশ্র অর্থাৎ ডি. এম.। সে ডি. এম. সাহেবকেও ফোন করল। ডি. এম. সাহেব

জানালেন, "এ. পি. পি.দের সরকার থেকে প্যানেল হলেও পার্টিও মোটামুটি ঠিক করে দেয়। আপনার কোনো অসুবিধা হলে গৌর কুন্ডুকে বলুন।"

গৌর কুন্ডুকে বলে কতটা কাজ হবে সে ব্যাপারে বকুলের সন্দেহ ছিল। বোমার কেসে হায়দারপাড়ার সুকুমারের নাম এলে সে তাকে বলেছিল। পরে কয়েক দিন জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু কোনো উত্তর পায় নি। তবুও কাঠচুরির কেসে বিনয় ব্যানার্জী, মন্টু মন্ডলের ভূমিকা, লেবার কো-অপারেটিভের শ্রমিকদের খিলন সর্দার, বিনয় ব্যানার্জী, সুজয় দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং এ. পি. পি. হিসেবে খিলন সর্দারের ভূমিকা নিয়ে গৌরকুন্ডুর সঙ্গে সে কথা বলবে মনে করছিল। ডি. এম.-এর পরামর্শ শুনে সে তাকে ফোন করল। সব কথা তাকে বলে প্রশ্ন করল, "আপনার কাছে কি এসব খবর নেই?"

"খবর যে একেবারে নেই তা নয়।"

"তবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন?"

"পাহাড়ে ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পার্টির অবস্থা তো আপনি জানেন। তাছাড়া শুধু নীতি দিয়ে তো পার্টি চলে না। বিনয়ের পিছনে অনেক লোক আছে। আর খিলন উকিল মানুষ। আপদে বিপদে পার্টির কাজে লাগে।"

এরপরে বকুলের আর কিছু বলার ছিল না। সে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল।

পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় করে খবর বের হল, 'ইন অ্যান এভার বিগেস্ট রেইড ইন দিস এরিয়া, বকুল বিশ্বাস, অ্যাডিশনাল এস. পি., বৈকুণ্ঠপুর আন্‌আর্থ্‌ড স্টোলেন রেলওয়ে প্রপার্টি ওয়ার্থ রুপিজ থার্টি ফাইভ লাখস।" স্থানীয় দৈনিকে রেলের চোরাই মাল উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে ভেজাল তেল ধরার কথাও ফলাও করে ছাপা হল: বৈকুণ্ঠবার্তার হিমানীশ কুন্ডু বকুলের সাক্ষাৎকার নিতে চলে এল।

বারো

চিঠিটা পেয়ে বকুল আশ্চর্য হয়ে গেল। ভি. সি. লিখেছেন, 'ইংরেজির প্রফেসর অতীন বোসের বাড়িতে বোমা পড়েছিল। স্থানীয় থানায় কেস করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর জন্য টিচিং স্টাফ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রীকে লিখেছেন। শিক্ষা মন্ত্রী তার সেক্রেটারীকে মার্কা করেছেন। তিনি আবার সেটা হোম সেক্রেটারীকে পাঠিয়েছেন। হোম সেক্রেটারী ডি. জি. কে মার্কা করেছেন। ডি. জি. মার্কা করেছেন ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারকে । ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টার এস. পি.- কে পাঠিয়েছেন। এস. পি. পাঠিয়েছেন বকুলের কাছে তার মতামতের জন্য। বকুল কি

মতামত দেবে? সে তো দোষীদের খুঁজে বের করেছিল। ভি. সি.-ই তাদের ধরতে মানা করেছে। বকুল তদন্তে যা পাওয়া গেছে তার বিবরণ দিয়ে, ভি. সি.-র চিঠির কপি এবং ভি. সি.-কে লেখা তার চিঠির কপি দিয়ে এস. পি.-র কাছে পাঠিয়ে দিল।

বীরেন সেন এসে বলল, "আপনি নাকি ফ্যান্সি মার্কেট রেইড করছেন?" বকুল পাল্টা প্রশ্ন করল, "কে বলল?" বীরেন সেন বলল, "সবাই বলছে। দিনক্ষণও নাকি স্থির হয়ে গেছে। কাস্টম্‌স অফিসারদের নিয়ে আগামী সোমবার নাকি রেইড করছেন?" বকুল এবার আশ্চর্য হতেও ভুলে গেল। ফ্যান্সি মার্কেট বিদেশি পণ্যের জন্য বিখ্যাত। সীমান্তের ওপার থেকে যেসব বিদেশি দ্রব্য এখানে আসে তার একটা বড় অংশ বিক্রি হয় এই ফ্যান্সি মার্কেটে। তবে ফ্যান্সি মার্কেটে যে সব জিনিস বিক্রী হয় তার সবগুলিই যে বিদেশি তা নয়। বেশির ভাগ জিনিসই দিশি। তবে তাতে বিদেশের ছাপ মারা। বৈকুণ্ঠপুরের বিভিন্ন স্থানেই এই ছাপ মারার কাজ হয়। এদেশের লোকের মনে বিদেশি বৌয়ের মতো বিদেশি জিনিসের প্রতি একটা অহেতুক আগ্রহ আছে। ফলে তারা বিদেশি ছাপ দেখে দিশি মাল মনের আনন্দে কেনে। ব্যবসাদাররা দু' পয়সা করে নেয়। তবে কিছু বিদেশি দ্রব্যও বিক্রি হয়। বকুল যখন স্মাগলিংই বন্ধ করতে চাইছে তখন নাকের ওপর এরকম বিদেশি পণ্যের রমরমা সহ্য করা যায় না। কিন্তু প্রাথমিকভাবে কাজটা কাস্টম্‌সের তাই বকুল ঠিকেদারের সঙ্গে কথা বলেছিল। ঠিক হয়েছিল আগামী সোমবার পুলিশ এবং কাস্টম্‌সের লোকেরা যৌথভাবে ফ্যান্সি মার্কেট রেইড করবে। আগে থেকে খবর আউট হয়ে গেলে কিছু পাওয়া যাবে না। সেইজন্য প্রোগ্রামটা গোপন রাখার জন্য সে তার ডি. এস. পি.-কেও ব্যাপারটা বলে নি। তবুও একদম নির্ভুল খবর বেরিয়ে গেছে। এটা কি করে সম্ভব? বকুল ঠিকেদারকে ফোন করল। ঠিকেদার বলল, সে তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অফিসার ছাড়া আর কাউকে বলে নি। বকুল বুঝল, ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কেউ না হলে, ঠিকেদার নিজেই খবর ফাঁস করেছে। এরপর সোমবার রেইড করার কোন মানে হয় না।

আচ্ছা, বীরেন সেন এসে তার মনের কথা আঁচ করার জন্য আন্দাজে বলে দিয়েছে আর সেটাই ঠিক লেগে গেছে, এরকম হয় নি তো? বকুল খবর নেওয়ার জন্য বৃন্দাবন আর উপাধ্যায়কে বাজারে পাঠালো। তারাও এসে খবর দিল যে বাজারে গুজব আছে, সোমবারে রেইড হবে। বকুলের মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। সবাই জানে সোমবার রেইড হবে। অর্থাৎ এ সপ্তাহটা তারা নিশ্চিন্তে থাকবে। সে এ সপ্তাহেই রেইড করবে। সে শুক্রবার অর্থাৎ আগামীকালই রেইড করবে। কিন্তু সে কারো কাছে সেকথা প্রকাশ করল না। বরং সকলকে আভাষে-ইঙ্গিতে এই বোঝাল যে রেইড সোমবারেই হবে।

দুপুর রাতে পাসোয়ান আর বরুণকে নিয়ে সে ফান্সি মার্কেটে এল। সমস্ত বাজারটা এক অদ্ভুত জন্তুর মৃতদেহের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বকুল সেই মৃতদেহের এগলি সেগলি গিয়ে একটা স্কেচ তৈরী করল। তাতে রাস্তার মোড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর নাম লিখে নিল। অফিসে এসে আই. সি. বি. আর. এফ.-কে নির্দেশ দিল, কাল সকাল

ন'টায় মাখলার ফরেস্ট বাংলোর সামনে যেন এক প্লেটুন ফোর্স আমার কাছে রিপোর্ট করে। ফরেস্ট রেইড হবে।" কিছুদিন আগেই মাখনায় ফরেস্ট রেইড করে গাদা বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে। কাজেই খবরটা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হল। তাছাড়া সবাই জেনে গেছে ফ্যান্সি মার্কেটে রেইড সোমবার হবে। অতএব শুক্রবার রেইড ফরেস্টে হতেই পারে। বকুল থানায় থানায় ফোন করেও একই খবর দিল। থানায় মেসেজও পাঠাল। শুক্রবার ন'টায় মাখনায় ফরেস্ট বাংলোয় আমার কাছে রিপোর্ট করার জন্য দু'জন করে অফিসার পাঠান। সি. আই. বাঘাগুড়ি, আই. সি. বৈকুণ্ঠপুর এবং ডি. এস. পি.-কেও রিপোর্ট করতে বলা হ'ল।

সকলের রিপোর্ট করা হলে বকুল তাদের তিন লাইনে ফলো ইন করে জানালো যে আজকে ফ্যান্সি মার্কেট রেইড হবে। অফিসাররা একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। বকুল তখন পুরো ফোর্সকে চারটে ভাগে ভাগ করে একটা ভাগ নিজের সঙ্গে রাখল। বাকি তিনটে ভাগ ডি. এস. পি., আই. সি. বৈকুণ্ঠপুর এবং সি. আই. বাঘাগুড়ির সঙ্গে দিয়ে দিল। পকেট থেকে স্কেচ ম্যাপটা বের করে বলল, "ডি. এস. পি. সাহেব আগে চলে গিয়ে মার্কেটের দক্ষিণে এইখানে পজিসন নেবেন। তারপরে যাবেন আই. সি. বৈকুণ্ঠপুর। উনি স্টেডিয়ামের দিক থেকে এসে এখানে পজিসন নেবেন। তারপরে সি. আই. বাঘাগুড়ি সেবক রোড দিয়ে ঢুকে উত্তর দিকে পজিসন নেবেন। আমি নিজে মেন রোড দিয়ে ঢুকব। কাঁটায় কাঁটায় এগারটার সময় অপারেশন শুরু হবে।" সকলে গাড়িতে উঠে পড়ল।

ঠিক এগারটার সময় বকুল ওয়ারলেস থেকে গ্রিন সিগন্যাল দিল। চার দিক থেকে পুলিশের লোক ফ্যান্সিবাজার ঘিরে ফেলল। বিদেশি পণ্যের বিক্রেতারা কোন দিক দিয়েই পালাতে পারল না। অনেক মাল ধরা পড়ল। থানা থেকে ভ্যান এল। কিন্তু তাতেও ধরল না। দুটি লরি ধরে আনা হ'ল। কিন্তু একটা ব্যাপারে বকুল অসহায় বোধ করল। পুলিশের লোকেরা জিনিসপত্র যে যার পকেটে ঢোকাতে লাগল। ছোটখাটো বিদেশি জিনিসে পুলিশের লোকজনের চেহারা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের মতো হয়ে গেল। কনস্টেবলরা নিজের পায়ের জুতো খুলে বিদেশি জুতো পায়ে ঢুকিয়ে নিতে লাগল। নির্লজ্জের মতো দামী কাপড় গলায় জড়িয়ে নিল। শুধু কনস্টেবলরা নয় অফিসাররাও যে যা হাতে পেল পাচার করতে লাগল। বকুলের মনে হল সিজ করার জন্য বিদেশি মালগুলো যেন লুটের মাল। আর তার লোকেরা যেন লুটেরাব দল। বকুল ঘুরে ফিরে নিজের নিজের লোকদের সামলানোর জন্য বলতে লাগল। কিন্তু কে কাকে সামলায়? বকুলের খুবই খারাপ লাগল। বিক্রেতারা তো পেটের দায়ে বিক্রী করছে। কিন্তু তার লোকেরা যদি ডিউটি করতে এসে এরকম চুরি করতে শুরু করে তাহলে বিদেশি মাল বা চুরির মাল সিজ করার অধিকার তাদের কোথা থেকে আসে? অফিসে ফিরে বকুল সিজ করা মাল হস্তান্তরের জন্য কাস্টম্সকে খবর দিল। ঠিকেদার ফোন ধরেই ফেটে পড়ল, "সোমবার আমাদেরকে নিয়ে রেইড করার কথা ছিল। আমাদের না জানিয়ে আজই রেইড করে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমরা মাল নেব না।" বকুল বোঝাতে চাইল, "সোমবার

রেইডের খবর যখন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, সোমবার রেইড করে কিছু পাওয়া যেত না। আর আমরা সিজ করলেও তো মাল আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি।" কিন্তু ঠিকেদার কোন কথা শুনতে রাজি হল না। বকুল মালগুলি অফিসের গেস্ট হাউসে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে দরজার সামনে চব্বিশ ঘন্টার জন্য গার্ড পোস্ট করে দিল।

সাংবাদিকরা হাজির হল। বকুল তাদের পুরো অপারেশনের কথা বলল। তারপর তারা একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। বকুল এবার খুব অস্বস্তিতে পড়ল। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করল চুরির মাল ধরতে গিয়ে পুলিশের লোকেরা নিজেরাই চুরি করেছে। এ ব্যপারে আপনার কি বক্তব্য? বকুল কিছুই বলতে পারল না। অভিযোগ সত্য। কিন্তু সত্য হিসেবে স্বীকার করলে তাদের নেতা হিসাবে তারও দোষ বর্তায়। আবার অস্বীকার করতে হলে ডাহা মিথ্যে কথা বলতে হয়। বকুল তা বলতে পারল না। সাংবাদিকরা সবাই বুঝতে পারল অভিযোগ সত্য। কিন্তু পরের দিন কাগজে কেউই সেকথা লিখল না। বরং কিভাবে বকুলের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্মাগলড্ গুডস সিজ করেছে সেই বর্ণনাই বিস্তৃতভাবে ছাপল।

বকুল সেই খবর পড়েছিল। মহিলা সমিতির সম্পাদিকা ভারতী মুখার্জী আলুথালু বেশে ঘরে ঢুকল। বকুল তাকে বসতে বলল। সে বিষণ্ণমুখে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে? আপনাকে এত বিব্রত দেখাচ্ছে কেন?" সে মুখ তুলে বলল, "যা হয়েছে আপনাকে বলতে খারাপ লাগছে। তবে না বললেও উপায় নেই। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন।" বকুল নড়ে চড়ে বসল, "আমার যদি কিছু করার থাকে তাহলে নিশ্চয় করব। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবেন তো?" ভারতীদেবী ব্যাপারটা বলতে লাগলেন।

তার একমাত্র ছেলে তমাল মুখার্জী বৈকুণ্ঠপুর কলেজে পড়ে। রেজাল্ট যাতে ভালো করে তার জন্য কলেজের প্রফেসর নবারুণবাবুর কাছে সে প্রাইভেট পড়ত। নবারুণ বাবু কলেজের হোস্টেলে থাকেন। কিন্তু নবারুণবাবু ঠিক মতো পড়াতেন না। বলতেন পরীক্ষার আগে প্রশ্ন তৈরি করে দেবেন। কিন্তু পরীক্ষার আগে বোঝা গেল প্রশ্ন তৈরি নয় প্রশ্ন বলেই দেবেন। তবে তার জন্য আলাদা টাকা দিতে হবে। যে যত বেশি টাকা দেবে তাকে তিনি তত বেশি প্রশ্ন বলে দেবেন। সে এ ব্যাপারে রাজী হয় নি। তমাল টাকা দিতে পারেনি। প্রশ্নও জানতে পারে নি। তবে তমালদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়ত । তার নাম ভাস্বতী। ভাস্বতীও টাকা দেয় নি। কিন্তু তমালের ধারণা নবারুণবাবু ভাস্বতীকে প্রশ্ন বলে দিয়েছেন। ভাস্বতী পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে। পরের পরীক্ষাতেও যাতে ভালো ফল হয় তার জন্য এখন নবারুণবাবুর সঙ্গে একটু বেশি মাখামাখি করছে। যখন তখন নবারুণবাবুর বাসায় পড়া বুঝতে যাচ্ছে।

তমালের এই ব্যাপারটা পছন্দ নয়। ভাস্বতীর সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু এখন ভাস্বতী তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। ভাস্বতী নবারুণবাবুর দিকে ঝুঁকেছে। তমাল ভাস্বতীকে নবারুণবাবুর সঙ্গে বেশি ঢলাঢলি না করার জন্যে বলেছিল। ভাস্বতী সে কথা কানে তোলে নি। তমাল তখন তার মনের ক্ষোভ জানিয়ে ভাস্বতীকে চিঠি দিয়েছিল। তাতেও

কোন কাজ না হলে সে তক্কে তক্কে ছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ভাস্বতী নবারুণবাবুর হোস্টেলে ঢুকতেই সে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। ভাস্বতী অনেকক্ষণ ধরে পড়া বুঝছিল। পড়া বোঝা যখন শেষ হয়েছে তখন অনেকটা রাত হয়েছে। এবারে সে টুক করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। ছাত্রী-শিক্ষক দু'জনের মনেই অপরাধ বোধ ছিল। ফলে কি করা যায় ঠিক করতেই বেশ কিছু সময় কেটে যায়। ইতিমধ্যে রাত দুপুর গড়িয়ে যায়। অত রাতে দরজা খোলার জন্য কাউকে ডাকাও সমীচীন মনে হয় না। তখন দুজনে বুদ্ধি করে ঠিক করে যে পরের দিন কলেজের সময় দরজা খোলার জন্য কাউকে ডাকবে।

এদিকে ভাস্বতী বাড়িতে না ফেরায় তার বাড়ির লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত না ফিরলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খবর যায়। বন্ধু-বান্ধবীদের জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু কেউ তার খবর দিতে পারে না। গভীর রাত্রে থানায় ডায়েরি হয়। রাত দুটোর সময় পুলিশ খুঁজতে খুঁজতে নবারুণবাবুর বাড়িতে গিয়ে ভাস্বতীকে পায়। ভাস্বতী তখন বসে বসে কাঁদছে। নবারুণবাবু অভিযোগ করেন যে তমালই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সে বলে, "তাতেও কিছু হত না। কিন্তু ভাস্বতী তমালের লেখা চিঠিটা পুলিশকে দিয়েছে। সেটা পেয়ে পুলিশ তমালের বিরুদ্ধে রঙফুল কনফাইন্ডমেন্ট না কি ধারায় কেস স্টার্ট করেছে।"

বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি ঠিক কি চাইছেন?"

"ছেলেমানুষ এখনই কেসে পড়লে আরও খারাপ হয়ে যাবে। কেসটা কি কোনরকমে মেটানো যায় না?"

"আপনার ছেলে দরকার হলে ক্ষমা চাইবে?"

"সে আমি যে করে হোক রাজি করাবো।"

"আমি চেষ্টা করে দেখছি। আপনি একবার কাল খোঁজ নেবেন।"

"আপনি চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।" মহিলা খানিকটা আস্বস্ত হয়ে বাড়ি রওনা হল। বকুল ঠিক করল, সে প্রথমে নবারুণবাবুর সঙ্গে কথা বলবে। তারপর দরকার হলে ভাস্বতীর বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বকুল বৃন্দাবনকে ডেকে বলল, "বৈকুণ্ঠপুর কলেজের প্রফেসর নবারুণবাবুর কাছে একবার যেতে হবে। বলবেন যে আমি ওনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কখন গেলে ওনার সুবিধা হবে? আর ওনার অসুবিধা না হলে উনি নিজেও আসতে পাবেন।" বৃন্দাবন চলে গেল।

রিডারবাবু রিউয়ার্ড রোলগুলো সই করার জন্য নিয়ে এল। বকুল রোলগুলি পরীক্ষা করে সই করছিল। সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তীর ফোন এল। কাল একটি ছেলে ড্রাইভিং লাইসেন্স করবার জন্য এসেছিল। লাইসেন্স পাওয়ার জন্য টেস্ট দিতে হবে এবং সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে শুনে সে ফিরে যাচ্ছিল। তখন এক দালাল তাকে পাকড়াও করে। দালাল তাকে বলে যে সে একদিনের মধ্যেই ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে দেবে। দালাল

তাকে সেবক রোডে এক পাঞ্জাবি শিখ কম্বলওয়ালার কাছে নিয়ে যায়। কম্বলওয়ালা টাকা নিয়ে তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে দেয়। এত তাড়াতাড়ি লাইসেন্স পেয়ে ওর সন্দেহ হয়। সত্যিই এটা ড্রাইভিং লাইসেন্স কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য অফিসে আসে। চক্রবর্তী বলে, "আর. টি. ও.-র লোক ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। আমার মনে হল কোন জাল পারমিট চক্র কাজ করছে। আপনাকে জানানো দরকার।" বকুল বলল, "ছেলেটিকে লুকিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? খুব বেশি যেন হৈ চৈ না হয়।" চক্রবর্তী উত্তর দিল, "আমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্রবর্তীর পিওনের সঙ্গে ছেলেটি হাজির হল। সেও একই কথা বলল। এই অবস্থায় থানায় একটা কেস করে তবে অভিযোগটা যাচাই করতে পাঠানো উচিৎ। কিন্তু বকুলের মনে হল এসব চক্রের সাধারণত থানার সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে থানায় খবর যাওয়া মানেই অপরাধীর খবর পাওয়া। অর্থাৎ যা করার অন্তত প্রথম দিকটা তাকেই করতে হবে। সে প্রদীপকে ডাকল। প্রদীপই উপযুক্ত হবে, চালাক চতুর। কিন্তু দেখতে শুনতে সাধারণ। বকুল একটা একশ' টাকার নোটের কোণে সই করে প্রদীপের হাতে দিল। নোটের নম্বরটা নোট করে নিয়ে বলল, "আপনি ঐ ছেলেটির সঙ্গে যান। মনে রাখবেন আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে যাচ্ছেন। অফিসে করালে দেরী হবে বলে বাইরে করাতে যাচ্ছেন। আপনি তাড়াতাড়ি করাতে চাইছেন এইজন্য যে একজন বলেছে ড্রাইভিং লাইসেন্স হলে সে তার লরিতে আপনাকে নেবে। আপনাকে সেই মতো অভিনয় করতে হবে। লাইসেন্স করে দেওয়ার জন্য লোকটি অ্যাডভান্স চাইবে। আপনি ঐ একশ' টাকা দিয়ে দেবেন। আর কখন লাইসেন্স নিতে যাবেন জিজ্ঞেস করে নেবেন। বিকেল বললে, বিকেল ক'টায় তাও জেনে নেবেন।" বকুল যতটা সম্ভব প্রদীপকে ব্রিফ করে দিয়ে ছেলেটিকে বলল, "এবার আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কম্বলওয়ালাকে বলুন যে আমার বন্ধুকেও একটা লাইসেন্স করে দিতে হবে।" ছেলেটি সম্মতি জানিয়ে প্রদীপকে সঙ্গে করে চলে গেল। নবারুণবাবুকে নিয়ে বৃন্দাবন ঘরে ঢুকল। বকুল বলল, "বসুন, বসুন।"

সামনের চেয়ারে বসে নবারুণবাবু বললেন, "বলুন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কি জন্য?"

"আপনাকে ঠিক আমি ডেকে পাঠাইনি। তাহলে আমার লোক বলতে ভুল করেছে।"

"না না, আপনার লোক ঠিকই বলেছে। তবে আমার হাতে সময় ছিল বলেই আমি চলে এলাম। বলুন আপনার কি দরকার।"

বকুল সরাসরি কাজের কথা শুরু না করে আলাপ শুরু করল। জিজ্ঞেস করল "এমনিতে আপনার বাড়ি কোথায়?"

"বালুরঘাট।"

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?"

নবারুণবাবু বিব্রত বোধ করলেন. "না আমার এখনও বিয়ে হয় নি।"

"সরি আমি বুঝতে পারিনি। তা আপনি এই কলেজে কতদিন আছেন?"

"এই জুলাই মাসে তিন বছর হবে।"

"ও, তাহলে আপনি খুব বেশিদিন এই কলেজে নেই?"

"না, না।"

বকুল এবার কাজের কথা শুরু করল, "আপনি তো জানেনই ভাস্বতীর বাবা থানায় একটা কেস করেছে। আসল ব্যপারটা কি আমি জানতে চাই।" নবারুণবাবু এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি যা বললেন তা শুনে মনে হল মিসেস মুখার্জী মোটামুটি ঠিক কথাই বলেছেন। সব বলার পর নবারুণবাবু বললেন, "এখনকার ছেলেরা কি অসভ্য মশাই। মেয়েটা আমার কাছে পড়াটা বুঝে নিতে ঢুকেছে আর বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছে।"

বকুল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তমালকে শিকল তুলে দিতে কেউ দেখেছে?"

"না, তা দেখে নি। তবে ভাস্বতীকে শাসিয়ে লেখা তমালের চিঠি পাওয়া গেছে। আপনার লোকেরা তো সে চিঠি নিয়েও এসেছে।"

"হ্যাঁ সে চিঠি দেখেই তমালকে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু আপনি তো জানেন, সন্দেহ করা এক, আর প্রমাণ করা আর এক।"

"তাহলে কি তমালের কোন শাস্তি হবে না?"

"আমরা চাইছি শাস্তি হোক। সেই মতো কোর্টেও পাঠাবো। কিন্তু কোর্টে তো প্রমাণ করতে হবে আপনাকে। আপনিই তো মূল সাক্ষী।"

"আমি সাক্ষী দেব।"

"সাক্ষী তো নিশ্চই দেবেন। কিন্তু সাক্ষী বললেই তো সাক্ষী নয়। সেখানে তমালের উকিল থাকবে, জেরা করবে। জেরার চোটে উকিলরা নয় কে ছয় করে দেয়।"

"কি রকম জেরা করতে পারে?"

"ধরুণ ভাস্বতীকে জেরা করছে। ভাস্বতীকে পুলিশ আপনার ঘর থেকে উদ্ধার করেছে রাত দুটোর সময়। প্রথমেই প্রশ্ন করবে, আপনি ক'টার সময় নবারুণবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন? ভাস্বতী নিশ্চয়ই বলতে পারবে না রাত দুটোর সময় গিয়েছিল। বলবে চারটে বা পাঁচটার সময় গিয়েছি। তখনই প্রশ্ন করবে চারটে থেকে দু'টো এই দশ ঘন্টা কি করছিলেন? প্রশ্ন করবে ক'টার সময় দেখলেন যে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ? ভাস্বতী কিছুতেই বলতে পারবে না যে রাত বারোটায় কি একটায়। বলতেই হবে, সন্ধ্যা পাঁচটায় কি সাড়ে পাঁচটায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবে, পাঁচটা থেকে দুটো পর্যন্ত এই ন'ঘন্টার মধ্যে দরজা খোলার জন্য আপনারা কাউকে ডাকার চেষ্টা করলেন না কেন? একই প্রশ্ন আপনাকেও করবে। মুশকিল হচ্ছে পুলিশ যখন যায় তখন আপনারা চুপ করে বসে-ছিলেন।"

নবারুণবাবুর মুখটা শুকিয়ে যেতে লাগল। বকুল বলে চলল, "তাছাড়া আরেকটা অভিযোগ তুলেছে যে আপনি টাকা নিয়ে কোশ্চেন বলে দেন। ভাস্বতীকে কোশ্চেন বলে দিয়েছেন বলেই ভালো রেজাল্ট করেছে। না হলে ও দেখতে ভালো হলেও পড়াশোনায় একদম ভালো নয়।"

"একদম মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যে কথা তো আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু জেরার সময় তো এসব কথা উঠবে।"

"তা হলে কি হবে?"

"আপনারা যদি জেরায় টিকে থাকতে পারেন তাহলে শাস্তি হবে, না হলে ও ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"ছাড়া পেলে তো আমাদের একদমই মানবে না।"

"আপনাদের মানাই যদি কাম্য হয় তা হলে এক কাজ করুন না, ও ক্ষমা চেয়ে নিক, আর আপনারাও কেসটি মিটিয়ে নিন।"

"ওকে আপনি চেনেন না, ও কিছুতেই ক্ষমা চাইবে না।"

"সেটা আমি দেখব। না রাজি হলে জেল খাটবে।"

"তাহলে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।"

সেটা দেখা যাবে কিন্তু তার আগে আপনি একবার ভাস্বতীর সঙ্গে কথা বলে নিন। আমাকে সন্ধ্যার দিকে জানালেই হবে। যা ঠিক হবে আমি সেই মত ব্যবস্থা নেব।"

নবারুণবাবু চলে গেলেন।

বকুল মেসেজ ফাইলটা দেখছিল। হাসিমুখে প্রদীপ ঘরে ঢুকে বলল, "স্যার, চারটের সময় লাইসেন্স দেবে বলেছে। একশ' টাকা নিয়েছে। আর পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যেতে বলেছে। বকুল পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে তার এক কোণে সই করে প্রদীপের হাতে দিল। নোটের নম্বরটা ডায়েরিতে নোট করে নিয়ে প্রদীপকে বলল, "আপনি ঠিক সাড়ে তিনটের সময় এখান থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে যাবেন। আমরা আশে পাশে থাকব। টাকাটা দিয়ে লাইসেন্সটা হাতে পেলেই আপনি সিগন্যাল দেবেন। কি সিগন্যাল দেবেন? পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করবেন। আমরা গিয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেলব।"

প্রদীপকে নির্দেশ দিয়ে বকুল বি. আর. এফ. থেকে জনা চারেক ছেলে পাঠাতে বলল। বরুণ আর পাশোয়ানকে সাদা পোশাক পরে নিতে বলল। নিজে পায়জামার ওপর একটা শার্ট চাপিয়ে মাথায় পুরানো চাদরের পাগড়ি করে নিল। পোশাক পরা লোকদের নিয়ে গাড়িটাকে একটা গ্যারেজে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারা পায়ে হেঁটে কম্বলেব দোকানের সামনে এল। দেখল প্রদীপ সামনের টুলে বসে আছে। বরুণ আর পাসোয়ান কথামতো পিছনের দিকে চলে গেল। বকুল রুদ্রকে নিয়ে একটা ফুচকার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কম্বলের দোকানের দিকে নজর রাখতে লাগল। প্রদীপকে সিগন্যাল দিতে হল না। বকুল যখন দেখল যে লোকটি টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে একটা কাগজ প্রদীপের হাতে দিচ্ছে তখন সে রুদ্রকে ইশারা করে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। বকুল এবং পাসোয়ানও আস্তে আস্তে চলে এল। রুদ্রও পোশাক পরা ছেলেটিকে নিয়ে হাজির হল। বকুলের কথামতো রুদ্র পাশের চেম্বার থেকে ডাক্তারবাবু এবং আর একজন সাক্ষীকে ডেকে নিয়ে এল।

বকুল ডাক্তারবাবুকে সব কথা খুলে বলে বলল, "আমার লোক আমার সই করা একটা একশ' টাকার নোট সকালে দিয়েছে। এখনও পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছে। দু'টো নোটের নম্বরই নোট করা আছে। সকালের নোট ওনার কাছে আছে কি না, আমি বলতে পারব না, তবে এখনকার নোটটি অবশ্যই পাবেন। ডাক্তারবাবু লোকটির বুকপকেটে দু'টো নোটই পেলেন। বকুল তখন লাইসেন্স ও নোট সিজ করে তাকে নিয়ে তার বাড়িতে গেল। কিন্তু বাড়ি সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। তবে বালির টিপির মধ্যে প্লাস্টিকে মোড়া বিভিন্ন রেজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সতেরটি জাল সিলমোহর, অনেকগুলি ফর্ম, কয়েকটি ব্লু বুক এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেল। বকুল বুঝল, এ কম্বলওয়ালা নিজেই ড্রাইভিং লাইসেন্স বানায়। বকুল এগুলি সিজ করতে লাগল। বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল। বাড়িওয়ালার কি রাগ! আগত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, "কিয়া দেখনে আয়ে হো? এয়সা তো হোতাই হ্যায়।" বকুল বুঝল এরা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত। আর তার জন্য এদের কোনরকম অনুতাপ বা ভয় নেই। থাকারও কথা নয়। দুর্গা বোস আর খিলন সর্দারের দল এদের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে।

বকুল কম্বলওয়ালা দবিন্দর সিংকে অ্যারেস্ট করে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে অফিসে ফিরে এল। এসে দেখে ভাস্বতীর বাবা এসে বসে আছে। সে বলল, "আমরা কেস টেস কিছু চাই না। ছেলেটা যদি ক্ষমা চাইতে রাজি হয়, তাহলে মিটিয়ে দিন। আসলে মেয়েটাকে পাওয়া যাবে জানলে আমরা থানায়ই যেতাম না। পাঁচ'ছ বছর কেস চললে মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না। আমাদের ওসব দরকার নেই। বকুল বলল, "আপনারা যদি এরকম চান তবে তার ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। তবে তার আগে আর একবার ভালো করে ভেবে দেখুন।" সে বলল, "ভাবাভাবির আর কিছু নাই। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই একথা বলছি।" বকুল তাকে আশ্বাস দিল, "আপনি যা চাইছেন তাই হবে।" ভাস্বতীর বাবা আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

খবরের গন্ধে গন্ধে সাংবাদিকরা হাজির হল। পরের দিন কাগজে জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স চক্রের ব্যাপারে বিস্তারিত খবর বের হল। বকুল কিভাবে ফাঁদ পেতে হাতে নাতে ধরেছে সে খবর বড় বড় করে ছাপা হল। বৈকুণ্ঠপুরে বকুল একটা খবর হয়ে গেল। সে পথে ঘাটে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

তেরো

পরের দিন সকালবেলায় কোর্টে পাঠাবার আগে বকুল দবিন্দার সিংয়ের কাছ থেকে কতকগুলি কথা জেনে নিচ্ছিল। সে বলল, "স্যার, আমি কাগজপত্র জাল করি ঠিক কথা। কিন্তু আমি একাই কি করি?" বকুল জিজ্ঞেস করল, "আর কে কে করে?" দবিন্দার সিং বলল, "আর কার কথা বলব? অফিস থেকেই তো জাল কাগজপত্র দেয়। এই যে এত বাস ট্রাক চলছে। ক'টার এক নম্বরি কাগজ আছে। বৈকুণ্ঠপুর থেকে কলকাতা, পাটনা, কাঠিহার, মালদা প্রভৃতি অনেক দূর পাল্লার বাস চলে। আপনি সেগুলির কাগজপত্র

দেখুন, ক'টার আসল কাগজপত্র পান।" কথাটা বকুলের মনে ধরল। এর আগেও সে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে খবর পেয়েছে যে এই বাসগুলি সরকারকে প্রাপ্য কর দেয়না। জাল কাগজপত্র দেখিয়ে বা কোনরকম কাগজপত্র না নিয়েই চলাচল করে। বকুল ঠিক করল আজই এগুলিকে ধরবে। সে এস. টি. ও.কে ডেকে তার অফিসে খান তিনেক গাড়ি দিতে বলল। বৈকুণ্ঠপুর থানা থেকে জনা ছয়েক অফিসার এবং এক সেকশান ফোর্স ডেকে নিল। তারপর চারটে টিম করে একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। প্রতিটি টিমকে বলে দিল, যেখানে যে গাড়ি পাওয়া যাবে তার কাগজপত্র পরীক্ষা করবে। কাগজপত্রের গণ্ডগোল থাকলেই থানায় নিয়ে চলে আসবে। ড্রাইভার না পাওয়া গেলে পুলিসের ড্রাইভারই গাড়ি চালাবে। টিমগুলি অবিলম্বে কাজে লেগে গেল। বকুল ঘুরে ঘুরে প্রতিটি টিমের কাজকর্ম দেখতে লাগল। দুপুর নাগাদ চব্বিশটি দূর পাল্লার বাস বৈধ কাগজপত্র না থাকায় থানায় এল। বকুল এগুলির বিরুদ্ধে মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টে কেস স্টার্ট করতে বলল। প্রতিটি গাড়ির লোকেরাই কোর্টে গিল্টি প্লিড করে ফাইন দিয়ে দিল।

বকুল অফিসে বসে ডাক-ফাইল দেখছিল। দেখল তার একটা ব্যক্তিগত চিঠি এসেছে। লিখেছে তার স্ত্রী রোজি। সে চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল, পরে পড়বে। বৃন্দাবন এসে খবর দিল, "স্যার মেডিকেল কলেজ থেকে ফুলঝুরি সান্যাল বলে একজন ছাত্রী এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।" বকুলের মনে পড়ল মেডিকেল কলেজে ভিড়ের মধ্যে একটি ছেলে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে ফুলঝুরি বলে সম্বোধন করেছিল। সেই মেয়েটিই দেখা করতে এসেছে। সে বলল, "পাঠিয়ে দিন।" বৃন্দাবন বেরিয়ে গেল। ফুলঝুরি এসে চেয়ারে বসল। বকুল আজ অনেক সহজ। হাসিমুখে সে বলল, "তাহলে আপনার নাম ফুলঝুরি সান্যাল?"

ফুলঝুরি আশ্চর্য হয়ে গেল, "আপনি জানতেন না?"

"কি করে জানব? বলেন নি তো?"

"জিজ্ঞেসই বা করলেন কখন যে বলব?"

"তাও বটে। তবে আজ জিজ্ঞেস না করেই জানা হয়ে গেল। ভালো আছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি? কাগজে দেখছি, অনেক কাজ করছেন।"

"অ্যাকচুয়ালি আমার যা করার কথা তার বেশি কিছু করছি না। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"না, আমি কোনো কাজের জন্য আসি নি। এখানে এক বান্ধবীর বাড়ি এসেছিলাম। তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।"

"আমার সৌভাগ্য! তবে আজ কি আপনাদের ছুটি?"

"এমনিতে ছুটি নয়। তবে একজন ফোর্থ গ্রেড স্টাফ মারা গেছে। তাই ক্লাস বন্ধ। আপনি আর মেডিকেল কলেজের দিকে যান না কেন?" বকুল প্রচন্ড ভয় পাবার ভান করে বলল, "আমার প্রচন্ড ভয় করে। কেউ যদি কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগে?"

ফুলঝুরি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মুখ তুলে অনুযোগের সুরে বলল, "সেদিন রাগের মাথায় কি বলেছি, আপনি তাই মনে করে বসে আছেন?"

"কি করব? রাগ যে আর হবে না তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই।"

"তা নেই। তবে এখন তো রাগ নেই।" ফুলঝুরি হেসে জবাব দিল। বকুল বলল, "তাহলে আপাতত যাওয়া যেতে পারে"। বকুলও হাসতে লাগল। ফুলঝুরি হাসতে হাসতে বলল, "যাবেন।" সে উঠে পড়ল। বকুল উত্তর দিল, "যাব।" ফুলঝুরি চলে গেল। বকুলের মুখে তখনও হাসির রেশ লেগে আছে। বকুলের কেমন যেন খাপছাড়া লাগল। মেয়েটির সঙ্গে বোধ হয় একটু বেশিই হাসাহাসি হয়ে গেছে। সে জানে না অফিসের কর্মচারীরা কি মনে করছে। সেটা বোঝার জন্য সে রিডারবাবুকে ডাকল, "রিডারবাবু।" রিডারবাবু এসে দাঁড়াল, "কিছু বলছেন স্যার?" তাকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু তাকে কি বলা যায়? কাজের কথা কিছুই মনে পড়ছে না। ফুলঝুরি মেয়েটা মেজাজটা এমন বেতাল করে দিয়ে গেছে। অগত্যা বকুল বলে উঠল, "অফিসের কি ফার্নিচার কেনার কথা বলছিলেন না?" রিডারবাবু বলল, "হ্যাঁ স্যার। অনেক ভিজিটর আসছে। আর ক'টা চেয়ার কিনতে হবে।" বকুল পরামর্শ দিল, "আপনি এ ব্যাপারে একটা নোট দিন। আমি অ্যাপ্রুভ করে এস. পি.-র কাছে পাঠিয়ে দেব।" রিডারবাবু কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল।

বৈকুণ্ঠপুর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বিমলবাবু এলেন। চেয়ারে বসতে না বসতেই তিনি শুরু করলেন, "আপনি সব বাসগুলোকে ধরে থানায় পুরে দিলেন। সরকারকে এক পয়সা ট্যাক্স দেয় না, ভালোই করলেন। কিন্তু আমার মতো সাধারণ যাত্রীর কথা একবার ভাবুন। বাসগুলো থাকলে তাও যাতায়াত করা যায়। কিন্তু বাসগুলো না থাকলে দালালদের দাপটে টেকা মুশকিল। এই তো ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়েছিলাম। সব দালালে ভর্তি। এক মাস পরেও টিকিট নেই। কিন্তু দালালরা ঘুর ঘুর করছে। বেশি টাকা দিলেই টিকিট আছে। তা বলুন, আমার মতো সাধারণ লোকেরা বেশি টাকা পাব কোথায়?" বিমলবাবু থামলে বকুল মুখ খুলল, "তার মানে দালালদের দৌরাত্ম্যে আপনার মতো সাধারণ মানুষ টিকিট পাচ্ছে না বলছেন?" বিমলবাবু উত্তর দিলেন, "একদম পাচ্ছে না। এই দালাল বেটাদের একবার দেখুন।"

বকুল উপাধ্যায়কে দেখতে পাঠালো। কাছেই সিটি বুকিং অফিস। উপাধ্যায় দেখে এসে বিমলবাবুর অভিযোগকে সমর্থন করল। বকুল তখন থানা থেকে জনা পাঁচেক লোক নিয়ে একজন অফিসারকে তার কাছে রিপোর্ট করতে বলল। বুকিং অফিস থেকে যেখান যেখান দিয়ে পালাতে পারে সেখানে লোক নিযুক্ত করে বকুল গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকল। তাকে দেখে দালালরা যে যেদিকে পারল পালাতে গেল। যারা পালাতে গেল তারাই বকুলের লোকের কাছে ধরা পড়ল। বারো জন দালাল ধরা পড়ল। অফিসে নিয়ে এসে বকুল জিজ্ঞেস করল, "কেন আপনারা এরকম করেন? আপনাদের জন্য সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।" টিকিট ব্ল্যাকারদের মধ্যে একজন কমবয়সী ছেলে ছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, "কি করব স্যার? মাধ্যমিক পাশ করেছি। কোনো চাকরি পাই নি। বাবা মারা গেছে। মা আছে, তিনটে ছোট ছোট ভাই বোন আছে। টিকিট ব্ল্যাক না করলে কেউ খেতে পাবে না।" আর সকলে সমস্বরে বলতে লাগল, "স্যার আমাদেরও ওইরকম অবস্থা।" এরকম অবস্থা হলে টিকিট ব্ল্যাক না করে তারা কি করবে? তার ইচ্ছে করে

ওদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাহলে সাধারণ যাত্রীরা টিকিট পায় না। বকুল তাদের আর কিছু জিজ্ঞেস না করে থানায় পাঠিয়ে দিল। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ কি কাজ সে নিয়েছে? বড় বড় চোর-ডাকাতদের সে কিছু করতে পারে না। অসহায় লোকগুলিকে ধরে জেলে পাঠায়। যদি এই ক'জনকে ছেড়েও দেয়, তাহলে এরা টিকিট কিনে বেশি দামে বিক্রি করবে। তাতে এদের ক'জনের লাভ হতে পারে। কিন্তু অনেক বেশি সংখ্যায় সাধারণ যাত্রী বঞ্চিত হবে। কারণ বেশি পয়সা দিয়ে টিকিট তারাই কিনবে যাদের বেশি পয়সা আছে।

বকুল ওপরে উঠে গেল। জামা খুলতে গিয়ে চিঠিটায় হাত পড়ল। বকুল পাজামা পাঞ্জাবি পরে চিঠিটা নিয়ে বারান্দায় খোলা ছাদের ওপর এসে বসল। রোজির কথা মনে পড়তে তার মনটা ব্যথায় ভরে গেল। রোজির সঙ্গে তার বিয়েটা না হলেই বোধ হয় ভালো হত।

বকুল সাধারণ ঘরের ছেলে। তার বাবা কৃষিমজুর। পরের জমিতে সারাদিন হাড়ভাঙা কাজ করে সে 'পাঁচ সিকে' খরচ পায়। তবুও তার কি সখ হ'ল, সেই পাঁচ সিকের এক সিকি দিয়ে একটা শ্লেট কিনে আর এক আনায় একখানা 'চার পয়সা' দামের বই কিনে সে বড়ছেলে বকুলকে পাশের গ্রামের 'পিরাইমারি ইস্কুলে' পাঠায়। তার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে বকুল প্রথম থেকে মাস্টার মশায়ের 'লজরে' পড়ে যায়। গাঁয়ের মুনিষ খাট্যা খাওয়া আবদুলের ব্যাটা বকুল পিরাইমারি ইস্কুলে পাস করে হাই ইস্কুলে যায়।

সকালে উঠে সে গরুর জন্যে ঘাস কাটে। তারপর এক পহর ব্যালায় মাঠে 'পানি খাবার' দিয়ে সে ইস্কুলে যায়। আবার ইস্কুলে থাক্যা আস্যা সাঁঝের ব্যালা মাঠে গোরু লিয়ে যায়। এই করে হাই ইস্কুলে পাস হয়। এবার বাপের ইচ্ছে বকুল একটা চাকরি লেয়। কিন্তু বকুল আরও পড়তে চায়। সে জেদ করে কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু হোস্টেলে থাকার কথা দূরে থাক, কলেজের বই কেনার পয়সাও তার বাবার নেই। চল্লিশ কিলোমিটার পথ বাসে চেপে সাত কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে তাকে কলেজ যেতে হয়। যেতে-আসতে বাসে ভাড়া লাগে। সে ভাড়ার জন্য তাকে কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রাইভেট পড়িয়ে ফিরতে হয়। সকাল সাতটায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে কোনদিন রাত বারোটা কোনদিন একটা বেজে যায়।

তখন বকুলকে ভালোবাসার কথা ভাবতে পারে, দুনিয়াতে এমন কোনো মেয়ে ছিল না। তাকে দেখলেই গরিব গরিব মনে হ'ত। পরনে সোডায় কাচা সস্তা সুতির কাপড়। মুখে অপুষ্টির চিহ্ন। বুকে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। সে ক্ষোভ কারো কাছে গুরুত্ব না পাওয়ার। সে ক্ষোভ কিছু করতে না পারার। বকুলের খুব ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা করে বড় হবার। কিন্তু বি. এস.-সি.-র রেজাল্ট তার এত খারাপ হল যে এম. এস-সি তে ভর্তি হওয়ার কোনো সুযোগ রইল না। বকুল বড় হতে ব্যর্থ হয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্য একটা চাকরির খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু গরিব মানুষের ছেলে, যার ধরাধরির কেউ নেই, সে চাকরি খুঁজলেই চাকরি এসে তার হাতে ধরা দেয় না। বকুল অনেক চেষ্টা করে অনেক জায়গায় দরখাস্ত করে কোনো ফল পেল না। তখন সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেখানেও পয়সার দরকার। ফর্ম

আনাতে পয়সা। ফর্মের সঙ্গে পোস্টাল অর্ডারের জন্য পয়সা। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য পয়সা। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পত্র-পত্রিকা ও বই কেনার জন্য পয়সা। পয়সার দরকার অনবরত। সেই পয়সার যোগানের জন্য বকুল কয়েকটা ছেলেমেয়েকে প্রাইভেট পড়াতে শুরু করল। এতে তার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির সময় কমে গেল বটে। কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। বাবা তাদের জন্য দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থাই করে উঠতে নাজেহাল। তার কাছ থেকে এসবের জন্য পয়সা আশা করা যায় না।

বকুল ক্লার্কশিপ পরীক্ষা থেকে মিসলেনিয়াস রেলের গার্ড, ব্যাঙ্কের পি.ও., এমনকি সিভিল সার্ভিস—সবরকম পরীক্ষার জন্য ফর্ম ফিলআপ করতে লাগল। বছরখানেক এরকম পরীক্ষা দেওয়া-দেওয়ি করে সে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কনিষ্ঠ কেরানির একটা চাকরি পেল। বেতন চারশ তিরিশ টাকা। বকুলের কাছে তখন সেইটাই অনেক। বকুল জয়েন করল। কিন্তু থাকবে কোথায়? বেতনের সব টাকাটা দিলেও নাকি কলকাতায় একটা ঘর পাওয়া যাবে না। তাহলে যারা চারশ তিরিশ টাকা বেতন পায় তারা থাকে কি করে? বড়বাবু এক গাল হেসে বলল, "কেউ থাকে না। সব ট্রেনে বাসে করে ভোরবেলায় আসে। আবার সন্ধ্যা-বেলায় ফিরে যায়। যাদের আগে থেকে কলকাতায় বাড়ি আছে তাদের কথা আলাদা। আর কয়েকজন কেরানি, যাদের কোনো উপায় নেই, তারা অনেকে মিলে ঠাসাঠাসি করে কোনো মেসে থাকে। বকুল সপ্তাহখানেক ঘোরাঘুরি করে পা ব্যথা করে ফেলল। কিন্তু কোথাও একটু মাথা গোঁজার ঠাই পেল না। অবশেষে সে হাজির হল সহপাঠী খালেকের কাছে।

খালেক তার সঙ্গে কলেজে পড়ত। এক বছর ড্রপ দিয়ে এখন বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে এম.এস.- সি পড়ছে। কলেজের হোস্টেলেই থাকে। খালেক বকুলকে ক'দিনের জন্য থাকতে দিতে রাজি হ'ল। কিন্তু মুশকিল হল ঘরটিতে অন্য একটি ছাত্রও থাকে। ব্যবস্থাটি তার পছন্দ হল না। সে সময়ে অসময়ে তার অসন্তোষের কথা প্রকাশ করতে থাকল। বকুলের উপায় নেই সে অন্য কোথাও যায়। তাকে অবজ্ঞা সহ্য করেই থাকতে হল। তবে হোস্টেলের ঘরে বকুল বেশীক্ষণ থাকত না, সকালে উঠেই ব্যাগটা নিয়ে রাইটার্সে রওনা হয়ে যেত। আর সকলে আসার আগে সে অফিসে বসে বসে সে যতটুকু পারত পড়ে নিত। সকলে আসলে, রাইটার্সের মধ্যেকার ক্যানটিন থেকেই খেয়ে আসত। বিকেলে রাইটার্স থেকে বেরিয়ে সে সোজা চলে যেত ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে। সেখানে আটটা পর্যন্ত পড়ে, বাস ধরে বালিগঞ্জ ফিরত। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে বাস থেকে নেমে সস্তা হোটেলে খেয়ে হোস্টেলে ফিরত।

এই রকম করেই সে সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে দিল। ফল বের হলে দেখা গেল বকুল আই. পি. এস. পেয়েছে। রাতারাতি সে গুরুত্বপূর্ণ লোক হয়ে গেল।

হায়দ্রাবাদে এক বছর ট্রেনিং নিয়ে কাশ্মীরে আর্মি অ্যাটাচমেণ্ট সেরে বকুল এল ব্যারাকপুরে। পুলিস ট্রেনিং কলেজে তিন মাস ট্রেনিং করার পর প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য তাকে পাঠানো হল মুর্শিদাবাদ জেলায়। বহরমপুরে তার থাকার জন্য স্কয়ার ফিল্ডের উত্তর দিকে একটি ফ্ল্যাট দেওয়া হ'ল। অল্প ক'দিনের মধ্যেই এস. পি, ডি. এম., সহ জেলার অফিসারদের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল। তবে আবেদীন সাহেবের সঙ্গে ভাবটা

একটু বেশিই হ'ল। তিনি তখন সদরের এস. ডি. ও.। বকুলের বাসার উত্তরে পুলিস লাইন। তার উত্তরে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর তাঁর বাংলো। আবেদীন সাহেব একদিন বকুলকে তার বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বকুল আবেদীন সাহেবের বাংলোয় খেতে গিয়ে দেখল আবেদীন সাহেবরা অনেক বেশী পরিমানে রক্ষণশীল। আবেদীন সাহেবের স্ত্রী কেমন আড়ালে আড়ালে থাকছেন। বাড়ির অন্যান্যরাও যেন কিরকম। তার বাবা মাঠে কাজ করে খায়। মা সচরাচর মাঠে যায় না। তবে বাড়িতে সব রকম কাজ করে। দরকার পড়লে মাঠে জল খাবার দিতেও যায়। কিন্তু তাদের বাড়ির বাবা-মায়ের ঋজু সম্পর্ক এখানে নেই। তারপর মস্ত বড় আলখাল্লা পরা এক পীর সাহেব। সে নাকি কোথা থেকে এসেছে। ক'দিন থাকবে। মাঝে মাঝেই আসে। বকুলদের বাড়িতে এই আপদটাও ছিল না। বকুলের ভালো লাগল না। তবে আবেদীন সাহেবের মেয়ে রোজিকে বকুলের খুব ভালো লাগল। সে নাকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এস-সি পড়ে। পুজোর ছুটিতে বাবা-মার কাছে এসেছে। কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ। আর দেখতেও সুন্দরী। প্রথম আলাপেই রোজির সঙ্গে বকুলের ভাব হয়ে গেল। বকুল একদিন আবেদীন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করল। আবেদীন সাহেব রোজিকেও নিয়ে এলেন। যাতায়াত চলতেই লাগল।

একদিন বিকেলে রোজি বকুলের বাসায় এসে বলল, "মুর্শিদাবাদে তো ট্রেনিং নিচ্ছেন। কিন্তু যে শহরের নাম অনুসারে জেলার নাম হ'ল সেই শহরটায় একবার গেছেন? যান নি? কাল সকালে আমরা হাজার দুয়ারী দেখতে যাচ্ছি। আপনিও চলুন না।" আর বেশি কিছু বলতে হ'ল না। বকুল রাজি হয়ে গেল। পরেরদিন আবেদীন সাহেবের গাড়িতে করে লালবাগ গিয়ে হাজার দুয়ারী, ইমামবাড়া, কাটরা মসজিদ, জাহান কোষা, কাঠগোলা বাগান এমনকি গঙ্গাপারের খোশবাগ দেখে এল। রোজি সব সময়ই বকুলের কাছাকাছি থাকল।

দু'দিন পরে রোজি আবার এল। "কল্পনায় একটা সুন্দর বাংলা ছবি এসেছে—হারানো সুর। যাবেন?" এবার আর সঙ্গে কেউ নেই। কেবল বকুল আর রোজি। সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে রোজি বলল, "সিনেমা হলে এত ভিড়! একটা কথা বলার উপায় নেই। তার চেয়ে চলুন একদিন কর্ণসুবর্ণে যাই। নিরিবিলি জায়গা। প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে।"

"সেটা কোথায়?"

"কেন শোনেন নি? সেই যে শশাঙ্কের রাজধানী। সেই শশাঙ্ক যে হর্ষবর্ধনকে হারিয়েছিল।"

"সেটা শুনেছি। কিন্তু কোথায়?"

"এই তো ক'মাইল হবে। গঙ্গার ওপারে খাগড়াঘাট স্টেশন থেকে দক্ষিণে কয়েকটা স্টেশন গেলেই চিরুটি। ওখানেই কর্ণসুবর্ণ। এখন খননকার্য চলছে। মাটি খুড়ে শশাঙ্কের রাজধানী বের করেছে। আপনার ভালো লাগবে। যাবেন?"

বকুলের জীবনে আর কোনো যুবতী এত আপন করে কথা বলেনি। সে না বলতে পারল না। পরের রবিবারে আবেদীন সাহেবের গাড়ি তাদের স্টেশনে নামিয়ে দিল। তারা ট্রেন ধরে কর্ণসুবর্ণ স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে শশাঙ্কের রাজধানীতে গেল। সেখানে

রোজি বকুলকে কত কথা বলল। ঐ যে চারিদিকে নিচু মতো দেখছেন। ওটা আসলে পরিখা ছিল। আর এই যে এই স্ট্রাকচারটাকে ঐতিহাসিকরা শিবমন্দির বলে মনে করছেন। আর প্রাচীরে বড় বড় পাথরের চাই তো দেখছেনই। এইগুলো দেখেই তো ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখেছেন।"রোজি উঁচু ঢিবিটার ওপর গিয়ে বসে পড়ল। বকুলও তার পাশে গিয়ে বসল। কথায় কথায় বেলা পড়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় তারা এসে ট্রেন ধরল। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে রোজি এসে কাঁদতে লাগল। "তোমার সঙ্গে মেলামেশার জন্য ক'দিন থেকেই অশান্তি হচ্ছে। কাল ফিরতে রাত হয়েছে বলে আব্বা খুবই রাগারাগি করেছেন। আমি বলেছি, আমরা বিয়ে করব। কিন্তু আব্বা কিছুতেই শুনছেন না।" রোজির কান্নার মধ্যেই আলখাল্লাপরা পীরসাহেব এসে শুরু করল, "রোজি খুব ভালো মেয়ে। ওর ওপরে আল্লার দুয়া আছে। তুমি রাজি হয়ে যাও।" বকুল রাগ সামলাতে না পেরে পীর সাহেবকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। কিন্তু রোজি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যে বকুলকে কথা দিতেই হ'ল যে সে তাকে বিয়ে করবে। তবে গ্রামের বাড়িতে তার থাকার মতো ঘর নেই। দু' কুঠরি ঘর তৈরি হয়েছে। ছাদটা ঢালাই করলেই হয়ে যাবে। আর একটা বাথরুম করতে হবে। মাস তিনেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। তারপর সে বিয়ে করবে। রোজি তাতেই খুশি। সে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় এসে আবার মায়াকান্না জুড়ল, "আব্বা বলছেন, এখন বিয়ে করবে না তো এত মেলামেশা করল কেন? আর বিয়ে না হলে আমাকে তোমার সঙ্গে মিশতে দেবে না। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তুমি আমাকে এখুনি বিয়ে কর।" রোজির ব্যবহারে তার প্রতি যে ভালো লাগা ছিল সেটা উড়ে গিয়ে বকুলের মনে বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি হ'ল। তবুও রোজি এমন ছিনে জোঁকের মতো লেগে রইল যে বকুলকে বিয়ে করতেই হল।

স্কয়ার ফিল্ডের পূর্ব দিকে এস. পি.-র অফিসে বকুলের ট্রেনিং হচ্ছে। নিচেই ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রারের অফিস। বকুল একদিন সেখানে গিয়ে রোজির সঙ্গে তার বিয়ে রেজিস্ট্রি করে এল। আবেদীন সাহেব খাট আর লেপ-তোষক নিয়ে হাজির হলেন। রোজির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। খাটটা ঠিক মতো পেতে দেবে। ফ্রিজের দোকানে বলে দিয়েছি। কাল সকালেই দিয়ে যাবে। আর তুই কোন্ টি.ভি. নিবি বললেই আমি বলে দেব।" বকুল বিছানার ওপর বসেছিল। বিছানা বলতে অবশ্য একটা সস্তা চৌকির ওপর একটা শতরঞ্চি। তার ওপরে একটা চাদর। একদিকে একটা বালিশ। অন্যদিকে লেপ গোটানো। সে বলল, "বিয়ের আগেই তো কথা হয়েছে যে আপনার বাড়ি থেকে কোনো কিছু নেব না, আপনার বাড়িতেও যাব না। তারপরেও আপনি...."।

"ও সব তো তোমার রাগের কথা বাবা। এখন হচ্ছ তুমি আমার জামাই । জামাইও যা ছেলেও তাই। তাই তুমিই বলছি।..."

"তুমি বলুন। তবে খাট-লেপ-তোষক সব নিয়ে যান। আর ফ্রিজ বা টি.ভি.-ও যেন না আসে। তাহলে ফেরত যাবে।"

আবেদীন সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে লেপ-তোষক নিয়ে ফিরে গেলেন। রোজি

দেখল এখানে থাকলে তাকে তোষকহীন চৌকির ওপরই শুতে হবে। সেও বাবার বাড়িতে চলে গেল। দু'দিন পরেই সে কলকাতায় চলে গেল। পুজোর ছুটির পর ক্লাস শুরু হয়েছে।

বড়দিনের ছুটিতে সে বহরমপুর এল। বকুলের ততদিনে ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। রানাঘাটের এস. ডি. পি. ও. হিসেবে তার পোস্টিং হয়েছে। সেখানে জয়েন করার আগে সে একবার গ্রামের বাড়িতে যেতে চায়। বকুলের মাবাবা অনেক কষ্ট করে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। ছেলে এখন বড় চাকরি পেয়েছে। মা বাবার আশা ছিল বড় ছেলের বিয়েতে তারা খুব আনন্দ করবেন। কিন্তু কখন ছেলের বিয়ে হয়ে গেল তারা জানতেই পারলেন না। দুঃখ পাওয়ারই কথা। তবুও বকুলের মা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। বৌমার জন্য তিনি একটা মালা (সোনার হার) গড়িয়েছেন। বকুলকে বলেছেন, "যত তাড়াতাড়ি পারিস বৌমাকে একবার নিয়ে আসিস। আমি মালা দিয়ে মুখ দেখবো।" তাই বকুলের ইচ্ছে রোজিকে নিয়ে যায়। রোজি প্রস্তাব শুনেই ঘাড় বাঁকিয়ে বসল, "তোমার এখানকার বাড়িরই যা ছিরি! গ্রামের বাড়ি নিশ্চয় আরও বিচ্ছিরি হবে। তাছাড়া তোমাদের বাড়িতে বাথরুম নেই।" লজ্জায় ঘৃণায় বকুল আর কোনো কথা বলতে পারল না।

রানাঘাটে জয়েন করেই বকুল কৃষ্ণনগর থেকে নিসার আহমেদ নামে একজনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেল। চিঠিটা পড়তে গিয়েই বকুলের মাথার মধ্যে যন্ত্রণা করতে লাগল। নিসার লিখেছে,

মহাশয়,

আমাকে আপনার চেনার কথা নয়, তবে আপনার স্ত্রী রোজি আমাকে ভালো করে চেনে। আমি এখানে একটা কলেজে পড়াই। আমার বাবা অ্যাডভোকেট। রোজির বাবা আবেদীন সাহেব যখন এখানে সিনিয়র ডি. সি. ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তারপর রোজির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ওঠে। সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে রোজি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসত। কোনো কোনো দিন রাতেও থেকে যেত। তিনটে রাতের কথা তো আমার খুব পরিষ্কার মনে পড়ে। (আপনি চাইলে তারিখগুলোও দিতে পারব।) আমিও রোজিদের বাড়ি যেতাম। এবার পুজোর ছুটিতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম যে ও বাড়ির কেউই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না। রোজি মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গিয়েছিল। আমি ফিরে আসছিলাম। দেখলাম রোজিরা ফিরল, সঙ্গে একজন অপরিচিত ছেলে। বুঝলাম রোজি নতুন শিকার পেয়েছে। সেদিনই হয়ত আপনাকে এসব কথা বলা উচিত ছিল। তবে সেদিন আপনি আমার কথার অন্য মানেও করতে পারতেন। আজও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এচিঠি আপনাকে লেখা উচিত হচ্ছে কিনা। তবে আমার মন বলছে, এ কথাগুলো আপনার জানা উচিত। এতে কোনো সুবিধা না হোক, অনেক অসুবিধা হয়তো এড়াতে পারবেন। আপনাদের জীবন সুন্দর হোক। ইতি,

— নিসার আহমেদ।

বকুল রোজির হাতে চিঠিটা দিল। পড়ে সে বলল, "আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে বাড়িয়ে লিখেছে।" বকুল শান্ত কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে জানতে চাইল, "বাড়িয়ে হয়তো লিখেছে। কিন্তু ওদের বাড়িতে গিয়ে রাত কাটানোর কথাও কি বাড়ানো?" রোজি এর কোনো উত্তর দিল না। বকুল বুঝল, কারো সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য রোজিকে নতুন করে বলার কিছু ছিল না। তার সঙ্গে মেলামেশার জন্য রোজিকে তার বাবার বকুনি আসলে তাকে বধ করার জন্য বিছানো ফাঁদের অংশমাত্র। ফলে রোজির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে গেল।রোজি এম.এস-সি.পাশ করে বহরমপুর গার্লস কলেজে কাজ নিল। বকুলও রানাঘাট থেকে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেল।

প্রায় বছর দুয়েক তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বকুল তখন বর্ধমানে অ্যাডিশনাল এস. পি.। একদিন দুপুরবেলায় হঠাৎ রোজি তার অফিসে হাজির হয়ে বলল, "দোষ বল, ভুল বল যা হবার হয়ে গেছে। তাই বলে আমাদের দু' দুটো জীবন এভাবে নষ্ট করব? আমাদের যে জীবনটা চলে যাচ্ছে তা কি আর ফিরে আসবে? আমরা চেষ্টা করলে একটু ভালো থাকতে পারি না?" বকুলের কথাগুলো ভালো লাগল। সে রোজিকে বাংলোতে নিয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গেল। তারপর থেকেই রোজি মাঝে মাঝে বকুলের কাছে আসত। বকুলও সময় পেলে বহরমপুর আসত। কিন্তু ইতিমধ্যে কলেজে জয়েন করল হাফিজ। হাফিজের যেমনি চোয়াড়ে চেহারা, তেমনি কালো কুচকুচে রং। কালো কুচকুচে রংয়ের ছেলেদের প্রতি রোজির চিরকালের দুর্বলতা। নিসারের সঙ্গে যে রোজির ভাব হয়েছিল তার অন্যতম কারণ তার কালো কুচকুচে রং। রোজি হাফিজের প্রতি আকৃষ্ট হল। বকুল সেটা জানতে পেরে মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে লাগল। সে রোজির কাছে আসা ছেড়ে দিল। রোজির যাওয়াও কমে গেল। বকুল প্রথমে ভেবেছিল, কাজের চাপেই রোজি যেতে পারছে না। কিন্তু বামনাবাদ থেকে আসার পথে সে যা দেখে এসেছে...। বকুল আর ভাবতে পারছে না। সে রোজির চিঠিটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল।

বকুল সেই যে রাত দুপুরে এসে আবার তক্ষুণি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে, তারপর মাস ছয়েক হয়ে গেল, তুমি আমাকে একটা চিঠিও দিলে না। আমার মনে হয়, তোমার মনে আমার জন্য আর একটুও স্থান নেই। এই অবস্থায় আমাদের মিথ্যা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। এ ব্যাপারে তুমি কি ভাবছ আমাকে জানিও। ইতি, – রোজি।

বকুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল,তারপর ঘরে এসে লিখতে বসল

রোজি,

তুমি যদি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি দরখাস্ত কর। আমি বাধা দেব না। তবে আমি নিজে থেকে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যাব না. ইতি – বকুল।

চোদ্দ

এবারকার নেহরু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বৈকুণ্ঠপুরে হওয়ার কথা হচ্ছে। তার জন্য স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ হয়েই আছে। পশ্চিম দিকের জমিটা রেলের। কথায় বলে, কোম্পানিকা মাল দরিয়া মে ডাল। তা ঐ জমিটা দরিয়াতে না ডাললেও অরক্ষিত পড়ে ছিল। বিভিন্ন সময়ে কিছু আশ্রয়হীন লোক এসে সেখানে আস্তানা গেড়েছে। তাদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার রেলের ছোট - বড় বাবুরা এসেছেন। তাদের পকেটে কিছু টাকা ঢুকেছে। তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেছেন। জমি দখল-মুক্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছে যে তাদের উচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ভোটের গন্ধে গন্ধে পার্টির লোকেরা এসে ঢুকে পড়েছে। নীল পার্টি তো ঐ জমির ওপর একটা পার্টি অফিসই বানিয়ে ফেলেছে। রেল কর্তৃপক্ষ আর জমিটাকে দখলে নেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। যেন ছাড়তে পারলেই বাঁচে। ফলে স্টেডিয়াম কমিটি যখন জমিটা কিনতে চাইল তখন রেল কর্তৃপক্ষ খুব সহজেই রাজি হয়ে গেল। এমনকি দাম তারা কিস্তিতে নিতেও রাজি গতকাল জমিটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। কিন্তু জমিতে জবরদখলকারীরা এখনও বসে আছে। স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের তুলে দিতে হবে। স্টেডিয়াম কমিটির অফিসে তার মিটিং। স্টেডিয়াম কমিটির সেক্রেটারি আকাশ রায় বলল, "এটা বৈকুণ্ঠপুরের প্রেস্টিজের ব্যাপার। স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ না হলে খেলা হবে না। যে করেই হোক ওদের তুলতেই হবে। এস. ডি. ও. ভজনরাম চেয়ারের ওপর সক্রিয় হয়ে উঠল। দু'য়েকবার নড়ে চড়ে বসে, টেবিলে হাত ঘসতে ঘসতে বলল, "কোই বাত নেহি। হোয়ে যাবে। কি বলেন অ্যাডিশনাল সাব?" অ্যাডিশনাল সাব অর্থাৎ বকুল। বকুল বলে, "হ্যাঁ ওরা যখন গরিব মানুষ তখন কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ আনতে পারবে না। আর কোনো পার্টি পাশে না দাঁড়ালে দল বাঁধতেও পারবে না। জোর করে তুলে দিলেই হয়ে যাবে। তবে একটা অলটারনেটিভ ব্যবস্থা না করলে খুব খারাপ দেখাবে।"

"অলটারনেটিভ ব্যবস্থা বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন?" আকাশ বাবু জানতে চাইল। বকুল বলল, "কোন জায়গায় যদি ওদের এক টুকরো জমি দেওয়া যায়।"

এম. এল. এ গৌর কুন্ডু এতক্ষণ চুপ করে আলোচনা শুনছিলেন। বকুলের প্রস্তাব শুনে তার গা জ্বালা করে উঠল। তিনি ঝাঁঝের সুরে বলে উঠলেন, "তাহলে তো সবাই এসে সরকারি জমি দখল করে বসবে।" স্টেডিয়াম কমিটির সদস্য পরেশ বোস এক পাশে বসেছিল। সে এবার নড়েচড়ে বসল। এই মিটিঙে সেই একমাত্র নীল পার্টির লোক। তবে নীল পার্টির প্রতিনিধি হয়ে সে মিটিঙে আসেনি। লোকে বলে, আগে সে ছিল নীল পার্টির লোক। তবে এ রাজ্যে লাল পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকে তার লালেদের সঙ্গেই মাখামাখি বেশি। তাই নীল পার্টির লোকেরা এখন তাকে বিদ্রুপ করে।

বলে লাল-নীল। তা সে বিদ্রূপ গায়ে মাখার লোক সে নয়। সে 'কাজের লোক'। কাজ করতে গেলে যদি লাল পার্টির লোকেদের সঙ্গে ওঠা বসা করতে হয়, সে তা করতে পারে। কাজ করা তো বন্ধ করতে পারে না। সে বলল, "এম. এল. এ সাহেব ঠিকই বলেছেন। জবরদখলকারীদের জমি দিতে গেলে গভরমেন্ট তো ফতুর হয়ে যাবে।"

বকুল বলল, হ্যাঁ তার জন্য আপনার চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে যাদের জমি জায়গা আছে বা আর্থিক অবস্থা ভালো সেরকম জবরদখলকারীদের জমি দেওয়ার কথা আমি বলছি নে। তবে আমি যতটা জেনেছি, তাতে এখানে যারা আছে তাদের নিজস্ব কোন জায়গা জমি নেই। জায়গা জমি কেনার মতো আর্থিক সংস্থানও তাদের নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওদের ঝুপড়িগুলো ভেঙ্গে দিলে ওরা যাবে কোথায়?

ভজনরাম নড়ে বসল। যেমন পরেশ বোস তেমন ভজনরাম। এম. এল. এ. সাহেব কি চান জানা হয়ে গেছে। অতএব তাকে কি বলতে হবে সেটাও তার জানা হয়ে গেছে। সে বলল, 'ওরা যেখান থেকে এসেছিল। সেখানে চলে যাবে।"

বকুল উত্তর দিল, "সেটা কোন যুক্তিপূর্ণ কথা হল না। হয় তো দেখা যাবে, এখানে ঝুপড়ি গড়ার আগে ওরা রাস্তার ধারে পড়ে থাকত, বা স্টেশনের প্লাটফর্মে শুয়ে থাকত। এখানে অনেক দিন আছে। এখন বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করে ওদের ঝুপড়িগুলো ভেঙ্গে দিলে সেটা অমানবিক কাজ হবে।"

আকাশবাবু বলে উঠল, "তাহলে তো স্টেডিয়াম কোনদিনই হবে না।" বকুল বলল, "স্টেডিয়াম হবে না কেন? স্টেডিয়াম হোক। সঙ্গে সঙ্গে অসহায় লোকগুলোর জন্যও একটা ব্যবস্থা হোক।" পরেশ বোস অভিভাবকের মতো মীমাংসা করে দিল, "এম. এল. এ. সাহেব আছেন। ওদের সঙ্গে কথা বলে যা হয় ব্যবস্থা করবেন। এখন কথা হোক।"

আকাশবাবু এস. ডি. ও. ভজনরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে দিন কবে ঠিক হবে?"

ভজনরাম বলল, "আগামী কালই ভালো। কোর্ট টোর্ট বন্ধ। কোন রিস্ক নেই।" আকাশবাবু ভজনরামের ভরসা পেয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুভাষবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তাহলে আপনি আপনার লোকজনকে বলে দিন।" সুভাষবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আকাশবাবু এবার বকুলের দিকে চেয়ে বলল, "তাহলে আপনি একটা ফোর্সের ব্যবস্থা করুন। আপনি নিজে থাকলে আরও ভালো হয়। বকুল বলল, "আমি নিজেই থাকব। তবে পুলিশের কাজ হবে যারা কাজ করবে তাদের নিরাপত্তা দেখা। তারা কেউ ঝুপড়ি ভাঙতে যাবে না।" আকাশবাবু বলল, "না, না, তার দরকার হবে না। কন্ট্রাক্টারের লোকেরাই সেসব করবে।" ভজনরামের দিকে চেয়ে সে জানতে চাইল, "এস. ডি. ও. সাহেব নিশ্চয় থাকছেন?" ভজনরাম উত্তর দিল, "হুঁ, থাকতেই হবে।" মিটিং শেষ হয়ে গেল।

বকুল গাড়িতে উঠছিল। তার বিশ্বস্ত একজন ইনফর্মার দূর থেকে সঙ্কেত করল, খবর আছে। বকুল দাঁড়িয়ে থাকল। ভিড়টা একটু হালকা হলে তার কাছে এগিয়ে গেল। সে

জানাল, গুরুং বস্তির কমলনাথ শর্মা হেরোইনের পাইকারী ব্যবসা করছে। তার ব্যবসার এত রমরমা যে লাভ দিয়ে সে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনেছে।

কিছুদিন যাবৎ বৈকুণ্ঠপুরে হেরোইনের ব্যবসা খুব বেড়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় হেরোইনের ঠেক হয়েছে। তার অফিস থেকে একটু দূরে, আশ্রমপাড়ার বটতলায় এরকম একটা ঠেক হয়েছে। হেরোইন আসক্ত হয়ে বাচ্চা ছেলেরা সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই তাকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কয়েকদিন আগে বৈকুণ্ঠপুর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন থেকেও তার কাছে এসেছিল। তারপর সে ছোটখাটো রেইড করেছে। কিন্তু তাতে সব চুনোপুটি ধরা পড়েছে। শোল-বোয়াল কেউ জালে ধরা পড়ে নি। সেজন্য বকুল লোক লাগিয়েছিল। ইনফর্মারের খবর যদি ঠিক হয় তবে এবার একটা বড় মাছ ধরা পড়বে।

অফিসে ফিরে বকুল ভাবতে লাগল, কিভাবে কমলনাথকে ধরা যায়। ড্রাগের কেস এমনিই, যে একদম পিন পয়েন্টেড ইনফরমেশন ছাড়া রেইড করে লাভ নেই। ড্রাগ পাওয়া যাবে না। আর ড্রাগ পাওয়া না গেলে কোন কেসই নেই, পারমিট জাল কেসটাতে প্রদীপ খুব ভালো অভিনয় করেছিল। বকুল প্রদীপকে ডেকে বলল, "গুরুং বস্তির কমলনাথ হেরোইনের ব্যবসা করছে। আমি ওকে বমাল সমেত ধরতে চাই। আপনি নেশাখোর সেজে চলে যান। প্রথমে অল্প করে হেরোইন কিনুন। তারপর বলুন যে আপনি ব্যবসা করার জন্য বেশি করে কিনতে চান। কখন দিতে চায় সেটা জেনে আসুন।" বকুল পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার দুটো নোট বের করেপ্রদীপের হাতে দিল। প্রদীপ নোট দুটো নিয়ে চলে গেল।

বকুল ভিজিটরদের ডাকতে লাগল। ব্রডওয়ে হোটেলের মালিক অশোক সরকার এসে বলল, "স্যার পাড়ার ক'টি মস্তান আমার হোটেলে এসে খাচ্ছে, কিন্তু পয়সা দিচ্ছে না। উপরন্তু নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছে। আপনি যদি একবার ওদিক থেকে ঘুরে আসেন তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।" বকুল বলল, "আমার যাওয়া দরকার হলে অবশ্যই যাব। তবে আমি প্রথমে খোঁজ নেব। যাই হোক, আমি ব্যাপারটা দেখব।" অশোক সরকার নমস্কার করে চলে গেল।

রিডারবাবু এসে বলল, "স্যার ডি. এম সাহেব কথা বলতে চাচ্ছেন। বকুল ফোন তুলে বলল, "বকুল বলছি, নমস্কার স্যার।" ডি. এম. মিত্রের গলা ভেসে এল, "বকুল, কেমন আছেন।"

"ভালো আছি স্যার।"

'আপনি নাকি মনতোষ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রসিডিং করছেন?"

"প্রসিডিং আমি করছি না স্যার। এস. ডি. ও. সাহেবের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছিল। আমি এস. পি. সাহেবের কাছে ফরওয়ার্ড করেছিলাম। উনি প্রসিডিং করছেন।"

"যাই হোক। কিন্তু ঐ মহিলাকে আপনারা রক্ষিতা বলছেন। কিন্তু ওর সঙ্গে যে মনতোষ ভট্টাচার্যের বিয়ে হয়েছে তা আপনি জানেন?"

"কি করে সম্ভব স্যার? ওনার আগের স্ত্রী যে এখনও বেঁচে আছেন।"

"তা থাক। কিন্তু মনতোষ ভট্টাচার্য মহিলাকে মিলিকের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর পরিয়েছে। তারপর দুজনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে ছবি তুলেছে। আমার কাছে ছবি আছে। আপনাকে আমি দেব।"

"স্যার প্রসিডিং-এর ফাইলটা এখন এস. পি. সাহেবের কাছে। ছবিটা ওনার কাছেই পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়।"

"আচ্ছা তাই পাঠিয়ে দেব। আর সব খবর কি রকম?"

"সব ঠিক ঠাক স্যার।"

"ছাড়ছি।"

"নমস্কার স্যার।"

"নমস্কার"।

ফোন নামিয়ে রেখে বকুল আবার অফিসের কাজে মন দিল। ঘন্টাখানেক বাদে প্রদীপ ফিরে এসে বকুলকে একটা পুরিয়া দিল। হেরোইনের পুরিয়া। বকুল খুলে দেখল, ময়দার মতো সাদা একটুখানি পাউডার। প্রদীপ বলল, "স্যার একে বলছে হোয়াইট সুগার। এই এক পুরিয়ার দাম পঞ্চাশ টাকা। বাদামী মত আরেক রকম আছে। ব্রাউন সুগার বলছে। ওর এক পুরিয়ার দাম ষাট টাকা। আমি স্যার দু'রকমই নেব বলছি। সন্ধ্যার সময় যেতে বলেছে।

সন্ধ্যার সময় প্রদীপকে পাঠিয়ে দিয়ে বকুল তার দলবল নিয়ে ফাঁদ পেতে রইল। কাঠের ব্রিজটার কাছে দোকানে বসে বকুল প্রদীপের দিকে নজর রেখেছে। কিছুক্ষণ পরে এক স্বাস্থ্যবান ফর্সা ছেলে প্রদীপের কাছে এল। প্রদীপ তার সঙ্গে কথাই বলে যাচ্ছে। কিন্তু কথামত সঙ্কেত দিচ্ছে না। বকুল অস্বস্তি বোধ করছে। সে ঠিক করতে পারছে না, কি করবে? খানিকক্ষণ বাদে প্রদীপ ছেলেটির সঙ্গে কথা বন্ধ করে ফিরে এল। বকুল চায়ের দোকান থেকে উঠে আসতেই প্রদীপ বলল, "আগে টাকা চাইছে। বলছে টাকা দিলে বাড়ি থেকে মাল এনে দেব। আমি বলেছি মাল হাতে না পেলে টাকা দেব না।" বকুল জানতে চাইল, "তাতে ও কি বলছে?"

"ও বলছে তাহলে মাল বিক্রি করব না।"

"ও বলেছে যে টাকা দিলে বাড়ি থেকে মাল এনে দেবে?"

"হ্যাঁ তা বলেছে।"

"তাহলে ওকে ধরুন।"

বকুল ইশারা করল। পাশোয়ান, বরুণ, উপাধ্যায়রা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কমলনাথকে ধরে ফেলল। তার শরীর সার্চ করে তিন পুরিয়া ব্রাউন সুগার পাওয়া গেল। বকুলরা ওকে নিয়ে বাড়িতে গেল। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে হেরোইন পাওয়া গেল না। অথচ সে ছদ্মবেশী প্রদীপকে বলেছে, টাকা দিলে বাড়ি থেকে হেরোইন এনে

দেবো। তার মানে বাড়িতে হেরোইন আছে। ইনফর্মার বকুলকে জানিয়েছিল শোবার ঘরে বইয়ের যে আলমারিটা আছে তার ডানদিকের তাকে হেরোইন আছে। কিন্তু সব বইগুলো বের করে ভালো করে পরীক্ষা করেও কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু তার এ ইনফর্মার তো ভুল খবর দেয় না। বকুল আলমারিটা আর একবার পরীক্ষা করতে লাগল। আলমারির সামনেটা কাঁচের, অন্য তিন দিক কাঠের। বকুল কাঁচ সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা জিনিস বকুলের চোখে পড়ল। ডান দিকের তাকটা বাম দিকের তাকের থেকে অপ্রশস্ত। তাহলে কি এদিকের পেছনে মোটা কাঠ দেওয়া হয়েছে? না, তা নয়। তাহলে? বকুল তাকের পেছনের দিকে হাত দিয়ে টানাটানি করতে লাগল হঠাৎ খট করে একটা কাঠ সরে গেল। গর্তের ভিতর থেকে কাগজের একটা প্যাকেট বেরিয়ে এল। তাতে ভরি খানেক হেরোইন। বকুলরা হেরোইন সমেত কমলনাথকে নিয়ে অফিসে ফিরে এল।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, কমলনাথ হেরোইন কেনে শম্ভুর কাছ থেকে। শম্ভুই বৈকুণ্ঠপুরের সবথেকে বড় ব্যবসায়ী। সে অমিত আগরওয়ালের আটাকলে কাজ করে। সেখান থেকেই হেরোইনের কারবার চালায়। বকুল জানতে চাইল। "শম্ভু কখন মিলে থাকে?" কমলনাথ উত্তর দিল, "স্যার, মিল খোলা থাকলেই থাকে।" বকুল জিজ্ঞেস করল, "এখন গেলে পাওয়া যাবে।"

"হ্যাঁ স্যার, এখন তো পাওয়া যাবেই। সন্ধ্যার সময়েই বেশি খদ্দের আসে।"

বকুল ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টার ভৌমিককে ফোন করল, "বড় খবর আছে। কয়েকজন লোক নিয়ে আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ভৌমিক চলে এল। বকুল বলল, "অমিত আগরওয়ালের ফ্লাওয়ার মিলটা চেনেন তো? ঐ মিল থেকেই নাকি শম্ভু নামে একটি লোক হেরোইনের হোলসেল কারবার চালাচ্ছে। এখন গেলে পাওয়া যাবে। এই কমলনাথ দূর থেকে চিনিয়ে দেবে। ওকে হাতে নাতে ধরতে হবে।"

"কিন্তু স্যার ওখানে তো যাওয়াই যাবে না।"

"কেন?"

"হাইকোর্টের একটা অর্ডার আছে।"

"কি অর্ডার?"

"অর্ডার আছে অমিত আগরওয়াল এবং তার কোন আত্মীয় বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনরকম ক্রিমিনাল কেস স্টার্ট করা যাবে না। তাদের কারো বাড়ি বা কারবারও সার্চ করা যাবে না।"

"এরকম অর্ডার কোর্ট দিতেই পারে না।"

"সেটা স্যার আমি বলতে পারব না। তবে এরকম অর্ডার আছে।"

"কোথায় অর্ডারটা পাওয়া যাবে?"

"স্যার আপনার অফিসে থাকার কথা। থানাতেও থাকার কথা।"

বকুল বড়বাবুকে ডাকল। বড়বাবু বলল, "স্যার ও ব্যাপারগুলো মিসেস সেন দেখেন।"

মিসেস সেন অর্থাৎ রিনিকা সেন অনেক খুঁজে অর্ডারটা বের করল। ছোট্ট এক লাইনের একটা অর্ডার। 'অ্যান অ্যাড ইন্টারিম অর্ডার অ্যাজ প্রেড ফর ইজ গ্রান্টেড।'

যেরকম প্রার্থনা ছিল সেই মতো অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়া হল। তাহলে প্রার্থনা কি ছিল তা জানার জন্য পিটিশনটা দেখতে হয়। রিনিকা সেন আবার খুঁজতে লাগল। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পিটিশনটা পাওয়া গেল। দেখা গেল প্রার্থনা নিখুঁত। "প্রতিবাদী বা তার কোন অধস্তন কর্মচারী বা তার কোন এজেন্টের দ্বারা দরখাস্তকারী, তার কোন আত্মীয় বা কর্মচারী বা এজেন্টের বিরুদ্ধে কোনরকম ফৌজদারি মামলা দায়ের না করার এবং তাদের বাসস্থান এবং ব্যবসাস্থান সার্চ না করার আদেশ দেওয়া হোক।" কোর্ট সেই অর্ডারই দিয়েছে। বকুল জানে এরকম ঢালাও অর্ডার দেওয়ার ক্ষমতা কোর্টকে আইনে কোথাও দেওয়া হয় নি। ফৌজদারি নিয়ম বিধির ৪৮২ ধারায় হাইকোর্টের 'ইনহেরেন্ট পাওয়ার'-এর কথা বলা আছে বটে। কিন্তু সে ব্যাপারে ১৯৭৭ সালে কুরুক্ষেত্র ইউনিভার্সিটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে যে 'ইনহেরেন্ট পাওয়ার' হাইকোর্টকে যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা অর্পণ করে নি। এই ক্ষমতা বুঝে সুঝে 'রেয়ারেস্ট অব দি রেয়ার কেস-এ প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রেও বিনাকারণে মামলা দায়ের করা বন্ধ করা তো দূরের কথা, দায়ের করা মামলাও খারিজ করতে পারবে না। হাইকোর্টও বোধ হয় সেটা জানে। সেই জন্য কোন ফাইনাল অর্ডার না দিয়ে ইন্টারিম অর্ডার দিয়ে দু'বছর ফেলে রেখেছে। কারণ ফাইনাল অর্ডার দিলেই হায়ার কোর্টে সে রায় চ্যালেঞ্জ হবে। কিন্তু ইন্টারিম অর্ডারের বিরুদ্ধে তো আর হায়ার কোর্টে যাওয়া যাবে না তবুও এরকম বেআইনি অর্ডার হাইকোর্টের একজন বিচারক দেন কি করে?

ভৌমিক বলল, "স্যার দেখেছেন তো অর্ডার জাস্টিস দাশগুপ্তের। দাশগুপ্ত সাহেব আগে ওদের ল ইয়ার ছিলেন।"

বকুল জিজ্ঞেস করল, "তারপর?"

"তারপর দাশগুপ্ত সাহেব যখন হাইকোর্টের জজ হলেন তখন তাঁর জুনিয়র সেনগুপ্ত সাহেব ওদের ল ইয়ার হ'ল। সেনগুপ্ত সাহেব দরখাস্ত করেছে। আর দাসগুপ্ত সাহেব অর্ডার দিয়েছেন। স্যার বুঝতেই পারছেন।"

"সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু হাইকোর্টে আরও তো অনেক জজ আছেন। কিন্তু সেনগুপ্তের পিটিশনটা ঠিক দাশগুপ্ত সাহেবের এজলাসেই গেল কি করে?"

"সেখানেও গ্যাঁড়াকল আছে স্যার। তখন রিট পিটিশন শোনার বেঞ্চে ছিলেন জাস্টিস ব্যানার্জী। জাস্টিস ব্যানার্জী অত্যন্ত নিরপেক্ষ জজ। তিনি এরকম রায় কিছুতেই দিতেন না। তাই জাস্টিস ব্যানার্জীকে এড়ানোর জন্য তাঁর ভাই ধিলন ব্যানার্জীকে দিয়ে পিটিশন করানো হল। জাস্টিস ব্যানার্জী স্বাভাবিকভাবেই সে পিটিশন ফেরৎ দিলেন। তখন সেনগুপ্ত কেরাণিকুলকে বশ করে পিটিশনটা দাশগুপ্ত সাহেবের এজলাসে নিয়ে এল।

দাশগুপ্ত সাহেব শুধুমাত্র দরখাস্তকারীর বক্তব্য শুনেই ইন্টারিম অর্ডার দিয়ে দিলেন।"

"সে তো দু'বছর আগেকার কথা। কিন্তু এখনও অর্ডারটা ভ্যাকেট হল না কেন? আমরা এফিডেফিড করে দাখিল করেছি?"

"সেটা স্যার বলতে পারব না। তবে আমি যতদূর জানি কোন এফিডেফিড দাখিল করা হয় নি।"

"কেন হয় নি বলুন তো?"

"স্যার অর্ডারটা থাকলেই যদি কাজ করতে সুবিধে হয় তাহেল এফিডেফিড কেন দাখিল করা হবে?"

"অর্ডারটা থাকলে কাজ করতে সুবিধা হয়? আপনার কথা আমি ফলো করতে পারলাম না।"

"এর বেশি কিছু স্যার আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এফিডেফিড ফাইল করতে গেলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।"

"আপনার কথা কি রকম হেঁয়ালি লাগছে। ঠিক আছে আমি বুঝেছি। তবে আপনি আমাকে পয়েন্ট ধরে একটা মেমো লিখে দিন। আমি সোমবারই পি. পি.-র কাছে হাইকোর্টে লোক পাঠাব। আমি নিজেই লিখতাম। কিন্তু কাল সময় হবে না। স্টেডিয়ামের ঝামেলা আছে।"

"স্যার আপনি বলছেন আমি লিখে দেব। কিন্তু এস. পি. সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলে নিলে ভালো হত।"

"হ্যাঁ কথা তো বলতেই হবে। তবে মেমোটা লিখে ফেলুন। পিটিশনটা নিয়ে যান। আর এ আসামিটাও থানায় দিয়ে দেবেন।"

ভৌমিক কাগজপত্র নিয়ে চলে গেল। বকুল ওপরে কোয়ার্টারে উঠল। কিন্তু শোবার ঘরে পা না দিতেই টেলিফোনটা বাজতে লাগল। রিসিভার তুলতেই অপর প্রান্তে দুর্গা বোসের কণ্ঠস্বর, "স্যার এস. পি. সাহেব আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।"

"এস. পি. সাহেব কোথায় আছেন?"

"সার্কিট হাউসে স্যার।"

"আচ্ছা আমি দেখা করে নিচ্ছি" বকুল ফোন নামিয়ে রাখল।

এস. পি. সাহেব ক'দিন হল কলকাতায় গিয়েছিলেন। গতকালই ফেরার কথা। কিন্তু কোন কারণে ফেরেন নি। তাহলে হয়ত আজকের ফ্লাইটে এসেছেন। বকুল বেরিয়ে পড়ল। সার্কিট হাউসে পৌঁছে দেখল এন. ডি. সি. গুপ্ত সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বকুল তাকেই জিজ্ঞেস করল, "এস. পি. সাহেব কোথায়?" গুপ্ত সাহেব হাত দিয়ে এক নম্বর স্যুটটা দেখিয়ে দিল। বকুল আবার জানতে চাইল, "এস. পি সাহেব কি করছেন?"

এবার গুপ্ত সাহেব ডান হাতটাকে গেলাস ধরার ভঙ্গিতে মুখের কাছে নিয়ে এল। অর্থাৎ সে বলতে চাইল এস. পি. সাহেব পান করছেন। এই ব্যাপারটা বকুলের একদম ভালো লাগে না। দিন নেই রাত নেই সে যখনই এস. পি. সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসে তিনি গেলাস আর বোতল নিয়ে বসে থাকেন। মদ খেয়ে ব্যোম্ ভোলানাথ হয়ে থাকলে কি তার সঙ্গে কোন সমস্যার কথা আলোচনা করা যায়? আর এরকম দিনরাত মদ খেয়ে পড়ে থাকলে তিনি নিজের কাজই বা করেন কি করে? বিশেষ করে তাকে যখন একটা গুরু দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে। বকুল একটু মনক্ষুণ্ণই হয়। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে দেখে, এস. পি. সাহেব আর ডক্টর রাজু পট্টনায়েক মদের গেলাস মুখে তুলছেন। আর এদিকে আর একটা গেলাসে মদ নিয়ে ভজনরাম বলছে, "স্যার বিয়ারে ঠিক জমছে না। একটা হুইস্কি বলি। গুপ্তবাবু।" সে দরজার দিকে ফিরে দেখে, গুপ্তবাবু নয় বকুল হাজির। বকুল এস. পি. সাহেবকে স্যালুট করে। এস. পি. সাহেব খালি মাথাতে হাতটা একটু ওপরে তুলে যাত্রায় কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে তা সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলে ওঠে, "কাম অন, কাম অন। তুমি তো আবার মদ খাওনা। কিন্তু সার্কিট হাউসে দুধ পাওয়া যায় না। তুমি একদম মানুষ হলে না।" তিনি নিজের বসে থাকা সোফাটার খালি অংশ দেখাতে লাগলেন। বকুল গিয়ে সেখানে বসলে বললেন, "বলো"। অর্থাৎ তিনি যে বকুলকে ডেকে পাঠিয়েছেন তা ইতিমধ্যেই ভুলে গেছেন। কিন্তু এই অবস্থায় বকুল তাঁকে কি বলবে? কিন্তু উপায় নেই । কিছু বলতে হলে এই অবস্থাতেই বলতে হবে।

বকুল বলল, "স্যার আই. সি.-র ব্যাপারে আপনার কাছে লিখিত রিপোর্ট দিয়েছি। ওনাকে দিয়ে চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।" চান্দা সাহেব বললেন, "তোমার রিপোর্ট পড়েছি। তুমি কাকে আই. সি. করতে চাও বলো।" বকুল এরকম প্রস্তাবের জন্য তৈরী ছিল না। সে বলল, "স্যার আমি আগামীকালই আপনাকে নাম দিয়ে দেব।"

"দিয়ো, আর কি বলো?"

"স্যার মাটিকাটার মনতোষ ভট্টাচার্যর ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলা দরকার। উনি অন্য কাউকে দিয়ে এনকোয়ারি করাতে বলেছেন।"

"কিন্তু কেন তা চাইছেন তা বলতে পারে নি। ফাইল আমি তোমার কাছেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আর ওকেও বৈকুণ্ঠপুর কোর্টে বদলি করেছি। ওর জায়গায় সামন্তকে পোস্টিং করেছি। তোমার আপত্তি আছে?"

না স্যার। তবে শুধু ও. সি. চেঞ্জ করলেই হবে না। আরও কয়েকটা সমস্যা আছে। "স্পেশাল কোর্টে..." বকুলের ইচ্ছে ছিল স্পেশাল কোর্টে খিলনের ঘুষ খাওয়া, বিনয় ব্যানার্জীর কাঠচুরি, অমিত আগরওয়ালের ইন্টারিম অর্ডার প্রভৃতি সমস্যাগুলো নিয়ে এস. পি. চান্দা সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু স্পেশাল কোর্ট উচ্চারণ করতেই চান্দা সাহেব বিরক্ত হলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "হোয়েন উই আর এনগেজড্ ইন সাম গ্রেটার ব্যাটল, হোয়াই ইউ বদার ফর দিজ স্মলার প্রবলেম্স। ফরগেট অল দিজ।"

বকুলের কথাটা পছন্দ হ'ল না। তবে সে বুঝলে চান্দা সাহেব এসব আলোচনাই করতে চাইছেন না। চান্দা সাহেব জানতে চাইলেন, "তোমার শরীর কেমন?"

"ভালো স্যার।"

"তোমার স্ত্রী কোথায়?"

"বহরমপুরে স্যার।"

"আস্ক হার টু কাম হিয়ার। না হয়। তুমি দু'দিন ঘুরে এস। কি এত সারা দিন কাজ করো? সবাই বলে তুমি নাকি সারা দিন কাজ করো। আর রেড করে বেড়াও। আজ ক'জনকে ধরলে?"

"স্যার একজন হেরোইন পাচারকারীকে ধরেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আসল অপরাধীটাকে ধরতে পারছি না।"

"কেন, ধরতে পারছ না?"

"স্যার ও অমিত আগরওয়ালের ফ্লাওয়ার মিলে থাকে। আর হাইকোর্ট থেকে একটা অর্ডার আছে যে......"

"হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।"

"স্যার ঐ অর্ডারটা ভ্যাকেট করাতে হবে।"

"পারবে না। কারণ শুধু কলকাতা নয়—দিল্লিতেও অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর জানাশোনা।"

"তা থাক আপনি অনুমতি দিলে আমি ঠিক ভ্যাকেট করিয়ে নেব।"

"পারলে করো। তবে ওর থেকে তো আরও খারাপ লোক আছে। তুমি তাদের ধরো।"

আপনি কার কথা বলছেন স্যার?"

"কেন টি. পি. মিত্তল।"

"স্যার ঠিকই বলেছেন। তবে আমি আসার পর ও অনেক সতর্ক হয়ে গেছে। আর আগের ডি. জি. রিটায়ার করার পর খুবই সাবধানে চলছে।"

"আরে তুমি খোঁজ নাও ঠিক পেয়ে যাবে।"

বকুল বোঝে, চান্দাসাহেব অমিত আগরওয়ালের অর্ডার ভ্যাকেট করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নন। তার প্রসঙ্গ এড়াতেই অন্য কারো কথা তুলছেন। বকুল আর ও কথা না তুলে চান্দা সাহেবের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলল, তারপর বিদায় নিয়ে চলে এল।

পনের

মিটিঙের সিদ্ধান্ত মতো ঠিক নটার সময় ফোর্স নিয়ে বকুল স্টেডিয়ামে উপস্থিত হল। তাদের দেখে রাস্তার ওপাশ থেকে কন্ট্রাক্টারের লোকজন এগিয়ে এল। ভজনরামও উপস্থিত হল। পরেশ বোস আগেই এসেছে। তবে আকাশবাবু বা এম. এল. এ. গৌর কুন্ডু আসেন নি।

ছেলেমেয়ে নিয়ে লোকগুলো সব ঝুপড়িগুলিতে বসে আছে? কন্ট্রাক্টারের লোকেরা বুঝতে পারছে না, ঠিক কিভাবে কাজটা শুরু হবে। ভজনরাম একবার ঝুপড়িগুলির দিকে এগিয়ে গেল। কি কথা হল বোঝা গেল না। সে ফিরে এসে বকুলকে বলল, "অ্যাডিসনাল সাব, আপনি একবার বলে দেখুন।" বকুল এগিয়ে গেল। একজন বুড়ি এগিয়ে এল, "এম. এল. এ. সাহেব কই? আমরা তার সঙ্গে কথা বুলব। ভোটের সুমায় খুব বুলল, তুমাদের বেবস্থা হোবে। এখুন বুলুক, কি বেবস্থা হল!" বকুল বলল, "তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে তো তাঁর কাছে যেতে হবে। কারণ তিনি আসেন নি। তবে ঝুপড়িগুলি ভাঙার জন্য লোক এসেছে। তাই আপনারা বরং এগুলো ছেড়ে চলে যান।" পাশের ঝুপড়ি থেকে আরেকজন মেয়ে বেরিয়ে এল। সে সরাসরি প্রশ্ন করল, যাতে তো বুলছেন। কিন্তু কুথাকে যাবো বুলেন!" বকুল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। এ প্রশ্ন সে নিজেই অনেকবার করেছে। কিন্তু কোনো উত্তর পায় নি। সে জানে এই বিরাট বিশ্বে এদের জন্য এক টুকরো জায়গা কোথাও নেই। বকুল ওখান থেকে সরে এল।

ভজনরাম কন্ট্রাক্টারের লোকদের নিয়ে কি পরামর্শ করল। তারপর একসঙ্গে কয়েকজন লোক গিয়ে ঝুপড়ি ধরে টানতে লাগল। ঝুপড়িতে যারা ছিল তাদের মাথার ওপরই ঝুপড়িগুলি ভেঙে পড়তে লাগল। প্রথমে তারা একটু বাধা দিল। কিন্তু বিরাট পুলিস বাহিনী দেখে বাড়াবাড়ি করতে সাহস করল না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বাবা-মায়েরা তাদের নিয়ে দূরে সরে দাঁড়াল। তাদের চোখের সামনেই ঝুপড়িগুলো ভেঙে লরিতে ভর্তি করা হতে লাগল। একটা ঝুপড়ির পাশে বাতাবী লেবুর ছোট একটা গাছ ছিল। তাতে বড় বড় অনেকগুলো বাতাবি লেবু। শেষ পর্যন্তও কেউ একটা লেবু ছেঁড়ে নি। কন্ট্রাক্টারের লোকেরা গাছটিকে কেটে ফেলল। সকলে লুটপাট করে লেবুগুলো ছিঁড়ে নিল। সন্তানসম যারা গাছটিকে পালন করেছিল, তারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল।

আজ যেখানে ঝুপড়িগুলি ছিল, কাল তার ওপরে স্টেডিয়ামের দেওয়াল উঠবে। ভি. আই. পি. গ্যালারি হবে। গন্য-মান্য লোকেরা বসে দেশ-বিদেশের নামী-দামী খেলোয়াড়ের খেলা দেখবে। তার জন্য এই হতভাগ্য লোকগুলো আজ বাস্তুচ্যুত হল। মাথার ওপরে নীলাকাশ ছাড়া তাদের আর কোনো আচ্ছাদনই রইল না। লোকগুলোর জন্য বকুলের মনটা হু-হু করতে লাগল।

ঝুপড়িগুলো ভাঙা শেষ করে কন্ট্রাক্টারের লোকেরা রাস্তার ধারের শক্ত

কাঠামোগুলো ভাঙতে লাগল। ডি. এস. পি. সাহেবের ওপর ফোর্সের ভার দিয়ে বকুল অফিসে ফিরে এল। কিন্তু তার মনটা শান্ত হল না। সে এস. ডি. ও অফিসে এল। ভজনরামকে বলল, "আপনাদের তো অনেক খাস জমি পড়ে আছে। দেখুন না ওদের জন্য কিছু করা যায় কি না!" ভজনরাম বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি যখন বলছেন আমি সেকেন্ড অফিসারকে ব্যাপারটা দেখতে বলব। জমিজমার ব্যাপারটা উনিই দেখেন তো!" "তাহলে আমি চক্রবর্তী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি!" বকুল উঠতে গেল। ভজনরামের যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল এমন ভাব করে বলল, "ঈদ তো এসে গেল। তাই না?"

বকুল বলল, "হ্যাঁ?"

"ঈদের সময় আপনি এখানেই থাকছেন তো?"

"না হলে আর কোথায় যাব?"

"না, বাড়িটাড়ি যাবেন না তো?"

"না, বাড়ি যাব না।"

"যাক, তাহলে বাঁচা গেল।"

"আমি বুঝলাম না।"

"ঈদের দিন সাকিল সাহেবের বাড়ি আমি আপনার হয়ে নিমন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছি। এখন আপনাকে যদি না নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার প্রেস্টিজ থাকে না।"

বকুল মুশকিলে পড়ল। কলেজ জীবন থেকেই সে কোনোরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয় না। ঈদে সে বাড়িতেই যায় না, তো অন্যের বাড়ি যাবে কি? তাছাড়া বেআইনী কাজ কারবার করার জন্য সাকিলের বিরুদ্ধে তার কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে। তার মনে পড়ে, বৈধ কাগজ-পত্র না থাকায় সাকিলের অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা একদিন পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল। তার জন্য সাকিল দরবার করতে এসেছিল। তার যুক্তি ছিল, গাড়িটা ভজনরাম গ্যাংটক বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যই সময়মতো কাগজ-পত্র রিনিউ করা যায় নি। আভাসে ইঙ্গিতে, ভজনরামের সঙ্গে তার হৃদ্যতা বোঝাতে, সে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছিল যে গাড়িটা ভজনরাম বিনা ভাড়ায় নিয়েছিল। বকুল বলল, "কিন্তু আমি যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাই না।"

"আপনাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেতে হবে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান তো সকালে আর সাকিল সাহেব খেতে ডেকেছেন সন্ধ্যায়।"

"কিন্তু খাওয়াটা তো ঈদ উপলক্ষেই।"

"হ্যাঁ, তা বটে।"

"আমি যেতে পারব না।"

"কিন্তু আমি যে আপনাকে নিয়ে যাব বলে কথা দিলাম!"

বকুলের ইচ্ছে হল বলে, আমাকে না জিজ্ঞেস করে আপনি কথা দিলেন কেন? কিন্তু মুখে তা বলতে পারল না। সে বলল, "আপনি ওনাকে বুঝিয়ে বলবেন তাহলেই হবে।" তবুও ভজনরাম পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু বকুল কিছুতেই রাজি হল না। ভজনরাম অসন্তুষ্ট হল। বকুল চক্রবর্তীর ঘরে চলে গেল।

চক্রবর্তী বলল, "বকুলবাবু, আপনি কেন হয়রান হচ্ছেন। ঐ মুখেই বলছে, ভজনরাম কিচ্ছু করবে না। কারণ এম. এল. এ. চায় না, কারণ ওখানকার ঝুপড়িতে যারা ছিল তাদের অধিকাংশই নাকি নীল পার্টির সাপোর্টার। আপনাকে বলেই বললাম, না হলে এসব কথা আমার বলার নয়।" বকুলের কাছে এবার ব্যাপারটা বোধগম্য হল। কেন যে লোকগুলোর রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য গৌর কুন্ডু হ্যাঁ করছেন না এবং ভজনরাম একদমই গা করছে না তা এবার জলের মতো পরিস্কার হল। বকুল অফিসে ফিরে এল।

রাখাল এসে বলল, "স্যার, একজন মহিলা দেখা করতে চাইছেন।" বকুল ইসারায় পাঠিয়ে দিতে বলল। মহিলা এসে বলল, "হুজুর, আমার সোয়ামি মেলেটারিতে কাজ করে, বলল কাশ্মীরে থাকে। মাটিকাটার বাজারে আমাদের এখান ছোট মতো বাড়ি ছিল। দু'বছর হল শরদিন্দু মন্ডলের ভাই গোপাল মন্ডল জোর কোর্যা তা দখোল কোর্যা লিয়্যাছে।" বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি থানায় কেস করেছেন?"

"থানায় তো আমার ভাশুরপো গেল্ছোলো। কিন্তুক দারোগাবাবু কেচ ল্যায় নি?"

"কি বলেছে?"

"বুলেছে, ইসব ছোটোখাটো ব্যাপার লিজেধের মধ্যে মিটিয়্যা ল্যাওগা। আমাদের বাড়ি দখোল কোর্যা লিয়্যাছে, তা আপনি বুলেন ক্যানে, কি কোর্যা মিঠিয়ে লিব?"

বকুল বোঝে এর কোনো উত্তর নেই। মনতোষ ভট্টাচার্য যেসব কাজ করছে তার কোনো উত্তর হয় না। তবে রক্ষে যে তার বদলি হয়েছে। বকুল বলল, "ঐ আগের দারোগাবাবু আর থাকছে না। কাল পরশু বাদ দিয়ে থানায় গিয়ে আপনি একটা ডায়েরি করুন। তারপর আমি দেখব কি করা যায়।" মহিলা সে কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। রিডারবাবু এসে বলল, "স্যার মনতোষ ভট্টাচার্যের প্রসেডিং ফাইলটা এস. পি. আবার আপনাকে এন্ডোর্স করে পাঠিয়েছেন।" বকুল সেটা রিসিভ করে সপ্তাহ দুয়েক পরে একটা এনকোয়ারির তারিখ ঠিক করল। রিডারবাবুকে সেই মতো অভিযুক্ত এবং সাক্ষিদের খবর দিতে বলল। রিডারবাবু ফাইলটা নিয়ে চলে গেল।

স্থানীয় দৈনিকের সাংবাদিক দিব্যেন্দু সাহা এবং আজকালের সাংবাদিক বিপ্লব সরকার ঘরে ঢুকল। চেয়ারে বসেই দিব্যেন্দু সাহা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, "বলুন, স্টেডিয়াম তৈরির জন্য ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদের ব্যাপারে আপনার কি প্রতিক্রিয়া।"

"আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।"

"কিন্তু আপনি দলবল নিয়ে ছিলেন তো!"

"সেটা তো আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে।"

"কিন্তু বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে লোকগুলোকে উচ্ছেদ করা কি ঠিক হল?"

"এ ব্যাপারে আমি কিছু বলব না।"

"যেভাবে বাড়িগুলো ভাঙা হয়েছে, সেটা কি ঠিক?"

"আপনারা তো ছিলেন—"

বকুলের কথা শেষ হবার আগেই আনন্দবাজারের সাংবাদিক ধীরেন চ্যাটার্জী ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু দিব্যেন্দু এবং বিপ্লবকে বসে থাকতে দেখে তিনি ঝপ করে ঘুরে আবার

বেরিয়ে গেলেন। ধীরেনবাবু এমনিতে খুব আদর্শবাদী এবং সৎ লোক। কিন্তু ওনার দোষ হচ্ছে যে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের তিনি সাংবাদিক বলেই স্বীকার করেন না। এই নিয়ে অন্যরা তাঁর অসাক্ষাতে হাসাহাসি করে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন না। ধীরেনবাবুর ওভাবে চলে যাওয়া দেখে দিব্যেন্দু এবং বিপ্লব দুজনেই মুখ টিপে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তারা বেরিয়ে গেল। একটু বাদে ধীরেনবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর প্রায় পিছুনে পিছুনে এলেন মানব রায়। মানব রায় আকাশবাণীর সাংবাদিক। সজ্জন, আদর্শনিষ্ঠ মানুষ। কিন্তু হামবড়া ভাব আছে। তিনিও অন্যান্য সাংবাদিকদের তাঁর সমতুল্য মনে করেন না। তবে ধীরেনবাবুর মতো তিনি অতটা হতাশাবাদী নন। এই নিয়ে দুজনে একসঙ্গে হলেই তর্ক বেধে যায়। আজও বেধে গেল। ধীরেনবাবু চেয়ারে বসেই অনুযোগের সুরে বললেন, "এই যে লোকগুলোর কোনো ব্যবস্থা না করে ঝুপড়িগুলো ভেঙে দিলেন। কাজটা ভালো হল?"

মানববাবু বাধা দিয়ে বললেন. "তা ওকে বলছেন কেন? সাহস থাকে তো গিয়ে পার্টির লোকদের জিজ্ঞেস করুন।"

ধীরেনবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কেন, উনি কি ওখানে ছিলেন না?"

মানববাবু উত্তর দেওয়ার আগেই বৃন্দাবন ঘরে ঢুকে বলল, "স্যার, একজন দেখা করতে চাইছে। বলছে গামা বললেই বুঝতে পারবেন।" ধীরেনবাবু এবং মানববাবু একই সঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বকুলের মুখের দিকে তাকালেন। বকুল বলল, "ওটা আমার কোড নাম। আপনারা একটু বসুন।" বকুল ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

গামা জানাল যে অলোক সরকার ব্রডওয়ে হোটেলে খেয়ে পয়সা না দেওয়ার অভিযোগ করেছে তা আদৌ সত্য নয়। আসলে যে ছেলেগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের অলোক সরকার হোটেলে মদ ও মেয়েছেলে সরবরাহের জন্য ব্যবহার করে। সে বাবদে ওরা অলোক সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পায়। ওরা সেই টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু অলোক সরকার টাকাটা মেরে দিতে চায়। সে জন্যই তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ। অ্যাডিশনাল এস. পি.-র ভয় দেখিয়ে সে ওদের দূর করতে চায়। বকুলের শুনে ভারি খারাপ লাগল।

গামা আরও জানাল যে ব্রডওয়ে হোটেলের পাঁচতলায় ৪১৪ নম্বর ঘরে নিয়মিত জুয়া খেলা হয়। তার জন্য ওখানে ষোলোটা ড্রয়ারওয়ালা আটকোনা একটা টেবিল রাখা আছে। ও ঘরটা কোনোদিন কাউকে ভাড়া দেওয়া হয় না। বৈকুণ্ঠপুরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই জুয়ার আড্ডায় যায়। "হোটেলের একজন বয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। জুয়া খেলা শুরু হলেই ও আপনাকে টেলিফোনে খবর দেবে। তাকে আপনার টেলিফোন নম্বর দিয়ে এসেছি। তবে খবর মতো কাজ সফল হলে ওকে দু'শ টাকা দিতে হবে। আর ও পিন্টু বলে ওর নাম বলবে স্যার।"

বকুল বলল, "ঠিক আছে, খবর ঠিক হলে আমি আপনার হাতে ওর টাকা দিয়ে দেব। তবে ওকে সাবধান করে দেবেন, যাতে ও ধরা পড়ে না যায়।" গামা সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ফোন আসে, "অ্যাডিশনাল এস. পি বলছেন? স্যার, আমি পিন্টু বলছি। ব্রডওয়ে হোটেলের ৪১৪ নম্বর রুমে এখন জুয়া খেলা চলছে। আপনি আসলেই ধরতে পারবেন।" বকুল সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করে। ডিউটি অফিসার ফোন ধরতেই বলে, "ইমেডিয়েটলি একটা গাড়িতে এক সেকশান ফোর্স নিয়ে একজন অফিসারকে আমার অফিসে আসতে বলুন।" ফোন নামিয়ে রেখেই নিচে নেমে আসে। পাসোয়ানকে ডেকে বলল, "জলদি জামা কাপড় পরে নিন, বরুণ আর উপাধ্যায়কেও ডাকুন।" বকুল নিজেও জামা-কাপড় পরতে ওপরে উঠে গেল।

শীঘ্রই থানার গাড়ি নিয়ে সাব ইন্সপেক্টার পলাশ মজুমদার বকুলের অফিসে এসে রিপোর্ট করল। পাসোয়ানসহ বরুণ-উপাধ্যায়-রুদ্রও জামা-কাপড় পরে হাজির হল। বকুল সকলকে নিয়ে থানার গাড়িতে উঠে পড়ল। তার গাড়ি নেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে এলাকায় সাড়া পড়ে যাবে। যার জন্য যাওয়া তা আর হবে না।

হোটেল থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়িটাকে উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড় করাল। বকুল গাড়ি থেকে নেমে পলাশকে বলল, "খবর না দেওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার লোকজন নিয়ে গাড়িতে বসে থাকুন।" পলাশ আবার গাড়িতে উঠে বসল। বকুল সাদা পোষাকের লোকদের নিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল। হোটেলে থাকার জন্য যাচ্ছে এটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সে হাতে একটা অ্যাটাচি কেস নিয়ে নিল। আর সকলে একসঙ্গে না গিয়ে আগে পিছে হয়ে চলতে লাগল।

খানিকটা গিয়েই হোটেলটা চোখে পড়ল। বকুল ক্লান্তপদে রাস্তা ছেড়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল। একটু আগে আগে উপাধ্যায় যাচ্ছে। পিছনে কিছুটা দূরে বরুণ। তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে পাসোয়ান আর রুদ্র।

রিসেপশন কাউন্টারে আসতেই মহিলা রিসেপশনিস্ট হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। বকুল পকেট থেকে তার কার্ড বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, "এখান থেকে কাউকে কোনো রকম খবর দেবার চেষ্টা করবেন না। করলে আপনার অসুবিধা হবে।" উপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনি এখানে দাঁড়ান। এখান থেকে যেন কোথাও ফোন না যায়। আর বাইরে থেকে ফোন আসলে, আপনি ধরবেন।"

বকুল, বরুণ আর পাসোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগল। চারতলার সিঁড়ির মুখে দেখল, একজন লোক রাস্তার দিকে মুখ করে বসে আছে। সিঁড়ির দেওয়ালের ফুটো দিয়ে সে সম্ভবতঃ হোটেলে পুলিস বা এক্সাইজের লোক আসছে কি না লক্ষ্য রাখছে। বকুল মুখ নামিয়ে তাকে বলল, "আমরা খেলতে এসেছি। ৪১৪ নম্বর ঘরটা একটু দেখিয়ে দিন।" লোকটি এক পলক তাদের দিকে চেয়ে নিয়ে চলতে লাগল। ইনফর্মার বলেছিল, ৪১৪ নম্বর ঘরটা পশ্চিমের কোণে। বকুল দেখল, লোকটি ঐ দিকেই যাচ্ছে। লোকটির সাথে সাথে বকুলরা ৪১৪ নম্বর ঘরে এসে উপস্থিত হল।

দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই বকুল দেখল, একটা আটকোণা কাঠের টেবিলের আটপাশে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আটজন লোক জুয়া খেলছে। তাদের সকলের হাতেই কয়েকখানা করে তাস। টেবিলের ওপর গোছা গোছা করে রাখা বিভিন্ন রঙের ডাইস। তার একদিকে

লেখা ১০, ১০০ বা ২০০, অন্যদিকে লেখা এইচ. বি. বা এস. বি.। প্রত্যেকের সামনে দশ, পঞ্চাশ বা একশ' টাকার নোট কয়েকটি করে রাখা। টেবিলের ওপর রাখা গেলাসগুলিতে কম বেশি মদ। মেঝের ওপর দুটো খালি মদের বোতল। একটা টুলের ওপর একটা আধা ও দুটো পুরো মদের বোতল। টুলের পাশে হোটেলের মালিক অলোক সরকার দাঁড়িয়ে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। অলোক সরকার বকুলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অন্যরা অলোক সরকারের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর কাঁচু মাচু মুখে হাতের তাস নাড়া চাড়া করছে। বকুল বরুণকে হাত দিয়ে ইশারা করল। সে পলাশকে ডেকে আনতে চলে গেল।

বরুণ বেরিয়ে যেতেই একজন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা লোক এসে অলোক সরকারের পিছনে দাঁড়াল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?" লোকটি জবাব দিল, "স্যার আমি কিরণ রায়। এই হোটেলের ম্যানেজার।" বকুল জানতে চাইল, "এই জুয়াখেলার তদারকিও কি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?" সে কোনো উত্তর দিল না। বকুল এবার অলোক সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনি তো লোকে খেয়ে আপনাকে পয়সা দিচ্ছে না বলে কমপ্লেন করতে যান। আর নিজে বসে জুয়া খেলাচ্ছেন। জুয়াতে সব টাকা শেষ হয়ে গেলে আর খাবারের দাম দেবে কি করে?" অলোক সরকারও কোনো উত্তর দেয় না। এবার বকুল যারা জুয়া খেলছিল তাদের দিকে চেয়ে বলল, "আপনারা যে এভাবে এখানে বসে জুয়া খেলছেন, আপনারা কি জানেন না যে এটা আইনত অপরাধ?" তারাও কোনো কথার উত্তর না দিয়ে অধোবদনে তাস নাড়াচাড়া করতে থাকে।

পলাশ তার লোকজন নিয়ে ঘরে ঢোকে। তা দেখে জুয়াড়িরা চমকে ওঠে। বকুল পলাশকে বলে, "এরা এখানে বসে জুয়া খেলছে। আর এই মালিক এবং ম্যানেজার এই জুয়া পরিচালনা করছে। আপনি বোর্ডমানি সমেত জুয়ার সাজ-সরঞ্জাম সিজ করুন আর এদের অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যান।"

পলাশ লোকজন নিয়ে কাজে লেগে যায়। সে প্রত্যেকটি ড্রয়ার খুলে তাস, ডাইস আর টাকা বের করে সাজিয়ে রাখে। তারপর গুনে শুনে সিজ করে। বকুল দেখে মোট বিয়াল্লিস হাজার সাতশ পাঁচ টাকা বোর্ড মানি আছে। ন প্যাকেট তাস আছে। পাঁচানব্বইটা ডাইস আছে। ডাইসগুলির একদিকে পাঁচ, দশ, একশ' বা দু'শ একটা সংখ্যা লেখা। অন্যপাশে এইচ. বি. বা এস. বি. লেখা। তাস-ডাইস-টাকা সিজ হয়ে গেলে পলাশ আটখানা চেয়ার সমেত আটকোণা কাঠের টেবিলটাকে সিজ করল। ইনফর্মারের কথা মতো সত্যই টেবিলটাতে ষোলোটা ড্রয়ার আছে। বকুলের কথা মতো ম্যানেজার হোটেলের রুম অ্যালটমেন্ট চার্টটা নিয়ে এল। তা পরখ করে দেখা গেল যে ৪১৪ নম্বর ঘরটা সত্যই কোনোদিন কাউকে অ্যালট করা হয় নি। চার্টটাও সিজ করা হল।

ততক্ষনে থানা থেকে একটা প্রিজনার ভ্যান এসে গেছে। বকুলের গাড়িও এসে গেছে। সিজ করা জিনিসগুলি প্রিজনার ভ্যানে তোলা হল। অলোক সরকার, কিরণ রায় সমেত আসামিদের ভ্যানে তোলার জন্য হোটেল থেকে রাস্তায় নিয়ে আসা হল। অলোক

সরকারের কুটিল চক্রান্ত করে মিথ্যা অভিযোগ এবং নিজে বেআইনী কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য বকুল তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এসব লোকের কিছু শিক্ষা হওয়া উচিত। সে পাসোয়ানদের একটু ইশারা করে দিয়েছিল। তাই প্রিজনার ভ্যানে তোলার আগে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিয়েছিল। গণ্যমান্য লোকের ওপর এহেন আচরণে শহরে ভীষণ হৈ-চৈ পড়ে গেল।

প্রিজনার ভ্যানে করে আসামিরা এবং সিজ করা মাল থানায় পৌঁছল। বকুল থানায় নেমে একটা কেস স্টার্ট করার নির্দেশ দিয়ে কোয়ার্টারে চলে গেল।

পরের দিন এস. ডি. জে. এম. কোর্টে জনারণ্য। শহরের বিশিষ্ট লোকেরা কাঠগড়ায় উঠেছে। তা দেখার জন্য লোক জড়ো হয়ে গেল। টাটকা খবরের গন্ধে সাংবাদিকরা হাজির হল। রগরগে একটা ছবি উপহার দেওয়ার জন্য চিত্র সাংবাদিকরাও ভেঙে পড়ল। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি বিশিষ্ট লোকদের পছন্দ হবে কেন? তারা তাদের অসন্তোষের কথা বন্ধু-বান্ধবকে জানিয়ে দিল। বন্ধু-বান্ধবরা অনুগত লোকজন নিয়ে এল। লোকেরা তাড়া খেল। সাংবাদিকরা ধাক্কা খেল। কিন্তু ফটোগ্রাফাররা ধাক্কা খেয়েও রেহাই দিল না। তারা ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট বন্দীদের দুয়েকটা ছবি তুলে ফেলেছে। তাদের ক্যামেরার রিল খুলতে হল। যারা খুলতে রাজি হল না তাদের ক্যামেরাই খোয়া যাবার উপক্রম হল। যারা সে ক্যামেরা উদ্ধার করতে গেল তাদের কিল চড়ও খেতে হল।

এরকম একজন ফটোগ্রাফার এসে বকুলের কাছে কয়েকজনের নামে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানাল। বকুল গাড়িটা নিয়ে কোর্ট কম্পাউন্ডের দিকে গেল। ইতিমধ্যে প্রায় সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। একজন সরে পড়তে গিয়ে বকুলের সামনে পড়ে গেল। বকুল নাম জিজ্ঞেস করতে সে নাম গোপন করে অন্য নাম বলল। কোর্টে আসার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে একজন উকিলের সঙ্গে দেখা করার কথা বলল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সেই উকিল সেদিন কোর্টেই আসেননি। বকুল বুঝল তার বিরুদ্ধে ফটোগ্রাফারকে নির্যাতনের অভিযোগ সত্য। সে তখন তাকে অ্যারেস্ট করে থানায় পাঠিয়ে দিল। অ্যারেস্ট হওয়ার পর সে স্বীকার করল যে সে আসলে হেলারাম ঘোষ নয়, ভোলা ঘোষ।

জামিনে ছাড়া পেয়ে অলোক সরকাররা বকুলের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লিখল। চিঠিটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে। জুয়াড়িদের মধ্যে একজন টাটার অফিসার ছিল। তার মাধ্যমে যোগাযোগ করে তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করল। স্বরষ্ট্র মন্ত্রী ব্যাপারটা এনকোয়ারির জন্য তার সচিবকে দিলেন। হোম সেক্রেটারি কমল কৃষ্ণমাচারি বকুলকে রাইটার্সে ডেকে পাঠালেন। বকুল তাকে সব কথা খুলে বলল। শুনে তিনি দরখাস্তটা ফাইল করার সুপারিশ করলেন। আর বকুলকে বললেন, "তুমি অল্পদিন ওখানে আছো। কার সঙ্গে কার কি যোগাযোগ তুমি জানো না। তুমি একটু সাবধানে থেকো।" বকুলের খুব ভালো লাগল। তাকে কেউ কোনোদিন এভাবে উপদেশ দেয়নি। হোম সেক্রেটারির ওপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

স্টেডিয়ামের কাজ ঠিক সময়ে শেষ হয়েছে। নেহরু গোল্ড কাপ এবার এখানেই হবে। তার জন্য বৈকুণ্ঠপুরে সাজ সাজ রব। কয়েকটি বিদেশি দল আসছে। তাদের জন্য বড় বড় হোটেলগুলি নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ছোট ছোট হোটেলগুলিও পিছিয়ে নেই। লোকজন তো কম আসছে না। তাদের সকলের জন্য বড় হোটেলগুলোতে জায়গা হবে না। তাদের কাছে আসতেই হবে। তাই তারাও অন্তত বাইরেটা একটু রঙচঙে করে নিচ্ছে। কয়েকটি বিজ্ঞাপন সংস্থার লোকজন ঘুর ঘুর করছে। খেলার জগতের লোকজন তো অনবরত আসছেই। আজ কোনো ক্রীড়াবিদ আসছে তো কাল আসছে ক্রীড়া সাংবাদিক। পরশু দিন রেফারি আসছে তো তার পরের দিন আসছে কর্মকর্তা। আই.এফ.এ তো টুরিস্ট লজে একটা অস্থায়ী অফিস খুলেই বসেছে। বৈকুণ্ঠপুরের আকাশ-বাতাস এখন খেলার খবরে মেতে আছে।

বকুলের মনে শান্তি নেই। খেলা উপলক্ষে যারা আসছে, তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ নজর রাখতে হচ্ছে। কারন এক্ষেত্রে সামান্য ঘটনাই প্রশাসনের দুর্নামের পক্ষে মারাত্মক। পাহাড়ে ঝামেলা চলছে বলে প্রথমে কেউই এখানে বড় ধরনের টুর্নামেণ্ট করাতে রাজি হয় নি। তখন বকুল বড় মুখ করে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কিছুদিন যাবৎ বৈকুণ্ঠপুরের বিভিন্ন জায়গায় বাসে বা ট্রেনে বোমা ফাটছে। এই বোমাগুলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। মোটা লোহার পাইপের মধ্যে শক্তিশালী বিস্ফোরক পুরে দুই মুখ সকেট দিয়ে আটকানো। ব্যাটারির শক্তির সাহায্যে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা। সার্কিটে ঘড়ি রেখে নির্দিষ্ট সময়ে বিস্ফোরণ ঘটানো। অর্থাৎ উচ্চমানের টাইম বোমা।

প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে সেবক রোডে সবং গামী একটি বাসে। দুজন লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে মধুছন্দার ব্রিজের ওপারে গুরুং বস্তিতে খুর্শিয়াংগামী একটা বাসে। একজন মারা যায়, তিন জন আহত হয়। তৃতীয় বিস্ফোরণ ঘটেছে মাখনায় লামলিংগামী ট্রয় ট্রেনের কামরায়। কামরার একটা অংশ উড়ে গেছে। দুজন লোক ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। আরও পাঁচজনকে মাখনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যেখানেই বিস্ফোরণ হয়েছে সেখানেই হাতে লেখা কিছু লিফলেট পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে, আমরা বাঙালি, বাঙালিস্থান চাই, বিধান সুব্বা হুশিয়ার, ট্রাইবালল্যান্ড মুর্দাবাদ। যেখানেই বিস্ফোরণ হয়েছে আহত বা নিহত হয়েছে পাহাড়ের লোক। তার থেকে মনে হচ্ছে দুস্কৃতকারীদের বোমার লক্ষ্য পাহাড়ের উপজাতি সম্প্রদায়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বকুল কারা একাজ করছে তা বের করতে পারে নি।

বকুলের সব থেকে ভয় হচ্ছে যদি খেলার মাঠে ওরকম একটা বোমা ফাটিয়ে দিতে পারে তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তাই যে করেই হোক গ্যাংটাকে ডিটেক্ট করতেই হবে। কিন্তু কি করে সম্ভব। আর মাত্র তিন দিন পরেই নেহেরু গোল্ড কাপের খেলা শুরু।

তার আগে আজ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দিয়ে স্টেডিয়াম উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করতে আসছেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী। মাঠে নিরাপত্তা এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রচুর পুলিস মোতায়েন করা হচ্ছে। তার জন্য পুলিস ডাইরেক্টরেট বাইরে থেকেও অফিসার এবং ফোর্স পাঠিয়েছে। যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য বকুল তাদের ব্রিফ করেছে। কিন্তু পুলিসের লোকদের সমস্যা এই যে দিনের পর দিন একই কাজ করতে করতে এ কাজের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। তারা কেউই আর এ ধরনের কাজকে সিরিয়াসলি নেয় না। বকুলের সেই জন্যই মনে শান্তি নেই।

খুব ভিড় হয়েছে, লাইন দিয়ে লোকজন মাঠে ঢুকছে। দু'দলের খেলোয়াড়রা মাঠে অনুশীলন করছে। বাইরে পাইলট কারের সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। তার মানে ক্রীড়া মন্ত্রী পৌঁছে গেছেন। পরেশ বোস হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। তাকে কেউই দায়িত্ব দেয় নি। কিন্তু সে মন্ত্রিকে রিসিভ করার জন্য ছুটে গেল। বকুল গেটের কাছে এল। মন্ত্রীর সঙ্গে এম. এল. এ গৌর কুন্ডু ও গাড়ি থেকে নামলেন। আকাশবাবু দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু আগ বাড়িয়ে পরেশ বোস মন্ত্রীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে লাগল। মন্ত্রী ভি. আই. পি. গ্যালারির ছোট মঞ্চের ওপর উঠে বসতেই অনুষ্ঠান শুরু হল। মন্ত্রী ভাষণ দিতে শুরু করলেন, "আমরা খেলাধূলার চর্চাকে কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না—গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে চাই। সেইজন্যই নেহরু গোল্ড কাপের আয়োজন আমরা এখানে করেছি। এই যে এই স্টেডিয়াম তৈরি হল তাতে এই অঞ্চলের একটা দীর্ঘ দিনের অভাব দূর হল। এখানকার ক্রীড়ামোদী সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে। গরীব মানুষের মঙ্গল হবে।" বকুলের সেই সব গরীব মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, ক'দিন আগে এখানে যাদের ঝুপড়ি ছিল। বকুলের কানে ধ্বনিত হয়ে উঠল, "যাতে তো বুলছেন, কিন্তুক কুথাকে যাবো বুলেন।" বকুল চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, তাদের কেউ আজ মন্ত্রীর এই ভাষণ শুনছে কি না। না তাদের কাউকে সে দেখতে পেল না। তারা কোথায় চলে গেছে। ঝুপড়ি ভাঙার পরও বোচকা-বুচকি নিয়ে আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। তারপর একজন দুজন করে কোন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বকুল নিশ্চিন্ত হল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হল। পরের দিনই বকুল খবর পেল বিকেলবেলায় লামলিং-এ একটা চায়ের দোকানে অনুরূপ একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। বোমায় যারা আহত হয়েছিল তারা গা ঢাকা দিয়েছে। তার মানে যারা আহত হয়েছে তারাই বোমাটা নিয়ে এসেছিল। যে ব্যাগে বোমাটা ছিল তাতে অনুরূপ লিফলেট ছাড়াও আনন্দ পার্টির কিছু হ্যান্ডবিল ছিল। এই ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে বোমা চক্রের পিছনে আনন্দ পার্টির হাত থাকতে পারে। বৈকণ্ঠপুরের উপকণ্ঠে আনন্দ পার্টির একটা অফিস আছে। সেখানে একজন অবধূত থাকে। তার নাম আনন্দস্বামী। আনন্দস্বামী একটা প্রাইমারি স্কুলও চালান। লামলিং-এর বোমা বিস্ফোরণের বিবরণ পেয়েই বকুল আনন্দস্বামীর ওপর নজর রাখার জন্য লোক নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তেমন কিছু খবর পাওয়া যায় নি। শুধু জানা গেছে, গতকাল রাতে দুটি ছেলে এসে আনন্দস্বামীর আশ্রমে উঠেছে।

আজ নেহরু কাপ শুরু হচ্ছে। বিকেলে একটি ইউরোপের দলের সঙ্গে একটি ল্যাটিন

আমেরিকার দলের খেলা আছে। বকুল পাকা পুলিস অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। আই. এফ. এ. তার কাছে কিছু কমপ্লিমেন্টারি কার্ড পাঠিয়েছে। বকুল সেগুলো বিভিন্ন অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছে।

উদ্বোধনের দিন গেটের চাবি খোলার দায়িত্ব ছিল স্টেডিয়াম কমিটির। কমিটি যার কাছে চাবি রেখেছিল, সে আসতে দেরি করায় ঠিক সময় গেট খোলা যায় নি। গেটের বাইরে তখন বিরাট লাইন। সবাই ভালো জায়গা নেওয়ার জন্য আগে ঢুকতে চায়। মাইকে পরেশ বোস বারবার ঘোষণা করছে, "স্বেচ্ছাসেবকরা যার যার গেট খুলে দাও। পুলিস তোমাদের সাহায্য করবে।" কিন্তু চাবি থাকলে তো গেট খুলবে। স্বেচ্ছাসেবকরা গেট খুলতে পারছে না। লাইন বেড়েই যাচ্ছে। বাড়ছে ঠেলাঠেলি চিৎকার-চেঁচামেচি। বকুল চাবির খোঁজ করছিল। বাইরে ঠেলাঠেলি দেখে.এম. এল. এ গৌর কুন্ডু এস. ডি. ও. ভজনরামের কাছে যায়। ভজনরাম বকুলকে কিছু না বলে রিজার্ভ থেকে এক সেকশান সি. আর. পি. এফ. নিয়ে গিয়ে ঠেলাঠেলি সামলাতে দেয়। সম্প্রতি পাহাড়ে সি. আর. পি. এফ. খুব ভালো কাজ করছে। তাই ভজনরামের হয়ত আশা ছিল যে সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু ঠেলাঠেলি সামলাতে সি. আর. পি. এফ. লাঠি চালিয়ে দেয়। বন্ধুভাবাপন্ন লোকের ওপর লাঠি চালানোর ফলে পুলিসের খুব দুর্নাম হয়। যদিও এ ঘটনার জন্য দায়ী গৌর কুণ্ডু আর ভজনরাম। কিন্তু দোষটা পড়েছে বকুলের ওপরেই। সেইজন্য বকুল পরিস্কার বলে দিয়েছে যে নেহরু কাপের সময় চাবি তার কাছে থাকবে, অশোকবাবু চাবি নিয়ে এসেছে, বকুল তা বুঝে নিচ্ছে।

সব চাবি তখনও বুঝে নেওয়া হয় নি। থানা থেকে ফোন এল। বর্ধমান রোডের ওপর লামলিং বাসস্ট্যাণ্ডে আজ আবার একটি লামলিংগামী বাসে বোমা ফেটেছে। কেউ মারা যায় নি, তবে দুজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। খবরটা পেয়েই বকুল চিন্তিত হয়ে পড়ল। অশোকবাবুর মুখেও উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল। বকুল তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে গেল। গিয়ে দেখল, একই ধরনের বিস্ফোরণ। একই ধরণের লিফলেট, লোহার টুকরো, ঘড়ির ভাঙা যন্ত্রাংশ। আক্রমণের লক্ষ্য পাহাড়ের মানুষ। সব কিছু একদম একই রকম।

বকুল থানায় এসে যাদের নজরদারি করতে রাখা হয়েছিল, তাদের ডেকে পাঠাল। তারা জানাল ছেলে দুটো আটটা নাগাদ দুটো ব্যাগ ঘাড়ে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর ফেরে নি। বকুল হিসেব মিলিয়ে দেখল সাড়ে দশটা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটেছে। তার মানে ছেলে দুটোর দ্বারা বোমা রাখা হতেই পারে। সে থানা থেকে লোকজন নিয়ে আনন্দস্বামীর আশ্রমে এসে হাজির হল। আনন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল দুজন গুরুভাই কাল এসেছিল। আজ সকালে চলে গেছে। তবে তারা কে, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কি কাজে যাবে তা সে জানে না। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি ওদের সম্বন্ধে কিছু না জেনেই আশ্রয় দিলেন কেন?" আনন্দস্বামী জানাল, "আমাদের এরকমই নিয়ম। সংগঠনের লোক এলে আমরা আশ্রয় দিতে বাধ্য।" সে ঠিক কথা বলছে বলেই বকুলের মনে হল।

বকুল আশ্রমটি সার্চ করে দেখল, কিন্তু কোনোরকম বোমা বা বিস্ফোরক কিছু পাওয়া গেল না। আনন্দ পার্টির কাগজপত্র ছাড়া কোনো লিফলেটও না। তাকের এক কোণে

কয়েকটা বই। তার নিচে একটা মাঝারি ধরনের ডায়েরি। ডায়েরিটার পাতা উল্টে বকুল দেখতে লাগল। মামুলি সব কথা বার্তা লেখা। কে কোন্ মাসে কত চাঁদা দিয়েছে, কিসে কত খরচ হয়েছে, হেডকোয়ার্টারে কবে চাঁদা পাঠানো হয়েছে তা লেখা আছে। বকুল একটা একটা করে পাতা উল্টাতে লাগল। প্রতি পাতাতেই কোনো না কোনো মাসের হিসেব লেখা আছে। হঠাৎ একটা পাতায় লেখাগুলো একটু অন্য ধরনের মনে হল। বকুল ভালো করে পড়ে দেখল, এখানে কয়েকটা কেসের নম্বর লেখা আছে। বকুলের মনে হল, সম্প্রতি মাখনায় বোমা বিস্ফোরণের কেসের নম্বরটাও যেন লেখা আছে। এ কেসের নম্বরগুলো যে কোথা থেকে পেল আর কেনই বা লিখে রেখেছে সে প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারল না।

বকুলের সন্দেহ হল, বোমা চক্রের সঙ্গে আনন্দস্বামী জড়িত আছে। অন্তত কারা এ কাজ করছে তা সে জানে। বকুল নোটবইটা সিজ করে আনন্দস্বামীকে থানায় নিয়ে এল। থানায় এনে কয়েকজন মিলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। প্রথমে আসল প্রশ্নে না গিয়ে তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল। জানা গেল মেদিনীপুরের কোনো এক গ্রামে তার বাবার বাড়ি ছিল। অল্প বয়সে মা মারা গেলে বাবা আবার বিয়ে করে। সৎমা তাকে পছন্দ করত না। সে বাবাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। সে দাদুর কাছে থাকে। দাদুর যখন মরণাপন্ন অবস্থা তখন তাকে এক অবধূতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখন তার বয়স পাঁচ কি ছয়। অবধূত তাকে আনন্দ পার্টির আশ্রমে নিয়ে আসে। সেখানেই তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়। সে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে। তারপর তাকে অবধূত হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়। সে গেরুয়া পরতে শুরু করে। তাকে বৈকুণ্ঠপুরে এই স্কুল পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। অবধূতদের সংসারী হওয়া মানা, তাই সে বিয়ে করে নি। বাবার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ রাখা তাদের নিয়মও নেই।

কথায় কথায় অবধূত অনেকটা সহজ হলে বকুল কাজের কথায় এল। সে ভূমিকা করে বলল, "বুঝতে পারছি ওরা আপনাকে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে। ওদের কথা আপনাকে মেনে চলতে হয়। তাহলে এই কেস নম্বরগুলো ওদের কথা মতোই লিখে রেখেছেন।

"হ্যাঁ কেসগুলোর ডেভেলপমেন্ট কি হচ্ছে, সেটা জানার জন্য আমাকে বলা হয়েছে।"

"আপনি আর কি করবেন? কিন্তু এরকম করে নিরপরাধ লোকগুলিকে বোমা ফাটিয়ে মেরে ফেলা কি ঠিক হচ্ছে?"

"আমি সে কথা বলেছিলাম। কিন্তু ওরা বলে, যারা পাহাড়ে আমাদের লোককে মারছে তাদের সাবধান করা দরকার।"

"কিন্তু পাহাড়ে যারা অত্যাচার করছে বোমাতে তারা তো মরছে না। মরছে অন্য লোক, যারা কোনো দোষ করে নি। সেটা কি ঠিক? এই যে আমরা তো নিশ্চিত জানি যে আপনি বোমা ফেলতে যান নি। কিন্তু আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছি। অন্যের জন্য আপনি শাস্তি পাচ্ছেন। এটা কি ঠিক?"

"আমি সত্যিই বোমা ফাটাই নি। আমাকে ছেড়ে দিন।"

"আপনাকে রেখে আমরা কি করব? তবে যে ছেলে দু'টি এসেছিল তারা কোথায় আছে যদি বলেন।"

"তাহলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

"ওরা জানবে কি করে?"

"একজন ছড়িবাড়ি থানার উত্তরে আমাদের পার্টির যে আশ্রম আছে রাতে ওখানে থাকবে। আরেকজন কোথায় থাকবে আমাকে বলে নি।"

"ওদের কাছে আর বোমা আছে কি?"

"ওদের কাছে কি আছে না আছে আমি দেখি নি। আমাদের তা দেখার নিয়ম নয়।"

"আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে আর বিরক্ত করব না।"

বকুলের যা জানার ছিল তা মোটামুটি জানা হয়ে গেল। অবধূতকে কোর্টে পাঠানো হল। বকুল অনেকটা হালকা মনে খেলার মাঠে এল। তার মনে হচ্ছে, বোমা রহস্যের সমাধান এবার হবে।

রাতের বেলা যারা আনন্দস্বামীর ওপর নজর রাখছিল তাদের ক'জনকে নিয়ে বকুল ছড়িবাড়ি থানায় এল। থানা থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে গিয়ে আনন্দ পার্টির আশ্রমটা ঘিরে ফেলল। তারপর ভিতরে গিয়ে দেখল, আনন্দস্বামীর খবর একদম ঠিক। গতকাল রাতে যে দুটো ছেলে বৈকুণ্ঠপুরে আনন্দস্বামীর আশ্রমে ছিল, তাদের একজন সেখানে আছে। তাকে অ্যারেস্ট করা হল। থানায় নিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। জানা গেল তার নাম প্রশান্ত পালধি। বাড়ি কোচবিহারে। এর বেশি আর কিছু জানা গেল না। বোমা ফেলার কথা সে কবুল করল না। আনন্দস্বামীকে চেনে বলেও স্বীকার করল না। সকালে তাকে কোর্টে পাঠানো হল। কোর্ট তাকে সাত দিনের জন্য পুলিস হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল। তাকে হাজতে রাখা হল।

পরের দিন সকালে বকুল খবর পেল যে পরনের কাপড় খুলে ফাঁস করে বাথরুমের জলের পাইপ থেকে ঝুলে আনন্দস্বামী আত্মহত্যা করেছে। খবরটা পেয়েই বকুল ঘাবড়ে গেল। পুলিসের সম্পর্কে লোকের ধারণা এত খারাপ যে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না যে সে আত্মহত্যা করেছে। সবাই বলবে, তাকে মারতে মারতে মেরে ফেলা হয়েছে। বকুল থানায় ছুটল। হাজতের তালা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। সব কিছু পরখ করে দেখে তার বিশ্বাস হল যে সে সত্যি আত্মহত্যাই করেছে। তবে এ পাইপ থেকে যে কেউ ঝুলতে পারে এ ব্যাপারটা তাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল। এবারে মিস্ত্রি ডেকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

পুলিস হেফাজতে কেউ মারা গেলে ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে সুরতহাল করাতে হয়। এস. ডি. ও.-র কাছে খবর পাঠানো হল। সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তী সাহেব এল। সুরতহালের পর ডেডবডি ময়না তদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হল।

একের পর এক সাংবাদিকরা এসে প্রশ্ন করতে লাগল, "সত্যিই আত্মহত্যা তো?" হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানোর ফলে এমন হয়েছে যে কেউ সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করলেও লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। ফলে বকুলের পক্ষে সাংবাদিকদের সন্তুষ্ট করানো শক্ত হল যে আনন্দস্বামী সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করেছেন। তাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয় নি।

দুপুর নাগাদ ডি. আই. জি হেডকোয়ার্টার ফোন করলেন। তিনি বকুলের কোনো কথা শুনলেন না। এক তরফা বকুলকে বকতে লাগলেন, যেন বকুলই তাকে মেরে ফেলেছে। তার রাগের কারণ বোঝা গেল যখন খানিকক্ষণ পরে ডি. জি. সাহেব ফোন করলেন। ইতিমধ্যে নীরেন হোম নতুন ডি. জি হয়েছেন। "অনেস্ট অ্যান্ড আপরাইট" অফিসার হিসেবে হোম সাহেবের নাম আছে। তিনি বকুলকে খুব ভালোবাসেন। তিনি বললেন, "আমি, না হয় তোমার কথা বিশ্বাস করলুম যে সে আত্মহত্যাই করেছে। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করছে কে? ওদের হেডকোয়ার্টার থেকে হাইকোর্টে মামলা করেছে যে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। হাইকোর্ট ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য ওদের অ্যাডভোকেটকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করেছে। ডেডবডি প্রিজার্ভ করতে বলেছে, যাতে করে স্পেশাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে নতুন করে পোস্ট মর্টেম করা যায়। স্পেশাল অফিসার রাতের লামলিং মেলেই রওনা হয়ে যাচ্ছে। একটু খেয়াল রেখো। খেলার খবর কি?"

"সব ঠিক ঠাক আছে।"

"বোমা মারা বন্ধ হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার। তার জন্যই এই কান্ড।"

"ঠিক আছে। কাজ কর।" তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

পরের দিন সকালবেলায় স্পেশাল অফিসার হাজির হল। থানার হাজত দেখে, হাজতে অন্যান্য যে সব আসামি ছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সে বকুলের কাছে হাজির হল। বকুল পুরো ঘটনাটা তাকে খুলে বলল। শুনে সে সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তীর কাছে গেল। সেখান থেকে গেল মেডিকেল কলেজে ডেডবডির পোস্ট মর্টেম করাতে। পোস্ট মর্টেম করার জন্য টিম ঠিক হল। কিন্তু স্পেশাল অফিসার বৈকুণ্ঠপুর ফিরে এল। আই. সি. সমীনাথ চ্যাটার্জী এসে বলল, "স্যার উনি খেলা দেখতে চাইছেন।" বকুল উত্তর দিল, "সেটা হাইকোর্টের স্পেশাল অফিসার হয়ে এলেও আসলে আনন্দ পার্টির উকিল। খেলা দেখতে হলে টিকিট কেটে দেখুক।" সমীনাথ চ্যাটার্জী মৃদু হেসে বলল, "তা ঠিক স্যার। তবুও ঢুকিয়ে দিন। কাজে লাগবে।" সমীনাথ বকুলের প্রিয় অফিসার। বকুলের প্রস্তাব মতোই দুর্গা বোসের জায়গায় তার পোস্টিং হয়েছে। বকুল ঠিক বুঝতে পারল না সমীনাথ কি কাজের কথা বলছে। তবুও একটা কমপ্লিমেন্টারি কার্ড তাকে দিয়ে দিল। স্পেশাল অফিসার ভি. আই. পি. ব্লকে বসে খেলা দেখতে লাগল।

পরের বারের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আগের রিপোর্টকে সমর্থন করল। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পোস্ট মর্টেম করেও দেখা গেল যে আনন্দস্বামী অবধূত আত্মহত্যা করেছেন। তাকে হত্যা করা হয় নি। হাজতে অন্যান্য যে আসামীরা ছিল তারাও সাক্ষী দিল যে অবধূত আত্মহত্যা করেছে। এমনকি ছড়িবাড়ি থেকে আনন্দ পার্টির যে ছেলেটিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল সেও স্পেশাল অফিসারকে বলল যে অবধূত আত্মহত্যা করেছে। স্পেসাল অফিসার তার রিপোর্টে সেকথা লিখল। কিন্তু সেই সঙ্গে লিখল যে তাকে আগের রাতে এত মারধোর করা হয়েছিল যে সে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করেছে। অর্থাৎ

অবধূতকে আত্মহত্যা করতে পুলিস বাধ্য করেছে।

স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট পেয়ে হাইকোর্ট পুলিসের কাজের কৈফিয়ৎ চাইল। সমীনাথবাবু কৈফিয়ৎ লিখে নিয়ে এল। বকুল দেখে তো থ। সে আসল ঘটনা পূর্বাপর সবই লিখেছে, সাক্ষীদের কথা এবং দ্বিতীয়বার ময়না তদন্তের ফলাফলও। তারপর সে লিখেছে স্পেশাল অফিসার এখানে এসে তার কাজ ঠিক মতো না করে মাঠে বসে বসে ফুটবল খেলা দেখেছে। তার ফলে পোস্ট মর্টেম যারা করেছেন তাদের সকলের সঙ্গেও কথা বলেন নি। এখানে এসে খেলা দেখে কলকাতা ফিরে নিজের মনগড়া একটা রিপোর্ট দিয়েছেন। কাজেই স্পেশাল অফিসারের ঐ রিপোর্ট সত্য নয়। আসলে তাকে মারধোর কিছুই করা হয় নি। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে মারধোরের চিহ্নমাত্র নেই। সাক্ষীরাও বলে নি। হাজতে যে আর একজন আনন্দ পার্টির আসামি ছিল সেও স্পেশাল অফিসারকে মারধোরের কথা বলে নি। কাজেই এই মারধোরের ব্যাপারটা স্পেশাল অফিসারের কল্পনাপ্রসূত। একে অগ্রাহ্য করা হোক।

বকুল বুঝতে পারল সমীনাথ কেন স্পেশাল অফিসারকে খেলা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। বেচারা স্পেশাল অফিসার খেলা দেখতে এসে ফেঁসে গেছে। অনেকের চোখের সামনে বসে খেলা দেখেছে। এখন অস্বীকারও করতে পারবে না। তাই পুলিসের অভিযোগও সে অস্বীকার করতে পারবে না। বকুল সমীনাথের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। মেমোটাতে সই করে দিয়ে সে খেলার মাঠের দিকে রওনা হবার জন্য তৈরি হল।

রিডারবাবু এসে বলল, "স্যার মনতোষ ভট্টাচার্য একটা দরখাস্ত দিয়েছেন।" সে দরখাস্তটা সমেত মনতোষ ভট্টাচার্যের প্রসেডিং ফাইলটা এগিয়ে দিল। বকুল নিয়ে পড়তে লাগল। মনতোষ ভট্টাচার্য লিখেছে, "মহাশয়, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার সরকারের অধীনে চিকিৎসায় আছি। তিনি আমাকে চার সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। এমত অবস্থায় আমার পক্ষে এনকোয়ারি অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয়। তাই আমাকে অন্তত মাস খানেক সময় দেওয়া হোক।" দরখাস্তের সঙ্গে মেডিকেল সার্টিফিকেট। তাতে চার সপ্তাহের বিশ্রামের সুপারিশ। বকুল বুঝতে পারে মনতোষ ভট্টাচার্য তার এনকোয়ারি ফেস করতে চাইছে না। তার জন্যই মেডিকেল সার্টিফিকেট যোগাড় করেছে। তার কথা বোঝা যায়। কিন্তু এই ডাক্তারটা? সে তো জানে যে মনতোষের কিছু হয় নি। তবুও তাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা সার্টিফিকেট দিচ্ছে। আগে এদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এদের জ্বালায় সত্যিকার কোনো নিয়ম মেনে চলার উপায় নেই। একজনের কিছুই হয় নি। টাকা দিয়ে এমন সার্টিফিকেট নিয়ে এল যে ছুটি দিতে বাধ্য। কিন্তু আরেকজনের হয়তো তার থেকেও ছুটির বেশি দরকার। কিন্তু সে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেয় নি। সে ছুটি পাবে না। ডাক্তারগুলোর জালিয়াতির জন্য নির্দোষ মানুষ শাস্তি পাবে। আবার এই মনতোষ ভট্টাচার্যের মতো দোষী লোক সুবিধা ভোগ করবে। কিন্তু কি করা যাবে? বকুল একমাস পরেই আর একটা দিন ধার্য করল। সেই মতো অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের জানিয়ে দিতে আদেশ দিল।

সতের

বৈকুণ্ঠপুরে অনুষ্ঠিত জওহরলাল নেহরু গোল্ড কাপ ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইটেশনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট বকুলের জীবনে বিশেষ অভিজ্ঞতা। বৈকুণ্ঠপুরের অ্যাডিশনাল এস. পি হিসাবে সে স্টেডিয়ামের জন্য জমি দখল করা থেকে আরম্ভ করে সব শেষে বিদায়ী ভোজ পর্যন্ত যুক্ত ছিল। যখন স্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছিল, স্টেডিয়াম কমিটির লোকেরা দিনরাত পরিশ্রম করছিল। ক্রীড়া মন্ত্রী বারবার কাজকর্মের অগ্রগতির খোঁজ নিচ্ছিলেন। আই.এফ. এর সভাপতিও মাঝে মাঝে খোঁজ নিচ্ছিলেন। কিন্তু যেই সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল, আই.এফ.এর সভাপতি খেলা শুরু হওয়ার আগের দিন কাগজে কি বিবৃতি দিলেন। ক্রীড়ামন্ত্রী আর খেলার মাঠে এলেন না। স্থানীয় এম. এল. এ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দও নয়।

বকুল বুঝল, তার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজটা আরও একটু বেশি শক্ত হয়ে গেল। আই. এফ. এ এবং স্টেডিয়াম কমিটি এভাবে পরস্পরকে শিক্ষা দিতে চাইবে। বকুল আই.এফ.এ এবং স্টেডিয়াম কমিটির সঙ্গে কথা বলে ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে জড়িত সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। গেটের চাবি খোলা, বন্ধ করা থেকে টিকিট চেক এবং বসার ব্যবস্থা সবই সে তদারকি করবে ঠিক হল। এতে তার লোকজনের ওপর একটু কাজের চাপ বাড়ল বটে, তবে আই.এফ.এ আর স্টেডিয়াম কমিটির মন কষাকষিতে পড়ে তার দুর্নাম হবার সম্ভাবনা রইল না।

ইতিমধ্যেই একজন সৎ পরিশ্রমী এবং কর্মনিষ্ঠ অফিসার হিসেবে বকুল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নেহরু কাপে নিখুঁত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে সে আরও বেশি প্রশংসা অর্জন করল। এ রাজ্যে কলকাতার বাইরে এত বড় খেলার আসর এই প্রথম বসল। এই জেলার তিনটি মহকুমায় সশস্ত্র আন্দোলন চলছে সেখানে বৈকুণ্ঠপুরে এত বড় খেলার আসরের নিরাপত্তার ব্যাপারে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। বকুল তাদের সে সংশয় মিথ্যা প্রমাণ করে দেওয়ায় তার সুনাম বেড়ে গেল। কাগজে কাগজে তার প্রশংসা বের হল। খেলাধূলার পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হল। এর ফলে একদিকে যেমন তার জনপ্রিয়তা বাড়ল, অন্যদিকে তেমনি তার শত্রু সংখ্যাও বেড়ে গেল।

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বকুলের অনুরক্ত হয়ে পড়ল। সে অনুরাগের প্রকাশ ঘটতে লাগল নানাভাবে। সেদিন মোহনবাগান আর পি.এস.ই.বি.-র খেলা চলছিল। গ্যালারিতে অনেক নামকরা খেলোয়াড় বসেছিল। এম.এল.এ বসেছিলেন। একজন মন্ত্রীও ছিলেন। তাদের কাছে না গিয়ে হাফটাইমের সময় কয়েকজন বাচ্চা ছেলে বকুলের অটোগ্রাফ নিতে এল। বকুল প্রথমে রাজি হয় নি। পাশে সভাধিপতি সুনীল সাহা বসেছিলেন। তিনি বললেন, "আরে বাচ্চা ছেলে এসেছে, দিন না একটা সই করে।" বকুল একটা খাতা নিয়ে তার নাম সই করতে লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য লাইন পড়ে গেল। বকুল বিব্রত বোধ করে গ্যালারি ছেড়ে

কন্ট্রোল রুমে চলে গেল। কিন্তু তার আগেই ফটোগ্রাফাররা অটোগ্রাফ শিকারীদের দ্বারা বেষ্টিত বকুলের ছবি তুলে নিল। পরের দিন বৈকুণ্ঠপুর বার্তায় সে ছবি ছাপাও হয়ে গেল।

এতে তার সহকর্মীরা, বিশেষ করে তার উর্ধতন আফিসাররা রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। কাগজে পুলিসের নামে অনেক খবর বের হয়। বলাই বাহুল্য তাতে পুলিসের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করা হয়। তাতে কারো আপত্তি নেই। তাই বলে কাগজে কারো প্রশংসা বেরুবে। সেটা একমাত্র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বের হতে পারে, তাই বলে অন্য কারো! সেটা সহ্য করা যায় না।

দিন দুয়েক পরে চান্দা সাহেব এলেন। তখন ফাইনালের আর মাত্র তিন দিন বাকি। খেলার শেষে তিনি সব অফিসারদের মাঠের মধ্যে ফলো ইন করালেন। তারপর বকুলের কৈফিয়ৎ নিতে শুরু করলেন । প্রথমেই তিনি মন্তব্য করলেন, "আমার কাছে রিপোর্ট হচ্ছে, মাঠে কোন নিয়ম-কানুন নেই, সব কিছুতে অব্যবস্থা।" বকুল কোন উত্তর দিল না। এবার তিনি সরাসরি বকুলকে অভিযুক্ত করে বললেন, "গেটে তুমি কোনো স্থানীয় অফিসার রাখছ না, গন্যমান্য লোকেরা খেলা দেখতে এসে ফিরে যাচ্ছে।" এবার বকুল মুখ খুলল, "স্যার ভুলত্রুটি হতেই পারে, তবে যা ব্যবস্থা আছে তাতে কারো ফিরে যাবার কথা নয়। কে ফিরে গেছেন জানতে পারলে আমি খোঁজ নিয়ে দেখতাম স্যার।"

"অন্য লোকের কথা বাদই দিলাম; মোহনবাবু কাল খেলা দেখতে এসে ফিরে গেছেন। তিনি এত দুঃখ পেয়েছেন যে হয়ত মাঠেই আসবেন না।"

মোহনবাবু অর্থাৎ অ্যাডিশনাল এস. পি., ডি. আই. বি. । তাঁর তো ফিরে যাবার কথা নয়। বকুল উত্তর দিল, "স্যার আমি নিজে মোহনবাবুর কাছে কমপ্লিমেন্টারি কার্ড পৌঁছে দিয়েছি। তারপরেও তো তার খেলা দেখতে এসে ফিরে যাবার কথা নয়।"

"আমাকে কমপ্লিমেনটারি কার্ড দিয়েছ বলে কি আমি কার্ড না আনলে আমাকে ঢুকতে দেবে না।"

"স্যার আমি সে কথা বলছি না। উনি যদি একটু খবর দিতেন তাহলেই ওনার খেলা দেখার ব্যবস্থা করতাম।"

"তা করছ কই? উল্টে তুমি স্থানীয় কোন ভদ্রলোক কোথাও বসলে তুমি উঠিয়ে দিচ্ছ।"

বকুল বোঝে, এটা বিনয় ব্যানার্জীর অভিযোগ। ইতিমধ্যে আই. এফ. এ-র সঙ্গে স্টেডিয়াম কমিটির বিরোধ মিটে গেছে। আই. এফ. এ. সভাপতি আবার সেই মতো কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন। স্টেডিয়াম কমিটির তথা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরা আবার খেলার মাঠে আসছে। সেদিন বিনয় ব্যানার্জী কয়েকজন সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলোতে বসেছিলেন। সাংবাদিকরা উঠে যেতে অনুরোধ করলেও তারা ওঠেনি। কিন্তু সাংবাদিকরা বসার জায়গা পাচ্ছে না। তখন তারা সেদিকে বকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বকুল তাদের সাংবাদিকদের আসন ছেড়ে দিতে বলে। এটা যে কোনো অভিযোগের বিষয় হতে পারে তা বকুল ভাবতে পারে না। তাই সে কোনো মন্তব্যও করে না। চান্দাসাহেব বলেন, "তুমি যখন ঠিকভাবে চালাতে পারছ না, তখন মাঠের চার্জ অরুণ বোসকে বুঝিয়ে দাও।" তিনি চলে গেলেন।

অরুণ বোস এস. এ. পি থার্ড ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডান্ট। খেলা উপলক্ষে যারা বাইরে

থেকে এসেছেন উনি তাদের একজন। উনি বকুলের সিনিয়রও বটে। বকুল অরুণ বোসকে গিয়ে স্যালুট করে বলল, "স্যার, তাহলে কাল থেকে মাঠের চার্জে থাকবেন আপনি। কোনো সাহায্যের দরকার হলে বললেন, আমি তৎক্ষণাৎ করে দেব। আপাতত এই কাগজগুলো আপনার কাছে রাখুন।" অরুণ বোস উত্তর দিল, "আমি বাইরে থেকে এসেছি। কার সঙ্গে কি ব্যবস্থা আছে আমি কিছুই জানি না। আমি মাঠের চার্জ নেব কি করে?"

"কিন্তু স্যার, সেটা আপনি এস. পি. সাহেবকে বলতে পারতেন। তখন কিছু বললেন না। উনি অর্ডার দিয়ে চলে গেলেন। আমি তো অমান্য করতে পারি না। কাগজপত্র রইল।"

অরুণ বোসকে মাঠের কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বকুল অফিসে ফিরে এল। এসে দেখে, ফুলঝুরি বসে আছে। বকুলকে দেখে সে হাসিমুখে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, "দিন আমাকে একটা অটোগ্রাফ দিন।" তার ভাব দেখে বকুলও হেসে ফেলল। কিন্তু মনের মধ্যে তার ব্যথা খচ খচ করছে। তাই হাসিটা মধুর না হয়ে করুণ দেখাল। করুণ হেসে বকুল বলল, "ঠাট্টা করছেন।"

"বারে! খবরের কাগজে যাদের লাইন দেখলাম, তারাও কি ঠাট্টা করছিল?"

"না না, তারা ঠাট্টা করবে কেন?"

"তাহলে আমি করলেই ঠাট্টা হচ্ছে কেন?"

"তারা যা করেছে অন্তর থেকে করেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আর আপনি যা করছেন তা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে জব্দ করার জন্য!"

"আপনাকে জব্দ করব আমি? তাহলেই হয়েছে! ধড়ে মুণ্ডুটা থাকবে না!"

"আপনার মুণ্ডু মারে কে? মেডিকেল কলেজে আপনার যা দলবল আছে....."

"তা না হয় আছে! কিন্তু আপনি বলুন তো আমাকে আর আপনি আপনি করবেন কতদিন?"

"তাহলে কি বলব?"

"তুমি করে বলবেন। আমি আপনার কত ছোট না?"

"তা ছোট। তবে দুয়েকজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আমি সকলকেই আপনি বলি?"

"আমাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে হয় না বুঝি?"

"তা না, আসলে.."

"আসলে কি?"

"আচ্ছা তুমিই বলব। এবার বলুন, আর কি করতে হবে।"

"আবার বলুন?"

"আচ্ছা বলো আর কি করতে হবে।"

"আর ফুলঝুরি না বলে ফুল বলে ডাকতে হবে। আমি তো অনেকবার বলেছি, দাদু আমাকে ফুল বলে ডাকে।"

"আরে আপনি কি আমাকে দাদু ঠাওরেছেন নাকি?"

ফুলঝুরি বিব্রত বোধ করে বলল, "আপনার সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।"

"কেন? আমার অপরাধ?"

"অপরাধ আপনি এখনও আমার খাতায় অটোগ্রাফ দেন নি।" সে খাতাটা এগিয়ে দিল। বকুল সেটা নিয়ে সই করতে লাগল।

বৃন্দাবন পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "স্যার, মাটিকাটার একজন মহিলা অনেকক্ষণ ধরে দেখা করার জন্য বসে আছেন।" বকুল অনুযোগের সুরে বলল, "এতক্ষন বলেন নি কেন?" বৃন্দাবন নীরবতাই শ্রেয় মনে করল। ফুলঝুরি খাতাটা নিয়ে উঠে পড়ল, "আপনার অফিসের কথা হবে আমার না থাকাই ভালো।" বকুল তাকে বলল, "এমন কিছু গোপন কথা নয় যে আপনি থাকলে অসুবিধা হবে। বসুন।" ফুলঝুরি বসে পড়ল।

মহিলা এসে সামনের চেয়ারে বসল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি থানায় গিয়েছিলেন?" মহিলা উত্তর দিল, "গেলছুনু। দারোগাবাবু কেচ ক্যোরা লিয়্যোছে। কিন্তুক তার পরে আর কিছু হয় নি।" বকুল মাটিকাটা থানায় ফোন করল। ও. সি. ফোন ধরতে বলল, "গোপাল মণ্ডলের বিরুদ্ধে যে কেসটা হয়েছে সেটা তাড়াতাড়ি তদন্তের ব্যবস্থা করুন। এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর যেন দেরি না হয়।" ফোন নামিয়ে রেখে সে মহিলাকে বলল, "আমি ও. সি.-কে বলে দিলাম। আপনার কেস তাড়াতাড়ি তদন্ত হবে।" মহিলা দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। ফুলঝুরি বকুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই সামান্য কারণেও এদের আপনার কাছে আসতে হয়?"

বকুল কিছু বলার আগেই টেলিফোনের বাজটা বেজে উঠল। রিডারবাবু বলল, "স্যার, চান্দা সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।" বকুল টেলিফোন তুলতেই চান্দা সাহেবের গলা ভেসে এল, "তুমি নাকি অরুণ বোসকে মাঠের সব কাগজপত্র দিয়ে দিয়েছ?"

"স্যার আপনি তো তাই বললেন।"

"ডোণ্ট বি সিলি! অরুণ বোস বাইবে থেকে এসেছে। এখানকার কিছু জানে না। ও চার্জে থাকবে কি?"

"কিন্তু মাঠে তো আপনি তাই বললেন।"

"বলেছি বলেই করতে হবে? আমি তো তোমাকে মদ খেতে বলি, তুমি খাও?"

"স্যার সেটা আপনি ঠাট্টা করে বলেন।"

"আর এটা রাগ করে বলেছি! এই তো। তুমি কাগজ-পত্র বুঝে নাও।"

চান্দা সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন। বকুল ভাবতে লাগল এ কেমন ব্যবহার। সে কত কষ্ট করে খেলার মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। কিন্তু চান্দা সাহেব বললেন, মাঠে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। সবাই তার কাজের প্রশংসা করছে। কিন্তু তিনি বললেন, সব কিছুর অব্যবস্থা। সকলের সামনে তিনি বকুলকে হেনস্থা করলেন। বললেন, তুমি যখন পারছ না তখন অরুণ বোসকে চার্জ দিয়ে দাও। সে তো তাই করেছিল। তাহলে আবার কেন তাকে টানাটানি করা হচ্ছে? তার মুখে বেদনার ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠল। ফুলঝুরি বলে উঠল, "ব্যাপার খুব গভীর মনে হচ্ছে। কি হয়েছে? বকুল উত্তর দেয়, "সে অনেক কথা। পরে তুমি বুঝবে, তোমাকে পরে বলব। আজকে আমার মনটা ভাল নেই।"

"সেক্ষেত্রে আমি যে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকব।"

"ফুল তুমি আমার ঝামেলার মধ্যে নিজেকে জড়িও না। পড়াশোনা কর। তোমার পরীক্ষা সামনে।"

ফুল আর কথা বাড়ায় না। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে যায়। বকুল সেদিকে চেয়ে থাকে। রাখাল এসে বলে, "স্যার একজন লোক দেখা করতে চাইছে।" বকুল ইঙ্গিতে পাঠিয়ে দিতে বলে।

লোকটি এসে যা বলল তার মর্মার্থ এই যে কলকাতার কাছে নরেন্দ্রপুরে তার বাড়ি? সে গ্যাংটকে চাকরি করে। আগামী পরশু তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। সে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায় বাসে ভিড়ের মধ্যে তার পকেটমার হয়ে গেছে। তার কাছে এখন একটি পয়সাও নেই। ওদিকে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরতে না পারলে মেয়েটি লগ্নভ্রষ্টা হয়ে যাবে। কাজেই যে করে হোক তার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শুনে বকুলের একটু মায়াই হল। সে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেন?"

"অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম। সবাই বলল, বকুল বিশ্বাসের কাছে যান, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেইজন্যই এখানে এলাম।"

সবাই তার কাছে আসতে বলছে শুনে বকুলের কেমন একটা ভালোই লাগল। তাহলে তার সুপিরিয়র অফিসারেরা যাই বলুক লোকে তাকে ভালোই বলে। লোকে মনে করে তার কাছে গেলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সে কি ব্যবস্থা করবে?

সে বলল, "কিন্তু আমাদের কাছে তো সেরকম কোন ফান্ড থাকে না।

লোকটি বলল, "যদি কারো কাছ থেকে ধারের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি গিয়েই মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।" সে পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করল। বকুল বাধা দিল "না না কার্ড দেখাতে হবে না।" সে পকেটে হাত দিল। একটা এক শ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিল। সে বকুলের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে, অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। বকুল মাঠের কাগজ-পত্র ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অরুণ বোসের কাছে সার্কিট হাউসে গেল।

পেলোরালের সঙ্গে মহামেডানের খেলা। খেলা আরম্ভ হতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে। বকুল দেখল, ফেন্সের মধ্যে আই. এফ. এ. সভাপতির পাশে বসে আছে অমিত আগরওয়াল। স্টেডিয়াম তৈরি থেকে আজ পর্যন্ত ওখানে খেলাধূলার ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে তাতে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে চন্দ বাবু অর্থাৎ ফোমিনের সেক্রেটারি চন্দ্র ভূষন দাঁ। অমিত আগরওয়ালকে একদিনও দেখা যায় নি। কিন্তু আজ হঠাৎ সে ফেন্সের ভিতরে। আর চন্দ্রবাবু গ্যালারিতে বসে। বকুল ঠিক বুঝতে পারল না।

হঠাৎ চার নম্বর গেট থেকে খবর এল একজন লোক সে নিজেকে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার বলে পরিচয় দিচ্ছে, সে অন্য গেটের টিকিট থাকা সত্ত্বেও জোর করে ঢুকছে, কারো কথা শুনছে না। এই অবস্থায় কি করা হবে তা ঐ গেটের ডি. এস. পি. সাহেব জানতে চাইছেন। কি ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে বকুল ঠিক করতে পারল না। প্রথমত পুলিশের লোক বলছে। তাহলে অন্য গেটের টিকিট থাকতেও সে চার নম্বর গেট দিয়ে ঢুকতে চাইছে কেন? বকুল ম্যানপ্যাকটা হাতে করে চার নম্বর গেটের দিকে গেল। কর্তব্যরত ডি. এস. পি. বলল যে তাকে ও গেটে ঢুকতে বাধা দেওয়ায় সে বলেছে,

"আপনার মতো এরকম অনেক ডি. এস. পি. দেখেছি।" বকুল লোকটিকে ডাকল। কিন্তু সে প্রথম থেকেই চিৎকার করতে শুরু করে দিল। তার চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে থেকে বকুল যা বুঝল তা হল, সে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার। তার ওপরে শ্রীকণ্ঠপুরের নীল পুলিশ সংগঠনের নেতা। যথেষ্ট দায়িত্বশীল লোক। টিকিট নিয়ে খেলা দেখতে এসেছে। তাতে ডি. এস. পি. বাধা দেবার কে? বকুল তার টিকিট দেখতে চাইলে, সে পকেট থেকে দুটো টিকিট বের করে দিল। বকুল দেখল, দুটোই কমপ্লিমেণ্টারি টিকিট। একটা ভি. আই. পি. গেটের অন্যটা এগার নম্বর গেটের। টিকিট দুটো ফেরৎ দিয়ে বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনার একটা টিকিটও তো এ গেটের নয়। তাহলে আপনি এ গেটে ঢুকতে চাইছেন কেন?" প্রশ্ন শুনে লোকটি আরও উত্তেজিত হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, "ঢুকলে কি হবে? ফাঁকাই তো পড়ে আছে।"

"সেটা আপনার দেখার কথা নয়। আপনার এ গেটের টিকিট নেই। এরপর আপনি এ গেট দিয়ে ঢুকতে পারবেন না। ডি. এস. পি. বাধা দিয়েছে ঠিক করেছে। কারণ তার ওপর এই রকম নির্দেশ আছে। আপনি সেখানে অনুরোধ করতে পারতেন। তা না করে আপনি চোটপাট করছেন, এরকম তো চলতে পারে না।"

"আপনি স্যার র‍্যাঙ্কই দেখলেন, ন্যায়-অন্যায় দেখলেন না।"

বকুলের রাগ হয়ে গেল। সে বলল, "আপনি কি বলতে চাইছেন, এক গেটের টিকিট নিয়ে অন্য গেটে ঢুকতে যাওয়া ন্যায়, আর সেটাতে বাধা দেওয়া অন্যায়। যেখানে আপনার টিকিট আছে আপনি সেখানে যান।"

"এখানে আমার জানাশোনা লোক আছে। আমি এই গেটেই খেলা দেখব। দেখি আপনারা কি করতে পারেন।"

বকুলের আরও রাগ হয়ে গেল। পুলিশের লোক বলছে, অন্যায় করছে। আবার গলাবাজিও করছে, এখানেই খেলা দেখবে? সে তার লোকদের ইঙ্গিত করল, তারা তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে এল। মাঠের বাইরে এসে সে চিৎকার করতে লাগল, "আমিও দেখে নেব। আমার নাম অম্লান গুপ্ত। আমি শ্রীকণ্ঠপুরের নীল পুলিশ সংগঠনের সেক্রেটারি।" বকুল বলল, "আপনি যা দেখার দেখবেন। তবে আপনি যে আচরণ করেছেন তার জন্য যদি ক্ষমা না চান তাহলে আমি আপনাকে থানায় পাঠাব, আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।" সে একটা গাড়ি আনতে বলল, অন্য অফিসাররা ছুটে এল। তাদের পরামর্শে অম্লান গুপ্ত বকুলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। বকুল তার জায়গায় ফিরে এল। অম্লান গুপ্ত চলে গেল।

নেহেরু কাপের খেলা শেষ হয়ে গেল। প্রথম দিনের খেলায় ইউরোপের যে দলটি পেনোরালকে দু'গোলে হারিয়েছিল, ফাইনালে সেই দলটিকে পেনোরাল এক গোলে হারাল। খেলার সমস্ত সময় ধরে পেনোরালের গোলের কাছে বল ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু এক ফাঁকে পোনোরাল একটি গোল করল তা আর শোধ হল না। খেলা শেষ হতেই ইউরোপীয় খেলোয়াড়রা হতাশ হয়ে মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল। সমস্তক্ষণ তারা ভালো খেলেছে। সমস্তক্ষণ তারা প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রেখেছে। তবুও জয় প্রতিপক্ষেরই

হল। কারণ তারা যে একমাত্র সুযোগ পেয়েছিল তাকে কাজে লাগাতে পেরেছে।

মানুষের জীবনও বোধ হয় এমনি। কারো জীবনে অনেক সুযোগ আসে। কিন্তু সে একটাকেও কাজে লাগাতে পারে না। কিন্তু কারো জীবনে একটি মাত্র সুযোগ আসে। সে সেটাকে কাজে লাগিয়ে অনেক ওপরে উঠে যায়। লোকে তাকে বলে সৌভাগ্যবান। লাকি। বৈকুণ্ঠপুরে এখন সবাই বলছে পেনোরাল খুব লাকি। আর যারা একটি সুযোগও কাজে লাগাতে পারে না তাদের কেউ মনে রাখে না। তারা হারিয়ে যায়।

খেলা শেষ হয়ে গেছে। বৈকুণ্ঠপুরে এখন বিদায়ের পালা। এগারটায় টাউন হলে সাংবাদিকদের ফেয়ার ওয়েল মিটিং। সন্ধ্যা পাঁচটায় টুরিস্ট লজে আই. এফ. এ-র ফেয়ারওয়েল ডিনার। বকুল ডাক ফাইলটা তাড়াতাড়ি দেখেই টাউন হলে রওনা হল। সভা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। ঘরোয়া পরিবেশ। যে যার বক্তব্য খুব সহজ ভাবে বলছে। সব শেষে, স্থানীয় দৈনিকের সাংবাদিক দিব্যেন্দু সাহা সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানাল, সভার কাজ শেষ হল। সকলের জন্য চায়ের ব্যবস্থা ছিল। বকুল চা খায় না, বিস্কুট খেল। চা পর্বের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হল। কেউ গান গেয়ে শোনাল। কেউ আবৃত্তি করল। সবাই মিলে বকুলকে ধরে বলল, তাকে একটা গান গাইতেই হবে।

বকুল বরাবরই গান ভালোবাসে। কিন্তু ছোটবেলায় তার গান শেখার কোন সুযোগ হয় নি। হাসনাবাদে থাকতেই গান শিখতে শুরু করেছিল। বদলি হওয়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে বৈকুণ্ঠপুরে এসে নিরেট একাকীত্বের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আবার গান শিখতে শুরু করেছে, একজন গানের মাস্টার ঠিক করে দেওয়ার জন্য সে মানববাবুকে বলেছিল। কিন্তু মানববাবুর মাস্টার ঠিক করার আগেই ধীরেনবাবু এক দিদিমনি ঠিক করে দিলেন। তার মেয়েকে যিনি গান শেখান, বকুল তার কাছেই গান শেখে। দিদিমনি রবিবার সকাল সকাল আসেন। কিন্তু বকুল এমন কিছু গান শেখেনি যা অনুষ্ঠানে গাইতে পারে। কিন্তু লোকেরা তাকে ছাড়ল না। সবাই মিলে ধরে স্টেজে তুলে দিল। বকুল ভাবতে লাগল কোন গানটা গাওয়া যায়। যেহেতু বিদায়ের সভা অতএব সে শুরু করল, "আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়।"

বকুল বুঝতে পারল তার গান ভালো হয় নি। তবুও সবাই হাততালি দিয়ে তাকে খুব উৎসাহিত করল। তার গানের বিস্তর প্রশংসাও হল। এবার একজন সাংবাদিককে সবাই মিলে ধরে আনল? সব শেষে সভাপতির ভাষণ দিয়ে বিদায়ী সভা শেষ হল।

বকুল অফিস হয়ে টুরিস্ট লজে হাজির হল। গেটের কাছ থেকেই আই. এফ. এ-র লোকেরা তাকে রিসিভ করে নিয়ে গেল। বকুল দেখল অনেকেই এসেছে। স্টেডিয়াম কমিটির তো প্রায় সকলেই উপস্থিত। আকাশবাবু ওপাশে বসে আছেন। এপাশে এম. এল. এ. গৌর কুণ্ডুর পাশে পি. রায় এবং স্নিগ্ধ ব্যানার্জী। খিলন সর্দারও আছে। কিন্তু ফোমিনের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চন্দবাবুও না। তবে ভজনরাম গেলাস হাতে বসে আছে। ডায়াসের ওপর চেয়ার পাতা হচ্ছে। বকুল এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে।

এমনিতে সে কোন পার্টি-ফার্টিতে যায় না। পার্টি মানেই মদ আর মাংস। পার্টি মানেই বড়লোকের পয়সা ছড়ানো। তাই এ পার্টিতেও আসবে কিনা এ ব্যাপারে তার মনে সংশয়

ছিল। কিন্তু সে মনে করল এটা তো আই. এফ. এ-র পার্টি। এখানে যাওয়া যেতে পারে।

চেয়ার পাতা শেষ হতেই অমিত আগরওয়ালকে সাথে করে আই. এফ. এ-র সভাপতি ডায়াসে উঠলো। মাইকে মুখ দিয়ে ঘোষণা করল, "বৈকুণ্ঠপুরের বিশিষ্ট নাগরিক অমিত আগরওয়াল অতিথিদের অভিনন্দন জানাবেন।" অমিত আগরওয়াল সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের অবতারের মতো হাত জড়ো করে নমস্কার করে বক্তৃতা শুরু করল।

বকুল ভেবে পেল না, অমিত আগরওয়াল আই. এফ.এ-র কেউ নয়, স্টেডিয়াম কমিটির কেউ নয়, ব্যবসায়ী সমিতির কেউ নয়, কোন জনপ্রতিনিধিও নয়। তাহলে সে কেন অতিথিদের অভিনন্দন জানাবে। সে পিছনে এসে হিমানীশ কুণ্ডুকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কি?" হিমানীশ কুণ্ডু মুচকি হেসে উত্তর দিল, "আপনি জানেন না? পুরো ডিনারটাব খরচই তো ও বহন করছে।"

"ডিনার তো আই. এফ. এ দিচ্ছে।"

"আই. এফ. এ নামেই দিচ্ছে। আসলে ডিনার দিচ্ছে অমিত আগরওয়াল। দেখছেন না, ক'দিন থেকে বিদ্যুৎ বসু কেমন অমিত আগরওয়ালের পিছে ফেউয়ের মতো ঘুরছে। সব দু'পয়সা কামানোর ধান্দা।"

"বিদ্যুৎ বসু না হয় ধান্দায় আছে। কিন্তু আর যারা আছে তারাও সব জেনে শুনে এসেছে?"

"তো আপনি কি মনে করেছেন?"

"ঐ যে এম. এল. এ সাহেব বসে আছেন, উনিও অমিত আগরওয়ালের ডিনার খেতে এসেছেন?"

"তো আপনি কি মনে করেছেন ওনারা কিছু জানেন না। এখন সব কিছু জেনে শুনে যদি না জানতে চান, তাহলে আলাদা কথা।

বকুল আর কিছু বলল না। অমিত আগরওয়াল ডিনার দেবে। আর সে সেই ডিনারে এসেছে, এটা ভাবতেই তার খারাপ লাগে। সে চুপ করে হল থেকে বেরিয়ে পড়ল। আই.এফ. এ-র একজন কর্মকর্তা ছুটে এল। "স্যার আপনি এখুনিই চলে যাচ্ছেন?" বকুল বলল, "খুব জরুরি কাজ আছে। আমি আসছি।" সে আর কিছু বলল না। বকুল গিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসল।

বকুল অফিসে এসে দেখল মানববাবু এসে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ হয়ে গেল?" বকুল তাকে সব খুলে বলল। শুনে মানববাবু বললেন, "সবাই জানে অমিত আগরওয়াল ডিনার দিচ্ছেন। আমি তো ঐ জন্যই যাই নি। এসে যখন শুনলাম যে আপনি গেছেন, আশ্চর্য লাগল। যাক ফিরে এসেছেন। আপনি বলছেন গৌর কুণ্ডু, বি রায় এরা সব আছে।'

"শুধু গৌর কুণ্ডু, বি. রায় নয়--ধিলন সর্দার বিনয় ব্যানার্জী, আকাশবাবু--সবাই আছে।"

"বিনয় ব্যানার্জী, ধিলন সর্দারের কথা হিসাবের মধ্যেই ধরছি না। কারণ এরা বরাবরই ওরকম। কিন্তু গৌর কুণ্ডু, বি. রায়, ওরকম ছিলেন না। লাল পার্টির নেতা। ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্টের দেওয়া ডিনার খাচ্ছে। দেশটার কি হবে?"

আঠার

সকালবেলায় উঠে বকুল হার্মোনিয়ামটা নিয়ে বসেছে। সেদিন টাউন হলে স্টেজে গান করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে গানটা আর একটু ভালো ভাবে শেখা দরকার। দিদিমনি এখন তাকে কেদার শেখাচ্ছেন। কেদারে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়। রাত্রি প্রথম প্রহরের রাগ। বকুল গাইছে সকালবেলায়। আলাপ এবং তান তার হয়ে গেছে। আগের দিন দিদিমনি তাকে তারানা অভ্যাস করিয়েছেন। আলাপ থেকে শুরু করে বকুল তারানা গাইতে শুরু করল, "না দির দির তা নি তা দা নি তো ও ও ও ও ম.....।"

হার্মোনিয়ামের পাশে রাখা টেলিফোনটা বাজতে লাগল। ফোন তুলে রাখাল বলল, "স্যাব একটা লোক বলছে কি জরুরি খবর এনেছে।" বকুল জানতে চাইল, "কি খবর?" রাখাল জানাল, "সেটা আমাদের বলছে না। বলছে আপনাকে বলবে।" অগত্যা বকুলকে হার্মোনিয়াম বন্ধ করে নামতে হল।

লোকটি বকুলের হাতে একটি কাগজের চিরকুট ধরিয়ে দিল। আঁকা বাঁকা অক্ষরে তাতে লেখা আছে, "মহাশয়, আমার নাম স্মৃতিকণা। আমি একজুনা গিরামের অসহায় মেয়েছেলে। আমার বুয়াস পুনোরো-ষোলো। দু' তিন জুনা লোক আমাকে এখ্যানে কাজে লাগিয়্যা দিবে বুলে অইন্যা বেশ্যা বাড়িতে বেচে দিয়্যাছে। আমার উপুর অত্যাচার কোরাচ্ছে। আমাকে দয়া কোর‍্যা বাঁচান।"

বকুল চিঠি পড়া শেষ করে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "এ চিঠি আপনাকে কে দিল?" লোকটি মৃদুভাবে উত্তর দিল, "ঐ মেয়েটি।" বকুল আবার প্রশ্ন করল, "কোন্ মেয়েটি? মেয়েটি এখন কোথায় আছে?"

"খালপাড়ায়। কমলামাসির বাড়িতে।"

"আপনার সঙ্গে ওর দেখা হল কি করে?"

"আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। মেয়েটি ছুটে এসে আমার হাতে চিঠিটা দিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলল।"

"আপনাকে চেনে না, শোনে না। ছুটে এসে আপনার হাতে চিঠি দিয়ে দিল? আপনার বাড়ি কোথায়?"

"আরামবাগ স্যার।"

"এখানে কি করতে এসেছেন?"

"কাঠ কিনতে স্যার।"

"রাতে কোথায় ছিলেন?"

"সানুজা হোটেলে স্যার।"

"তা রাতে সানুজার মালিক মেয়েটিকে হোটেলে এনেছিল" না আপনি কমলামাসির আস্তানায় গিয়েছিলেন?"

লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করল। বকুলের মনে হল লোকটির কথা

মিথ্যা হলেও মেয়েটির চিঠি হয়তো সত্য। বকুল তাকে আবার জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটি কোথায় আছে দেখিয়ে দিতে পারবেন?" লোকটি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল।

বকুল থানায় ফোন করে কয়েকজন লোক নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে করে সে খালপাড়ায় কমলামাসির ডেরায় গেল। কমলামাসি তখন একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলছে, "ও মমতাজ! আর কতক্ষণ থাকবি। দু' ঘন্টা যে হয়ে গেল। আরও যে লোক বসে আছে।" লোকটি ইশারায় বকুলকে বলে দিল যে এটাই কমলা মাসি। বকুল সঙ্গে সঙ্গে পাসোয়ানকে ইশারা করল যাতে কমলা মাসি পালিয়ে না যেতে পারে। বকুল পোশাক পরে গিয়েছিল। সে কমলামাসিকে বলল, "স্মৃতিকণাকে একবার ডাকুন।" মাসি শীতল কণ্ঠে জানাল, "ওর ঘরে লোক আছে।" বকুল বলল, "লোক থাক, ওকে ডাকুন।" মাসি সেকথায় কান না দিয়ে বলতে লাগল, "আমার এ মাসের টাকা তো দিয়ে দিয়েছি। স্মৃতিকণা আছে বলে বেশিই দিয়েছি। আর কিছুতেই দিতে পারব না।" থানার সাব ইন্সপেক্টার আলোক পাল খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল, "কার সঙ্গে কি বলছিস? উনি আমাদের অ্যাডিশনাল সাহেব।" আলোক পালের কথা শুনে মাসি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে বকুলকে নমস্কার করল। খবর-দেওয়া লোকটির দিকে নজর পড়তেই আবার বলতে লাগল, "হ্যাঁ বাবা, তুই সারা রাত থাকলি। সবারি কাছে আড়াইশো টাকা লিই। তোর কাছে দু'শো লিনু। আর তুই কিনা গিয়ে সাহেবকে ডেকে আনলি।"

বকুলের অসহ্য মনে হল। সে জানতে চাইল, "আপনি স্মৃতিকণাকে ডাকবেন কি না?" মাসি আর কোনো কথা না বলে অন্য দিকের একটা দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল, "বাবু দরজা খুলেন। সাহেব এসেছেন।" দরজা খুলে গেল। তবে কোনো বাবু নয়, চৌদ্দ পনের বছর বয়সের মতো একটি রোগা মেয়ে বেরিয়ে এসে কাঁদতে লাগল। বকুল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এ চিঠি আপনি লিখেছেন?" মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বকুল আবার জিজ্ঞেস করল, "এখানে আপনি থাকতে চান না?" মেয়েটি ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, না। সঙ্গে সঙ্গে মাসি চিৎকার করে উঠল, "বললেই হল থাকতে চাইনে। লিজের ইচ্ছেয় আসেছ। থাকতে চাইনে বললে তো হবে না। আমার কাগজপত্র সব পাকা।" মাসি ঘরের মধ্যে থেকে একটা এফি ডেফিট এনে বলল, "এই যে সাহেব। আপনিই দ্যাখেন ক্যানে!" বকুল দেখল, স্মৃতিকণা কোর্টে গিয়ে এফিডফিট করেছে যে সে স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করছে এবং কমলামাসির কাছে থাকছে। বকুল স্মৃতিকণাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে কেউ কোর্টে নিয়ে গিয়েছিল!" সে আবার ঘাড় নেড়ে না-সূচক উত্তর দিল। অর্থাৎ সে কোর্টে যায় নি। কিন্তু এফিডেফিট হয়ে গেল। টাকা খরচ করলে এমনই সব হয়।

বকুল মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার বাড়ি কোথায়।"

মেয়েটি উত্তর দিল, "ফুল বাড়ি।"

"সেখানে আপনার কে কে আছে?"

"বাবা মরে গেছে। মা আছে। মা লোকের বাড়ি কাজ করে খায়। আমাকেও কাজে লাগিয়্যা দিবে বুলে আইন্যাছোলো। তারপর এখ্যানে রাখ্যা তারা চোল্যা যায়। সেদিন রাতেই আমার ঘরে লোক ঢুকিয়্যা দেয়। তারপর থাক্যা রোজ ওরকম কোরছে। এখন

তো দিনে যোলো-আঠারো জনা লোকরে ঢুকিয়্যা দ্যায়। আমার সারা শরীল ব্যথা কোরছে। এখন সকাল ব্যালাতেও আমার ঘরে মানুষ ঢুকিয়্যাছে!"

এমন সময়ে প্রস কোয়ার্টারে এসেছে সে লোকটা কে বকুলের জানতে ইচ্ছে করে। সে বরুণকে ইশারা করে। বরুণ দেখে এসে মুখ নিচু করে আস্তে করে বলে, "পরেশ বোস স্যার।" পরেশ বোস? স্টেডিয়াম কমিটির সদস্য লাল নেতা পরেশ বোস? বকুলের যেন বিশ্বাস হয় না। সে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। দেখে, সত্যিই পরেশ বোস। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নবীন নাগরের মতো চৌকির ওপরে বসে আছে। বকুলকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বকুল বাইরে বেরিয়ে এসে আলোক পালকে বলল, "মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে কোর্টে প্রডিউস করুন। আর ফুলবাড়িতে ওর মাকে খবর পাঠান। তারপর কোর্ট যেরকম অর্ডার দেবে তাই হবে। আর এই মাসিকে নিয়ে গিয়ে হাজতে রাখুন। যারা ওকে এনে এখানে মাসির ডেরায়া বিক্রি করেছে, তাদের যে করেই হোক ধরতে হবে।" আলোক পাল স্যালুট করে বলল, "ঠিক আছে স্যার।" বকুল চলে গেল।

বকুল অফিসে এসে দেখল, অনেক ভিজিটর বসে আছে। কাগজে তার প্রশংসা বেরুনোতে এই হচ্ছে মুশকিল। অনেক লোক দেখা করতে আসছে। যার যা সমস্যা আছে তা নিয়ে বকুলের কাছে হাজির হচ্ছে। তাদের ধারণা যে বকুলের কাছে গিয়ে পড়তে পারলেই একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। বকুলও আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তার ক্ষমতা তো খুবই সীমিত. লোকেরা সেকথা বুঝতে চায় না। বকুল তাদের বোঝাতে পারে না।

অফিসে ঢুকতেই রিডারবাবু এসে বলে, "স্যার, এস. এ. পি.-র একজন সুবেদার সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছেন। বকুল সুবেদার সাহেবকে পাঠিয়ে দিতে বলল। সুবেদার সাহেব স্যালুট করে একটা সি. সি. বাড়িয়ে ধরল। মুখে বলল, "স্যার, আমাদের লামলিং যাবার জন্য পাঠিয়েছে। তবে সি.ও. সাহেব আপনার কাছে রিপোর্ট করতে বলেছেন। বলেছেন, আপনিই লামলিং যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।" বকুল বলল, "ঠিকই বলেছেন। আপনি একটু বসুন।" সে বৈকুণ্ঠপুর থানায় ফোন করল। ডিউটি অফিসার ফোন ধরতে বলল, "আই. সি. কে দিন।" আই. সি. ফোন ধরলে সে জানতে চাইল, "সমীনাথবাবু, আমাদের ভ্যান এখন কটা আছে?"

"দুটো আছে স্যার।"

"ব্যারাকপুর থেকে এক প্লেটুন এস. এ. পি. এসেছে, লামলিং পাঠাতে হবে। দুটোতে তো হয়ে যাবে, তাই না!"

"দুটোতে জনা তিরিশেক লোক তো ধরে যাবে স্যার। কিন্তু গাড়ি দুটো ফিরে তো আসবে। তার জন্য অন্তত এক সেকশান গার্ড দিতে হবে, অতএব আরেকটা গাড়ি লাগবেই।"

"ভাড়ার গাড়ি তো এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না। আপনি এক কাজ করুন, একটা জিপে গার্ড দিয়ে দিন।"

ফোন নামিয়ে রেখে সে সুবেদারকে বলল, "আপনি একটু থানায় গিয়ে আই. সি.-র সঙ্গে কথা বলুন। আপনার সামনেই তো কথা হল, দেখলেন। উনি ব্যবস্থা করে

দেবেন।" সুবেদার সাহেব স্যালুট করে বিদায় নিল।

বকুল ভিজিটর-স্লিপগুলো দেখে দেখে একে একে ভিজিটরদের ডাকতে লাগল। প্রথমে এল এক মহিলা। সে বলতে লাগল, "স্যার, আমার নাম গায়ত্রী ঝা। আশ্রমপাড়ায় থাকি। আমার স্বামীর একটা মনিহারির দোকান ছিল। তিনি মারা গেলে পাড়ার সুবল দত্ত তা দখল করে নেয়। আমি থানায় জানিয়েছিলাম। কিন্তু থানা থেকে কিছু করে নি। তখন বিকাশ সাহা বলে একজন পুলিসের অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করে। সে বলে ন' হাজার টাকা দিলে সে আমার দোকান খালি করে দেবে। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। বিকাশ সাহাও যায়। তারপর ভাইয়ের কথা মতো আমার গহনা বিক্রি করে প্রথমে পাঁচ হাজার এবং পরে চার হাজার, মোট ন' হাজার টাকা দিই। টাকা নেওয়ার পর বিকাশ সাহা একদিন দুজন পোষাক পরা পুলিস নিয়ে আসে। তারা সুবল দত্তকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সুবল দত্ত বাড়ি ফিরে আসে। আমার দোকান আর খালি হয় না। তারপর আমি অনেকবার বিকাশ সাহার কাছে গিয়েছি। সে একথা সেকথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। টাকাও ফেরত দিচ্ছে না, দোকানও খালি করে দিচ্ছে না।"

বকুল জিজ্ঞেস করল, "বিকাশ সাহা কোথায় থাকে?" মহিলা উত্তর দিল, "ঐ যে থানার পিছনে একটা লাল সাইনবোর্ড দেওয়া ঘর আছে। সে প্রায়ই ঐখানে থাকে।"

"বিকাশ সাহা কি দেখতে একটু ময়লা? মুখটা লম্বা মতো?"

"হ্যাঁ, হাত পা কেমন খসখসে।"

বকুল বুঝতে পারে যে মহিলা যে বিকাশ সাহার কথা বলছে সে পুলিসের অফিসার নয়, কনস্টেবল। লাল পুলিস সংগঠনের নেতা। সে আবার জিজ্ঞেস করে, "পোষাক পরা যে দুজন এসেছিল তাদের চিনতে পারবেন?"

"না, তবে বিকাশ সাহা একজনকে অনাথদা, অনাথদা বলে ডাকছিল।"

বকুলের মনে পড়ে বৈকুণ্ঠপুর থানায় অনাথ আইচ বলে একজন এ. এস. আই. আছে। সে মহিলাকে আবার জিজ্ঞেস করল, "সুবল দত্তকে কতদিন আগে ধরে নিয়ে এসেছিল?" মহিলা জানাল, "মাস দশেক হবে।" বকুল থানায় ফোন করল। ডিউটি অফিসারকে বলল, "আমি ধরে আছি। আপনি অল অ্যারেস্ট রেজিস্টার দেখে চট করে বলুন দেখি, মাস দশেক আগে সুবল দত্ত নামে আশ্রমপাড়ার কোনো লোক অ্যারেস্ট হয়েছিল কি না!" ডিউটি অফিসার খানিকক্ষণ বাদে উত্তর দিল, "না স্যার।"

বকুল বুঝল, পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। সে ডি. এস. পি. পালকে ডেকে বলল, "এনার কথা আপনি ভালো করে শুনে নিন। দরকার হলে ওনাকে দিয়ে একটা দরখাস্তও লিখিয়ে নিন। তারপর পুরো ব্যাপারটা এনকোয়ারি করে আমাকে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন।" পাল গায়ত্রী ঝা-কে তার ঘরে নিয়ে গেল।

এরপর এল একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে। সে কিছুতেই চেয়ারে বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "আমার বাড়ি বাঘাগুড়ি। মোড়ে আমার বাবার একটা চায়ের দোকান আছে। আমি মাঝে মাঝে দোকানে বসতাম। ডাবগ্রামের সন্তোষ লরি নিয়ে এসে প্রায়ই আমাদের দোকানে আসত। একদিন ও আমাকে বিয়ে করতে চাইল। আমরা কালি বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করলাম। তারপর কুলিপাড়ায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলাম।

কিন্তু সন্তোষ অনেক দিন আর আমার খোঁজ খবর নেয় না। আমি খোঁজ করে গিয়ে দেখি ওর ডাবগ্রামে বাড়ি। বাড়িতে বৌ আছে। দুটো মেয়েও আছে। এখন আমি কি করব?" বকুল সব শুনে বলল, "দেখুন আমি সন্তোষের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু তাতে আপনার কোনো লাভ হবে না। তার থেকে আমি মহিলা সমিতির সঙ্গে কথা বলি, তারা যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারে।"

"তাহলে আমি কবে আসব?"

"আপনি এক সপ্তাহ পরে আসুন!"

মেয়েটি বকুলকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

এরপরে এল একজন বৃদ্ধ। বকুল তাকে দেখেই চিনতে পারল। ঝঙ্কার সিনেমার কাছে থাকে। এক মাড়োয়ারি তার ভাইপোর কাছ থেকে গোটা বাড়িটা কিনে নিয়েছে। তারপর দিন দশেক আগে সন্ধ্যাবেলায় ছেলেমেয়ে সমেত এই বৃদ্ধকে গুণ্ডা লাগিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। বৃদ্ধের বিছানাপত্র, থালা বাসন সব রাস্তায় বের করে ফেলে দিয়েছিল। বৃদ্ধ থানায় গিয়েছিল। কিন্তু আই. সি. বদল হলেও থানার কাজকর্ম তেমন কিছু বদল হয় নি। থানায় কেউ তাকে পাত্তা দেয় নি। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বকুলের কাছে এসেছিল। বকুল গিয়ে তাদের বাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছিল। আর সেই মাড়োয়ারি আর তার গুণ্ডা বাহিনীর নেতাকে এনে থানায় হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধ চেয়ারে বসেই বলল, "বাবা, তুমি তো বজ্জাতটাকে হাজতে পুরেছিলে। তা বেরিয়ে এসে আমাকে শাসাচ্ছে যে, "তোর অ্যাডিশনাল এস. পি. বদলি হোক। তারপর তোকে কিরকম ঘুঘুফাঁদ দিই দেখিস।" বাবা, "তুমি যাবার আগে একটা ব্যবস্থা করে যেও বাবা।" বকুল বোঝে যে এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই। সে চলে গেলে বৃদ্ধের ওপর অত্যাচার হতেই পারে। তবুও সে বৃদ্ধকে আশ্বাস দেয়, "ভয় করবেন না। আমি তো কেস স্টার্ট করেছি। ওরা মুখে যাই বলুক, আপনাকে নাড়াতে আর সাহস করবে না।" বৃদ্ধ দু' হাত তুলে বলে, "তাই যেন হয় বাবা," সে লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এবার ঘরে ঢোকে আর একজন বৃদ্ধ। কাপড় চোপড় ময়লা। মুখে দাঁড়ি। ক্ষুদ্র দেহ। দেখে মনে হয় খেটে খাওয়া মানুষ। বকুল জিজ্ঞেস করে, "আপনার বাড়ি কোথায়?

"হুজুর ছড়িবাড়ি থানায়। মুনার গাঁয়ে।"

"আপনি কেন এসেছেন?"

"হুজুর আমাদের গিরামের রমজান মুনডোল আছে। সে আমাকে সারাফতের বিপক্ষে মিছে সাককি দিতে বুলেছোনো। আমি রাজি হোই নি। তার লাগে আমার নামে উ মিথ্যা মামলা করেছে। তা সবাই বুলল, যাও বকুল বিশ্বাসের কাছে যাও। একটা বিহের হবে।" সে বকুলের হাতে একটা কাগজ দিল। বকুল দেখল, আগামীকাল মামলার দিন আছে। দেওয়ানি মামলা। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কোনো উকিল আছে?"

"উকিল কুথায় পাব। আমি হোসেনের বাড়ি নাঙোল বহাই!"

বকুল সেকেন্ড অফিসার চক্রবর্তীকে ফোন করল, "লিগ্যাল এড সেলটা তো আপনিই দেখেন?"

"কেন বলুন তো?"

"আমি আপনার কাছে একজন লোক পাঠাচ্ছি। একজন ওর নামে মিথ্যা মামলা করেছে। ওর উকিল দেওয়ার সাধ্য নেই। আপনি যদি ওর জন্যে একজন উকিলের ব্যবস্থা করেন তাহলে উপকার হয়।"

বকুল ফোন নামিয়ে রুদ্রকে ডেকে বলল, "এনাকে চক্রবর্তী সাহেবের কাছে নিয়ে যান।"

এবার এল তার মেয়েকে সাথে করে এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধা মাটিকাটায় থাকে। তার একমাত্র ছেলে ওখানে একটা দোকানের হয়ে লোকের বাড়ি ভিডিও চালিয়ে বেড়াত। একদিন সে যখন ভিডিও নিয়ে ফিরছিল, তখন কয়েকজন গুন্ডা ভিডিওটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ওকে মারধোর করে। ওরা ভিডিও নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু ছেলেটা মারা যায়। আসামিরা সব ধরা পড়েছে, হয় তো তাদের সাজাও হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে এই বৃদ্ধার কোনো লাভ নেই। বাড়িতে রোজগেরে ছেলে আর কেউ নেই। মহিলা বারবার বকুলের কাছে আসছে। বকুল তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না, যে তার আর কিছু করার নেই। অবশেষে থানার ও. সি.-কে দিয়ে ভিডিও দোকানের মালিককে অনুরোধ করেছিল, সে যদি কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়। সে দু হাজার টাকা দিতে চেয়েছে? বকুল মাটিকাটায় সামন্তকে ফোন করল। সামন্ত বলল, "আগামী পরশু দেবে স্যার।" বকুল বৃদ্ধাকে বলল, "আপনি পরশুদিন মাটিকাটা থানায় গিয়ে আমার নাম করে ও. সি.-র সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর যা করার ও সি.-ই করবেন। মহিলা মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

এবার এল আর এক জন বৃদ্ধা। বকুল একেও চিনতে পারল। ফিদাননগরে ডাকাতরা এর বাড়িতে ডাকাতি করে এর মেয়েকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বলাৎকার করে, পরে হত্যা করেছে। আসলে মেয়েটিই ডাকাতদের লক্ষ্য ছিল। না হলে বৃদ্ধার আর্থিক অবস্থা এমন কিছু ভালো নয় যে ডাকাতি হবে। মেয়েটির প্রথমে একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সে বিয়ে বেশিদিন টেকে নি। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে বিধবা বিয়ে হতে অসুবিধা হয় না। মেয়েটির আবার বিয়ে হয়েছে। মেয়ে জামাই এখন বৃদ্ধার বাড়িতে থাকে। দুজনে মিলে চোলাই মদ বিক্রি করে। আগের স্বামীও মাঝে মাঝে সেখানে মদ খেতে আসে। একদিন সে মেয়েটিকে ফিরিয়ে নেবার প্রস্তাব করে। কিন্তু মেয়েটি রাজি হয় নি। আগের স্বামী তখন মেয়েটির কাপড় ধরে টানাটানি করে। মেয়েটিও মুখে লাথি বসিয়ে দেয়। এতে বীরপুরুষ পূর্বস্বামীর মানে লাগে। সে পাশের গ্রামের ডাকাতদের ভাড়া করে এনে ওদের বাড়িতে ডাকাতি করায়। বৃদ্ধা চেয়ারে বসে বকুলকে বলল, "বাবু উরা তো কেহু ধরা পড়লেক লাই।" বকুল ফিদাননগরের ও. সি.-কে ফোন করল, "ঐ ডাকাতি কেসের ক'টা আসামি ধরা পড়ল।"

"এখনও ধরা পড়ে নি স্যার। তবে চেষ্টা করছি।"

"একজনও ধরা পড়ল না। আমি কি করে বুঝব যে আপনি চেষ্টা করছেন। যদি না পাওয়া যায় প্রোক্লেমেশনের জন্য প্রেয়ার দিন।"

"আমি এ সপ্তাহের মধ্যেই ধরে দিচ্ছি স্যার।"

"ঠিক আছে আর এক সপ্তাহ দেখব। নাহলে বুঝব আপনার দ্বারা হবে না। আমাকে

নিজেই চেষ্টা করতে হবে।"

"না স্যার, আমি এবার যে করেই হোক ধরব।"

"ফোন ছেড়ে দিয়ে বকুল বৃদ্ধাকে বলল, "আপনি আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন। এর মধ্যে যদি আসামি ধরা না পড়ে, তাহলে আমাকে বলবেন।" বৃদ্ধা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবারে একজন কেতা দুরস্ত ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল নাতিলাল পার্টির পুর কমিশনার উৎপল চৌধুরি। বকুল জিজ্ঞেস করল, "ইনি কে?" সঙ্গের লোকটি মাথা নিচু করে অভিবাদনের ভঙ্গিতে জবাব দিল, "স্যার, আমার নাম তপন ভুয়ালকা। আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।" বকুল বুঝল, এ সেই লোক যে হারান সিকদারের প্রাচীর ভেঙে ঘর করতে যাচ্ছিল। বকুল লোকটিকে বলল, "আপনি একটু বাইরে গিয়ে বসুন। আপনাকে ডেকে পাঠাব।" ভুয়ালকা বাইরে চলে গেল। বকুল উৎপলকে বলল, "আপনার কাছে এটা আশা করি নি। আপনি গরিব মানুষের পার্টি করেন। আপনি ভুয়ালকাকে সঙ্গে করে এনেছেন!"

"আমার কথাটা শুনুন আগে!"

"আপনার কথা অবশ্যই শুনব। তবে আমি শুধু লোকের কথা শুনে বলছি না, আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম, কাগজপত্রও দেখেছি। একথা তো ঠিক যে আগে সম্পত্তিটা সম্পূর্ণই সিকদারের ছিল। কি করে ভুয়ালকা অর্ধেকেব মালিক হয়েছে আমি সে প্রশ্নেও যাচ্চিনে। একথাও ঠিক যে দুজনের অংশের সীমানায় একটা প্রাচীর বহুদিন থেকে আছে। এখন একথা যদি মেনেও নেওয়া যায় যে ভুয়ালকা প্রাচীরের এদিকে আরও খানিকটা জমি পাবে, তাহলেও তো মাপজোখ করে দেখতে হবে, কতটা সে পাবে। তা না করে সিকদার গরিব মানুষ বলেই ওব প্রাচীর ভেঙে বাড়ি করতে হবে?"

উৎপল আর কথা বলে না। বকুল বেল টিপে রাখালকে ডেকে সিকদার এসেছে কি না দেখতে বলে। রাখাল ফিরে এসে বলে হ্যাঁ স্যার, বাইরে বসে আছে। বকুল ওকে এবং ভুয়ালকাকে ডাকতে বলে। ওরা এলে বলে, "উৎপলবাবু মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আমিন নিয়ে গিয়ে মাপ জোখ করে আপনাদের সীমানা ঠিক করে দেবেন। তার আগে কোনোরকম গণ্ডগোল হলে আমি ধরে হাজতে পুরব।" সিকদার বলে, "হুজুর আমি কিছু করব না। তবে মাপজোখেব সময় আপনি একটু দয়া করে থাকবেন।" বকুল বলে, "আমি না থাকলেও উৎপলবাবু থাকবেন। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।" সিকদার, সায় দেয় । ভুয়ালকা কিছু বলে না। উৎপল চৌধুরি তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

রাখাল এসে জানায়, "স্যার, আর ভিজিটর নেই। বকুল ডাক ফাইল খুলে বসে।

ডাক ফাইলের শেষে একটি বন্ধ চিঠি। তাতে শুধু বকুলের নাম-ঠিকানা লেখা। কে পাঠিয়েছে তা লেখা নেই। হাতের লেখাটাও পরিচিত নয়। সে বুঝতে পারে না, চিঠিটা তার ব্যক্তিগত না অফিসিয়াল। চিঠিটা সে পড়তে লাগল। মেয়েটি লিখেছে ঃ

মহাশয়,

আপনাকে জানালে এর একটা বিহিত হবে এই বিশ্বাস নিয়েই আপনাকে লিখছি। আমি একজন অতি সাধারন মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বাড়ি থেকে হেঁটে গিয়ে বাস

ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। কিন্তু কয়েকজন অসভ্য ছেলের জ্বালায় আমার বাড়ি থেকে বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পথটা দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। রাস্তার ধারে যে প্রাইমারি স্কুলটা আছে তার উল্টোদিকের ফুটপাতে একজন বাদামওয়ালা বসে। ওখানে ছেলেগুলো বসে বা দাঁড়িয়ে আড্ডা মারে। আমি বাড়ি থেকে বেরুলেই ওরা আমার পিছু নেয় এবং অশোভন মন্তব্য করতে থাকে। আপত্তি করলে আরও খারাপ খারাপ কথা বলে। আপনি যদি এর একটা কিছু ব্যবস্থা করেন, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ তাকব। ইতি,

রূপমঞ্জরী রায়।

বকুল ঠিকানাটা ভালো করে দেখে রাখল। সন্ধ্যাবেলায় সাদা পোষাক পরে রূপমঞ্জরীদের বাড়িতে হাজির হল। বেল টিপতে একজন বাইশ-তেইশ বছর বয়সের মেয়ে দরজা খুলে দিল। বকুল তাকে নমস্কার করে বলল, "আমি রূপমঞ্জরী রায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।" মেয়েটি একটু সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দিল, "আমিই রূপমঞ্জরী। বলুন।" বকুল নিজের পরিচয় দিল, "আমি বৈকুণ্ঠপুরের অ্যাডিশনাল এস. পি.।" মেয়েটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "আপনিই বকুল বিশ্বাস। আসুন আসুন। ভিতরে এসে বসুন। দাদু আপনার খুব নাম করে।" বকুল সোফার ওপর বসে জিজ্ঞেস করল, "আপনার দাদু কোথায়?"

"দাদু একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন, এক্ষুনি ফিরে আসবেন। আপনি বসুন, আমি এক কাপ চা করে নিয়ে আসি।"

"শুনুন আমি চা খাইনে। কাজের কথাটা আগে সেরে নিই। আপনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন। তা ঐ অসভ্য ছেলেগুলো কারা আপনি জানেন?"

"আমি নাম ঠিকানা জানি নে। তবে আমাদের পাড়ার একটি ছেলে আছে। ঐ দত্ত বাড়ির। আর অন্যরা অন্য পাড়ার ছেলে—অবাঙালি, বোধ হয় মাড়োয়ারি।"

"আপনি কটার সময় বাড়ি থেকে বের হোন?"

"ন'টার সময়। তবে দু' পাঁচ মিনিট এদিক এদিক হয়।"

"কালকে বের হচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"কাল ছদ্মবেশে আশে পাশে আমার লোক থাকবে। ওরা যদি আপনার পেছনে লাগে আপনি আপত্তি করবেন।"

"কিন্তু আমি কোর্টে সাক্ষি-ফাক্ষি দিতে পারব না। দাদু পছন্দ করেন না।"

"আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু কালকে ঠিক সময়ে বেরুবেন আর কিছু বললে আপত্তি করবেন। তারপর যা করার আমি করব। আজ তাহলে আসি?"

"বাড়িতে প্রথম এলেন। কিছু মুখে না দিয়েই চলে যাবেন তা হয় না। দাদু শুনলে আমাকে খুব বকবেন।"

"অন্য একদিন খাব। আজ তাড়া আছে।" নমস্কার করে বকুল এসে গাড়িতে উঠল।

রাস্তা দিয়ে আসার সময় বকুল দেখল যে স্কুলের উল্টোদিকের ফুটপাতে একজন মাঝবয়সী বাদামওয়ালা বসে আছে। বকুল [illegible]কে বলল, "এই বাদামওয়ালাকে দেখে

রাখুন।" বরুণ গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখে নিল। অফিসে এসে সে বরুণকে বলল, "স্কুল কলেজের সময়ে কিছু শয়তান ছেলে ঐ বাদামওয়ালার কাছাকাছি দাড়িয়ে রাস্তার মেয়েদের টিজ করে। কাল ওদের আমরা ধরব। আপনি জায়গাটা ভালো করে দেখে নিন, যাতে আপনারা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন। আর ঐ বাদামওয়ালার কাছ থেকে বাটখারা-দাড়িপাল্লা সমেত বাদামের ঝাঁকিটা কাল দশটা পর্যন্ত ভাড়া নিতে হবে। আধ কেজি মতো বাদাম থাকলেই হবে। ওটা আপনি কিনেই নেবেন।" দুটো দশ টাকার নোট বের করে বকুল বরুণের হাতে দেয়। বরুণ নোট দুটো নিয়ে চলে যায়।

পরের দিন সাড়ে আটটার সময় ধুতি আর হাফশার্ট পরে, মাথায় গামছা বেঁধে বকুল স্কুলের উল্টোদিকের ফুটপাতে বাদাম বিক্রি করতে বসে। পৌনে ন'টা নাগাদ সতের-আঠার বছরের একটি ছেলে এসে এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। দু'এক মিনিটের মধ্যে উল্টোদিক থেকে দুটো সমবয়সী মাড়োয়ারি ছেলে শিস দিতে দিতে আসে। একটু পরে সাইকেল নিয়ে আর এক রত্ন দেখা দেয়। শেষের ছেলেটি সাইকেল রাখতে রাখতে প্রথম ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে, "কিরে মানিক, তোর বুলবুল আজ বাস ধরবে?" প্রথম ছেলেটি উত্তর দেবার আগেই পাশ থেকে অন্যজন গান গেয়ে ওঠে, "নাচ মেরি বুলবুল তো পয়সা মিলেগা।" আরেকজন বলে ওঠে, "মালটা দারুন হয়েছে মাইরি।" প্রথম ছেলেটা বাধা দেয়, "দিদির মতো মেয়ে, মাল বলবি নে।" সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর, "প্রথম প্রথম শালা সব শালাই দিদি বলে। তারপর আস্তে আস্তে বোন হয়। তারপর মাল। তা খুব দরদ পড়ে গিয়েছে দেখছি।" পাশ থেকে শেষের ছেলেটি বলে ওঠে, "গুরু, মাল বেরিয়েছে।" বকুল দেখে ন'টা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। মেয়েটি এদিকে এগিয়ে আসছে।

শেষের ছেলেটি পরামর্শের ভঙ্গিতে অন্যদের জিজ্ঞেস করছে, "আজ কি করা যায় বল তো?" অন্য একজন উত্তর দিল, "চল আজ শাড়ির আঁচল চেপে ধরব।" বকুল নির্লিপ্তের মতো বলল, "ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে ওরকম খারাপ ব্যবহার করা ভালোনা।" একজন অবজ্ঞার চোখে বকুলের দিকে চেয়ে বলল, "এ বেটা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আবার কোথা থেকে এল রে?" শেষে আসা ছেলেটি মুখ সিটিয়ে বলল, "তুই বেটা বাদাম বেচ্ছিস বাদাম বেচ। তোকে আর বড় বড় কথা বলতে হবে না।"

মেয়েটি ততক্ষনে কাছাকাছি চলে এসেছে। তাকে উদ্দেশ্য করে সিটি বেজে উঠল। মেয়েটি ফিরে তাকায়। একজন ছেলে এগিয়ে কোমর দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দিদি আজ খুব তাড়াতাড়ি যে?" মেয়েটি কোনো কথা বলল না। আরেকজন গিয়ে টিপ্পনি কাটল, "দিদির বোধ হয় আমাদেরকে পছন্দ হচ্ছে না?" তৃতীয় জন ওপাশ থেকে এসে আঁচলটা ধরে একটা টান দিল। মেয়েটা বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল, "কেন আমার সঙ্গে এরকম অসভ্যতা করছেন? আপনাদের লজ্জা করে না। বাড়িতে মা বোন নাই?" সাইকেলে আসা শেষের ছেলেটি লজ্জা পাবার ভান করে বলল, "মা আছে বাবার জন্য, বোন জামাইবাবুর জন্য, আপনি দিদি আমার জন্যে।" অন্যরা সমর্থনে এক জোটে সিটি বাজিয়ে দিল। বকুল কথা মতো তার ডান হাতটা ওপরে তুলে দিল। বরুণ, পাসোয়ান, উপাধ্যায়, বৃন্দাবন, রাখালরা চার দিক থেকে এসে ওদের ধরে ফেলল। বকুল কাগজের মধ্যে থেকে ম্যান স্যাক সেটটা বের করে গাড়িতে অপেক্ষা করা রুদ্রকে খবর দিল। গাড়ি এলে ওদের থানায় পাঠিয়ে দিল।

বিকেলবেলায় ছেলেদের অভিভাবকরা বকুলের কাছে দরবার করতে এল, "হুজুর, ছেলেমানুষ কি করে ফেলেছে। ওদের ছেড়ে দিন।"

"কি করে ফেলেছে? ঐ বাদামওয়ালার সঙ্গে কথা বলে আসুন। তাহলে বুঝতে পারবেন কি করেছে।"

"হুজুর, যা করার আপনিই করুন। ঐসব লেবার ক্লাসের লোকদের কোনো কথার ঠিক আছে?"

"লেবার ক্লাসের লোকেদের কথার ঠিক নেই? টাকা নেই বলে কথার ঠিক নেই। আর আপনাদের কথার ঠিক আছে। কারণ আপনাদের অনেক টাকা আছে। ছেলেগুলোকে বাঁদর করেছেন। কার্তিকমাসের কুকুরের মতো কুঁই কুঁই করে বেড়াচ্ছে। সামান্য মানসম্মান বোধ নেই। ছোট বড় জ্ঞান নেই। যান, কাল কোর্ট থেকে জামিন নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। থানা থেকে ওদের কিছুতেই জামিন হবে না।"

তারা অনেক অনুনয়-বিনয় করল। কিন্তু বকুল রাজি হল না।

উনিশ

আজ শুক্রবার। বকুল ইউনিফর্ম পরে অফিসে বসল। ডি. এস. পি-র রিপোর্ট পাওয়ার পর আজ অনাথ আইচ এবং বিকাশ সাহা দু'জনকেই অর্ডারলি রুমে ডাকা হয়েছে। ডি. এস. পি-র অনুসন্ধানে গায়ত্রী ঝাঁ-য়ের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে বিকাশ সাহা ন'হাজার টাকা নেওয়ার পর অনাথ আইচের সঙ্গে পরামর্শ করে। অনাথ আইচ থানা থেকে এক কনস্টেবল নিয়ে সুবল দত্তকে ধরতে চায়। সুবলকে বিকাশ আগেই বলে রেখেছিল, সে সহজেই ধরা দেয়। পথে এনে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার এই সহযোগিতার জন্য বিকাশের কাছ থেকে অনাথ দু'হাজার টাকা পায়। অনাথ এসে বকুলকে স্যালুট করে দাঁড়ায়। সব কথা স্বীকার করে সে বলে, "স্যার, অন্যায় হয়ে গেছে। এবারকার মতো মাফ করে দিন।"

"তাহলে গায়ত্রী ঝাঁকে আপনি দু'হাজার টাকা ফেরত দিন।" "স্যার, টাকা তো খরচ হয়ে গেছে। কি করে দেব?"

"তাহলে শাস্তি ভোগ করুন।"

"না স্যার, তাহলে মরে যাব। আমাকে দিন সাতেক সময় দিন। আমি টাকা ফেরত দিয়ে দেব।"

"তাহলে আমি সাত দিন পরেই আপনার অর্ডার লিখব।"

বকুল কলম রেখে দিল। অনাথ স্যালুট করে, রাইট টার্ন করে বেরিয়ে গেল। রিডারবাবু বিকাশকে হাজির করল, তেজ চল্, থাম, স্যালুট। বিকাশ অভিযোগ অস্বীকার করল। বকুল তাকে সাসপেন্ড করে তার বিরুদ্ধে প্রসীডিং স্টার্ট করার জন্য এস. পি.-র কাছে সুপারিশ করল।

পরের অভিযুক্তকে হাজির করার আগেই ফোন এল। বকুল ফোন ধরে বলল, "হ্যালো, অ্যাডিশনাল এস. পি. বলছি।"

"বিঠা বলছি স্যার।"

"বলুন, বলুন।"

"হাসিমারা গ্রামে নীল পার্টির জেলা সহ সভাপতি সাধন মুখার্জীর রেশনের দোকান আছে স্যার, আপনি জানেন।"

"হ্যাঁ জানি, তার কি হয়েছে?"

"ঐ দোকান থেকে রেশনের গম ডব্লিউ. এম. কে ৪৫৭৬ তে লোড করা হয়েছে। আমি খালাসির সঙ্গে কথা বলে জানলাম, গম বৈকুণ্ঠপুরে কোনো এক মাড়োয়ারির গদিতে যাবে। ট্রাক ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে। ট্রাকে সাধন মুখার্জী নিজে আছেন।"

"ঠিক আছে। আমি দেখছি।"

টেলিফোন রেখে বকুল রুদ্রকে গাড়ি বের করতে বলল।

রিডারবাবুকে বলে, "আমি একটু বেরুচ্ছি। বাকি যারা আছে তাদের ছেড়ে দিন।"

বকুলরা গিয়ে জংশন স্টেশনের কাছে গাড়িটা রেখে একটা অটো ভাড়া করল। লামলিং মোড়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। হাসিমারা থেকে যে পথেই আসুক, লামলিং মোড় দিয়েই বৈকুণ্ঠপুর ঢুকতে হবে। অটোতে বসে বসে তারা ট্রাকের নম্বর দেখতে লাগল। ঘন্টাখানেক পরে মনে হল, মাটিকাটার দিক থেকে নির্দিষ্ট ট্রাকটি আসছে। বকুল ব্যাগের ম্যানপ্যাকটা থেকে চট করে গাড়িতে রুদ্রকে খবর দিয়ে দিল।

ট্রাকটি কাছে আসতে অটো থেকে পাসোয়ান থামার জন্য হাত দেখাল। ট্রাকটি স্পিড কমালেও থামল না। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। বৈকুণ্ঠপুরে না ঢুকে ট্রাকটা জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে গেল। ততক্ষনে রুদ্র গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে। বকুলরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে রুদ্রকে ট্রাকটাকে অনুসরণ করতে বলল। কিছুদূর গিয়ে রুদ্র ওভারটেক করে রাস্তার ওপর জিপ দাঁড় করাল। ট্রাকটি থামতে বাধ্য হল।

বকুল ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "গাড়িতে কি মাল আছে?" ড্রাইভার পাশে বসে থাকা সাধন মুখার্জীকে দেখিয়ে দিল। সাধন মুখার্জী নিচে নেমে বলল, "গম আছে স্যার।"

"কোথায় যাবে?"

"বৈকুণ্ঠপুরেই। অমিত আগরওয়ালের আটা কলে।"

"কোথা থেকে আসছে?"

"ইলামপুর থেকে।"

"আপনার কাগজপত্র বের করুন।"

"গাড়িতে তো নেই স্যার। আমার বাড়িতে আছে। বললে এনে দিতে পারি।"

"আপনার বাড়ি কোথায় বলুন। আমরা দেখে নেব।"

"আমাকে চিনতে পারছেন না স্যার। আমি নীল পার্টির ডিস্ট্রিক্ট কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট!"

"ও তাহলে খবরটা ঠিকই। আপনার বাড়ি হাসিমারায়।"

"কি খবর স্যার?"

"আপনি রেশনের গম বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছেন।"

"এবারকার মতো ছেড়ে দিন স্যার। না হলে ভারি বেইজ্জতি হয়ে যাবো। আমি আর কাউকে মুখ দেখাতে পারব না।"

"সেটা তো আগে ভাবার দরকার ছিল। এখন ভেবে আর কি হবে? এখন আমার সঙ্গে চলুন। আপনার দোকানের স্টক দেখতে হবে। পাসোয়ান আর বরুণ আমার সঙ্গে আসুন। আর উপাধ্যায় ট্রাকটাকে থানায় নিয়ে গিয়ে কেস স্টার্ট করতে বলুন। আর এফ. সি. আই. অফিসে লোক পাঠিয়ে যেন জেনে নেয় সাধনবাবু কবে কতটা গম তুলেছেন।"

বকুল সাধন মুখার্জীকে নিয়ে হাসিমারায় তার রেশনের দোকানে এল। রেশন দোকানের স্টক গত এক সপ্তাহ লেখা হয় নি। ঐ অবস্থায় কিছু বোঝা গেল না। তবে দোকানে মাত্র তিন বস্তা গম পাওয়া গেল। বকুল স্টক রেজিস্টার সিজ করে বৈকুণ্ঠপুর থানায় গেল। এফ. সি. আই. অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে এসেছে। ট্রাকের গমেরও হিসেব করা হয়েছে। স্টক রেজিস্টারের সঙ্গে এফ. সি. আই. থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখা গেল, দোকানে পঁচাশি বস্তা গম থাকার কথা। সেখানে আছে মাত্র তিন বস্তা। ট্রাকে আছে সত্তর বস্তা। সাধন মুখার্জীর বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করে তাকে অ্যারেস্ট করা হল।

বকুল অফিসে ফিরে আসতেই রিডারবাবু বলল, "অনন্তবাবু এসেছেন।" বকুল তাকে কিভাবে ফেস করবে তার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হল। কিন্তু অনন্ত নন্দী বকুলের সঙ্গে দেখা করলেন না। বরুণের কাছে সব কথা শুনে তিনি বিষন্ন মনে চলে গেলেন।

বকুলের মনে পড়ল, আই. জি., আই. বি., মি. চ্যাটার্জী লামলিং এসেছিলেন। আজকের ফ্লাইটে তাঁর কলকাতা ফেরার কথা। এর আগেরবার যখন তিনি এসেছিলেন তখন বকুলকে বিমান বন্দরে ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটির ডেপুটি কমিশনার করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন। বকুল রাজিও হয়েছিল। কলকাতায় থাকতে পারলে পড়াশোনার সুবিধা হয়। বকুলের এম. এস-সি. তো আর পড়া হল না। ইচ্ছে প্রাইভেটে এম. এ.-টা দেবে। এই সময় কলকাতায় পোস্টিং হলে ভালোই হয়। বকুল বাঘাগুড়ি এয়ারপোর্ট রওনা হয়ে গেল। মি. চ্যাটার্জী বললেন, "সরি বকুল। তোমার হল না। ডি. জি. রাজি হলেন না। আমি তোমার নাম সাজেস্ট করে লিখিত প্রোপোজাল দিয়েছিলাম। ডি. জি. তাতে সরাসরি লিখে দিলেন, "ক্যান্ট বি স্পেয়ার্ড।" তিনি প্লেনে উঠে পড়লেন।

বকুলের মনে হল, তাহলে এখনও কিছুদিন এখানেই থাকতে হবে। তাহলে এম. এ.পরীক্ষাটা এখানেও দেওয়া যেতে পারে। খোঁজ নিয়েই দেখা যাক না। বৈকুণ্ঠপুর ফেরার পথে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকল। অফিসে জিজ্ঞাসা করে জানল বাংলা বিভাগটা পূর্ব দিকে। জিজ্ঞেস করতে করতে সে চারতলা একটা বাড়ির সামনে হাজির হল। সেখানে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সে তাদের জিজ্ঞেস করল, "বাংলা বিভাগটা কোন্ তলায়, দয়া করে বলবেন?" একটি ছেলে ফিরে তাকিয়ে বলল, "তিন তলায়। ঐ যে ঐ

মহিলা যাচ্ছেন উনি বাংলা বিভাগে কাজ করেন।" বকুল দেখল, একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ফুটফুটে ফরসা মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। বকুল তার পিছনে পিছনে তিন তলা পর্যন্ত উঠল। তিন তলায় উঠে মহিলা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। বকুল দেখল, সেই ঘরের বাইরে বোর্ডে লেখা ড. (মিসেস) সত্যবতী দত্ত, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। বকুল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। মেয়েটি টেবিলের সামনের একটি চেয়ারে বসে আছে। বকুল বলল, "আমি ডঃ দত্তের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" মেয়েটি মুখ তুলে চাইল। বকুল দেখল, তার কপালে খুব চাওড়া করে সিঁদুর দেওয়া। সে বলল, "দিদি তো নেই। কলকাতা গেছেন। কিছু বলার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।"

"না, আমি ওনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম।"

"তাহলে আপনাকে সোমবার আসতে হবে। আচ্ছা আপনাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"মালদায়?"

"না, মালদায় আমি কখনও থাকি নি।"

"তাহলে আপনার মুখটা অত চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন?"

"সেটা আমি বলতে পারছি না। তবে খুব সম্ভবত কোনো পত্রিকায় আপনি আমার ছবি দেখেছেন।"

মেয়েটির মুখে একটি চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। কি যেন সে ভেবে নিল। তারপর খুশি হয়ে বলে উঠল, "ও বুঝেছি। আপনি বকুল বিশ্বাস, না?"

"হ্যাঁ, আমি বকুল বিশ্বাস।"

"আপনি তো নমস্য ব্যক্তি মশায়। তা এখানে কি মনে করে? দিন আমাকে একটা অটোগ্রাফ দিন।"

"আমার অটোগ্রাফ নিয়ে কি হবে?"

"কিছু হবে না। আমার খাতায় থাকবে, দিন।"

সে খাতা খুলে ধরল। বকুল একটা অটোগ্রাফ দিল। সে বলল, "আর একটা ভালো করে দিন।" বকুল কয়েকটা সই করে দিল। সে খাতা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, "বলুন আপনার কি দরকার, আমি যদি সাহায্য করতে পারি।"

"আমি প্রাইভেটে বাংলায় এম. এ. দিতে চাই।"

"আপনি আবার পরীক্ষা দিয়ে কি করবেন?"

"পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল। বি. এস-সি. পাস করেই চাকরিতে ঢুকে গেলাম। তাই ভাবছি এম. এ.-টা দেব। আচ্ছা আপনি কি করেন?"

"আমি মালদা মহিলা কলেজে পড়াই। পি. এইচ-ডি. না হলে ইনক্রিমেণ্ট হবে না।

তাই এখানে ছুটিতে এসে পি. এইচ-ডি করছি।"

"তার মানে আপনি গবেষণা করছেন। আপনার গবেষণার বিষয় কি?"

"গবেষণা একে বলে না। আমার ডিগ্রির দরকার। তাই কিছু কাজ করছি।"

"কিন্তু একটা বিষয় আছে তো?"

"হ্যাঁ, তা আছে। আমার বিষয় 'বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেম।"

"সর্বনাশ। আপনি আচ্ছা বিষয় নির্বাচন করেছেন! তবে প্রেম বলতে আপনি ভগবৎ প্রেম বলছেন না প্রাকৃত প্রেম।"

"বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে তো শুধু প্রাকৃত প্রেম। কিন্তু তা বললে তো আর ডিগ্রি হবে না। আমাকে ভগবৎ প্রেমই বলতে হবে। কিন্তু আপনি এত সব জানলেন কি করে?"

"স্কুলে তো একটু আধটু পড়েছিলাম। তারপর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতেও আমার বাংলা ছিল।"

"তাহলে তো আপনার পড়াশোনা আছেই।"

"সেইজন্যই তো পরীক্ষাটা দিতে চাইছি। আপনি আমাকে নিয়ম কানুনগুলো একটু বলে দিন।"

"আমার কাছে ভুলভাল না শুনে, আপনি সত্যবতীদির সঙ্গেই কথা বলুন। সোমবারে তো দিদি আসছেন। আপনি যে কোনোদিন চলে আসুন। অবশ্য আপনি যা ব্যস্ত থাকেন। সময় নাও হতে পারে। বলেন তো আমি খবরটা দিয়ে আসতে পারি, আপনার লোকেরা যদি অবশ্য অফিসে ঢুকতে দেয়।"

"আমার লোকেরা নিশ্চয়ই ঢুকতে দেবে। কিন্তু আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমিই আসব। তাহলে চলি। ধন্যবাদ।" বকুল বেরিয়ে এল।

গাড়িতে উঠেই তার মনে পড়ল, কাল সকালের ট্রেনে রোজি আসছে। রোজি চিঠিতে লিখেছে, গরমের ছুটিটা সে এবার এখানেই থেকে যাবে। কত দিন পরে আসছে। কিন্তু তার জন্য বকুলের মনটা নেচে উঠছে না। সারাদিন কাজের পর শূন্য বাড়িতে ফিরে তার একা একা ভালো লাগে না। কিন্তু রোজি এলেও ভালো লাগবে না। রোজির প্রতি তার মনে আর এতটুকু ভালোলাগা নেই। অথচ সেকি চেয়েছিল!

গ্রীক পুরাণের তিন দেবী প্রত্যেকে প্যারিস কর্তৃক নিজে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বিবেচিত হওয়ার জন্য প্যারিসকে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছিল। দেবরাজ জিউসের পত্নী হেরা বলেছিল, প্যারিস তাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নির্বাচিত করলে সে প্যারিসকে বিশ্বের সেরা যোদ্ধা করে দেবে। দেবী এথেনা বলেছিল তাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নির্বাচিত করলে সে প্যারিসকে পৃথিবীর সব থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি করে দেবে। দেবী আফ্রোদিতে বলেছিল, প্যারিস তাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নির্বাচিত করলে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীর সঙ্গে প্যারিসের বিয়ের ব্যবস্থা করবে। প্যারিস আফ্রোদিতেকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নির্বাচিত করেছিল।

বকুলের সামনে যদি তিন নয়, ওরকম তিন শ' প্রস্তাব থাকত, তবুও সে আফ্রেদির প্রস্তাবই গ্রহণ করত। একজন মনের মতো সঙ্গিনীর জন্য তার মনের কামনা এমনই তীব্র ছিল। সে চেয়েছিল, তার স্ত্রী হবে শিক্ষিতা, রুচিশীলা, হৃদয়বতী। তারা পরস্পরকে

অন্তস্থল থেকে ভালোবাসবে। তাদের মধ্যে মনের কোনো আড়াল থাকবে না। রোজির সঙ্গে তার প্রথম আলাপে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ল। এখন তাদের সম্পর্ক দাড়িয়েছে কোর্টে সই করা একটা কাগজের ওপরে।

গাড়ি অফিসে পৌঁছে গিয়েছিল। বকুল নেমে দেখল, বৈকুণ্ঠপুর থানার আই. সি. বসে আছে। বকুল অফিসে ঢুকতেই সে বলল, "স্যার সাধন মুখার্জীর বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করা হয়েছে। খোঁজ খবর যা নেওয়ার তা নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র অমিত আগরওয়ালার আটা কলে যাওয়া যাচ্ছে না। আপনি তো জানেন স্যার, হাইকোর্টের অর্ডার আছে।"

"হ্যাঁ, ঐ অর্ডারটা আমাদের হাত, পা বেঁধে রেখেছে। সেদিন নির্দিষ্ট খবর পাওয়া গেল, গোডাউনে হেরোইন আছে তবু সার্চ করা গেল না। আজ আবার সাধন মুখার্জী বলেছে, সে রেশনের গম ওখানে বিক্রি করে। শুধু সে নয়, আরও অনেকেই করে। কিন্তু আমরা ভেরিফাই করতে পারছি না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কাল যদি খবর আসে সে পাঁচ জন লোককে খুন করে মিলের মধ্যে ভরে রেখেছে। আমরা তার বিরুদ্ধে কেসও স্টার্ট করতে পারব না, গিয়ে খোঁজও নিতে পারব না। এরকম বেআইনী অর্ডার যে কোর্ট দিতে পারে তা ভাবা যায় না। কিন্তু যখন দিয়েছে তখন ভ্যাকেট করতে হবে। আমি ভৌমিককে দিয়ে এফিডেফিট লিখিয়ে রেখেছি। আপনি কাল একজন লোককে এটা নিয়ে হাইকোর্টের পি. পি.-র কাছে পাঠিয়ে দিন।"

বকুল এফিডেফিটের খসড়াটা ড্রয়ার থেকে বের করে আই. সি.-র হাতে দিল। আই. সি. কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, "স্যার বেলের জন্য অনেকে এসেছিলেন। শুভঙ্কর সরকার, আক্কাম ওরা এখনও থানায় বসে আছেন। অনন্ত নন্দীও ফোন করেছিলেন। বললেন, আপনার অফিসে এসেছিলেন। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারেন নি।" বকুল উত্তর দিল, "হাতে নাতে ধরা পড়েছে। থানা থেকে বেল না দিয়ে আপনি ওকে কোর্টেই পাঠিয়ে দিন।" আই. সি. বলল, "ঠিক আছে স্যার। তাহলে এখন আসি।" সে চলে গেল।

আই. সি. চলে যেতে রোজির কথা আবার মনে পড়ল। কাল সকালের ট্রেনে রোজি আসছে। তার অফিস বা কোয়ার্টার সে চেনে না। তাছাড়া স্টেশন থেকে কোয়ার্টার সাত-আট কিলোমিটার পথ। প্রথম বারে একজন মহিলার পক্ষে একা একা আসা অসুবিধাজনকই বটে। সে স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সে নিজে যাবে না। সে যে রোজি-র প্রতি সন্তুষ্ট নয় সেকথা রোজি বুঝুক। বকুল রুদ্রকে ডেকে বলে, "কাল লামলিং মেলে আপনার বৌদি আসছেন। স্টেশনে যেতে হবে।" রুদ্র মাথা কাত কারে সম্মতি জানায়। বকুল ওপরে উঠে যায়।

সকালবেলায় রুদ্র এসে বলে, "স্যার, স্টেশনে যাবেন বলেছিলেন।" বকুল উত্তর দিল, "আমি যাব বলি নি তো। আপনারা যান। বৌদিকে নিয়ে আসুন।"

"কিন্তু আপনি না গেলে আমরা মেমসাহেবকে চিনব কি করে?"

তাও তো বটে! বকুলের মাথায় এ চিন্তাটা আসেই নি। এখানকার কেউই তো

রোজিকে দেখে নি। চিনবে কি করে? অতএব বকুল না গেলে তাদের রোজির নাম লিখে নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বা মাইকে রোজিকে গাড়ির নম্বর বলে দিতে হবে। সেটা খুব ভালো দেখায় না। কাজেই বকুলকেই যেতে হল। গিয়ে শুনল ট্রেন দেড় ঘণ্টা দেরিতে চলছে। ওভার ব্রিজের ওপর উঠে সে দাঁড়িয়ে থাকল। যত ট্রেন ঢোকার সময় এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। রোজি সত্যিই আসবে তো? সেই কবে চিঠি লিখেছে। তারপর আবার মতের পরিবর্তন হতেই পারে। সেক্ষেত্রে ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে। বরুণ, রুদ্ররা যে কি ভাববে। ওদের, তার স্ত্রী আসবে, একথাটা না জানালেই বোধ হয় ভালো হত। এই মুহূর্তে সে মনে প্রাণে কামনা করতে লাগল যেন রোজি আসে।

দূরে ট্রেনের মুখটা দেখা গেল। কিন্তু আউট সিগন্যালের ওখানে এসে সেটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ওভারব্রিজের ওপর আরও অনেক লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের অনেককেই বকুলকে দেখছে। কি ভাবছে তারা? বোধ হয় ভাবছে, এখানেও বকুল কোনো কেস ধরতে এসেছে। একজন পরিচিত লোক তো এসে জিজ্ঞেসই করে বসল, "স্যার আজ কিছু হবে নাকি?" বকুল হাসিমুখে 'না-সূচক' ঘাড় নাড়ল। ট্রেনটা আস্তে আস্তে এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। মানুষজন পিল্ পিল্ করে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটতে লাগল। কুলিদের দৌড়াদৌড়ি, যাত্রীদের ব্যস্ততা সব মিলিয়ে স্টেশনটা গমগম করে উঠল। আস্তে আস্তে ভিড় কমতে লাগল। কিন্তু রোজির দেখা নেই। বকুলের সন্দেহই বোধহয় ঠিক হল। বকুল সামনে পিছনে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল, রোজি প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে কাকে যেন খুঁজছে। তাহলে কি রোজি ধরেই নিয়েছে যে বকুল আসবে। সে এগিয়ে গেল।

বকুলকে দেখে রোজি আশ্বস্ত হল, "এই যে, তুমি এসে গেছ। ভালো আছ?"

"ভালো আছি। ট্রেনে তোমার কোনো অসুবিধা হয়নি তো।"

"না। কোনো অসুবিধা হয়নি। শুধু শুধু দু'ঘণ্টা দেরি করল। তুমি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?"

"হ্যাঁ। ট্রেন লেট করলে কি করা যাবে? চল, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

"চল।"

দু'জনে হাঁটতে লাগল। ওভার ব্রিজ দিয়ে বাইরে এসে সকলে গাড়িতে উঠে বসল।

বকুল রোজিকে নিয়ে সোজা ওপরে উঠে গেল। রান্না আগে থেকেই করা ছিল। রোজি স্নান করে বের হলে তারা খেতে বসল। খাওয়া শেষ করেই বকুল পোশাক পরতে লাগল। রোজি জিজ্ঞাসা করল, "আজকেও তোমার অফিস আছে?"

"কি করা যাবে? এ অফিসে তো তোমার কলেজের মতো ভ্যাকেশান নেই।"

"থাকলেও কি তুমি নিতে?"

"যা নেই তা থাকলে কি করতাম তা ভেবে কোনো লাভ নেই।"

"কখন ফিরবে?"

"ফেরার তো কোনো ব্যাপার নেই। নিচেই থাকব। কোনো খবর না আসলে পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়ব।"

"আর খবর আসলে?"

"সেটা ঠিক বলা যাবে না। খবরের ওপর নির্ভর করবে। চলি।" বকুল নিচে নেমে গেল। রোজি এসে দরজা বন্ধ করল।

পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা বললেও বকুল সাড়ে পাঁচটায় ওপরে উঠতে পারল না। সাড়ে পাঁচটার একটু আগে চক্রবর্তী সাহেব এল। মনতোষ ভট্টাচার্যের প্রসীডিং-এর ব্যাপারে সে খুব আগ্রহী। পরের দিনও সাক্ষ্য হবে কিনা সে সেই খোঁজ নিতে এসেছে। সে উঠতেই মানববাবু এলেন। তিনি বললেন, "অনেকেই তো অনেক কিছু করেছে। সাধন মুখার্জীটাকে ধরে আপনি কোর্টে তুলে দিলেন। কিন্তু দেখুন, লোকটার মধ্যে এখনও কিছুটা মনুষ্যত্ব ছিল। আপনাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে নি। উপরন্তু তার পার্টির পোস্ট থেকে রিজাইন করেছে।" মানববাবু বকুলের হাতে একটা বিবৃতি তুলে দিলেন। বকুল দেখল, সাধন মুখার্জী ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় নীল পার্টির জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেছে। বকুল বলল, "আমি কি করব বলুন। ওরকম হাতে নাতে ধরা পড়লে আমার তো কিছু করার থাকে না।" মানববাবু বললেন, "ঠিক আছে। তাহলে আরও যারা করছে তাদেরও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।"

"আপনি বলুন কে করছে। আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা নেব।"

"আপনি জানেন না? তাহলে বলতেই হবে।"

বকুল কি বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ধীরেন চ্যাটার্জী ঘরে ঢুকলেন। আলোচনা চলতে লাগল। বকুলের একটু অস্বস্তি লাগছিল, কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না। অবশেষে যখন ওনারা বিদায় নিলেন তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

বকুল ওপরে উঠে দেখল, রোজি খাবার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। জামা-কাপড় খুলে সে খেতে বসল। রোজি জিজ্ঞেস করল, "শোবে না?"

"শোব, এই একটুখানি কাগজটা দেখে নিই।"

"কাল রাতে ট্রেনে ঘুমুতে পারি নি। আমি শুয়ে পড়ছি।"

"আচ্ছা?"

রোজি গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। বকুল কাগজ পড়তে লাগল। কিন্তু এক সময় কাগজ পড়া শেষ হল। রাতও প্রায় এগারটা বেজে গেছে। এবারে শুয়ে পড়তে হয়। কিন্তু রোজির সঙ্গে এক বিছানায় শুতে তার ইচ্ছে করছে না। এ ঘরটায় শুয়ে পড়লে হয়। কিন্তু সেটা খুবই খারাপ দেখাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মশারি তুলে রোজির পাশেই শুয়ে পড়ে। খুব সম্ভবত রোজি ঘুমিয়ে পড়েছে। বকুল ছোঁয়া বাঁচিয়ে এপাশে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার কিছুতেই ঘুম আসে না। সাবধানে এপাশ-ওপাশ করে। কপালের ওপর হাত তুলে ভাবতে থাকে, রোজি তার বিছানায় শুয়ে আছে, অথচ কত দূরে।

রোজি কথা বলে ওঠে, "তোমার খুব খারাপ লাগছে, না?" বকুল নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দেয়, "না তো। ওরকম ভাবছ কেন?"

"তাহলে আমার কাছে আসছনা কেন? অতদূরে সরে আছ কেন?"

"দূরে থাকব কেন? ঠিকই তো আছি।"

"এই তোমার ঠিক থাকা? যদি জান সহ্য করতে পারবে না, তাহলে মুখে অত বড় বড় কথা বলতে কেন?"

"কি বলতাম?"

"বলতে, আমার যা খুশি আমি তাই করতে পারব। তুমি বাধা দেবে না।"

"আমি চাই নি, আমার স্ত্রী বাধ্য বলে, আমার ওপর নির্ভরশীল বলে, সে আমাকে ভালোবাসুক। আমি চেয়েছিলাম সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েও আমাকে ভালোবাসবে।"

"শুধু তোমাকে ভালোবাসবে নয়—আর কাউকে ভালোবাসবে না।"

"হ্যাঁ, সে প্রত্যাশাও ছিল।"

"কিন্তু মনটা তো মেশিন নয় যে তুমি ঠিক যেরকমটি চাইবে সেইরকম হবে।"

"আমি তো কখনও বলি নি যে মন মেশিন।"

"তাহলে তখন অনুমতি দিয়েছিলে কেন? আমি তো তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম যে হাফিজকে আমার ভালো লাগছে, ওর সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করছে, ওকে পেতে ইচ্ছে করছে। তখন তুমি বললে যে আমার যা মন চাইছে তাই করতে পারি। তখন মানা করলে না কেন?"

"মানা করার কোনো পথ তুমি তখন খোলা রাখ নি। তুমি বলেছ যে আমাকে বিয়ে করেছ বলে তুমি আমার সম্পত্তি হয়ে যাও নি। তোমার স্বাধীন মতামত, ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকতেই পারে। তুমি বলেছ যে বিধি নিষেধের মধ্যে থাকলে তোমার দম বন্ধ হয়ে আসে। অন্যের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করলে তুমি মন খারাপ করে থাকবে, বাড়িতে মেজাজ খারাপ করবে। তোমাকে দোষ দেওয়া যাবে না। তা থেকে তোমাকে যদি সকলের সঙ্গে যেমন মন চায় মিশতে দেওয়া হয় তাহলে অন্যদের যেমন ভালোবাসবে, আমাকেও ভালোবাসবে।"

"বাসবই তো। আমি তো তোমাকে এখনও ভালোবাসি। আর সকলের থেকে বেশি ভালোবাসি। কিন্তু তুমি ওরকম করছ কেন? তুমি কথা দিয়েছিলে যে আমি অন্য কাউকে ভালোবাসলেও আমাদের সম্পর্ক আগের মতোই থাকবে। তুমি আমাকে আগের মতোই ভালোবাসবে।"

"রোজি, তুমি ভুল করছ। আমি কথা দিয়েছিলাম যে তুমি যাই কর আমি মেনে নেব। আমি তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করবো না। আমি করি নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার মনে কোনোরকম প্রতিক্রিয়াই হবে না!"

"আমি তো এইটাই বুঝতে পারি না যে এতে এত মন খারাপ করার কি আছে। আমি তো তোমাকে আগের মতোই ভালোবাসি। আমি আর কাউকে ভালো না বাসলে তুমি আমাকে যেভাবে পেতে আমাকে এখনও তুমি ঠিক সেভাবেই পাচ্ছ। আর কারও সঙ্গে মিশেছি বলে তো আলাদা হয়ে যাই নি। আমি আমিই আছি। ধর তোমাকে গোপন করে যদি আমি আর কারও সঙ্গে ভাব করতাম, তাহলে তো তোমার খারাপ লাগত না। তাহলে

তোমাকে গোপন করি নি বলে এত খারাপ লাগছে কেন? গোপনে গোপনে কিছু করলে আমি যেরকম থাকতাম এখনও সেরকমই আছি। তাহলে তুমি অত মন খারাপ করছ কেন?

দুঃখে বকুলের দম বন্ধ হয়ে আসে। অতি কষ্টে সে উচ্চারণ করে, "রোজি তুমি বুঝবে না!"

"বুঝিয়েই বল না।"

"এই যে ধর যে শাড়িটা তুমি আজ পরে আছ। তুমি এরকম শাড়ি পছন্দ কর বলে আমি তিন চার দিন ধরে সারা বাজার খুঁজে খুঁজে এটা কিনেছি। এখন এই শড়িটা পরে যদি তুমি অন্যের বক্ষলগ্না হও, তখন কি সেটা দেখে আমার খুব আহ্লাদ হবে? আর তোমারও কি আমার কথা একবারও মনে পড়বে না? আর ঐ যে সেদিন আমি বামনাবাদ থেকে রাতে এসে তোমার ফ্ল্যাটে গেলাম। তুমি হাফিজকে নিয়ে এক বিছানায় শুয়েছিলে। তোমরা আর কি করেছিলে সেকথা আমি তুলছি না। কিন্তু যেই আমি বাড়িতে এলাম তখন তাকে ছেড়ে আমার বিছানায় আসার সময় তোমার একবারও কি তার কথা মনে পড়বে না?"

"সেটা তো আমি যদি ওকে নিয়ে এক বিছানায় না থাকি তাহলেও মনে পড়তে পারে।"

"পারে, কিন্তু বিছানায় আসতে পারে না।"

"তোমার তো ঐ এক কথা। মনে মনে যা কর, শরীর না দিলেই হল। আমি ওসব ভণ্ডামি মানি নে, কাউকে যদি মন দিলে দোষ না হয় তবে শরীরটা দিলেই দোষ হবে কেন? আমার মতে কাউকে যদি ভালোবাসা যায় তবে তাকে শরীরও দেওয়া যায়।"

"হ্যাঁ রোজি তুমি তা মনে করতেই পার।"

"আমি যখন মনে করতে পারি তখন তুমি ওরকম করে আছ কেন?"

বকুল আর সহ্য করতে পারে না। অনুযোগের সুরে বলে ওঠে, "রোজি তুমি এটা কেন মনে রাখ না, যে স্বাধীনতা তুমি নিজে ভোগ করতে চাও, সে স্বাধীনতা আমারও থাকা উচিত। আমার যদি এরকমভাবে থাকতে ইচ্ছে করে তোমার বাধা দেওয়া উচিত নয়।"

"তুমি কি করতে চাও?"

"তোমার যা ইচ্ছে তুমি কর। আমি যেভাবে থাকতে চাই আমাকে থাকতে দাও।"

"তোমার তো ইচ্ছে আমাকে যা বকম স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই জানব না। আমি এরকম ভণ্ডামির মুখোশ পরে থাকতে পারব না।"

"তাহলে তুমি যেরকম করে পারবে সেরকম করে থাক?"

"আর তুমি এরকম বোম্ ভোলানাথ হয়ে থাকবে?"

বকুল একথার কোনো জবাব দিল না। সে পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু রোজির উপর্যুপরি প্রশ্নে তার সে চেষ্টা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, "কথা বলছ না কেন? জবাব দাও।" বকুল কোনো জবাব দিল না। জবাব না পেয়ে রোজিও মুখ

ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরে নেমে এল এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

কুড়ি

আজ মনতোষ ভট্টাচার্যের প্রসেডিং এনকোয়ারির ডেট ছিল। কিন্তু কলকাতার এক এফ. আর. সি. এস. ডাক্তারের মেডিকেল সার্টিফিকেট এ্যাটাচ্ করে সে আর একটি দরখাস্ত জমা দিয়েছে। লিখেছে, সে এখন কলকাতায় ঐ ডাক্তারবাবুর চিকিৎসাধীন আছে। ডাক্তারবাবু তাকে তিন মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কাজেই তিন মাসের মধ্যে তার পক্ষে এনকোয়ারি অ্যাটেণ্ড করা সম্ভব নয়।

বকুল খুব ভালো ভাবে বুঝল মনতোষ ভট্টাচার্যের অসুস্থতাটা একটা অজুহাত মাত্র। সে এনকোয়ারি এড়িয়ে যেতে চাইছে। আর ডাক্তারবাবুরা পয়সার বিনিময়ে তাকে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে সাহায্য করছেন। এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। বকুল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে চিঠি লিখল যাতে স্ট্যাণ্ডিং মেডিকেল বোর্ড গিয়ে মনতোষ ভট্টাচার্যকে পরীক্ষা করে দেখে যে তার এনকোয়ারি অ্যাটেণ্ড করার মতো শরীরিক যোগ্যতা আছে কি না। অর্ডার সিটের কপি মনতোষ ভট্টাচার্যের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ট্রিকটেসন নিয়ে স্টেনো সবে উঠেছে। ডি. আই. বি ইন্সপেক্টর সলিল সেন এসে ঘরে ঢুকল। সলিল সেন এমনিতে একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বুঝে-সুঝে চলে। অপ্রাসঙ্গিক ক কথাবার্তা যথাসম্ভব কম বলে। সে টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "স্যার, আমার এক সোর্স খবর দিচ্ছে যে প্রধান নগরে এক মারোয়াড়ির বাড়িতে এক ম্যাটাডোর কন্ট্রাব্যাণ্ড গুডস এই মাত্র এসে ঢুকেছে। মালগুলি আনলোড হচ্ছে। ও অবশ্য রিওয়ার্ডের লোভেই খবরটা নিয়ে এসেছে।"

বকুল জিজ্ঞেস করল, "ও বাড়ির নাম, ম্যাটাডোরের নম্বর সব ঠিক ঠিক বলছে?"

"হ্যাঁ স্যার। ও একটা স্কেচ ম্যাপও করে এনেছে!"

সে বকুলের হাতে ম্যাপটা দিল। বকুল ওটা দেখে নিয়ে গাড়ি বের করতে বলল। রিডারবাবু সমেত অফিসের লোকজনকে তুলে নিয়ে চট করে বাড়িটার সামনে হাজির হল। রিডারবাবু গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। ড্রাইভার নিজে কেসে পড়ার ভয়ে সাফ সাফ বলে দিল যে হরলালকা সাব আমাকে ভাড়া করে আতিলালবাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে একটা বাড়ি থেকে বিদেশি জিনিস বোঝাই করে। এই মাত্র সেগুলো বাড়িতে নামানো হয়েছে।

বকুল গিয়ে বেল বাজায়। একজন বছর তিরিশেক বয়সী যুবক দরজা খোলে। বকুল তার পরিচয় দেয়, "আমি অ্যাডিশনাল এস. পি., বৈকুণ্ঠপুর।" যুবকটি সপ্রতিভ ভাবে বলে, "আই অ্যাম অলসো অ্যান আই. এ. এস. অফিসার।"

"অফ হুয়িচ ক্যাডার?"

"রাজস্থান।"

"নাও পোস্টেড অ্যাজ?"

"এ. ডি. এম।"

"তাহলে আমার সুবিধাই হল। আমার কাছে খবর হল, স্টোলেন প্রপার্টি, আই মিন কন্ট্রাব্যাণ্ড গুডস এই মাত্র ঐ ম্যাটাডোর থেকে এ বাড়িতে আনলোড হয়েছে। সেটা দেখতে আমাকে সাহায্য করুন।"

এবারে যুবকটির মুখ শুকিয়ে গেল। সে তাদের বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। বকুল দেখল অনেকগুলি বিদেশি ভিডিও, ভিসিপি, টেপডেক, ডিনার শেট, বিজলি-বাতি প্রভৃতি শোবার ঘরে খাটের তলায় এবং পাশে স্তূপীকৃত করে রাখা আছে। বকুল যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই সব মালের কাগজপত্র আছে?"

"আসলে আপনি যা করছেন আমারও তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে আই অ্যাম ইন দি রিসিভিং এণ্ড? আই অ্যাম ফিলিং ভেরি ব্যাড অ্যাবাউট ইট।"

"এ বাড়িটা কার?"

"আমার ফাদার-এর।"

"তিনি কি করেন?"

"বিজনেস, কাপড়ের বিজনেস করেন।"

"তাহলে এ মালগুলি এখানে এল কি করে?"

"উনি আর্মির সাপ্লায়ার। আপনি জানেন আর্মি অফিসাররা কিরকম ফরেন গুডসের ব্যাপারে ক্রেজি। ওদের দেবার জন্য আনা হয়েছে। যদি না দেয়, তাহলে কন্ট্র্যাক্ট পাবে না।"

"দেশি জিনিস দিলেই তো হয়।"

"ওরা ফরেন গুড্‌সই চায়। না দিলে অন্য লোককে অর্ডার দিয়ে দেবে।"

"আপনি যা বলেছেন তা অ্যাকসেপ্ট করা যায় না। আপনি নিজেই বলুন?"

"লেকিন ইয়ে সাচ বাত আছে। আমি তো বানিয়ে আপনাকে অন্য কথা বলতে পারতুম।"

বকুলের মনে হয় যেন কোনো আই. এ. এস. অফিসার নয়, একজন ব্যবসায়ী কথা বলছে। টাকার জোরে, কোচিং নিয়ে এই সব লোকেরা এখন সব বড় বড় পোস্টে যাচ্ছে? এদের যা মানসিকতা তাতে সাধারণ মানুষ এদের কাছে কি আসা করতে পারে। সে বলে, "যাই হোক মালগুলো আমরা সিজ করব। আপনার কাছ থেকেও করতে পারি। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দি লিগ্যাল ইমপ্লিকেশন, তাই আপনি ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে ডেকে দিতে পারেন।" সে তার ছোট ভাইকে ডেকে দিল। মালগুলি সিজ করে বকুলরা থানায় গেল।

থানা থেকে অফিসে ফিরতেই রাখাল বলল, "স্যার, এস. ডি. ও. সাহেব অনেকবার ফোন করেছিলেন। আপনি আসামাত্র ফোন করতে বলেছেন।" বকুল বলল, "ঠিক আছে। আমি ফোন করছি।" কিন্তু বকুলকে আর ফোন করতে হল না। সে চেয়ারে বসতে না

বসতেই এস.ডি.ও-র ফোন এল। বকুল ফোন ধরতেই ভজনরাম জানতে চাইল, "অ্যাডিশনাল সাব বলছেন?"

"হ্যাঁ। নমস্কার। বলুন।"

"নমস্কার। আজ দুপুরবেলায় প্রধাননগর থেকে কিছু ফরেন গুড্‌স সিজড্‌ হয়েছে। ওখানে যার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে সে আমার ব্যাচমেট্‌। এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

"আপনাব ব্যাচমেট্‌ তো কোনো পিকচারে নেই? তার কিছু হবে না?"

"কিন্তু ওর বাবার বা ভাইয়ের হলেও তো ঝামেলা। কোর্টে যেতে হবে। কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। বদনাম হয়ে যাবে।"

"আপনি ঠিক কি চাইছেন?"

"ঐ সব কোর্টে মোর্টে যাতে যেতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন।"

"সেটা কি করে সম্ভব?"

"ঐ মালগুলো ওদের দিয়ে দিন। আর সিজার লিস্টটা কোর্টে না পাঠালেই মিটে গেল।"

"আরে আপনি এটা কি বলছেন? আমি আমার অফিসারদের নিয়ে সিজ করলাম। আর আমি এখন ওরকম করলে আমার সম্বন্ধে ওরা কি ভাববে?"

"ওরা কিছু ভাববে না। ঐ তো ক'টা জিনিস, আসলে ওর বোনের বিয়ে। বিয়েতে উপহার দেওয়ার জন্য এনেছে।"

"কিন্তু আপনার ব্যাচমেট্‌ বলল, আর্মি অফিসারদের উপঢৌকন দেওয়ার জন্য এনেছে। আপনি বলছেন, বোনের বিয়ের জন্য এনেছে। বোনের বিয়েতে একটা করে সেট দিতে পারে। কিন্তু পাঁচটা-সাতটা করে ভিডিও ভিসিপি বোনের বিয়ের জন্য কি করে হয। আর তাই যদি হয় তাহলে আপনার ব্যাচমেট্‌ সেকথা তো বলতে পারত। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনার ব্যাচমেট্‌ আপনাকে মিস্‌ রিপ্রেজেন্ট করেছে।"

"যাই হোক, আপনি একটু দেখুন।"

"আমি দেখছি। তবে আপনি যেরকম বলছেন, সেটা সম্ভব নয়।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

বকুল ফোন নামিয়ে রাখতেই উপাধ্যায় ঘরে ঢুকল, "স্যার একটা ভালো খবর এসেছে। রাস্তায় উঠলেই তো আমরা ধরছি। সেইজন্য স্মাগলাররা আর রাস্তায় উঠছে না। একশ'-দেড়শ' জন লোক লাগিয়ে নদী পার হয়ে মাল নিয়ে এসে তুলছে ভালুগারার জঙ্গলে। তারপর ঐ জঙ্গল থেকেই লরিতে তুলে বাইরে চালান দিচ্ছে। আজকেও নাকি আনবে। রাত বারোটার সময় গেলে পাওয়া যাবে স্যার।" বকুল বলল, "মানুষের ঘাড়ে বা মাথায় করে জঙ্গল দিয়ে মাল আনছে হতে পারে। কিন্তু বারোটার সময় গেলেই মাল

পাওয়া যাবে তা কেমন করে জানলেন।"

"যে খবর এনেছে সে তো তাই বলছে স্যার।" উপাধ্যায় তাকে ডাকতে বাইরে চলে গেল। লোকটি ঘরে ঢুকে বলল, "স্যার। ওরা তো আজ দুপুরে আমাদের পাড়ায় এসে লোক ভাড়া করেছে। সাড়ে ন'টার সময় যেতে বলেছে। গিয়ে মাল নিয়ে আসতে তিন ঘণ্টা মতো সময় লাগে। তাহলে সাড়ে বারোটা-একটার মধ্যে এসে যাবে।" বকুলের কথাটা সম্ভব বলেই মনে হল। সে জানতে চাইল, "কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গা দিয়ে মাল আনবে, তা আমরা বুঝব কি করে?" লোকটি কিছু বলার আগেই উপাধ্যায় বলে উঠল, "স্যার ও আমাদের সঙ্গে থাকবে বলছে।"

"তাহলে ঠিক আছে। ভালুগারা পৌছুতে আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট মতো লাগবে। আমরা এগারোটায় বের হব। আপনি বাঘাগুড়ি মোড়ে অপেক্ষা করবেন। আমরা আপনাকে তুলে নেব, আর উপাধ্যায়, আপনি আই. সি-কে বলে দেবেন যে দুজন অফিসার আর এক সেকশান ফোর্স যেন একটা গাড়ি নিয়ে পৌনে এগারটার সময় আমার কাছে রিপোর্ট করে।"

"ঠিক আছে স্যার।" উপাধ্যায় লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

রিডারবাবু টেলিফোনের বাজ টিপে বলে, "চান্দা সাহেব কথা বলতে চাইছেন স্যার।" বকুল টেলিফোন তুলল, "নমস্কার স্যার, বকুল বলছি।"

"নমস্কা.....র। প্রধান নগরে ভজনরামের এক ব্যাচমেট্ নাকি বোনের বিয়ের জন্য ক'টা জিনিস কিনে এনেছিল। তুমি গিয়ে সিজ করে এনেছ?"

"জিনিস সিজ করেছি এটা ঠিক স্যার। তবে বিয়ের জন্য কিনেছিল এটা ঠিক নয়। বোনের বিয়ের জন্য কেউ পাঁচটা ভি.সি.পি., সাতটা ভি.সি.আর, দশটা টেপ-ডেক কেনে না স্যার। আর আমি যখন সিজ করি তখন তো ওনার ব্যাচমেট্ ওখানে ছিলেন্ স্যার। উনি তো আমাকে বললেন, এগুলো আর্মি অফিসারদের জন্য আনা হয়েছে।"

"দেন হুয়াই দিস ভালগার টক?"

"খুবই দুঃখজনক স্যার। জানি না এস. ডি. ও. সাহেব কেন এরকম অসত্য কথা বলছেন। আমার সঙ্গে তো ওনার কথা হয়েছে।"

"ডোন্ট ওৰি। চালিয়ে যাও।'

"নমস্কার স্যার।"

"নমস্কা....র!" চান্দা সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন।

বকুল ইন্সপেক্টারদের ট্যুর ডাইরি দেখছিল। রাখাল এসে জানাল, "স্যার, সুপ্রিয় সান্যাল বলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন।" বকুলের মনে পড়ল, হ্যাঁ সুপ্রিয়দা আসবেন বলে চিঠি লিখেছিলেন বটে। কলেজে সুপ্রিয়দা বকুলের দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন। তখন এত হৃদ্যতা ছিল না। মুখ চেনা ছিল মাত্র। সুপ্রিয়দা এম. এস-সি পাস করে হাসনাবাদের একটি কলেজে পড়াচ্ছেন। বকুল হাসনাবাদে অ্যাডিশনাল এস. পি. হয়ে

গেলে সুপ্রিয়দা একদিন দেখা করতে এসেছিলেন। তারপর থেকেই ঘনিষ্ঠতা। সুপ্রিয়দা অনেকবার বকুলের বাড়িতে এসেছেন। বকুলও কয়েকবার সুপ্রিয়দার বাড়িতে গেছে। একবার রোজিও সঙ্গে গিয়েছিল। সুপ্রিয়দার স্ত্রী বেলা বৌদিও বার দুয়েক এসেছিলেন।

বকুল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ততক্ষণে সুপ্রিয়দা দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। বকুল বলল, "আসুন আসুন সুপ্রিয়দা। বসুন।"

সুপ্রিয়দা ঘরে ঢুকে বকুলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে কুশল জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো?"

"ভালো। আপনি?"

"আমি দিনগত পাপক্ষয় করছি। এখানে থেকে ছুটিটা কাটাতে হবে। যতদিন না থিসিসটা কমপ্লিট হয়, এর হাত থেকে রক্ষে নেই।"

"আচ্ছা আপনাদের সার্ভিস রুলস কি চেঞ্জ হয়েছে? না হলে এত পি. এইচ. ডি. করার হিড়িক পড়ে গেছে কেন?"

"চেঞ্জ নয়, নিয়ম করে দিয়েছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে নিতে হবে। রোজি কোথায়?"

"এখন এখানেই আছে।"

"তাই। তাহলে তো ভালই হল ওর সাথেও দেখা হয়ে যাবে।"

বকুল সুপ্রিয়দাকে নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সুপ্রিয়দা আজ রাতে এখানে থেকে যাবেন। রাতের খাওয়া শেষ হতে ন'টা বেজে গেল। আর দু'ঘন্টা পরেই বকুলকে রেইডে যেতে হবে। কিন্তু সুপ্রিয়দার সঙ্গে রোজিকে একা বাড়িতে রেখে বকুলের বাইরে যেতে মন চাইছেনা। সুপ্রিয়দা যখন তার বামনাবাদের বাড়িতে যেত তখন রোজির সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন রোজির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই খারাপ । বকুল চায়না, সুপ্রিয়দা সেটা জানুক। কিন্তু রোজির ওপর বকুলের ভরসা নেই। সে কিছু লুকানো-ছাপানোর মধ্যে নেই। সে খল্লাম খুল্লা জীবন যাপন করতে চায়। তাছাড়া সুপ্রিয়দার গায়ের রং কালো। কালো লোক রোজির খুব ফেভারিট। সুপ্রিয়দা আসতেই 'সুপ্রিয়দা-সুপ্রিয়দা-সুপ্রিয়দা' করে একেবারে গলে পড়েছে! আর সুপ্রিয়দাটাও তেমনি! রোজিকে দেখেই ঢলে পড়েছে! বাড়িতে তো বেলা বৌদি বাঁচল কি মরল সেদিকে খেয়াল থাকে না। এদিকে এখানে এসে রোজির কষ্ট দেখে প্রাণ সইছে না। রোজি ঝাড়ু হাতে করলেই তিনি নিজে ঝাড়ু দিতে চলে যাচ্ছেন। বকুলের বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই। ঠিক আছে নিজের থালাটা ধুয়ে দিতে চান, ধুয়ে দিন। কিন্তু রোজির থালাটা নিয়েও ধুতে চলে যাচ্ছেন। আদিখ্যেতা দেখে বকুলের গা জ্বালা করে।

বকুল একবার ভাবল, থানায় মানা করে দেবে, আজ আর রেইডে যাবে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, খবর পাওয়ার পরও তা খতিয়ে না দেখলে আর খবর আসবে না। আবার

ভাবল, দু'জন অফিসারকে তো সে আসতে বলেছে, ওদেরই পাঠিয়ে দেবে, নিজে যাবে না। তখনই মনে পড়ল, দিনের বেলা সে নিজে যাবে বলেছে। এখন না গেলে ওরা কি ভাববে? অতএব, কোনো উপায় নেই। রোজির সঙ্গে সুপ্রিয়দাকে বাড়িতে একা রেখেই তাকে রেইডে যেতে হবে।

সুপ্রিয়দাকে খুব সহজেই সে ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারে। তাকে ঐ পথেই তো যেতে হবে। কিন্তু নিজে থেকে সেকথা তাকে বলে কি করে। হঠাৎ বকুলের মনে হল, বাড়িতে আরও দুয়েকজন লোক থাকা দরকার। সে সুপ্রিয়দাকে বলল, "তাহলে আপনি শুয়ে পড়ুন। আমাকে একটা রেইডে যেতে হবে।" রেইডের কথা শুনে সুপ্রিয়দা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, "এই বকুল, তোমাদের রেইড দেখার আমার অনেক দিনের সখ, আমাকে নিয়ে যাবে?"

"না, সুপ্রিয়দা। সেটা সম্ভব নয়। তাতে অনেক রিস্ক আছে।" বকুল মুখে 'না', বলল বটে। কিন্তু মনে মনে বলল, সুপ্রিয়দা তার সঙ্গে গেলে ভালই হয়। সে নিশ্চিন্ত মনে রেইডে যেতে পারে। তাই সে বলল, "রেইডটা খুব এক্সাইটিং, কিন্তু ওদের কাছেও অস্ত্র আছে। কখন কি হয় বলা যায় না।"

"কিচ্ছু হবে না। আমাকে নিয়ে চল।"

"যখন কিছুতেই ছাড়বেন না তখন তৈরি হয়ে নিন।" সে নিজেও ইউনিফর্ম পরতে লাগল।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। রাখাল নিচে থেকে জানাল, "স্যার থানা থেকে অফিসার ফোর্স চলে এসেছে।" বকুল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, এগারটা বাজতে দশ। সে হেলমেটটা মাথায় দিয়ে নাইন.এম.এম. পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়ে সুপ্রিয়দাকে নিয়ে নিচে নামল।

থানা থেকে আসা তার লোকেদের বকুল কাজটা বুঝিয়ে বলল। তারপর গাড়িতে উঠে বসতে গাড়ি চলতে লাগল। বাঘাগুড়ি মোড়ে এসে তারা লোকটিকে তুলে নিল। জাতীয় সড়ক ধরে কিছুদুর যাওয়ার পর রাস্তার ধারে একটা স্কুল পাওয়া গেল। বকুল গাড়ি দুটিকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিল। ড্রাইভার এবং দুজন রাইফেলধারীকে গাড়ির কাছে রেখে তারা চা বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হল সুপ্রিয়দাকে নিয়ে, তাঁর অভ্যাস নেই। তিনি অন্ধকারে হাঁটতে পারেন না। আবার টর্চও জ্বালানো যায় না, তাহলেই লোকে টের পেয়ে যাবে। বকুল প্রস্তাব করল, একজন লোক সঙ্গে করে সুপ্রিয়দা গাড়িতে ফিরে যান। কিন্তু তিনি তাতেও রাজি নন। রেইড তার দেখা চাই। অগত্যা সুপ্রিয়দার হাত ধরে অন্ধকারে বকুল লোকটির পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও আবার কাঁটার ঝোঁপ। সুপ্রিয়দার খুব অসুবিধা হতে লাগল। একবার তো পা হড়কে কাদার মধ্যে পড়েই গেলেন। উঠলে দেখা গেল, তার সারা গায়ে কাদা লেগে গেছে। কিন্তু তিনি সঙ্গ ছাড়লেন না। ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর বড়

বড় গাছপালাওয়ালা একটা জঙ্গল পাওয়া গেল। তার এক পাশে ছোট্ট একটা পাড়া। লোকটি বলল, এই জঙ্গলটার মধ্যে নিয়ে এসে মাল জমা করে। আর এদিক দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়ে এখানে ট্রাক আসে। ট্রাকে করে রাতে রাতেই চলে যায়। শুনে সুপ্রিয়দার চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল।

বকুল ভেবেচিন্তে পাড়াটার কোল ঘেষে জঙ্গলটার কাছাকাছি পজিশন নিল। যদি দরকার হয়, তারা পাড়াটাকে পেছনে রেখে গুলি চালাতে পারবে। আর তাদের ওপর পাড়া থেকে ছাড়া আর কোনো দিক থেকে গুলি করতে পারবে না। কারণ তাহলে গুলিতে পাড়ার লোক মারা যাবে।

বকুল তার দলকে তিনটি ভাগে ভাগ করে কাছাকাছি জায়গায় পজিশন নিতে বলল। সে নিজে একটা দল নিয়ে আল থেকে একটু ভিতরে ঢুকে গেল। চা বাগানের স্যাঁতস্যেঁতে মাটিতে পা বসে যাচ্ছে। মশায় কামড়াচ্ছে। একবার তো একটা ব্যাঙ এসে গায়ে প্রস্রাবই করে দিল। কিন্তু যাদের জন্য বসে থাকা তারা কিছুতেই আসছে না। বকুল হতাশ হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক ঠিক আসবে তো?" লোকটি প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, "আসবে স্যার।"

"তাহলে এত দেরি হচ্ছে কেন? দুটো যে বেজে গেল?"

"নিশ্চয় মাল পেতে বা পথে কোনোরকম অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু আসবেই স্যার।"

"আসলেই হয়।" বকুল আর কথা বাড়াল না।

কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল, ওদিকে ঐ জঙ্গলটার কাছে একটা টর্চ জ্বলছে আর নিভছে। লোকটি বলল, "স্যার ঐ দেখুন লাইন ক্লিয়ার দিচ্ছে। এবার আসবে।" বকুলরা কোনো কথা না বলে মাটির ওপর শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বকুল হাত দিয়ে তার পিস্তল ঠিক আছে কি না দেখে নিল।

কাঁচা রাস্তাটার দিকে একটা তীব্র আলো দেখা গেল। আস্তে আস্তে আলোটা বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে শব্দও শোনা গেল। বোঝা গেল কোনো গাড়ি আসছে। বকুলরা মাটির সঙ্গে মিশে পড়ে থাকল। একটা ট্রাক এসে জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকল। ট্রাকের হেডলাইটের আলোতে চা-বাগান আলোকিত হয়ে উঠল। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছেই সব আলো নিভিয়ে দিল। লোকটি আস্তে করে বলল, "আজ আগেই লরি চলে এল।" বকুল কোনো কথা বলল না। জঙ্গলের দিকে কান পেতে শুয়ে রইল।

মিনিট দশেক বাদে জঙ্গলের ওপারে গুজগাজ করে কথা শোনা গেল। কুঁচকাঁচ করে একরকম শব্দ হতে লাগল। লোকটি বলল, "স্যার, বাঁকের শব্দ হচ্ছে। এবার ওরা আসছে।" বকুল টানটান উত্তেজনা বোধ করল। সুপ্রিয়দাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে?" সুপ্রিয়দা কোনো উত্তর দিল না। দেখা গেল বাঁকের কুঁচকাঁচ শব্দ এবং মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর নিকটবর্তী হচ্ছে। আস্তে আস্তে শব্দটা জঙ্গলের মধ্যে এসে থেমে গেল। তারপর ট্রাকে মাল লোড করার ঝুপঝাপ শব্দ হল। তারপর সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে আবার দূর থেকে বাঁকের কুঁচকাঁচ শব্দ এবং মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর। আগের মতোই সে শব্দ জঙ্গলের মধ্যে এসে থামল এবং তারপরই ঝুপঝাপ শব্দ হতে লাগল। বকুল বুঝল মাল বাঁকে করে এনে ট্রাকে বোঝাই করা হচ্ছে। লোকটি বলল, "স্যার, দুটো দল চলে এল, আরো দুটো দল আসবে।" একটু পরেই আবার বাঁকের কুঁচকাঁচ এবং মানুষের গুজগাজ শব্দ কানে এল। বকুল কান পেতে থাকল। সেই শব্দটা জঙ্গলের মধ্যে যেই ঢুকল অমনি সে হুইসেল বাজিয়ে দিল। অমনি দুই পাশ থেকে দুটো ফাঁকা গুলি। জঙ্গলের মধ্যে ঝটাপটি, ছটাফটির শব্দ। খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর জঙ্গলের ওপার থেকে গুলির শব্দ। হয় তো এটা আওয়াজ। কিন্তু তার মানে ওদের কাছেও বন্দুক বা রাইফেল আছে। বকুল ভাবনায় পড়ল। অন্ধকারে শত্রু মিত্র গণ্ডগোল হয়ে যাবে। যদি ওদিকে থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে তাহলে তাদেরকেও ছুঁড়তে হবে। সেক্ষেত্রে অনেক হতাহত হয়ে যাবে। তাছাড়া আর কোনো পথও নেই। সে ম্যানপ্যাক সেটটা খুলে রুদ্রকে এদিকে তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে চলে আসতে বলল। বলল, যেন সাইরেন বাজিয়ে আসে। কিন্তু ওদিকের গুলি বন্ধ হল না। মনে হল যারা ট্রাক ও মাল রেখে পালিয়েছিল তারা বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসছে। বকুল তার লোকদের মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়তে বলল। সকলেই সেরকম করে শুয়ে পড়ল। বকুল একবার হাত দিয়ে সুপ্রিয়দাকে দেখে নিল। বেচারা খুব ঘাবড়ে গেছেন। অতিকষ্টে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা যদি এদিকে এসে পড়ে?" বকুল তাঁকে সাহস দেবার জন্য আস্তে আস্তে বলল, "আমাদের কাছেও দশটি রাইফেল আছে। ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা কাছে আসুক।" সুপ্রিয়দা চুপ মেরে গেলেন। এদিকে গুলির শব্দ কাছে আসতে লাগল।

হঠাৎ কাঁচা রাস্তার দিকে আলো দেখা গেল। একটু পরে সাইরেনের শব্দও শোনা গেল। বকুল বুঝল, তাদের গাড়ি পৌঁছে গেছে। জঙ্গলের ওপারে গুলির শব্দ এবার বন্ধ হয়ে গেল। উপবস্তু গাড়ি কাছে আসতেই লোকের ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। একজন তো এসে বকুলদের সামনেই পড়ে গেল। পাসোয়ান তাকে ধরে ফেলল। বকুল হুইসেল বাজিয়ে দিল। তার লোকেরা বেরিয়ে এসে গাড়ির কাছে গেল। গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দেখল, শুধু সুতোর বাণ্ডিল। কিছু ট্রাকে লোড করা হয়েছে। কিছু নিচে পড়ে আছে। বকুল একটি গাড়িকে বাঘাগুড়ি থানায় পাঠিয়ে দিল। আর অন্য গাড়িটি নিয়ে আশ-পাশের রাস্তাগুলি দেখতে লাগল। ধরা পড়া লোকটা অনেক সাহায্য করল। জঙ্গলের ওপারে যেখান থেকে গুলির শব্দ আসছিল, সেখান থেকে আরও কয়েক বাণ্ডিল সুতো পাওয়া গেল।

এই করতে করতে সকাল হয়ে গেল। বাঘাগুড়ি থানা থেকে লোকজন নিয়ে ও.সি. চলে এল। সুতোর বাকি বাণ্ডিলগুলি ট্রাকে বোঝাই করে পুলিসের ড্রাইভার দিয়ে ট্রাকটা বাঘাগুড়ি থানায় আনা হল। কাস্টম্‌সকে খবর দেওয়া হল। পুলিসের লোকেরা বাণ্ডিল সমেত ট্রাকটিকে সিজ করল। বকুল সুপ্রিয়দাকে হোস্টেলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি রওনা হল।

তাদের দাবি আদায়ের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে টি. এন. এল. এফ পাহাড়ে তের দিনের বন্ধ ডেকেছে। জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দোকানপাট-অফিস-আদালত সব বন্ধ। বাজারে জনমানুষ নেই। রাস্তায় যান চলাচল নেই। লাইনে বিদ্যুৎ নেই। পাইপে জল নেই। ঝরণার জলই সম্বল। কিন্তু খাবারের সেরকম কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। পাহাড়ের অধিকাংশ খাবারই সমতল থেকে আসে। যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় আর আসছে না। সাধারণ মানুষের না খেতে পেয়ে মরার অবস্থা। তাই জেলা প্রশাসনকে কড়া পুলিস পাহারায় বৈকুণ্ঠপুর থেকে পাহাড়ে খাদ্য সামগ্রী পাঠাতে হচ্ছে। পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করা ছাড়াও বকুলকে এই সব খাদ্যদ্রব্য পাঠানোর জন্য ট্রাক যোগাড় করতে হচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কাজটা করা খুবই মুশকিল। প্রথমত পাহাড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোনো ড্রাইভারই যেতে চায় না। দ্বিতীয়ত লামলিং অফিসের কাজকর্ম ঠিকভাবে না হওয়ায় ভাড়া করা গাড়ির মালিক সময়মতো ভাড়া পাচ্ছে না। ফলে একবার যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আর কেউ যেতে চাইছে না। কিন্তু খাবার তো পাঠাতেই হবে। তাই বলতে গেলে পুলিস পাঠিয়ে প্রায় জোর করে গাড়ি ধরে আনতে হচ্ছে। ফলে পুলিসের প্রতি লোকের বিরূপ ধারণা হচ্ছে। সেটা দূর করার জন্যই বকুল ট্রাকের মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল।

ট্রাকের মালিকরা পুলিস দিয়ে তাদের হয়রানি না করার জন্য আবেদন করেছিল। বকুল বাক-বিতণ্ডায় না গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য তাদের অনুরোধ করেছে। তারা 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলে নি। তবে মৌনতা যদি সম্মতির লক্ষণ হয় তবে তাতে তারা সম্মতি দিয়েছে।

আলোচনা শেষে রাখাল তাদের চা দিচ্ছিল। বকুল কন্ট্রোলরুমে ফোন করল, "খাদ্য সামগ্রী নিয়ে গাড়িগুলি কি রওনা হয়ে গেছে?" ডিউটি অফিসার জানাল, "স্যার লামলিং-এর জন্য দুটো এবং সবং-এর জন্য একটা রওনা হয়ে গেছে। মুর্শিয়ং-এর ট্রাকটি লোড হচ্ছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সেটাও রওনা হয়ে যাবে।

"ওটা রওনা হলে আমাকে একটু জানাবেন।"

"আচ্ছা স্যার।"

বকুল টেলিফোন নামিয়ে রাখল। ট্রাক মালিকেরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। রিডারবাবু একটা ফাইল নিয়ে এসে বলল, "মনতোষ ভট্টাচার্য আবার একটা দরখাস্ত দিয়েছে।" বকুল ফাইল খুলে দেখল, তার চিঠি পেয়ে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আজ মনতোষ ভট্টাচার্যকে মেডিকেল বোর্ডে হাজির হতে বলেছিল। মনতোষ ভট্টাচার্য বৈকুণ্ঠপুরের এক ডাক্তারের সার্টিফিকেট অ্যাটাচ করে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে

দরখাস্ত করেছে। তার একটা কপি বকুলের কাছেও পাঠিয়েছে। সে জানিয়েছে যে তার শারীরিক অবস্থা এত খারাপ যে তার পক্ষে মেডিকেল বোর্ডে হাজির হওয়া সম্ভব নয়। অভিযুক্ত মনতোষ ভট্টাচার্যের ঔদ্ধত্য এবং ডাক্তারদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে বকুলের ক্ষোভ হল। সে মেডিকেল বোর্ড বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে একটা চিঠি লিখল। চিঠিটা লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিয়ে বকুল তাঁকে ফোন করল। প্রিন্সিপ্যাল বদলি হয়ে গেছেন। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ভদ্রলোক তাঁর হয়ে কাজ চালাচ্ছেন। এই ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ভদ্রলোক কাজ করেন, আর কো-অপারেটিভও। বকুলের ফোন পেয়েই তিনি বললেন, "আমরা তো আপনার মনতোষ ভট্টাচার্যের অপেক্ষা করছি। কিন্তু তারই যে পাত্তা নেই।" বকুল তাঁকে সব কথা খুলে বলল। তারপর তাঁকে বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করল। দরকার হলে সে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে। তিনি রাজি হলেন। বললেন, "গাড়ি পাঠানোর দরকার নেই। আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আছে।" বকুল ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল।

নানারকম খবর জানিয়ে বকুলের কাছে নানা লোক চিঠি লেখে। কেউ নাম জানিয়ে লেখে, কেউ নাম গোপন করে লেখে। প্রতিদিনই দু'য়েকটা করে এরকম চিঠি থাকে। আজ একটু বেশিই এসেছে, পাঁচটা। বকুল চিঠিগুলি পড়ছিল। হঠাৎ চন্দবাবু ঘরে ঢুকলেন। চন্দবাবু অর্থাৎ চন্দ্র ভূষণ দাঁ ফোমিনের সেক্রেটারি। তাছাড়া তিনি এখানকার রেডক্রশ সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত আছেন। স্টেডিয়াম তৈরির ব্যাপারেও তিনি ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। ফলে চন্দবাবুকে এখানকার লোক বেশ সম্মান করে। চন্দবাবুও খুব সফট স্পোকেন লোক। কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকেন না। বকুলের এখানে কয়েক মাস হয়ে গেল। কারো জন্যে অন্যায় আব্দার নিয়েও তিনি আসেন না। তাই চন্দবাবুর সঙ্গে বকুলের সম্পর্কটা ভালোই। বকুল জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার চন্দবাবু? হঠাৎ করে আপনি!" চন্দবাবু উত্তর দিলেন, "ব্যাপার একটা হয়েছে। আপনি নিশ্চয় জানেন।" বকুল ঠিক বুঝতে পারল না, চন্দবাবু কি বলতে চাইছেন? বোধহয় চন্দবাবুও বুঝতে পারলেন যে বকুল ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আপনি সত্যিই কিছু জানেন না?"

"ব্যাপারটা কি বললে তো বুঝতে পারবো, আমি জানি কি না।"

"মিত্তলকে থানা থেকে অ্যারেস্ট করেছে, আপনি জানেন না?"

"না তো, কখন অ্যারেস্ট করেছে? কিসের জন্যে?"

"মিত্তল ভালো লোক আমি বলছি না। তবে যে অভিযোগে তাকে অ্যারেস্ট করেছে তাতে ওর কোন দোষ নেই। ঐ জন্যই আপনার কাছে এসেছি। ওর যদি দোষ পাওয়া যায় তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু ওর যদি কোনো দোষ না থাকে তাহলে আপনি একটু দেখুন।"

"অবশ্যই দেখব। কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?"

"অভিযোগ মারাত্মক, ব্রাইড বার্নিং। কিন্তু আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন সাজানো কেস।"

বকুল আর কিছু না বলে থানায় গেল। দেখল এফ. আই. আর. করেছে সরোজিনী জৈন নামে এক মহিলা। তার অভিযোগ তার স্বামী আবার বিয়ে করতে চায়। তারজন্য তার ওপর অত্যাচার করত। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে তার বাবার বাড়ি চলে গিয়েছিল। ঘটনার দিন টি. পি. মিত্তল এবং তার শ্বশুর গিয়ে তাকে নিয়ে আসে। টি.পি. মিত্তল ঘটনার দিন তার শ্বশুর এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কি সব যুক্তি করছিল। তার স্বামী তাকে চা করতে বলে। রান্নাঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা ছিল। সে বুঝতে পারে নি যে-রান্নার গ্যাসও ছাড়া ছিল। সে যেই বার্ণার ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালিয়েছে অমনি দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। তার ভাষায় 'আগ লগক উঠি।' তখন তার শাড়িতে আগুন ধরে গেছে। সে কোনোরকমে দৌড়ে বের হয়ে আত্মরক্ষা করেছে। কেউ তাকে সাহায্য করে নি। এর থেকে তার মনে হয়েছে যে তার স্বামী, শ্বশুর এবং শাশুড়ি টি. পি. মিত্তলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এফ. আই. আর.- এর নিচে দেবনাগরী অক্ষরে একটা সই আছে।

এফ. আই. আর. দেখে বকুল সোজাসুজি সরোজিনী জৈনের শ্বশুরবাড়ি গেল। রান্নাঘর ভালোভাবে পরীক্ষা করল। কিন্তু আগুন লাগার কোনো চিহ্ন পেল না। গ্যাসের সিলিণ্ডার অবিকৃত আছে। রবারের পাইপ, বলাই বাহুল্য পুরানো পাইপ, তাও অবিকৃত আছে। ঘরে অনেক দাহ্য পদার্থ অবিকৃত আছে। ঘরের কোথাও এক টুকরো কাপড় পোড়ার ছাই বা গন্ধ নেই। অথচ আজ যে ঘরটি ধোয়া মোছা করা হয়েছে তাও মনে হচ্ছে না। বকুলের মনে হল, আগুন লাগার অভিযোগ অন্তত মিথ্যা।

বকুল ওখান থেকে সরোজিনীর বাবার বাড়ি গেল। বাবার আদার হোলসেল কারবার। তিনি বসে বসে লোকজন নিয়ে আদা বাছছিলেন। পুলিসের লোক দেখেই তিনি বিরক্ত বোধ করলেন। বকুল তার পরিচয় দিয়ে বলল, "আমি সরোজিনী দেবীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"লেকিন সে তো এখানে নাই।"

"কোথায় গেছে?"

"আজ শুভে হামারে রিস্তাদারকে ঘর কলকত্তা চলে গেছে।"

বকুলের ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না? কাল শ্বশুরবাড়িতে তাকে পুড়িয়ে মারতে গেল, রাতে থানায় কেস হল। সকালে উঠে সে কলকাতায় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেল। বকুল বুঝল, কোথাও একটা গোলমাল আছে।

বকুল থানায় এল। আই. সি.-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কেসটা দেখছেন? মিত্তলকে কেন অ্যারেস্ট করা হয়েছে?" আই. সি. গলা নামিয়ে উত্তর দিল, "স্যার চান্দাসাহেব বলেছেন?"

"চান্দাসাহেব বলেছেন? চান্দাসাহেব বলেছেন বলেই কাউকে মিথ্যা কেসে অ্যারেস্ট করতে হবে? এতে করে আমাদের কত দুর্নাম হবে? এফ. আই. আর.কে লিখেছে?"

"আলোক পাল কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। তারপরে মেয়েটাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে।"

"তাহলে সইটা জাল নয় বলছেন?"

"না স্যার। অভিযোগটা বানানো হলেও সইটা ঠিক আছে।"

"আচ্ছা, এই কেসে মিত্তলের সত্যিকার ইনভলমেণ্ট কি আছে?"

"মেয়েটা যাতে কিছু টাকা নিয়ে তার স্বামীর বিয়েতে আপত্তি না করে সে তার জন্য সালিশ করেছিল স্যার।"

"আচ্ছা এখন তাহলে কি করা যায়? আমরা ওকে কাস্টোডিতে না চাইলেই মিটে যায়। কোর্ট থেকে ওর বেল হয়ে যাবে।"

"তাহলে চান্দাসাহেব রাগ করবেন স্যার।"

"চান্দাসাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলে নেব।"

"তাহলে কোনো অসুবিধা নেই স্যার।"

বকুল বলতে যাচ্ছিল, 'তাহলে তাই করুন।' কিন্তু তার আগেই দফা এসে জানাল, চন্দবাবু, অমিতবাবু, রজতবাবু প্রভৃতিরা ভিতরে আসতে চাইছেন। বকুল সম্মতি জানাল। চন্দবাবুরা এসে সামনে বসলেন। চন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো নিজে সব দেখলেন! আপনার কি মনে হচ্ছে?" বকুল একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিল, "হতে পারে এফ. আই. আর.-এ যা অভিযোগ করা হয়েছে তা সব সত্যি নয়। তবে মিত্তলের এ কেসে কিছুই দোষ নেই, তা নয়। সরোজিনী জৈন যাতে টাকা নিয়ে তার স্বামীর নতুন বিয়েতে আপত্তি না করে তার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। মিত্তলের কি এটা করা উচিত হয়েছে? একটা মেয়ে কি শুধু টাকার জন্য বিয়ে করে? সরোজিনীর স্বামী যদি আবার বিয়ে করে তাহলে তার কি হবে?" অমিত আগরওয়াল বলে উঠল, "সরোজিনীকে তো ও ত্যাগ করছে না। ওতো বলেছে সরোজিনীকে রক্ষিতা রাখবে।" বকুল নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। লোকটা বলে কি? নিজের স্ত্রীকে রক্ষিতা রাখবে? বকুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন করে ফেলে, "আপনি বলছেন কি? রক্ষিতা রাখবে?"

"হ্যাঁ, সবাই মিলে আলোচনা করে তো তাই ঠিক হয়েছে।"

"ঠিক হয়েছে রক্ষিতা রাখবে? স্ত্রীকে রক্ষিতা রাখবে? ইউ মিন কেপ্ট?"

"হ্যাঁ, কেপ্ট।"

"আপনার যা রুচি তাতে আপনার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। আপনি থানার বাইরে যান।"

অমিত আগরওয়াল বোধহয় বুঝতেই পারল না, কেন বকুল তাকে বাইরে যেতে বলছে, সে অন্যান্যদের দিকে তাকাতে লাগল। চন্দবাবুর ইশারা পেয়ে সে বাইরে চলে গেল। বকুল বলল, "দেখুন চন্দবাবু। আপনি অনুরোধ করেছিলেন তাই আমি কেসটা দেখছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঠিকই হয়েছে। আমার কিছু করার নেই। ওদেরকে কোর্টে ভালো উকিল দিতে বলুন, যাতে বেল পেতে পারে।" সে থানা থেকে বেরিয়ে গেল।

তার অফিসে এসে বকুল চান্দা সাহেবের ফোন পেল। চান্দা সাহেব জানালেন, "ডামডিং-এ টি. এন. এল. এফ.-এর লোকেরা লাল পার্টির অঞ্চল প্রধানকে অপহরণ

করেছে। তাকে খুঁজে বের করার জন্য তুমি সি. আর. পি. নিয়ে ডামডিং চলে যাও। মাখলা ক্যাম্পে বলা আছে। তুমি একবার কথা বলে নাও।" তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

বকুল ভাবতে লাগল, কখন স্টার্ট করা যায়। ডামডিং তার এলাকার মধ্যে নয়। লামডিং জেলায়ও লামডিং-এর সবটা নেই। খানিকটা পাশের জেলা শ্রীকণ্ঠপুরে আছে। খানিকটা লামলিং জেলার মহকুমায়। কিন্তু সবং বা লামডিং থেকে দুরে, পড়ে বলে কিছু হলেই বকুলকে যেতে হয়। এই ক'দিন আগেও বাগানে টি. এন. এল. এফ.- এর লোকেরা যখন গন্ডগোল করছিল তখন সে গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে কাউকেই পায়নি। সবাই বাড়ি ঘর ছেড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। আর সুযোগ পেলেই পুলিসের ওপর আক্রমণ করে। সেবার চা বাগানের মধ্যে বকুলদের ঘিরে ফেলেছিল প্রায়। শেষ পর্যন্ত গুলি চালিয়ে তারা রক্ষা পায়। অতএব ডামডিং- এ সাবধানে যেতে হবে। বকুল মাখলায় সি. আর. পি. এফ ক্যাম্পে খবর পাঠাল, যেন এক প্লেটুন ফোর্স রাত একটার সময় তার কাছে রিপোর্ট করে। ডামডিং পৌঁছুতে চারটে হয়ে যাবে। একদম খুব ভোর থেকে সার্চ শুরু করে দেবে। সে তার ড্রাইভার এবং সিকিউরিটি গার্ডদেরও একটার সময় রেডি থাকতে বলল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বকুল ওপরে উঠবে ভাবছে। এমন সময় রাখাল এসে বলল, "স্যার ইউনিভার্সিটি থেকে একজন মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"আসতে বলুন।"

রাখাল চলে গেল, একটু পরে সরস্বতী ঘরে ঢুকল, বকুল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল "কি ব্যাপার? আপনি হঠাৎ?"

"কেন? আসতে পারিনা।"

"নিশ্চয় পারেন। কিন্তু কেন, সেইটাই জিজ্ঞেস করছি।" "আপনি তো একদিন গিয়ে যাব বলেও আর গেলেন না। তাই খবরটা নিয়ে আমিই এলাম।" সে টেবিলের ওপর তার ব্যাগটা রেখে খুলতে লাগল। বকুল একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে দেখল। সেদিন ইউনিভার্সিটিতে ভালোভাবে দেখা হয় নি, আজ সে বুঝতে পারল সরস্বতী অস্বাভাবিক ধরণের সুন্দরী। তার গায়ের রং দুধের মতো ধবধবে সাদা। গাল ভরাট। হাত সুডৌল। চোখ গভীর। চুল ঘন কালো। এক একটা মেয়ে কি করে যে এত বেশি সুন্দর হয়, বকুল বুঝতে পারল না। বকুল বেল টিপে রাখালকে ডাকে। রাখাল এলে চা আনতে বলে। সরস্বতী ব্যাগ থেকে একটা লিফলেট বের করে বকুলের হাতে দিয়ে বলে, "আচছা, আপনার নামে খবরের কাগজে যা বের হয় সব সত্যি?"

"এই তো আজ রাতে ডামডিং যাচ্ছি। সঙ্গে চলুন না, তাহলে বুঝবেন সত্যি কি মিথ্যা?"

"ওরে বাবা, আপনার সঙ্গে যাব মরতে?"

"তাহলে, মনে করুন সব মিথ্যা"।

"না, না, মিথ্যা ভাবব কেন? নিশ্চয়ই সত্যি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আজ আসি।"

সরস্বতী চা না খেয়েই চলে গেল। বকুল ওপরে উঠে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ইচ্ছে একটার আগেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া। কিন্তু অসময়ে সাধ করে ঘুমুতে গেলে ঘুম আসতে চায় না। একথা সেকথা মনে পড়ে। সরস্বতীর মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একসময় টেলিফোনটা বেজে ওঠে। থানা থেকে ডিউটি অফিসার জানায়, "বি. আর. এফ-এর কনস্টেবল স্বপন সরখেল অজ্ঞান অবস্থায় সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। টি. ও. পি-র দু'জন কনস্টেবল নাইট ডিউটিতে বেরিয়ে দেখে মাড়ওয়াড় গেস্ট হাউসের মালিক ভ্রমরলাল আগরওয়াল তার লোকজন নিয়ে স্বপনকে মারধোর করেছে। স্বপন ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একটু দূরেই তার স্কুটার রাখা ছিল। সেটা তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল তার বাড়ির কাছেই। সে হাসপাতালে যায়। দেখে স্বপন তখনও অচেতন। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে। তাঁরা কিছু বলতে পারেন না। তাঁদের সন্দেহ ইন্টারনাল হ্যামারেজ হচ্ছে। মেডিকেল কলেজে পাঠাতে হবে। বকুল টি. ও. পি-র কনস্টেবলের সঙ্গে কথা বলে। তারা আর নতুন কিছু বলতে পারে না। আই. সি. বি. আর. এফ জানায় স্বপনের এখন অতিলাল বাড়ির কাছে জলট্যাঙ্কি চেক পোস্টে ডিউটি ছিল। বকুল বুঝতে পারে না, জলট্যাঙ্কি চেক পোস্টে ডিউটি থাকলে মাড়ওয়াড় গেস্ট হাউসে কি করতে যাবে। সে আই. সি. সমীনাথ চ্যাটার্জীকে টি. ও. পি-র কনস্টেবল দুজনের কাছ থেকে কমপ্লেন নিয়ে একটা কেস স্টার্ট করে অবিলম্বে ভ্রমরলাল আগরওয়ালকে অ্যারেস্ট করার হুকুম দেয়। আর অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সে মেডিকেল কলেজ রওনা হয়।

মেডিকেল কলেজে গিয়ে স্বপনকে ইমারজেন্সিতে পাঠিয়ে বকুল ডাক্তার নন্দীর কাছে গেল। ডাক্তার নন্দীকে না পেয়ে গেল ডাক্তার হালদারের কাছে। ডাক্তার হালদার তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ইমারজেন্সিতে গেলেন। বকুল তাঁকে বলল, "একটু দেখবেন যাতে চিকিৎসাটা হয়।"

সে জলট্যাঙ্কি রওনা হয়ে গেল। সেখানে জেনারেল ডায়েরিতে দেখা গেল, ঐ সময় চেক পোস্টে ওর শিফ্ট ডিউটি আছে। অন্য ছেলেদের জিজ্ঞেস করে বকুল জানল, সন্ধ্যার সময় কাউকে কিছু না বলেই স্বপন চলে গেছে। বকুল হাবিলদারকে খোঁজ করল। সবাই বলল, "উনি এই বাজারের দিকে গেছেন।" বকুল বুঝল, হাবিলদার তার বাড়ি কেটে পড়েছে। সেই সুযোগে কনস্টেবল স্বপন সরখেলও কাট মেরেছে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে দুর্ঘটনায় পড়ে গেছে। না হলে তাদের এ বেআইনী অনুপস্থিতির কথা কেউ জানতেই পারত না, সে জেনারেল ডায়েরিতে নোট দিয়ে বৈকুণ্ঠপুর রওনা হল।

অফিসে ফিরে আসতে দেড়টা বেজে গেল। ততক্ষণে সি. আর. পি. এফ. অফিসে পৌঁছে গেছে। বকুল প্লেটুন কমান্ডারকে ডেকে তার বিলম্বের কারণ জানিয়ে দিল। প্লেটুন কমান্ডার বাধা দিয়ে বলল, "নেহি নেহি সাব। কোই বাত নেই। হামলোগ তৈয়ার হ্যায়।"

বকুল থানায় ফোন করল, আই. সি. জানাল, ভ্রমরলাল আগরওয়াল, তার ম্যানেজার এবং গেস্ট হাউসের দুজন বয় অ্যারেস্ট হয়েছে। বকুল বলল, "আমি তো ডামডিং রওনা হয়ে যাচ্ছি। ডি. এস. পি. সাহেব রইলেন। দরকার হলে তার সঙ্গে কথা বলে নেবেন। আর সে রকম মনে করলে চান্দা সাহেবকে ফোন করবেন। যা যা ঘটেছে সেটা ওনাকে এক্ষুনি জানিয়ে দিন।" বকুল রওনা হয়ে গেল।

রাতের আধার চিরে তাদের কনভয় এগিয়ে চলল। কিছুদূর সমতল রাস্তায় যাওয়ার পর পাহাড়ি পথ। এঁকে বেঁকে ওপরে উঠতে হচ্ছে। আবার কোথাও নিচে নামতে হচ্ছে। বেশি জোরে যাওয়া যাচ্ছে না। ফলে নিকটবর্তী থানায় পৌঁছুতেই পাঁচটা বেজে গেল। থানা থেকে একজন অফিসার নিয়ে তারা ডামডিং চা-বাগানের দিকে রওনা হল।

তখন পূবের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। আশে পাশের গাছ থেকে পাখির পাখার ঝটপটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে কোথা থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠছে। কনভয় এগিয়ে চলেছে। ফ্যাক্টরি পেরিয়েই বাধা পড়ল। তার কাঁটার বেড়া দিয়ে রাস্তার দুপাশের চা- বাগান ঘেরা ছিল। সেই তার কাঁটা ছিঁড়ে, দুপাশের গাছে বেঁধে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে বকুল লোকজন নিয়ে তা খুলে ফেলল। একটা, দুটো, তিনটে। সবকটা খোলা হলে গাড়ি এগিয়ে চলল। বস্তির কাছে এসে আবার বাধা পড়ল। রাস্তার ওপর কাঠের গুড়ি ফেলে রেখেছে। একটা পাহাড়ের গায়ে এই বস্তিটা, তার ওপারে জঙ্গল। পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশকে এখানে টপ লাইন বলে। রাস্তা থেকে গুড়ি সবিয়ে বকুলরা টপ লাইনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসের কাছে এল।

এখানে গাড়ি রেখে তিনটে সেকশানে ভাগ হয়ে তারা বস্তির মধ্যে গেল। বস্তির কোনো বাড়িতেই প্রায় জনমনুষ্য কেউ নেই। দুয়েকটি বাড়িতে মাত্র একটি দুটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অপহৃত প্রধানের ব্যাপারে কিছু জানা গেল না। গাড়ির কাছে ফিরে এসে এবার তারা পশ্চিমের বস্তির দিকে হাঁটতে লাগল। প্লেটুন কমান্ডার একটা সেকশান নিয়ে বামদিকের পথ দিয়ে রওনা হল। অপর সেকশান গাড়ির কাছে থাকল। প্রত্যেকটি সেকশানের কাছেই আর. টি. সেট থাকল।

বকুল খুব সন্তর্পনে সব দিকে চোখ রেখে এগুচ্ছিল। ডানদিকে পাহাড় সর্বোচ্চ অংশ ঘন জঙ্গলে ঢাকা, বামদিকে পাহাড় নেমে গিয়ে চা বাগানের সঙ্গে ঠেকেছে। সারি সারি লম্বা লম্বা গাছ। সামনে পাহাড়টা যেন বাঁ দিকে চেপে এসেছে। পথটাও তাই বাঁকা। বকুল বাঁ দিকে বাঁকতে যাবে কি নায়েক হরজিন্দার বলে উঠল "স্যার হুঁশিয়ার বায়ে দুশমন।" বকুল দেখল, গাছের আড়াল করে করে কয়েকজন ছেলে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। বকুল তাড়াতাড়ি রাস্তার ওপর বসে পড়ল অন্যরাও এক একটা আড়াল দেখে পজিশন নিল। ওরা গুলি ছুঁড়তে লাগল। একটা গুলি এসে বকুলের মাথার ওপরের পাথরে ঘটাং করে লাগল। পাথরটায় একটা গর্ত হয়ে গেল। গুলিটা রিবাউন্ড হয়ে ফিরে গেল। সি. আর. পি. এফ.-র লোকেরাও গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু গুলিতে কেউ হতাহত হল না। বন্দুক হাতে ছেলেগুলি হামাগুড়ি দিয়ে চা- বাগানে ঢুকে গেল।

আর. টি. মারফৎ প্লেটুন কমান্ডারকে খবর দেওয়া হল। সে তার প্লেটুন নিয়ে এদিকে চলে এল। ঠিক হল, আলাদা আলাদা না গিয়ে একসঙ্গে তল্লাসি চালাবে। না হলে ক্রস ফায়ারে নিজেদের গুলিতেই নিজেরা মারা যাবে। বকুল তার লোকদের আগে- পিছে ডাইনে -বাঁয়ে করে এমনভাবে এগোতে লাগল যাতে গুলি এসে পড়লেও যাতে এক গুলিতে অনেকে না আহত হয়। একটু এগুতেই বকুল দেখল, বন্দুক নিয়ে কয়েকটি ছেলে সামনের রাস্তা ডিঙ্গিয়ে ডানদিকে পাহাড়ের ওপরে উঠছে। বকুল বুঝল কৌশলগত সুবিধার জন্য ওরা ওপরের দিকে কোথাও পজিশন নিচ্ছে। পাহাড়ে লড়াইয়ে ওপরে অবস্থানের অনেক সুবিধে। ওপর থেকে যদি পাথরও গড়িয়ে ফেলে দেয় তাহলেও নিচের লোক মারা পড়বে। বকুল আর সামনে না এগিয়ে ফরেস্ট অফিসের কাছে ফিরে এল। তারপর হাঁটা পথে পাহাড়ের সর্বোচ্চ বিন্দু দিয়ে হাঁটতে লাগল। কিছু দূর এগুতে বকুলের চোখে পড়ল যে বন্দুকওয়ালা ছেলেগুলো পশ্চিমের বস্তিটার আগে খাড়িটার মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। বকুল তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। খাড়ি থেকে একটু করে বন্দুকের নলটা বের করে আর টুক করে গুলি করে। স্ন্যাপ সুটিঙের সময় যেমন টার্গেটটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য উঠে আবার নেমে যায়, খাড়ির মধ্যে থেকে তেমনি কখনও একটা মাথা, কখনও শুধু বন্দুকের নল, কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওপরে ভেসে ওঠে। বকুলরা ওদের কিছুই করতে পারে না। বিরক্ত হয়ে হরজিন্দার দুজন সাথীকে নিয়ে ক্রল করে ডানদিকে খাড়ি বরাবর এগিয়ে গেল। তারপর লাইং পজিশনে রাইফেল তাক করে পড়ে থাকল। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হল। বন্দুক নিয়ে একজন পড়ে গেল বলে মনে হল। অন্যান্যরা তখন খাড়ি বেয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল। নিচে চা-বাগানে ঢোকার মুখে তাদের দেখা গেল। অন্যান্যরা চা বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল।

বকুলরা খাড়ির দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। দেখল, একটি বাইশ-তেইশ বছরের ফরসা ছেলে বন্দুক হাতে করেই পড়ে আছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বুকের ওপর দিয়ে তার গুলির মালা। সাবধানতা অবলম্বন করে ওর কাছে যাওয়া হল। দেখা গেল ওর গলায় গুলি লেগেছে। ও মারা গেছে। খাড়ি ধরে বকুলরা চা-বাগানের কাছে এগিয়ে গেল। সেখানেও একজন পড়ে আছে। তবে এবার আর সাবধানতা অবলম্বন করতে হল না। এর হাতে বন্দুক নেই। ওয়ারলেসে গাড়িকে খবর দেওয়া হল। অপর সেকশান গাড়ি নিয়ে এল। ডেডবডি দুটো গাড়িতে তুলে পশ্চিমের বস্তিতে গেল। কিন্তু বস্তিতে বাচ্চা আর থুত্থুরে বুড়ো ছাড়া একটিও লোক নেই। বকুলরা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। স্থানীয় থানা প্রধানকে চেনে এমন লোকও এনেছিল। তারও খুঁজল। কিন্তু কোনো ফল হল না।

পশ্চিম থেকে বকুলরা উত্তরের দিকে গেল। ওপর থেকে বস্তির ভিতর দিয়ে দেখতে দেখতে নদীর ধার পর্যন্ত গেল। দেখা গেল, কিছু লোক নদী পার হয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। তাদের কয়েকজনের হাতে অস্ত্র আছে। গোটা তিনেক বকুলের রাইফেল বলেই মনে হল। কিছুদিন আগে স্থানীয় আউট পোস্ট থেকে লুট হয়েছিল। সেই রাইফেলই হবে বোধ হয়। বকুল সেই রাইফেলধারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল, কিন্তু অনেক দূরে

হওয়ায় গুলি লাগল না। লোকগুলো খুব তাড়াতাড়ি গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। বকুলরা জঙ্গলের মধ্যেও কিছুদুর অগ্রসর হল। কিন্তু প্রধানের কোনো সন্ধান করতে পারল না। বেলা দুপুর হয়ে গেল। বকুলরা খাওয়া দাওয়ার জন্য বাজারে ফিরে এল। সেখান থেকে ওয়ারলেসে লামলিং-এর সাহেব বকুলকে ফোর্স নিয়ে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

বিকেলবেলায় দুটি মৃতদেহ গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে বকুল বৈকুণ্ঠপুর রওনা হল। বকুলের মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। এই কয়েক ঘন্টা আগেও ছেলে দুটো তাদের মতোই মানুষ ছিল। এখন তারা লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে গুলিটা এসে মাথার ওপর পাথরে লেগেছিল, সেটা আর একটু নিচু দিয়ে এলে সেও এতক্ষনে এমনি লাশ হয়ে যেত। মানুষের জীবন কত অনিশ্চিত। তবুও এই জীবনের জন্যই কত ঝঞ্ঝাট!

বাইশ

ডামডিং থেকে বৈকুণ্ঠপুর পৌছুতে বকুলের বিকেল হয়ে গেল। প্রথমেই সে থানায় উঠল। ডায়েরি করে ডেডবডি দুটোকে পোস্ট মর্টেমের জন্য মেডিকেল কলেজে পাঠানো হল।

আই. সি সমীনাথ চ্যাটার্জী এসে বলল, "স্যার এস. ডি. জে. এম. মিত্তলকে পুলিশ কাস্টোডি দিয়েছে। ওরা হাইকোর্টে বেলের জন্য দরখাস্ত করেছে। লালপার্টি নীলপার্টি মিলিয়ে পাঁচজন বাঘা বাঘা ব্যারিস্টার দিয়েছে। চান্দা সাহেব ফোন করেছিলেন। কাল শুনানি হবে। 'আই. ও.-কে পি. পি -র সঙ্গে দেখা করতে বলে' মেসেজ এসেছে। আলোক পাল স্যার রাতের ট্রেনে যাচ্ছে।"

"আলোক পালকে বলবেন, অমিত আগরওয়ালের কেসটারও যেন খোঁজ নিয়ে আসে। শুনানি হয়েছে কি না? হলে কোর্টের রায় কি হয়েছে, তা জেনে আসবে। আর যদি এখনও কিছু না হয়ে থাকে তবে যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য পি. পি -র সঙ্গে কথা বলে আসবে।"

"ঠিক আছে স্যার, আমি বলে দেব। আপনাকে স্যার খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনার বিশ্রাম করার দরকার।"

"হ্যাঁ কাল থেকে দিন রাত একটানা ধকল চলছে তো, যাই..." বকুল অফিসে এসে মেসেজ ফাইলটা দেখে । না কোনো জরুরি মেসেজ নেই। সে ওপরে উঠে পড়ে। স্নান করে দুটো খেয়ে শুয়ে পড়ে। কোন দিক দিয়ে যে রাত কেটে যায় সে বুঝতেই পারে না।

পরের দিন যখন তার ঘুম ভাঙে তখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। রাখাল এসে খবর দিল, আই. সি. সাহেব অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছেন। বকুল তাকে ওপরে আসতে বলল। আই. সি. এসে বলল, "স্যার,মেডিকেল কলেজ বলছে স্বপনকে পি. জি.-তে পাঠাতে হবে। যা অবস্থা, ট্রেনে পাঠাতে গেলে তো পথেই মারা যাবে। আমরা বলছিলাম,

আপনি যদি চান্দা সাহেবকে বলে প্লেনের ভাড়াটার ব্যবস্থা করতেন। সে তো যা হোক প্লেনের টিকিটই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ব্লু বার্ড হোটেলে ওদের কাউন্টারে গিয়েছিলেন?"

"আমি যাই নি স্যার, মহাদেবকে পাঠিয়েছিলাম। বলেছে ফুল।"

"মি. বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেছিল?"

"মহাদেব দেখা করলে কি হবে স্যার। আপনি এবার ফোন করলে হতে পারে।"

বকুল বিশ্বাসকে ফোন করল। কিন্তু বিশ্বাস জানতে চাইল, "কি ব্যাপার?" বকুল তাকে টিকিটের সমস্যাটার কথা বলল। সে বলল, "তিনটি টিকিট এক্ষুনি ক্যান্সেল হয়েছে। আপনি লোক পাঠান।" আই. সি. চলে গেল। প্লেনের টিকিট কেটে দুপুরের ফ্লাইটে অচৈতন্য স্বপনকে মেডিকেল কলেজ থেকে কলকাতা পাঠানো হল। বকুল হটলাইনে ডি. আই. জি., ওয়েলফেয়ারকে ধরে কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত একটা গাড়ি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

বেলা হয়ে গিয়েছে। স্নান খাওয়া করে বকুল অফিসে নামল। রিডারবাবু মনতোষ ভট্টাচার্যের ফাইলটা নিয়ে এসে বলল, "স্যার মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট এসেছে।" বকুল ফাইলটা নিয়ে রিপোর্টটা দেখতে লাগল। তার ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। মেডিকেল বোর্ড রিপোর্ট দিয়েছে যে মনতোষ ভট্টাচার্য এন্‌কোয়ারি অ্যাটেন্ড করতে সক্ষম। বকুল সপ্তাহখানেক পরে একটা দিন ধার্য করল। তার অর্ডারের কপি অভিযুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিল।

আই. সি. ফোন করল, "স্যার আলোক কলকাতা থেকে ফোন করেছিল। মিত্তলের জামিন হাইকোর্টেও হয়নি। আর অমিত আগরওয়ালার অর্ডারটার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি হিয়ারিং-এর জন্য পি.পি. অনেকবার মেনশন করেছেন। কিন্তু এখনও লিস্টে ওঠে নি। লিস্টে যাতে ওঠে তার জন্য পি.পি. চেষ্টা করবেন বলেছেন স্যার। বকুল বলল, "ঠিক আছে। মনে রাখবেন সামনের সপ্তাহে ঐ ব্যাপারটার জন্য কাউকে পাঠাতে হবে।" বকুল ফোন ছেড়ে দিল।

রাখাল এতক্ষণ ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল, "স্যার, অতিলালবাড়ির ড্রাইভার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।"

রাখাল বাইরে চলে গেল। ড্রাইভার এসে স্যালুট করে দাঁড়াল। বকুল বসতে বলল। কিন্তু সে বসল না। সে বলল, "স্যার, আমাদের বড়বাবু স্মাগলারদের কাছে থানাটা বিক্রি করে দিচ্ছে। আপনি একটু দেখুন।"

"কি রকম?"

"স্যার, সব স্মাগলার পার্টির সঙ্গে বড়বাবু মান্থলি মিট করে নিয়েছেন বলে স্মাগলাররা এখন আমাদেরকে ভয় তো করেই না উল্টে আমাদের ওপর খবরদারি করে।"

"কিন্তু মান্থলি কালেকশানের ভাগ তো আপনারাও পান।"

"মিথ্যা কথা বলব না স্যার। আগে পেতাম। কিন্তু এই বড়বাবু এসে সব নিজের পকেটেই ঢোকাচ্ছেন। স্টাফেরা আর কিছুই পাচ্ছে না, সেইজন্য সবাই রেগে আছে।"

"ও, এবার বুঝতে পেরেছি। আপনাদের অভিযোগ স্মাগলিং-এর বিরুদ্ধে নয়, আপনাদের ক্ষোভ ঠিকমতো ভাগ বাটোয়ারা না হওয়ার জন্য। তা আপনি কি চাইছেন, আপনাদের ঠিক মতো ভাগ দেওয়ার জন্য আমি বড়বাবুকে বলে দিই।"

" না স্যার, আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি, আমরা ভাগ নেব না। স্মাগলিং বন্ধ হোক।"

"আমরা'র মধ্যে কে কে আছেন।"

"বড়বাবু ছাড়া সবাই আছে স্যার।"

"ভাগ এত কম হচ্ছে যে আপনারা মনে করছেন, তার থেকে ভাগ না নেওয়াই ভাল?"

"না স্যার, বড়বাবু বুঝতে পেরে এখন এক চাল চেলেছে। স্মাগলার পার্টিদের এখন আমাদের হাতে টাকা দিতে বলেছে। এই তো গত সপ্তাহে সনৎ এসে ছোটবাবুর হাতে টাকা দিয়ে গেছে।...."

সনতের নাম শুনে বকুল একটু বেশি করে আগ্রহ বোধ করল। তার অভিযানের পর স্মাগলিং বন্ধ না হলেও অনেক কমে গেছে। স্মাগলাররা এখন স্মাগলিং করলেও প্রশাসনকে ভয় করে। প্রায় প্রত্যেকটি স্মাগলার পার্টিকেই বকুল প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক ধরেছে। রাস্তাঘাট এড়িয়ে যারা পায়ে হাঁটা পথে বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কারবার করছিল ভালুপাড়ার রেইডের পর তারাও ভীত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাঘাগুড়ির এই সনৎ আর অতিলালবাড়ির নৃপেন মিলে যে দল চালায় সে দলের সে কিছুই করতে পারে নি। বকুল অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। কি করে যে খবর পেয়ে যায়! ধরা পড়তে পড়তেও আর ধরা পড়ে না। তাই সনতের নাম শুনে সে আগ্রহ বোধ করল। সে জিজ্ঞেস করল, "সনৎ থানায় এসে টাকা দিয়ে গেছে? কিন্তু ছোটবাবু সে টাকা নিল কেন?"

"ছোটবাবু তো নিতে চায় নি। তখন সনৎ টেবিলের ওপর ফেলে রেখে চলে গেছে। ছোটবাবু সি. আই. সাহেবকে খবর দিয়েছিলেন। সি. আই. সাহেব গিয়ে সে টাকা সিজ করেছেন?"

"আচ্ছা, তাহলে অনেক ঘটনাই ঘটেছে!"

"হ্যাঁ স্যার। আর কিছু দিন এরকম চললে পুলিসে পুলিসেই মারামারি লাগবে। আপনি একটু দেখুন স্যার।"

"আমি দেখতে পারি। কিন্তু তার আগে ঐ সনৎকে ধরিয়ে দিতে হবে।"

"ওটা তো কোনো ব্যাপারই নয় স্যার। বড়বাবুর নাম করে ডাকলেই চলে আসবে।

"আপনি চলুন স্যার। আজকেই ধরিয়ে দেব। তবে স্যার, আপনার ঐ গাড়ি নিলে চলবে না। ও গাড়ি দেখলেই খবর হয়ে যায়।"

"ঠিক আছে, আমি অন্য গাড়ি নেব। কিন্তু ওকে পাওয়া যাবে তো?" "হ্যাঁ স্যার, শুধু সনৎকে নয়, নৃপেনকেও পাওয়া যাবে। থানায় গন্ডগোল চলছে। লাইন ক্লিয়ার নেই। ওরা কোথাও যাবে না। বাড়িতেই থাকবে।"

"ঠিক আছে। আপনি বাইরে একটু অপেক্ষা করুন।"

ড্রাইভার বাইরে চলে গেল। বকুল বেল বাজিয়ে রাখালকে ডাকল। রাখাল এলে ডি. এস. পি. গৌতম পালকে ডেকে দিতে বলল। ডি. এস. পি. এলে বকুল বলল,"পাল, আমি আপনার গাড়িটা নিয়ে একটু বেরুচ্ছি। আপনার দরকার হলে আপনি আমার গাড়ি ব্যবহার করবেন।" পাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, "ঠিক আছে স্যার। আমি অফিসেই আছি।" বকুল ডি. এস. পি.-র গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। কথা হল, বকুল সোজা অতিলালবাড়ি থানায় গিয়ে উঠবে। অতিলালবাড়ির ড্রাইভার অতুল বড়বাবুর নাম করে সনৎকে ডেকে আনবে। সে গিয়ে সনৎকে বলবে, "একটা বিদেশি টাইপ রাইটার দরকার। বড়বাবু ডাকল।" বাঘাগুড়ি পর্যন্ত এসে এয়ারপোর্ট মোড়ে গাড়ি রেখে সে হাঁটতে লাগল।

বকুল অতিলালবাড়ি থানায় গিয়ে দেখল, সেন্ট্রি থানার সম্মুখে বটগাছের গোড়ায় বাঁধানো বেদিতে বসে দুজন লোকের সঙ্গে খোশগল্প করছে। বকুলকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। লোক দুটি সুড়সুড় করে সড়ে পড়ল। বকুল গিয়ে বড়বাবুর ঘরে বসল। ছোটবাবু ডিউটি অফিসার ছিল। সে ছুটে এল। সে জানতে চাইল, "বড়বাবুকে খবর দেব স্যার।"

"না, তার দরকার নেই। আমি একটু বসব। আপনি আপনার কাজ করুন।" ছোটবাবু স্যালুট করে তার ঘরে চলে গেল।

মিনিট দশেক পরে অতিলালবাড়ি থানার জিপটি এসে থামল। জিপ থেকে অতুল ছাড়াও ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের একটি লোক নামল। অতুল তাকে সঙ্গে করে ও. সি.-র ঘরে ঢুকল, "স্যার সনৎকে এনেছি।" বকুলকে দেখে সনৎ চমকে উঠল। অতুলও ঘাবড়ে যাওয়ার ভান করে বলল, "আপনি কখন এলেন স্যার? বড়বাবু নেই?"

"আমি এসে পড়াতে খুব অসুবিধা হয়ে গেল। তা আর একটু অসুবিধা করুন। নৃপেনকে নিয়ে আসুন।"

বকুল অতুলকে নিয়ে বাইরে চলে এল। বাইরে এসে অতুলকে জিজ্ঞেস করল, "নৃপেনকে গিয়ে কি বলে ডাকবেন?"

"বকুল দেখল, ড্রাইভারের কাজ করলেও অতুলের বেশ বুদ্ধি আছে। ব্যাপারটা থানার লোকের যাতে দৃষ্টিকটু না হয় তার জন্য বকুল ভর্ৎসনার সুরে বলল, "যা বলছি তাই করুন। আপনি চলে যান। বড়বাবুকে যা বলার আমি বলব।"

অতুল গাড়ি নিয়ে চলে গেল। বকুল ও. সি.-র ঘরে এসে দেখল, বরুণ আর

পাসোয়ান সনৎকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বকুল চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "আমি কে চেনেন?" সনৎ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আপনাকে কে না চেনে স্যার।"

"চেনেন যখন তখন বুঝতে পারছেন যে আপনাকে যখন অনেক কষ্ট করে ধরেছি তখন সহজে ছাড়ছিনা। তবে আপনি যদি সত্য কথা বলেন, আপনার কথা বিবেচনা করতে পারি। না হলে জেল।"

"স্যার, আমাকে জেলে পাঠাবেন না। বাড়িতে বৌ ছেলেমেয়ে আছে।"

"টাকাও আছে। ভাবনা কি?"

"গরিব মানুষ। টাকা কোথায় পাব স্যার?"

"কেন স্মাগলিং-এর টাকা।

'স্মাগলিং করে আর ক' টাকা থাকে স্যার?"

"কেন, টাকা কোথায় যায়।"

"পুলিস আর কাস্টমসকে দিতেই সব ফুরিয়ে যায় স্যার। আমাদের খাটনিই সার। কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাল পার করি। কিন্তু লাভ যা হয় ওদেরকে দিয়ে আসতে হয়। ওরা মাসে মাসে গরমেন্টের মাইনেও নেবে আবার আমাদের কষ্ট করে রোজগার করা লাভেও ভাগ বসাবে। তারপরও ওপরওয়ালাকে দেখাবার জন্য ঘুরে এসে মাল ধরবে। অন্যায় কি না বলুন স্যাব? তারপরে আর টাকা থাকে কি করে?"

"হ্যাঁ, তাহলে টাকা থাকা মুশকিল। কিন্তু আপনি তো আমাকে আপনার লাভের ভাগ দেন নি।"

"আপনি তো ঘুস খান না স্যার। যারা খায় তাদের দিতে হয়।"

"কাকে কাকে দিতে হয়?"

"স্যার অতিলালবাড়ি থানাকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়। বাঘাগুড়ি থানাকেও পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়। এখানকার কাস্টমসকে ছ'হাজার টাকা দিতে হয়। বৈকুণ্ঠপুর কাস্টমস অফিসের খাই আবার অনেক বেশি স্যার। দশ হাজারের কমে কিছুতেই শোনে না।"

"আচ্ছা এই টাকা আপনি কি করে দেন? এই থানার কথাই ধরুন। কি করে দেন?"

"কেন স্যার? এসে বড়বাবুর হাতে দিয়ে যাই। এ মাসে বড়বাবু ছোটবাবুর হাতে দিতে বলেছেন, দিয়ে গিয়েছি।"

"গত মাসে কার হাতে দিয়েছিলেন?"

"গতমাসে স্যার আমি দিই নি। নৃপেন দিয়ে গিয়েছিল। বড়বাবুর হাতেই দিয়েছিল।"

"তার আগের মাসে?"

"স্যার আমি দিয়েছিলাম। বড়বাবুর হাতে দিয়েছিলাম।"

"কোথায় দিয়েছিলেন।"

"বড়বাবুর কোয়ার্টারেই গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম স্যার।"

"বড়বাবু সবার সামনে আপনার কাছ থেকে টাকা নিলেন?"

"না স্যার, বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে তবে টাকা নিলেন।"

"যাক, তাহলে বড়বাবুর লজ্জা এখনও আছে।"

এই সময় ও. সি. প্রদ্যুৎ আচার্যি ম্লানমুখে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে সনৎ ফ্যাকাশে মুখে বকুলের দিতে তাকাল। বকুল প্রদ্যুৎ আচার্যির উদ্দেশ্যে বলল, "এই যে বড়বাবু, আসুন। আপনার কথাই হচ্ছিল। বসুন।" প্রদ্যুৎ বিষণ্ণ মুখে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। থানার গাড়িটা আবার এসে বটগাছটার নিচে থামল। গাড়ি থেকে অতুল সনৎ-এর সমবয়সী একজন লোককে নিয়ে নামল। ঘরের দরজায় তাকে নিয়ে এসে বলল, "স্যার নৃপেন।" প্রদ্যুৎ ঘাড় কাত করে তাকে দেখল। নৃপেনের মুখ শুকিয়ে গেল। বকুল বলল "ভয় নেই। এখানে আপনার বন্ধু সনৎও আছে।" পাসোয়ান সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নৃপেনের পাশে এসে দাঁড়াল।

বকুল নৃপেনকে বলল, "আমি আপনাকে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করব না। একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। গতমাসে পাঁচ হাজার টাকা তো আপনিই বড়বাবুকে দিয়েছিলেন?" নৃপেন একবার বড়বাবু একবার বকুল আর একবার সনৎ-এর দিকে তাকাতে লাগল। বড়বাবু মুখ নিচু করল। সনৎ বলল, "বল্।" নৃপেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "কোথায় দিয়েছিলেন?"

"থানার পেছনে যে ইন্দারা আছে সেখানে স্যার।"

"বড়বাবু টাকাটা কি নিজের হাতে নিয়েছিলেন? না অন্য কেউ বড়বাবুর হয়ে নিয়েছিল?"

"না, ওখানে আর কেউ ছিল না। উনিই নিয়েছিলেন।"

"বড়বাবু, আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন? বকুল প্রদ্যুৎ আচার্যিকে জিজ্ঞেস করল। প্রদ্যুৎ আচার্যি বলল, "স্যার থানার সব স্টাফ মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে স্যার। আপনি একটু ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন স্যার।"

"হ্যাঁ, আমি অবশ্যই খোঁজ খবর নিয়ে দেখব। তবে সবাই মিলে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কেন করেছে?"

"স্যার, আমি আপনার কথা শুনে স্মাগলিং বন্ধ করার চেষ্টা করছি স্যার। এতে স্যার থানার কালেকশান কমে গেছে। সেই জন্য স্যার সবাই আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে স্যার।"

ও. সি.-র কথা শুনে বকুলের খটকা লাগল। সত্যিই তো, এরকমও তো হতে পারে। সে শুধু প্রদ্যুৎ আচার্যিকে সন্দেহ করছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখতেই সে বুঝতে পারল, এটা ও. সি.-র চালাকি। সে বলল, "যদি দেখতাম যে স্মাগলাররা আপনাকে দেখে ভয় করছে, তাহলে হয়ত আপনার কথা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমি তো দেখছি তাদের সঙ্গে আপনার যথেষ্টই দহরম মহরম। আমি আপনার নাম করে দুজনকে ডেকে পাঠালাম।

তারা আপনার থানার গাড়িতে চড়ে চলে এল। আপনি যদি স্মাগলিং বন্ধ করতে চাইতেন, তাহলে কি এরা এভাবে আসতে সাহস করত? আমার নাম করে কাউকে ডেকে পাঠান দেখি?" প্রদ্যুৎ আচার্যি এবারে মুখ নিচু করল। বকুল সম্পূর্ণ ঘটনাটা ইন্সপেকশান রেজিস্টারে লিখে রাখল। তারপর সনৎ আর নৃপেনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বৈকুণ্ঠপুর রওনা হল।

"গাড়িতে যেতে যেতে সনৎ বকুলকে বলল, "স্যার আপনাকে আমরা সব সত্য কথা বলেছি। একটাও মিথ্যা কথা বলি নি। আপনি দয়া করে আমাদের বাঁচান।"

"হ্যাঁ, আমারও ধারণা আপনারা মিথ্যা কথা বলেন নি। কিন্তু কি করে বাঁচাব বলুন?"

"স্যার আমাদেরকে জেলে দেবেন না।"

"না, আপনাদেরকে জেলে দেব না। কাল কোর্টে পাঠাব। কোর্ট থেকে আপনারা বেলে ছাড়া পেয়ে যাবেন।"

"কিন্তু বড়বাবু তো আমাদের দেশছাড়া করে দেবেন।"

"হ্যাঁ ঐ বড়বাবু থানায় থাকলে আপনাদের একটু অসুবিধা। তবে আপনারা তো চুরি ডাকাতি করেন না। স্মাগলিংও যদি না করেন, তাহলে বড়বাবুকে ভয় কিসের?"

"স্যার স্মাগলিং না করে উপায় কি স্যার। এই তো এমাসে লাইন ক্লিয়ার নাই। কাজ হচ্ছে না। কিন্তু কাস্টমস-এর বাবুরা বলছে তাদের মাসোহারা দিতেই হবে । না হলে পুরে দেব।"

"স্মাগলিং না করলে দেবে কি করে?"

"স্যার, তা বলেছিলাম। বলে, আগে তো করেছিস। ঐ কেসেই দেব।"

"আগে তো ওরা কোনো কেস করে নি। পুরবে কি করে?"

"স্যার, আপনি ব্যবস্থা করে দিন, পুলিস আর কাস্টমসকে যদি আর পয়সা না দিতে হয় তাহলে আমরা আর স্মাগলিং করব না।"

"স্মাগলিং না করলে সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

গাড়ি এসে উঠল বৈকুণ্ঠপুর থানায়। বকুল গাড়ি থেকে নেমে আই. সি-র ঘরে ঢুকল।

আই. সি. বিষণ্ণ মনে ঘরে বসেছিল. বকুলকে দেখে বলল, "স্যার, খুব খারাপ খবর। পি. জি. হাসপাতালে স্বপন মারা গেছে।"

"কখন খবর পেলেন?"

"স্যার এই একটু আগে সিক অ্যাটেন্ডেন্ট ফোন করেছিল।"

"আর কেউ খবরটা জানে?"

"না স্যার। এমনিতেই তো ছেলেরা সব উত্তেজিত হয়ে আছে: খবরটা পেলে রিয়্যাকসান হবে। স্যার ভ্রমরলাল আগরওয়ালারা তো এখনও এখানকার লকআপে আছে। এখন কি এখানে রাখা ঠিক হবে?"

"আপনি এক কাজ করুন। ওদের মাটিকাটা থানায় পাঠিয়ে দিন। আমি ওখানে বলে

দিচ্ছি। অতিলালবাড়ি থেকে আমি দু'জন আসামি নিয়ে এসেছি। ওদের যখন ঢোকানোর জন্য লক আপ খোলা হবে তখনই আগরওয়ালাদের বের করে পাঠিয়ে দিন। আর ডেডবডি তো আনতে হবে। সে ব্যাপারে কি বলল?"

"স্যার, ওরা ডি. আই. জি. ও.-র কাছে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা হয় নি।"

"তাহলে? এখান থেকে গাড়ি গিয়ে আনতে হলে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

"আপনি যদি এস. পি., চব্বিশ পরগণাকে বলেন তাহলে স্যার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।"

বকুল টেলিফোনটা নিয়ে ডায়াল করতে লাগল। এমন সময় কুড়ি বাইশ বছরের একটি সুন্দর মতো মেয়ে ঘরে ঢুকে আই. সি.-কে জিজ্ঞেস করল, "ওর কোনো খোঁজ পেলেন। আমার মনটা খুব আনচান করছে।" আই. সি. তার কথার উত্তর না দিয়ে বকুলকে বলল, "স্যার, স্বপনের স্ত্রী।" বকুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে মহিলাকে হাত জোড় করে নমস্কার করল। কি উত্তর দেওয়া যায়, তারা দুজনেই ভাবছিল। এক্ষুনি যদি সত্য খবরটা দেওয়া যায় তাহলে সে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠবে। হয়তো বা অজ্ঞানই হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা হুলুস্থুল কান্ড বেধে যাবে। তখন এই মেয়েটিকে দেখার মতো এখানে কেউ থাকবে না। তার থেকে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে তবে খবরটা দেওয়াই ঠিক হবে। আই. সি. বলল, "আমরা খবরা খবর নিচ্ছি। খবর পেলেই আপনাকে জানাব। এখন আপনি বাড়ি যান।" "আপনারা তো অনেক করেছেন। তবুও বলছি, একটু দেখবেন। আমার আর কেউ নেই।" মহিলা চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "স্বপনের তো দু'দুটো দাদা আছে। তাহলে কেউ নেই বলছে কেন?" আই. সি. উত্তর দিল, "স্যার, মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে স্বপনকে বিয়ে করেছে। বাবার বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।" বকুলের খুবই খারাপ লাগল। মেয়েটি এখনও জানেনা যে স্বপনও নেই।

বকুল টেলিফোনে আলিপুর পি বি. বক্স ধরে এস. পি. কে চাইল। এস. পি. লাইন ধরলে তাকে ঘটনাটা বলে বলল, "এখান থেকে গাড়ি গিয়ে আনতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আপনি যদি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতেন তাহলে উপকার হত।" তার অনুরোধে এস. পি. গাড়ির ব্যবস্থা করতে রাজি হলেন। বকুল আই. সি.-কে বলল, "ডেডবডি তো চলে আসছে। খবর দিয়ে দিন। আর আমাদেব ছেলেরা তো খবর পেয়েই যাবে। তার আগে দুই সংগঠনের নেতাদের ডেকে একবার কথা বলে নিন, যাতে কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।" বকুল অফিসে ফিরে এল।

কিন্তু ঘন্টাখানেক না হতেই থানার ডিউটি অফিসারের টেলিফোন এল। স্বপনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বি. আর. এফ.-এর ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। খবর পেয়েই তারা লকআপে ছুটে গিয়েছিল। সেখানে আগরওয়ালাদের দেখতে না পেয়ে আই. সি.-কে ঘেরাও করে রেখেছে। বকুল তাড়াতাড়ি থানায় চলে এল। দেখল, আই. সি.-র ঘরের মধ্যে খুব হৈ চৈ হচ্ছে। বকুল ঘরে ঢুকে আই. সি.-কে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

আই. সি. কিছু বলার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে উত্তর এল, "স্যার' আমাদের লোককে মেরে ফেলল। তার কিছু হল না। আর আপনারা ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন?" আরেকজন বলল,"ওদের মাটিকাটায় কেন পাঠানো হল?" অন্য একজন মন্তব্য করল, "সব আসামিকে পেটানো হয়। ওদের পেটানো হল না কেন?"

বকুল বলল, "আপনারা যদি কেউ কিছু জানতে চান সামনে আসুন। আপনারা বলছেন স্বপনের জন্য কিছু করা হয় নি! কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করা হয়েছে। তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তারা এখন পুলিস হাজতে আছে। স্বপনের জন্য আমরা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছি এবং প্লেনের খরচ দিয়েও কলকাতায় পাঠিয়েছি। আপনারা বলুন আমাদের পক্ষে আর কি করার ছিল?" নীল পুলিস সংগঠনের সুশান্ত ভিড় ঠেলে সামনে এসে বলল, "স্যার ওকে মারা হল কেন? যারা মারল তাদের কি ব্যবস্থা করলেন। ও যতই অন্যায় করুক ওকে মারার আইন আছে?" বকুল বলল, "দেখুন আইনের কথা যদি বলেন তাহলে আমাদের কিছুই করার নেই। স্বপনের ঐ সময় ডিউটি ছিল জলট্যাঙ্কি চেকপোস্টে। তাহলে সেই সময় সে খালপাড়ায় মাড়ওয়াড় গেস্ট হাউসের কাছে মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় এল কি জন্যে? কিন্তু আমরা সে প্রশ্ন তুলি নি। মানবিক কারণেই আমাদের যা যা করণীয় ছিল করেছি।" ভিড় থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, "মানবিক কারণেই কি ওদের মাটিকাটায় সরিয়েছেন?" একের পর এক প্রশ্ন ভেসে আসছিল।

বকুল কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় কে বলল, "চান্দা সাহেব এসেছেন।" বকুল সেকথা শুনে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। চান্দা সাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন, "কি হয়েছে এখানে। এত লোক কেন?" বকুল উত্তর দিল, "স্যার, পি. জি. হাসপাতালে বি. আর. এফ.-এর ইনজিউরড কনস্টেবলটি মারা গেছে। তা শুনে আমাদের ছেলেরা একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

"ভালো খবর। উত্তেজিত হওয়া ভালো। আমি পাহাড়ের জন্য এরকম কিছু ছেলে খুঁজছি। তুমি নামগুলো দাও। আমি তাদের সব লামলিং-এর জন্য নিয়ে নেব।"

বকুল দেখল, ভিড় আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। নীল পুলিস সংগঠনের সুশান্ত, যে এতক্ষণ খুব কুটুক কাটুক করছিল, সেও সুড় সুড় করে সরে পড়ছে। বকুল তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এতক্ষণ তো আমাকে খুব বলছিলেন। এবার এস. পি. সাহেব এসেছেন। ভালো করে বলুন, চলে যাচ্ছেন কেন?" "আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন স্যার। আমরা আর কি বলব?"—বলে সে কেঁচোর মতো বেরিয়ে গেল।

বকুল ভাবতে লাগল, এখন পাহাড়ে যেতে সবাই ভয় পায়। চান্দা সাহেব সেখানে পোস্টিং করে দিতে পারেন। সেইজন্য তাঁকে কত ভয়। তাকে দেখেই লেজ গুটিয়ে রণে ভঙ্গ দিল। অথচ এতক্ষণ কেউ তার কথা শুনছিলই না। চান্দা সাহেব প্রশ্ন করলেন, "আসলে কি হয়েছে?" বকুল তাকে ঘটনাটা বলতে লাগল...।

তেইশ

রাতের বেলা ডেডবডি এল। বকুল থানায় গিয়ে প্রথম ফুল দিল। তারপর একে একে অনেকেই ফুল দিল। স্বপনের দাদা এসে জানাল, তারা এখন মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। বাড়ির লোকজন দেখার পর তা দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। বকুল তার জন্য এম.টি.ও সাহেবকে একটা গাড়ি দিয়ে দিতে বলল। বাড়ি থেকে ফিরে এসে সে গাড়ির ড্রাইভার বলল, "স্যার ওরা মড়া শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিসের গাড়ি নেবে না। ওদের একজন আত্মীয় বলল, যে কাজ করতে গিয়ে জ্যান্ত ছেলেটা মারা গেল, সে গাড়ি তারা ছোঁবে না।"

শুনে বকুলের খুব খারাপ লাগল, কলকাতা থেকে মৃতদেহ পুলিসের গাড়িতে করে আনা হল। থানা থেকে পুলিসের গাড়িতে বাড়ি গেল। আর বাড়িতে পৌঁছেই পুলিসের গাড়ি অস্পৃশ্য হয়ে গেল? বকুল এই বলে মনকে প্রবোধ দিল যে সদ্য আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে। তাদের মন বিক্ষিপ্ত। সেই জন্য কি বলতে কি বলেছে। বকুল ড্রাইভারকে বলল, "ঠিক আছে, ওরা যদি অন্য গাড়ি করে শ্মশানে নিয়ে যেতে চায় যাক।" সে বাড়িতে চলে এল।

পরের দিন বকুল অফিসে কাজ করছিল। এগারোটার সময় সভাপতি সুনীল সাহা ফোন করলেন, "আপনি কি খবর পেয়েছেন যে কনস্টেবলের ডেডবডি নিয়ে ওরা মহাবীরস্থানে রাস্তা অবরোধ করেছে।"

"না তো। কতক্ষণ আগে করেছে?"

"কিছুক্ষণ আগেই করেছে। তবে খুব উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলছে। বাঙালি-অবাঙালি সেন্টিমেন্ট তুলে একটা ঝামেলা পাকাতে চাইছে। আমার মনে হল, আপনাকে জানানো দরকার।"

"আপনি ঠিকই করেছেন। আমি এখনই দেখছি।"

বকুল থানায় ফোন করল। আই. সি. বলল, "স্যার রাস্তা অবরোধের কথা সত্য।"

"তাহলে আমাকে জানান নি কেন?"

"স্যার, আমিই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলাম। তাই আর—"

"চেষ্টা করুন কিন্তু একটা খবর দিতে বাধা কোথায়?" সে ফোন নামিয়ে রেখে গাড়িতে উঠে বসল। বরুণ, পাসোয়ান, উপাধ্যায়, বৃন্দাবন, রাখাল এদেরও নিল।

মহাবীরস্থানে রাস্তা অবরোধ চলছে। কাজেই সে ওদিক দিয়ে না গিয়ে বর্ধমান রোড হয়ে থানায় পৌঁছাল। আই. সি. সমীনাথ চ্যাটার্জী এসে জানাল, "স্যার, ওদের অনেক করে বোঝালাম, কিন্তু কিছুতেই কথা শুনছে না।"

"অবরোধ করছে কারা?"

"স্যার, পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা। সঙ্গে স্বপনের দুই দাদাও আছে।"

"বলেন কি? স্বপনের বড় দাদাটা এস. এস. বি.-তে কাজ করে না? সেও এই অবরোধের মধ্যে আছে?"

"স্যার, কি বলব? মনে হচ্ছে সেই পালের গোদা।"

"ওদের দাবি কি?"

"স্যার, দাবি তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বলছে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, বদলা চাই।"

"আপনি জনা তিনেক অফিসার আর এক সেকশান ফোর্স তৈরী রাখুন।"

বকুল লোকজন নিয়ে মহাবীরস্থানের দিকে রওনা হল। রাস্তা জ্যাম থাকায় অবরোধের কাছে গাড়ি গেল না। সে লোকজন নিয়ে পায়ে হেঁটে অবরোধের কাছে গেল। চৌরাস্তার মোড়ে একটা খাটিয়ার ওপরে মৃতদেহ শুইয়ে রেখেছে। মোটা মোটা দড়ি টাঙিয়ে সব ক'টা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। দড়ির মধ্যে জনা পনের-ষোলো লোক থেকে থেকে স্লোগান দিচ্ছে, "মাড়োয়ারির বাচ্চা হুঁশিয়ার, গুন্ডাবাজি চলবে না, খুনের বদলে খুন চাই,....।" বকুল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি চান?" একজন বিশ-বাইশ বছরের ছেলে এগিয়ে এসে বলল, "আমরা বিচার চাই।"

"কি রকম বিচার?"

"স্বপনকে যেমন এরা পিটিয়ে মেরেছে, ওদের এখানে এনে পেটানো হোক?"

"আপনারা জানেন, দেশে সেরকম বিচারের কোনো ব্যবস্থা নেই। ওদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে, হাজতে আছে। কোর্টে বিচার হবে। ফাঁসি হবে না জেল হবে সেটা কোর্ট ঠিক করবে।"

"জেল-ফাঁসি না ছাই হবে! টাকাওয়ালা লোকদের কোর্টে কোনোদিন সাজা হয়?"

"এ কথার উত্তর তো আমি দিতে পারব না। আমাদের যা করার ছিল করেছি। যা কর্তব্য হবে করব। আপনারা এখন অবরোধ তুলে নিন।"

"ওদের এখানে না আনা পর্যন্ত আমরা অবরোধ তুলব না।"

বকুল এবার স্বপনের বড়দাকে অনুরোধ করল, "এদের বুঝিয়ে বলুন। রাস্তা বন্ধ থাকায় লোকের অসুবিধা হচ্ছে। আর কেউ না জানুক আপনি তো জানেন, আমাদের যা যা করণীয় ছিল আমরা সবই করেছি। তাহলে কেন তারপরেও এসব করছেন। আপনারা রাস্তা খুলে দিন।"

"ওরা শুনছে না তো আমি কি করব? ওরা বলছে, ভ্রমরলালকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে।"

"আপনি তো জানেন, সেটা সম্ভব নয়।"

পিছন থেকে একটি সতের-আঠারো বছরের ছেলে এগিয়ে এসে বলল, "কেন সম্ভব নয়?" আপনারা ইচ্ছে করলেই সম্ভব। আপনারাই তো ওদের মাটিকাটায় সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর এখানে দরদ দেখাতে এসেছেন।" বকুল বুঝল, কথায় কাজ হবে না। এটা স্বতঃস্ফূর্ত কোনো বিক্ষোভের ব্যাপার নয়। এর পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। সে বলল, "দেখুন আমি আশা করেছিলাম, আপনারা আমার যুক্তিপূর্ণ কথা মেনে নেবেন। কিন্তু আপনারা যখন আমার কোনো কথাই শুনছেন না তখন আর তর্ক বিতর্ক করে লাভ নেই। আমি আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে আপনারা রাস্তা খালি করে দিন। না হলে আমার লোকেরাই তা করে নেবে।"

বকুলের কথা শুনে ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল, "আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন! আমরা ভয় পাই না। এই তোরা ঠিকমতো পজিশন নিয়ে দাঁড়া।" সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে পুরো

জায়গাটা ঘিরে দাঁড়াল। সকলে মিলে শ্লোগান দিতে লাগল। বকুল পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল। তারপর ঘড়ি দেখে একটা হুইসিল বাজিয়ে দিল। পোশাক পরা লোকেরা লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এল। তখন সবাই যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালাতে লাগল। বরুণ পাসোয়ান প্রভৃতি যারা সাদা পোশাকে ছিল তারা এতক্ষণ যারা খুব মস্তানি করছিল তাদের কয়েকজনকে ধরে ফেলল। স্বপনের বড় দাদাটা অবস্থা বুঝে মৃতদেহ ফেলে পালাচ্ছিল। বকুল তার কলার ধরল। সে সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, "আমাকে ধরছেন কেন?" বকুল রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে শ্লেষাত্মক উত্তর দিল, "এখনও বুঝতে পারছেন না আপনাকে কেন ধরছি?"

"আমি তো কিছু করি নি!"

"আপনি কিছু করেন নি! তাহলে এই ডেডবডি শ্মশানে না গিয়ে এখানে এল কেন? আমি কিছু করি নি!"

বকুল ঠাস ঠাস করে তার গালে দুই চড় বসিয়ে দিল। আই. সি. ছুটে এসে বকুলকে ধরল, "কি করছেন স্যার। কি করছেন?" বকুল তখনও রাগে ফুঁসছে। সে বলতে লাগল, "ভাই যখন ডিউটি প্লেস থেকে পালিয়ে এসে মদ খেয়ে মাতলামি করতে গিয়ে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল তখন কোনো দাদার টিকি দেখা যায় নি। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আমি নিজে গাড়ি করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলাম। ডাক্তারদের কোয়ার্টার থেকে তুলে আনলাম। কলকাতায় পাঠানোর দরকার হল। শুধু ভাই নয়---দাদারও প্লেনের টিকিট আমাকে কাটতে হল। মারা গেলে কলকাতা থেকে আমাকে গাড়ি করে আনতে হল। আর এখন পাড়ার মস্তানদের এনে দাদা ভাইয়ের ডেডবডি নিয়ে রাস্তা অবরোধ করছে। বেটাকে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরুন।" বকুলের রাগ কিছুতেই পড়তে চায় না। আই.সি. তাকে শান্ত করতে লাগল।

মৃতদেহ গাড়িতে তোলা হল। যাদের ধরা হয়েছিল তাদেরও গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ি থানায় রওনা হল। বকুলরা হেঁটেই থানায় গেল। বকুল আই.সি-কে বলল, "এই ডেডবডি আর ফেলে রাখা উচিত হবে না।" ওর দাদাকেও গাড়িতে তোলা হল। গাড়ি মধুছন্দার তীরে শ্মশান ঘাটে এসে দাঁড়াল। আই.সি. গিয়ে কাঠ কিনে আনল। থানা থেকে অন্য একটি গাড়ি করে মহাদেব ভট্টাচার্য ঘি, ধূপবাতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এল। স্বপনের মৃতদেহ চিতায় তোলা হল। ওর দাদাকে দিয়ে মুখে আগুন দেওয়ানো হল। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠল।

গাড়ির আর. টি. খোলা ছিল। পাসোয়ান দৌড়তে দৌড়তে এসে জানাল, "স্যার, আপনাকে কন্ট্রোলরুমে ডাকছে।" বকুল গিয়ে আর টি-র মাউথ পিসটা তুলে নিয়ে কলের জবাব দিল, "কন্ট্রোল ফ্রম অ্যাডিশনাল এস.পি-জ মোবাইল। ডু ইউ গেট মি? ওভার।"

"অ্যাডিশনাল এস. পি-জ মোবাইল ফ্রম কন্ট্রোল স্যার। আই গেট ইউ ক্লিয়ার ফাইভ স্যার। মাড়ওয়ার গেস্ট হাউসে ঝামেলা হচ্ছে স্যার। ডিউটি অফিসার আপনাকে জানাতে বলল স্যার। ওভার।"

"কন্ট্রোল ফ্রম অ্যাডিশনাল এস.পি-জ মোবাইল। ঝামেলা মানে? কিরকম ঝামেলা হচ্ছে? কারা করছে? ওভার।"

"অ্যাডিশনাল এস.পি-জ মোবাইল ফ্রম কন্টোল স্যার। কিছু লোকজন গেস্ট হাউসে ঢুকে

ভাঙচুর করছে। একটা আগুনও দিয়েছে। ওভার।" "কন্ট্রোল ফ্রম অ্যাডিশনাল এস.পি.-জ মোবাইল। রোজার। ওভার।" আর. টি সেট ছেড়ে দিয়ে বকুল তাড়াতাড়ি আই.সি-কে ডেকে বলল, "মাড়ওয়ার গেস্ট হাউসে গণ্ডগোল হচ্ছে। ভাঙচুর করছে, আগুনও দিয়েছে। আপনি ওখানে থাকুন। আমি ওখানে যাচ্ছি।" বকুল লোকজন নিয়ে গেস্টহাউসে রওনা হল। সে যখন গেস্ট হাউসে পৌঁছাল তখন দুষ্কৃতকারীরা সবাই চলে গেছে। কয়েকটি ঘরের কাচের জানলা ভেঙেছে। তিনতলার একটা ঘরের লেপ তোষকেও আগুন লাগানো হয়েছিল। জল দিয়ে নেভানো হয়েছে। তখনও ধুঁয়ো উঠছিল।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বকুল জানল যে ও পাড়ার ক্লাবের ছেলেরাই এই কাণ্ড করেছে। তাদের সঙ্গে কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশও ছিল। বকুল থানায় ফিরে এল। ঘটনার তদন্তের জন্য একটি কেস স্টার্ট করল আর মাড়োয়ার গেস্ট হাউসে রাউন্ড দি ক্লক গার্ড পোস্ট করে দিল।

অফিসে ফিরতেই সাংবাদিকরা বকুলকে ছেঁকে ধরল। মানব রায় জিজ্ঞেস করলে "সবাই বলছে, পুলিশই সাদা পোশাকে গিয়ে গেস্ট হাউস ভাঙচুর করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?"

"আগে তো আমাকে দেখতে হবে যে সত্যি পুলিশের লোক একাজ করেছে কিনা। তারপর তো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন।"

"তাহলে কি আপনি অস্বীকার করছেন যে, পুলিশ ভাঙচুর-অগ্নি সংযোগ করেছে?"

"আমি এই মুহূর্তে স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করছি না। যখন ঘটনা ঘটে, আপনারা বোধহয় জানেন যে, তখন আমি সেখানে ছিলাম না, শ্মশানে ছিলাম। এখন আপনাদের মতোই আমি জানতে চাই, সত্যিকার কি ঘটেছিল। তার জন্যই কেস স্টার্ট করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।"

"আপনার লোকজনের কাছ থেকে তো জানতে পেরেছেন, পুলিশের লোক ছিল কি-না?"

"দেখুন আমি ভালো করে না জেনে এ ব্যাপারে কিছু বলব না।"

মানব রায় আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। স্থানীয় দৈনিকের দিব্যেন্দু সাহা এবার নড়েচড়ে বসল। সে মুখে একটা মৃদু হাসি টেনে প্রশ্ন করল, "আপনি বললেন যে কেস হয়েছে, তদন্ত চলছে। কিন্তু পুলিশের লোকেরা নিজেরা যেখানে অভিযুক্ত সেখানে পুলিশেব সেই লোকেদের দ্বারা কি নিরপেক্ষ তদন্ত হতে পারে?"

"যতক্ষণ না কেউ পক্ষপাতমূলক কাজ করছে ততক্ষণ তো ঐটাই ধরা হয় যে সে নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে।"

আজকালের বিপ্লব সরকার এবার মুখ খুলল। "অবরোধকারীদের উপর লাঠি চালাল কে?" বকুল এবার অস্বস্তি বোধ করল। লাঠি চালানোর কথা তো বাদই দেওয়া যাক। সে নিজেই হাত চালিয়েছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে পাল্টা প্রশ্ন করল, "অবরোধ তোলার জন্য পুলিশ যা করেছে, আপনারা কি মনে করছেন তা ঠিক হয়নি?

আনন্দবাজারের ধীরেন চ্যাটার্জী বলে উঠলেন, "না না, আমরা তা বলছি না। কিন্তু যখন

দেখলেন যে কিছু লোক এটাকে ইস্যু করছে তখন আপনারা গেস্টহাউসে গার্ড পোস্ট করলেন না কেন?" বকুল উত্তর দিল, "দেখুন আমরা কেউ ভাবিনি যে ঝামেলা গেস্ট হাউস পর্যন্ত গড়াবে। কারণ যারা দোষী তাদের ধরা হয়েছে। কনস্টেবলের জন্য আমাদের যা যা করণীয় ছিল তাও করা হয়েছে। এর পরেও যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে তা আমি অন্তত ভাবতে পারি নি।"

"তাহলে কি একটা ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর বলব?" দিব্যেন্দু সাহা জিজ্ঞেস করে। বকুল উত্তর দেয়, " আপনাদের যা মনে হয় বলুন। আমি আপনাদের সত্যি কথা বলে দিয়েছি।"

সাংবাদিকরা আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। চা খেয়ে চলে গেলেন। বকুলের মনে হল, পুরো ঘটনাটা চান্দাসাহেবকে জানানো দরকার। কাল যা বললেন তাতে ওনার বিমূল গেস্ট হাউসে থাকার কথা। বকুল ফোনে গেস্ট হাউস ধরল। কেয়ার টেকার জানাল, চান্দা সাহেব ঘুমোচ্ছেন। একটু পরে ডেকে দিতে বলেছেন। বকুল গাড়ি বের করতে বলল।

গেস্ট হাউসে গাড়ি থেকে বকুল যখন নামল, তখন কেয়ার টেকার বলল, "যান সাহেব উঠেছেন। এস. ডি. ও. সাহেবও আছেন।" শুনে বকুলের ভারি বিরক্ত লাগল। চান্দা সাহেব এমনিতেই লামলিং-এ খুব কম দিন থাকেন। কখনও কখনও বৈকুণ্ঠপুরে এসে থাকেন। মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য কলকাতাও যান। বকুলও খুব ব্যস্ত থাকে। ফলে লামলিং-এ গিয়ে চান্দা সাহেবের সঙ্গে কথা বলা হয়ে ওঠে না। তাই চান্দা সাহেব যখন বৈকুণ্ঠপুরে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু চান্দা সাহেব বৈকুণ্ঠপুরে এলেই ভজনরাম এসে জোটে। ভজনরাম বুঝে গেছে যে জেলায় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যার কথায় সব থেকে বেশি কাজ হয় তিনি চান্দা সাহেব। অতএব সে আখের গোছানোর তালে চান্দা সাহেবের ফ্যান হয়ে গেছে। বকুল বৈকুণ্ঠপুরে চান্দা সাহেবকে একদিনের তরেও দেখে নি যখন ভজনরাম তাঁর সঙ্গে নেই।

ক্ষুণ্ণ মনেই সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়ি থেকেই ভজনরামের চাটুকারিতা কানে এল, "স্যার ওদের সব দাবি ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রামে পরিণত হবেঃ লামলিং থেকে চান্দাসাহেবকে সরাতে হবে।" চান্দা সাহেবের প্রাণখোলা হাসিও শোনা গেল।

বকুল ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেল। আজ টিপয়ের ওপর মদের গেলাস নেই। মনে পড়ল এটা হোটেল নয়। আর এখানে মদের ব্যাবস্থাও নেই। তাহলে উনি সার্কিট হাউসে না উঠে এখানে উঠলেন কেন? চান্দা সাহেব তাকে দেখেই বলে উঠলেন, "হ্যাল্.... লো। কাম অন, কাম অন। সিট ডাউন।" বকুল সামনের একটা সোফাতে গিয়ে বসে পড়ল। চান্দা সাহেব প্রশ্ন করলেন তোমার মাড়ওয়ার গেস্টহাউসে কি হয়েছে শুনলাম। কি ব্যাপার?" বকুল চান্দা সাহেব যে পর্যন্ত জানেন তার পর থেকে শুরু করল, "স্যার আপনি তো জানেন কাল রাতে ঐ কনস্টেবলের ডেডবডি এসেছে।"

আর কিছু বলার আগেই একজন লোক এসে চান্দা সাহেবকে অভিবাদন করল। বকুল দেখল, অমিত আগরওয়ালের কর্মচারী। একে সঙ্গে করেই অমিত আগরওয়াল তার অফিসে এসেছিল। সে সেলাম করে বলল, "বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখানে নিয়ে আসব?" চান্দা সাহেবের হয়ে ভজনরামই উত্তর দিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে আসুন।"

লোকটি চলে গেল। তারপর আরেকজন লোককে সঙ্গে করে অনেক কিছু নিয়ে ঘরে ঢুকল। পাঁচটা চ্যাপটা মদের বোতল। ভুনা মাংস, কাজু বাদাম, কিসমিস। আরেকটা থালাতে লাল লাল কি রাখা আছে। সেটা বকুল চিনতে পারল না। লোকটা একটা ব্যাগ থেকে সোডা ওয়াটারের বোতল বের করে হাতল দিয়ে খুলতে লাগল। সে একটা মদের বোতল খুলেও টিপয়ের ওপর রাখল। ভজনরাম দুটো গ্লাসে খানিকটা করে মদ ঢেলে তার সঙ্গে সোডা ওয়াটার মেশালো। তারপর চান্দা সাহেবের হাতে একটা ধরিয়ে দিয়ে নিজে একটা নিয়ে বলে উঠল, "চিয়ার্স।"

চান্দাসাহেব গেলাসে কয়েক চুমুক দিয়েই বকুলকে আহ্বান করলেন, "কাম অন। জয়েন আস।"

"স্যার আমি তো খাই না।"

"আরে খাও না বলে কোনদিনই খাবে না তার কোন মানে নেই। আজ স্টার্ট কর। ভালো জিনিস আছে। বিলিতি।"

"না স্যার, থ্যাঙ্কস। আমি খাব না।"

"সিওর?"

"সিওর স্যার।"

"জীবনটা মাটি করলে। একটুও এন্‌জয় করলে না।"

তিনি আপন মনে গেলাসে মদ ঢালতে লাগলেন। বকুলের ই. এফ. আর-র এক রাইফেল ম্যানের কথা মনে পড়ে গেল। বকুল তখন ই.এফ. আর সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট। ফায়ারিং রেঞ্জে তার কোম্পানিকে নিয়ে ফায়ারিং প্র্যাকটিস করতে গেছে। লাইন থেকে দেশি মদের গন্ধ ভেসে আসছে। বকুল জিজ্ঞেস করল। কেউ কিছু বলল না। তখন সে খুঁজে খুঁজে রাইফেল ম্যানটিকে বের করল। তার মুখ থেকে ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরুচ্ছে। পা টলছে। সে ব্যালান্স রাখতে পারছে না। ফায়ারিং রেঞ্জে মদ খাওয়া শুধু নিজের জন্য নয় অন্যের পক্ষেও বিপজ্জনক। কখন কোনদিকে গুলি করবে ঠিক নেই। নিজেই মরবে না অন্যাকে মারবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বকুল তাকে লাইন থেকে বাইরে বের করে নিয়ে এল। মদ খেয়ে ফায়ারিং রেঞ্জে আসার জন্য বকাবকি করল। তারপর বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞেস করল, "কেন খান, ঐসব বাজে জিনিস? কি পান ওর থেকে?" লোকটি তখন পুরো মাতাল। বকুলের 'অযৌক্তিক অবান্তর' প্রশ্ন শুনে সেও বিরক্ত হয়ে থাকবে। সে বকুলের জন্য আফশোস করে বলল "কি বলব স্যার আপনাকে? আপনি তো কোনদিন খেলেনই না। আপনি ওর মজা কি করে বুঝবেন?"

তার বক্তব্য এত আন্তরিক এবং হতাশাব্যঞ্জক ছিল যে বকুল তার প্রতি রাগ করে নি। তাকে কোন শাস্তি দেয় নি। শুধু বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চান্দা সাহেবের কথা শুনে তার সেরকম কোন অনুভূতি হল না। এটা যেন স্রেফ কথার কথা। কিছু বলতে হয় তাই বলা। বকুলের খারাপ লাগতে লাগল। তার কি চান্দা সাহেবের ওপর রাগ হচ্ছে? না, বোধ হয়। তার দুঃখ হচ্ছে। হতাশা লাগছে। যে ব্যবসায়ী প্রশাসনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে এমন রায় নিয়েছে যে প্রশাসন

তার কিছুই করতে পারবে না। সে যত অন্যায়ই করুক, প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না সে আবার প্রশাসনের লোকদের কাছে মদ মাংস পাঠাচ্ছে। আর. এস. পি এবং এস. ডি ও তা মহাসুখে সদ্ব্যবহার করছে। হোম সেক্রেটারি ঠিক বলেছিলেন, কার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে তা বকুল জানে না।

সে যখন এইসব কথা ভাবছে তখন অমিত আগরওয়াল এসে ঘরে ঢুকল। চাদা সাহেব এবং ভজনরাম দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন। অমিত আগরওয়াল চান্দা সাহেবের পাশে গিয়ে বসল। চান্দা সাহেব বকুলকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ইউ ডোন্ট নো হিম?'' অমিত আগরওয়াল মুচকি হেসে উত্তর দিল স্যার ওনাকে আমি ভালো করে জানি। কিন্তু উনি আমার উপর মোটেই খুশি নন।'' বকুল কোন মন্তব্য করল না। চান্দা সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ''আপনি যদি মদ খান তবে তো ও অসন্তুষ্ট হবেই। আমি মদ খাই বলে ও আমার উপরও অসন্তুষ্ট। বকুলকে এবার কথা বলতে হল, ''কেন স্যার এরকম বলছেন?'' চান্দা সাহেব অমিত আগরওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''দেখলেন তো ও আপনার উপর মোটেই অসন্তুষ্ট নয়। বোধহয় কিছু মিস্ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। আপনি একদিন ওর বাড়ি গিয়ে কথা বলুন। তবে সাবধান, মদ নিয়ে যাবেন না। খানিকটা দুধ নিয়ে যেতে পারেন। অমিত আগরওয়াল বলল, ''আমি দু-এক দিনের মধ্যে যাব স্যার।''

ভজনরাম ততক্ষণে আর এক গেলাস মদ ঢালতে শুরু করেছে। অমিত আগরওয়াল গেলাসটা তুলে নিয়ে সোডা ওয়াটার ঢালতে লাগল। গেলাস ভর্তি হয়ে গেলে সে বলে উঠল ''চিয়ার্স।' চান্দা সাহেব এবং ভজনরাম দুজনেই আর একবার চিয়ার্স করলেন।

বকুল উঠে দাঁড়াল, ''স্যার আমার কাজ আছে।' চান্দা সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, ''বসো বসো। এখনও তোমার গেস্ট হাউসের কথা শোনা হয়নি।'' বকুলকে বাধ্য হয়ে বসতে হল। অমিত আগরওয়াল বলে উঠল, ''স্যার গেস্ট হাউসের ব্যাপারে অ্যাডিশনাল সাব আজ এক্সেলেন্ট কাম কোরেছেন। না হলে খুব বড়ো রোকমের ঝামেলা হয়ে যেতে পারত।'' বকুলের বিরক্ত লাগল। এই গায়ে পড়ে প্রশংসা করা ভাবটা তার অসহ্য লাগে। বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারে যে সে প্রশংসার পিছনে প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে তখন তার একদম সহ্য হয় না। তার আরও খারাপ লাগে এই ভেবে যে এই অমিত আগরওয়ালদের মতো ধান্দাবাজ লোকদের প্রশংসা নিন্দার ওপরই চান্দা সাহেবদের মতো সুপিরিয়রদের কাছে তার ভাল-মন্দ ইমেজ নির্ভর করে।

বকুল আবার উঠে দাঁড়ায়, ''স্যার এখন আসি। আমার একটু কাজ আছে।''

চান্দা সাহেব গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে বলল, ''কেন? আমার সঙ্গে দেখা করা কি তোমার কাজ নয়?'' বকুলের আরও বিরক্তি লাগল। বলতে পারত, স্যার, প'রের পয়সায় মদ খাওয়া দেখা আমার কাজ নয়। বলতে ইচ্ছে করল, অমিত আগরওয়ালের মতো নরকের কীটের সঙ্গ দেওয়া আমার কাজ নয়। কিন্তু মুখে সে সেকথা বলতে পারল না। সে বলল, '' সে তো অবশ্যই স্যার। কয়েকজন সোর্স আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি না থাকলে...।'' ''না, তাহলে তো যেতেই হবে। গো।'' চান্দা সাহেব অনুমতি দিলেন।

বকুল বাইরে এসে দেখল অন্ধকার হয়ে গেছে। সে গাড়িতে উঠে বসল। তার মনে পড়ল চান্দা সাহেবের সুপারিশ মতো অমিত আগরওয়াল কয়েকদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তার আগেই সে হাইকোর্টের অর্ডারটা ভ্যাকেট করার ব্যবস্থা করবে। কালই কলকাতায় কাউকে পাঠিয়ে দেবে। শ্রান্তিতে, হতাশায় সে পিছনের সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল।

চব্বিশ

ঘুম ভাঙলেও বকুলের উঠতে ইচ্ছে করছে না। কাল শুতে দেরি হয়েছিল। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। বিছানার ওপর চোখ বুঁজে পড়ে আছে। পড়ে থাকতে তার ভালোই লাগছে।

রোদ ওঠে নি। তাই বেলা কতটা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না। ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে আছে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসে সে বৃষ্টির ছাট্ এসে জানলার কাচে লাগছে। একটানা একটা সুখদায়ক শব্দ হচ্ছে। তাতে এই সকালবেলাতেও বকুলের ঘুম ঘুম ভাব আসছে। মনে হচ্ছে যাকে ভালো লাগে সে কাছে থাকলে খুব ভালো হত।

এমন সময়ে ক্রর্‌র....ক্রুর্‌ করে খুব বিশ্রীভাবে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বকুল চোখ বুঁজেই রিসিভারটা তুলে নিল। "হ্যালো, কে বলছেন? চিফ সেক্রেটারী? নমস্কার স্যার।" বকুল ধড়ফড় করে উঠে বসল। চিফ সেক্রেটারী বললেন, "দিল্লীর ফ্লাইটে হোম সেক্রেটারী বাঘাগুড়িতে নামছেন। পরে স্পেশাল ফ্লাইটে বিধান সুব্বাও আসবেন। তুমি এয়ারপোর্টে চলে যাও।"

দিল্লীর ফ্লাইটে হোম সেক্রেটারি আসছেন। দিল্লীর ফ্লাইট তো সাড়ে আটটায়। বকুল ঘড়িটা খুঁজতে লাগল। আটটা কুড়ি বাজে। গাড়ি বের করতে বলে সে পোশাক পরতে লাগল। কিন্তু যত তাড়াতাড়িই করুক সাড়ে আটটার মধ্যে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। এয়ারপোর্টে সে ফোন করতে চেষ্টা করল। কিন্তু লাইন পেল না। একবার মনে করল, আর. টি-তে কন্ট্রোলকে বলবে বাঘাগুড়ি থানাকে খবর দিতে। কিন্তু বাঘাগুড়ি থানা থেকে এয়ারপোর্টে খবর যেতে যেতে সে পৌঁছে যাবে। বকুল গাড়িতে উঠে বসল।

এয়ারপোর্ট পৌঁছুতে তার আটটা পঞ্চাশ হয়ে গেল। ততক্ষণে দিল্লীর ফ্লাইট এসে গেছে। অন্যান্য দিন অনেক দেরি করে। কিন্তু আজ ঠিক সময়েই এসেছে। বকুল ছুটে এয়াবপোর্টে ঢুকল। দেখল, হোম সেক্রেটারী কমল কৃষ্ণমাচারি সাহেব লাউঞ্জের এক কোণে চুপ করে বসে আছেন। বকুল গিয়ে স্যালুট করতে অন্যান্য লোকেরা ছুটে এল। বকুল কর্তৃপক্ষকে বলে ভি. আই. পি লাউঞ্জ খোলালো। দুয়েক মিনিটের মধ্যেই এস. ডি. ও চলে এলেন।

ভি. আই. পি লাউঞ্জে বসে হোম সেক্রেটারী বিধান সুব্বার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জুন এবং জুলাই-এর প্রথম দিকে একটানা আঠের দিন বন্ধের পর কেন্দ্রীয় সরকার টি. এন. এল. এফ. নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হয়। রাজ্য সরকারও তাতে যোগ দেয়। হোম সেক্রেটরি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি দলে ছিলেন। আলোচনার পরে তিনি সরাসরি এখানে চলে এসেছেন। বিধান সুব্বার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চান।

বিধান সুব্বা স্পেশাল ফ্লাইটে দিল্লী থেকে আসবেন। বকুল টাওয়ার থেকে খবর নিল, সে ফ্লাইট এদিকে নামবে না। উল্টোদিকে এয়ারফোর্সের অফিসের কাছাকাছি নামবে। ই. টি. এ এগারটা পঁচিশ। বকুলরা গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল। রানওয়ের কাছে যে গেস্ট রুম ছিল সেটা এয়ারফোর্সের লোকেরা ইতিমধ্যে খুলেছে। হোম সেক্রেটরি বকুলদের নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এগারটা পঁচিশ নয়, পৌনে বারোটার সময় একটা ফকার বিমান নামল। স্পেশাল ফ্লাইট ঠিক নয়, পাশের রাজ্য সরকারের বিমান। বিমান থেকে দু' তিন জন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বিধান সুব্বা নামলেন। করমর্দন পর্ব শেষ হলে হোম সেক্রেটরি বিধান সুব্বাকে নিয়ে গেস্ট হাউসের দরজা বন্ধ করলেন। ঘন্টাখানেক আলোচনা হল।

একটার দিকে বিধান সুব্বা গাড়ি করে লামলিং রওনা হয়ে গেলেন। হোম সেক্রেটরি সার্কিট হাউসে উঠলেন। কিছুক্ষনের মধ্যে এস. পি. এবং ডি. এম. সাহেব চলে এলেন।

সাংবাদিকরা খবর পেয়ে গেলেন যে হোম সেক্রেটরি দিল্লী বৈঠকের পর বৈকুণ্ঠপুর এসেছেন। সার্কিট হাউসে ঘন ঘন ফোন আসতে লাগল। সাংবাদিকদের এড়ানোর জন্য চান্দা সাহেব হোম সেক্রেটরিকে সার্কিট হাউস থেকে ব্লু বার্ড হোটেলে তুললেন। সকলকে বলে দেওয়া হল, সাংবাদিকদের যেন না বলা হয় যে তিনি ব্লু বার্ড হোটেলে আছেন। বকুল বিদায় নিয়ে অফিস রওনা হল।

অফিসের বাইরে প্রচুর লোক। বকুলকে আসতে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। বকুল বৃন্দাবনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "অফিসে এত লোক কেন?" বৃন্দাবন উত্তর দিল, "স্যার ওরা আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে।

"কি ব্যাপার?"

"থানা থেকে নাকি স্যার ওদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে। তাই আপনার কাছে এসেছে।"

"থানা থেকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে?"

বকুল ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। ওদের ডেকে পাঠাল। গাদাগাদি করে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ-মহিলা এসে তার অফিসের মধ্যে দাঁড়াল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কি হয়েছে?" একজন বৃদ্ধ মতো লোক, যার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সে হাত জোড় করে বলল, "হুজুর আমরা গরিব মানুষ। আমাদের দিকে তাকান।"

"আপনাদের অসুবিধাটা কি?"

"থানা থেকে আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে। আমরা এখন কোথায় যাব?"

"কেন বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে?"

"ঐ বাড়িতে নাকি পুলিশ থাকবে!"

"পুলিশ থাকবে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা সবাই কথা না বলে, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারেন তো বলুন। যাতে আমি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি।

বকুলের কথা শুনে একজন মাঝবয়সী লোক বলে উঠল, "আমি বলছি স্যার! আমরা সবাই একটা ভাড়া বাড়িতে থাকি। বাড়িটা গোরাচাঁদ আগরওয়ালের।"

"জার্মান মোটরের মালিক গোরাচাঁদ আগরওয়ালের?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তার মানে আপনারা গোরাচাঁদের ধর্মশালায় থাকেন?"

"স্যার ওটা ধর্মশালা নয়।"

"তাহলে?"

"ওটা স্যার এমনি সাধারণ বাড়ি। আমরা কেউ দশ বছর, কেউ বারো বছর ধরে ঐ বাড়িতে আছি। ভাড়াতে আছি স্যার। এখন গোরাচাঁদ ওখানে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি করতে চায়। আমাদের সে কথা বলেছিল। বলেছিল, 'বাড়ি ছেড়ে দাও'। কিন্তু আমরা অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া পাই নি বলে ঘর ছাড়তে পারি নি। আসলে স্যার আমরা এত কম রোজগার করি যে ঐ টাকায় কিছুতেই বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই ইনি স্যার মুদির দোকানে কাজ করেন। আমি দর্জির দোকানে কাজ করি স্যার। আর উনি সিনেমার টিকিট বিক্রি করেন।....."

"আচ্ছা বুঝতে পারছি। তারপর কি হল বলুন।"

"গোরাচাঁদ স্যার কোর্টে মামলা করল যে এটা আমার ধর্মশালা। এরা জোর করে দখল করে নিচ্ছে। কিন্তু কোর্টে আমরা জিতলাম। আজ থানা থেকে আলোক পাল গিয়ে বলছে, কাল সকালের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। না হলে পুলিশ নিয়ে এসে সব কিছু রাস্তায় ফেলে দেবেন। ঐ বাড়িতে নাকি এখন পুলিস থাকবে।"

বকুলের আশ্চর্য লাগল। লোককে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে কেন পুলিস থাকতে যাবে ও বাড়িতে? সে থানায় ফোন করে আলোক পালকে চাইল। আলোক পাল ফোন ধরে বলল, "স্যার চান্দা সাহেব বলেছেন?"

"চান্দা সাহেব কি বলেছেন?"

"স্যার এখন পাহাড়েব জন্য হামেশাই ফোর্স মুভমেন্ট হচ্ছে। যাওয়া আসার পথে তাদের প্রায়ই এখানে দু'য়েক দিন রাখতে হয়। তার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা পেলে ভালো হয়। চান্দা সাহেব বললেন, গোরাচাঁদ আগরওয়াল বিনা ভাড়ায় বাড়িটা ফোর্স রাখবার জন্য দিতে চেয়েছে। বাড়িটা খালি করতে হবে।"

"চান্দা সাহেব কি জানেন যে ঐ বাড়িতে কয়েকটা ফ্যামিলি দশ থেকে বারো বছর ধরে ভাড়া আছেন?"

"তা স্যার বলতে পারব না।"

"আপনি জানিয়েছিলেন?"

"না স্যার?"

"খোঁজ খবর নিয়েছিলেন?"

আলোক পাল চুপ করে থাকল। বকুল বলল, "কিছু খোঁজ খবর নিলেন না। কারো সঙ্গে আলোচনা করলেন না। চান্দা সাহেব বলেছেন আর আপনি গিয়ে বাড়ি খালি করে দিতে বললেন। কাল সকালের মধ্যে খালি না হলে সব রাস্তায় ফেলে দেবেন। আপনি তো ফেলে দিলেন। তারপর এই বৃষ্টির মধ্যে লোকগুলো যাবে কোথায়?" আলোক পাল কোন উত্তর দিতে পারল না। বকুল বলল, "যাই হোক, আমি চান্দা সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নেব। আপনি আমার সঙ্গে কথা না বলে আর ওদেরকে বাড়ী থেকে বের করতে যাবেন না।"

ফোন নামিয়ে রেখে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল,"আপনাদের সামনেই তো কথা হল। কোনরকম অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন।" শীর্ণ পাংশু মুখগুলোতে একটা স্বস্তির ছায়া ফুটে উঠল। তারা নমস্কার করে বরিয়ে গেল।

বকুল একবার ভাবল, চান্দা সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নেয়। আবার মনে হল, তিনি তো এখন হোম সেক্রেটরির সঙ্গে আছেন। বিকালে তো দেখা হচ্ছেই। তখনই কথা বলে নেবে। বকুল বেল বাজিয়ে বৃন্দাবনকে ডাকল, "আর কোন ভিজিটর আছে?" সে উত্তর দেবার আগেই রিডারবাবু এসে বলল, "স্যার আজ মনতোষ ভট্টাচার্যের প্রসিডিং-এর ডেট ছিল। উনি তো আসেন নি। সাক্ষীরা এসেছে, বসে আছে।" সে ফাইলটা দিল। বকুল দেখল, মেডিকেল বোর্ড তাকে পরীক্ষা করে এনকোয়ারি অ্যাটেন্ড করতে সক্ষম জানানো সত্ত্বেও মনতোষ ভট্টাচার্য অনুপস্থিত আছে। বকুল পুরো ব্যাপারটা অর্ডার মিটে নোট করে অর্ডার দিল যে পরের দিন বিনা কারণে অভিযুক্ত অনুপস্থিত থাকলে তার অনুপস্থিতিতেই এনকোয়ারি শুরু হবে।

বকুল বেল বাজাতে বৃন্দাবন এল। ফাইলটা তার হাতে দিয়ে বকুল বলল, "রিডারবাবুকে দিন। আর ভিজিটর থাকলে পাঠিয়ে দিন।"

বৃন্দাবন ফাইল নিয়ে চলে গেল। সাতাশ-আটাশ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকল। বকুলকে নমস্কার করে বলল, "বাবু, আমরা খুব গরিব। ওর বাবার বয়স হয়েছে আব কাজ করতে পারে না। বাড়িতে পাঁচ-সাতটা পেট। সংসার চলে না। আমার এই ছেলেটা ম্যাট্রিক পাশ করেছে। আপনি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন।" বকুলের এই এক মুশকিল হয়েছে। প্রচার হয়ে গেছে তার কাছে গেলেই কাজ হয়। যারা ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত নয়, তারা ভাবে তার কাছে চাকরিও হয়ে যাবে। ফলে এখন প্রতিদিনই প্রায় দুয়েকজন চাকরির জন্য আসে। বকুল তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝানো শক্ত। বকুল বৃদ্ধাকে কিছু না বলে ছেলেটিকেই সম্বোধন করে বলল, "আপনার

মা না হয় বোঝেন না। কিন্তু আপনি তো জানেন যে এখন চাকরি এরকমভাবে হয় না?" ছেলেটি সঙ্কুচিত হয়ে উত্তর দিল, "মাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু মা মানতেই চান না। আমাকে জোর করে নিয়ে এলেন।"

বকুল এবার বৃদ্ধাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে এখন সরাসরি কাউকে চাকরি দেওয়া যায় না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে হয়। কোনো পদ খালি হলে যোগ্যতা দেখে নাম পাঠানো হয়। বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হয় না, "আপনার এত নাম করে সবাই। আপনি একটা ছেলেকে চাকরি দিতে পারেন না? তাহলে কিরকম নামী লোক আপনি? বলেন যে দেবেন না।" বকুল দেখল, এ বৃদ্ধাকে বোঝানো যাবে না। সে ছেলেটিকে বলল, "আপনার এক্সচেঞ্জে তো নাম লেখানো আছে। কল পেলে বলবেন, আমি দেখব।" বকুলের এই কথা শুনে বৃদ্ধা একটু খুশি হল। ছেলেটি তাকে বুঝিয়ে নিয়ে চলে গেল।

বকুল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে চারটে বাজে। পৌনে সাতটার ট্রেনে হোম সেক্রেটারি কলকাতা রওনা হবেন। বকুল ব্লু বার্ড হোটেলে রওনা হল। রিসেপশনে জিজ্ঞেস করতে একজন ভদ্রলোক তাকে নিয়ে গেলেন। বকুল দেখল, হোম সেক্রেটারি ব্যাগ গোছাচ্ছেন। চান্দা সাহেব এবং মিশ্র সাহেব এটা ওটা করে তাকে সাহায্য করছেন। হোটেলের বয় একটা ট্রেতে করে কফি পট, কয়েকটা কাপ এবং চিনি, ক্রিম বিস্কুট প্রভৃতি আনুসঙ্গিক জিনিস নিয়ে এল। টি পয়ের ওপর কাপ রেখে সে কফি ঢালতে লাগল। হোম সেক্রেটরিকে প্রথম কাপটা দিয়ে চান্দা সাহেব এবং মিশ্র সাহেবও এক একটি কাপ নিল। বকুল কফি খায় না। সে একটা বিস্কুট নিল। কফি খেতে খেতে চান্দা সাহেব হোম সেক্রেটরির কাছে উঠে গিয়ে টুক করে বলে ফেলল, "স্যার, দুপুরের ঐ বিলিতিটা একটা সঙ্গে দিয়ে দিই।" হোম সেক্রেটরি মুখে মৃদু আপত্তি করলেন, "থাক, আবার কি দরকার?" তার আপত্তির ধরণ দেখেই বোঝা গেল, তাঁর তেমন কিছু আপত্তি নেই। চান্দা সাহেব বয়কে তফাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বললেন। যে গিয়ে সাদা চ্যাপ্টা ধরনের তিনটে বোতল নিয়ে এল। চান্দা সাহেব সেগুলো হোম সেক্রেটরির ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে বয়কে বললেন, "সাহেবের গাড়িতে তুলে দাও।" বয় ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল।

হোম সেক্রেটরি কমল কৃষ্ণমাচারি বাধা দিলেন না। বকুল তার কাছ থেকে এটা আশা করে নি। কৃষ্ণমাচারি সম্পর্কে তার ধারণা খুব উঁচু। কয়েক বছরের চাকরিতে সে বেশ কয়েকজন হোম সেক্রেটরি দেখেছে। কিন্তু কৃষ্ণমাচারি সাহেব সকলের থেকে আলাদা। তিনি জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। কোন অসুবিধার কথা বললে বিবেচনা করেন। বেশী আড়ম্বর পছন্দ করেন না। সেই মানুষের এই কর্ম? মদ তিনি খেতেই পারেন। কিন্তু তাই বলে জুনিয়ার অফিসারের পয়সায়। তাহলে তিনি নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন কি করে? আর যারা মদ খাওয়াচ্ছেন তারা কি শুধু শুধুই খাওয়াচ্ছেন? এরকম অনেক রকম প্রশ্ন বকুলকে বিব্রত করতে লাগল।

ছ'টা বেজে গিয়েছিল। হোম সেক্রেটরির সঙ্গে তারা হোটেলের ঘর থেকে নিচে নেমে এল। হোম সেক্রেটরি স্টেশনে যাবেন। বকুলের আর সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু

চান্দা সাহেবের সঙ্গে গোরাচাঁদের বাড়িটা নিয়ে কথা বলে নিতে হবে। চান্দা সাহেব স্টেশনে যাচ্ছেন। অতএব ইচ্ছা না থাকলেও বকুলকে স্টেশনে যেতে হল।

ট্রেন ঠিক সময়েই এল। কামরার দরজা খুলে দিয়েছে। ওভারব্রিজ থেকে নামতেই গেটের মুখে এয়ার কন্ডিশন্‌ড কোচটা পড়ে। হোম সেক্রেটারী সাহেব উঠে পড়লেন। গাড়ি ছাড়লে চান্দা সাহেবরা ওভারব্রিজ পার হয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠলেন। বকুল চান্দা সাহেবের গাড়িতে উঠে গোরাচাঁদ আগরওয়ালের বাড়ির কথাটা পাড়ল, "স্যার, আপনি ফোর্স রাখার জন্য গোরাচাঁদ আগরওয়ালের বাড়িটা খালি করতে বলেছিলেন। কিন্তু গোরাচাঁদ নিশ্চয় স্যার আপনাকে বলেনি যে গত দশ বারো বছর ধরে কয়েকটা পরিবার ঐ বাড়িতে ভাড়া আছেন। উনি মামলা করেও ওদের তুলতে পারেন নি।"

"ইজ ইট সো?"

"ইয়েস স্যার। আর মানুষগুলো একেবারে গরীব মানুষ। ওদের মাথা গোঁজার আর স্থান নেই। উচ্ছেদ করে দিলে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়বে।"

"না-না, তাহলে উচ্ছেদ করবে কেন? ডোন্ট ডু ইট। গোরাচাঁদ আমাকে বলল, বাড়িটা পড়েছিল। কয়েকটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দখল করে বসে আছে। আমি সেই জন্য ভ্যাকেট করিয়ে দিতে বলেছিলাম।"

"তাহলে স্যার আর ওদের ভ্যাকেট করাবার দরকার নেই তো?"

"তোমার কি মনে হয়?"

"ওদের উচ্ছেদ করা ঠিক হবে না স্যার, তাহলে আমাদের দুর্নাম হবে।"

"তাহলে তুমি যা ভালো বুঝবে করবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।" বকুল হাফ ছেড়ে বাঁচল।

গাড়ি এসে ব্লু বার্ড হোটেলে থামল। বকুল বিদায় চাইল, "সকাল থেকেই প্রায় বাইরে আছি। এবার বাড়ি ফিরতে হয়। " চান্দা সাহেব বললেন, "তুমি থেকেও কোন লাভ নেই, মদ যখন খাবে না, যাও।" বকুল স্যালুট করে নিজের গাড়িতে উঠল।

রাত হয়ে গিয়েছিল, বকুলের ইচ্ছে ছিল সোজা ওপরে যাবে, কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই রাখাল এসে জানাল যে একজন লোক সন্ধ্যা থেকে বসে আছে, কি খবর দেবে। বকুল অফিসে ঢুকল। একটি মাঝবয়সী লোক ঘরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, "স্যার, আমার পাশের বাড়ির ওরা চোরাই সিমেন্টের কারবার করে?"

"আপনার বাড়ি কোথায়?"

"স্যার, দেশবন্ধু পাড়ায়।"

" দেশবন্ধু পাড়াটা কোথায়?"

"ঐ যে দাদা-ভাইয়ের মাঠটা আছে না স্যার, তার কাছে।"

"আচ্ছা, তা চোরাই সিমেন্টের কারবার কি রকম?"

"সেচ প্রকল্পের সিমেন্ট অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজস করে নিয়ে আসে। সেই সিমেন্ট বিক্রি করে টাকা ভাগ করে নেয়। কাল রাতেও এক লরি এনেছে।"

"সেচ প্রকল্পের সিমেন্ট বুঝলেন কি করে?"

"সিমেন্টের বস্তার গায়ে সরকারি ছাপ মারা আছে তো। তা ছাড়া ওদের তো সিমেন্ট বিক্রী করার লাইসেন্সও নেই। আর বাড়িতে কোন ঘরও তৈরি হচ্ছে না। ওদের বাড়িতে সিমেন্ট আসবে কেন?"

"আপনি বলছেন যে সিমেন্ট এখনও আছে?"

"আমি যখন আসি তখন পর্যন্ত তো ছিল স্যার।"

বকুল বেরিয়ে পড়ল। থানা থেকে মহাদেব ভট্টাচার্য আর দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে নিল. নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছে দেখল, ছোট্ট একটা গুদাম মতো ঘর তালাচাবি দেওয়া আছে। বাড়ির পুরুষ মানুষ প্রায় কাউকেই পাওয়া গেল না। একজন বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বৌমাদের কাছ থেকে চাবি এনে ঘর খুলে দিলেন। দেখা গেল, ঘরে একত্রিশ বস্তা সিমেন্ট আছে। তবে বস্তার গায়ে সরকারি ছাপ তো দূরের কথা কোনো রকম ছাপই নেই। বকুল বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের বাড়িতে তো ঘরের কোন কাজ হচ্ছে না?" বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলল, "না বাবা, বাড়িতে কোনো কাজ হচ্ছে না।"

"তাহলে এই সিমেন্ট বাড়িতে এল কেন?"

"ঐ ছোট ছেলেটা বাবা মাঝে মাঝে কোথা থেকে এনে রাখে। আবার দুয়েক বস্তা করে বিক্রি করে দেয়।"

"কতদিন ধরে এরকম করছে?"

"তা বাবা বছর খানেক হবে। কেন, কোন খারাপ কাজ করছে নাকি?"

"এই যে সিমেন্ট কেনা-বেচা করছে, তার কোনো লাইসেন্স আছে?"

"তা তো বাবা বলতে পারব না। ওরা কোন খারাপ কাজ করে নি তো? না হলে আপনারা এসেছেন কেন? আমার বাড়িতে সাত জন্মে পুলিস আসে নি।"

"কেন পুলিস আসা খারাপ নাকি?"

"খারাপই তো বাবা, ভালো লোকের বাড়িতে কি পুলিস আসে?"

বকুল এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। তার মনে হয় এ লোকটি তাদের গ্রামের লোকের মতোই সহজ সরল। তাদের গ্রামের লোকেরা যেমন মনে করে গ্রামে পুলিস ঢোকা মানেই গ্রামের সন্মান নষ্ট, এই বৃদ্ধও কতকটা সেরকম। বকুলের মায়া লাগে। কিন্তু সিমেন্ট যেভাবে রাখা আছে আর বৃদ্ধ যা বলছেন তাতে এগুলি চোরাই সিমেন্ট বলেই মনে হচ্ছে। বকুল বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "এই যে সিমেন্ট আপনার ছেলে কিনে এনেছেন, তার কোন কাগজপত্র আপনার কাছে আছে?"

"থাকলে ছেলের কাছেই আছে। আমরা কিছু বলতে পারব না।"

"তাহলে আমরা সিমেন্টগুলো সিজ করছি। সিজ করে নিয়ে যাচ্ছি না। আপনার জিম্মায়ই রেখে যাচ্ছি। আপনার ছেলে এলে পাঠিয়ে দেবেন। মহাদেব, আপনি সিজ করে ওনাকে জিম্মা দিয়ে দিন।" বকুল বাড়ি রওনা হল।

বাড়িতে পৌঁছানোর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই বৃদ্ধর ছোট ছেলে শ্যামল এসে হাজির হল। বকুল সবে তখন রাতের খাবার খেয়ে উঠেছে। রাখাল টেলিফোনে জানাল যে যার সিমেন্ট সিজ হয়েছে সেই ছেলেটা এসেছে। বকুল নিচে নেমে এল। ছেলেটি তার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। বকুল জিজ্ঞেস করলে, "আমরা যে সিমেন্ট সিজ করেছি তা আপনি কোথা থেকে কিনেছেন?"

"ন্যাশনালইজড ট্রান্সপোর্ট গোডাউন থেকে?"

বকুলের বিশ্বাস হল না। কারণ ঐ গোডাউন পাশের একটি রাজ্যের সরকারি গোডাউন। ঐ রাজ্য থেকে কোন দ্রব্য রপ্তানি হওয়ার পথে কিছুদিনের জন্য ওখানে থাকে। আবার অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানি করা দ্রব্য ঐ রাজ্যে যাওয়ার পথেও ওখানে থাকে। সিমেন্টও তার মধ্যে আছে। বিভিন্ন সিমেন্ট কারখানা থেকে ঐ রাজ্যের কোটার সিমেন্ট এসে ঐ গোডাউনে জমা হয়। তারপর সময়মতো সেগুলি ট্রাকে করে ঐ রাজ্যে পাঠানো হয়। সিমেন্ট তো ওদের বিক্রি করার কথা নয়। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি যে ওখান থেকে কিনেছেন, তার কোন কাগজপত্র আছে?"

"না স্যার, ওরা কাগজপত্র দেয় না।"

"কি বলছেন? সরকারি গোডাউন, সিমেন্ট বিক্রি করে কাগজপত্র দেয় না! এ আবার হয় নাকি?"

"স্যার ওরা তো প্রকাশ্যে বিক্রি করে না। চুরি করে বিক্রি করে।"

"কি রকম?"

"স্যার, ধরুন দু'শ বস্তা সিমেন্ট এল। ওরা তা ভেঙ্গে তিনশ বস্তা করল। এই যে একশ বস্তা বেশী হল তা ওরা আমাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। বিক্রি করার পরও হিসাবে গন্ডগোল হল না। দুশ বস্তাই থাকল।"

"দু'শ বস্তা থাকল, কিন্তু ওজন তো কমে গেল। একটা বস্তা ওজন করলেই তো ধরা পড়ে যাবে।"

"ওজন করবে কে স্যার? ওপরে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত লাইন আছে। কেউ কিছু বলে না।"

বকুলের এ অভিযোগ বিশ্বাস হল না। সরকারি গোডাউন থেকে হিসাব ঠিক রেখে সিমেন্ট বেচে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী জড়িত থাকবেন এটা সে মেনে নিতে পারল না। তবুও ব্যাপারটা জানার কৌতূহল হল। সে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা ওরা এই বস্তা ভাঙার ব্যাপারটা কখন করে?"

"রাত দশ'টা এগারটার পরে স্যার।"

"আজ করবে?"

"হ্যাঁ স্যার। আজ দুপুরে সিমেন্ট এসেছে। আজ তো করবেই। আজ রাতে স্যার আমার সিমেন্ট আনতে যাওয়ার কথা ছিল।"

"আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?"

"চলুন স্যার। তবে আমি আপনাকে ঢুকিয়ে দিয়েই চলে আসব।"

"ঠিক আছে।"

বকুল বিশ্বস্ত কয়েকজন লোককে নিয়ে এগারটার পর গোডাউনে গেল। শ্যামল গেটের দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে বকুল বরুণ আর পাশোয়ানকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। দেখল, শ্যামলের কথা ঠিক। গোডাউনের দরজা জানলা বন্ধ করে ভিতরে লাইট জ্বালিয়ে কাজ হচ্ছে। বকুল দরজার ছোট্ট ফাঁক দিয়ে দেখল কুড়ি পঁচিশ জন লোক সিমেন্টের বস্তার গাদা থেকে বস্তা নামাচ্ছে, বস্তা ভাঙছে, আর ভাঙা বস্তাগুলোকে অন্যদিকে দুটো গাদায় রাখছে। একটি গাদায় সরকারি ছাপমারা বস্তাগুলো। অন্য গাদায় ছাপহীন বস্তাগুলো। পাঁচ সাত জন লোক তাদের কাজ তদারকি করছে।

বকুল ভাবতে লাগল, কি করা যায়? এরা দন্ডনীয় অপরাধ করছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গোডাউন কর্তৃপক্ষের কাজ যাদের সুপারভাইজ করার কথা তারা সহযোগিতা না করলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব। যদি তারা বলে, "আমরা দুটো বস্তা ভেঙে তিনটে করে রাখতে বলেছি তাহলে কিছুই করা যাবে না। তবে শ্যামলের বাড়ি থেকে যে সিমেন্ট সিজ হয়েছে সে কেসে তো এদের ধরা যাবেই। সে বরুণকে বলল, "বাইরে গিয়ে গাড়ি থেকে ওয়ারলেসে কন্ট্রোলকে ধরে রাতের মোবাইল ভ্যানটাকে এখানে চলে আসতে বলুন।"

কিছুক্ষন পরে বরুণ এসে জানাল ভ্যান এসে গেছে। বকুল তাদের ভিতরে এনে দাঁড় করাল। গেটের দারোয়ানকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "দরজা খুলতে বলুন।" দারোয়ান বকুলের দিকে তাকাতে তাকাতে দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল, "পুলিস এসেছে, দরজা খুলুন।" ভিতরের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষন পরে যখন দরজা খুলল তখন মাত্র দুজন লোক দাঁড়িয়ে। বকুল খুঁজে খুঁজে সিমেন্টের বস্তার গাদার পাশ থেকে সকলকেই খুঁজে বের করল। দেখা গেল, চব্বিশ জন স্থানীয় মজুর আছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, তারা দিনের বেলা এখানে কাজ করে না। রাতের বেলা কাজ করার জন্যই তাদের ডাকা হয়েছে। যতটা বস্তা ভাঙতে পারবে তত টাকা মজুরি পাবে। তাদের কাজ দেখার জন্য ফোর্থ গ্রেড স্টাফ থেকে আরম্ভ করে কেরানি, ক্যাশিয়ার, ম্যানেজার সবাই আছে। বকুল ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল, "রাত দুপুরে দরজা-জানালা বন্ধ করে দুটো বস্তা ভেঙে তিনটে করার উদ্দেশ্যটা কি?" সে কোন কথা না বলে চুপ করে থাকল। বকুল তখন সরাসরি ছাপহীন সিমেন্টের বস্তাগুলো সিজ করে ম্যানেজারের জিম্মায় দিল। তারপর ম্যানেজার সমেত আটজনকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে এল। যে লোকগুলো কাজ করছিল তাদের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে ছেড়ে দিল।

পুরো বিবরণ দিয়ে বকুল রাতেই ঐ রাজ্যের ডি. জি., ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি এবং চিফ সেক্রেটারির কাছে মেসেজ দিল। চান্দা সাহেবকে ঐ রাতেই টেলিফোনে ঘটনাটা জানিয়ে দিল। পরের দিন সকালবেলায় হৈ হৈ কান্ড। একবার কলকাতা থেকে ফোন আসে তো পরেই ঐ রাজ্যের রাজধানী থেকে ফোন আসে। বেলা দশটা নাগাদ ওখান থেকে একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি এসে হাজির হলেন। তিনি বকুলের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন, রিয়্যালি ইউ হ্যাভ ডান অ্যান এক্সট্রা অর্ডিন্যারি ওয়ার্কস ফর আস। এখানে যে

এরকম একটা কারবার চলছে, আমরা বুঝতে পারি নি। আপনি না ধরলে হয়ত আরও অনেক দিন এরকম চলত।"

"প্রতিটা বস্তা থেকে ওয়ান-থার্ড সিমেন্ট বের করে নেয়। বস্তাগুলি যখন ওখানে যায় ওদের তো বুঝতে পারার কথা।"

"সেইটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার। আমাদেরকে একবারও রিপোর্ট করে নি। বুঝতেই তো পারছেন, হয়ত ওদের সাথেও যোগ-সাজস আছে।

এবার কিন্তু সব বেরিয়ে পড়বে। আপনারা যদি তাড়াতাড়ি করে এফ. আই. আরটা করেন তাহলে ভালো হয়।"

"না না, আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন। আপনাকে আমরা আর ট্রাবল দেব না। আমরা ঠিক করেছি, আমরা নিজেরাই একটা এনকোয়ারি করব। তাতে দরকার হলে আপনার সাহায্য চাই । কিন্তু এনকোয়ারিটা আমরাই করব।

বকুলের মনে হল, শ্যামলের কথা হয়ত পুরোটাই ঠিক। এখানকার পুলিস তদন্ত করুক সেটা তারা চাইছে না। জয়েন্ট সেক্রেটারি লিখিতভাবেই সেটা জানালেন যে তারা নিজেরাই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করছেন।

কোর্ট থেকে ম্যানেজার সমেত সকলেরই জামিন হয়ে গেল। ম্যানেজারকে সাসপেন্ড করা হল। তারপরে কি হল আর কিছু জানা গেল না।

পঁচিশ

বকুল মনতোষ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এনকোয়ারির রিপোর্ট লিখছিল। মেডিকেল বোর্ড পরীক্ষা করে, "সে এনকোয়ারি অ্যাটেন্ড করতে সক্ষম", এই মর্মে রিপোর্ট দিলেও সে এনকোয়ারি অ্যাটেন্ড করল না। বকুল পরপর তিনটে ডেট দিয়ে প্রসিকিউশানের পক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষী নিতে শুরু করল। শুরু করল চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে। শেষ করার কথা ছিল আলপনা দাসের স্বামীকে দিয়ে। কিন্তু নির্দিষ্ট ঠিকানায় তাকে পাওয়া গেল না। বকুল তখন অভিযুক্তদের কাছ থেকে লিখিতভাবে জানতে চাইল, যে তার পক্ষে কোন সাক্ষী দেওয়াতে চায় কি না। মনতোষ ভট্টাচার্য দুজনের নাম দিল। মাটিকাটার সভাপতি শরদিন্দু মন্ডল এবং স্থানীয় প্রধান প্রতাপ মিন্‌জ। তিন তিনটে ডেট দিয়েও শরদিন্দু মন্ডল এলেন না। প্রতাপ এসে বলল, "বাড়িটা যে মনতোষবাবুর মেইড সারভেন্টের নামে হচ্ছে তা আমরা জানতাম না। আমরা সবাই জানি থানার বড়বাবুর বাড়ি হচ্ছে। বকুল বলল, "আপনি যা বলবেন আমি তাই লিখব।" তা শুনে প্রধান বলল. "তাহলে আপনি লিখুন যে ও বাড়ির সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারব না।"

"তাহলে আপনি সাক্ষী দিতে এলেন কেন?"

"কি করব? আগের বড়বাবু বারবার যাচ্ছেন। আজ তো সকাল থেকে গিয়ে বসে আছেন। কিছুতেই এড়াতে পারলাম না।"

বকুল আর কথা বাড়াল না। প্রধানের সাক্ষী শেষ হয়ে গেল। বকুল মনতোষ ভট্টাচার্যকে

লিখিত সাফাই বা রিটিন্ ডিফেন্স জমা দেওয়ার জন্য একটা সময় বেঁধে দিল। সেই সময়ের মধ্যে রিটিন্ ডিফেন্স জমা না দিয়ে মনতোষ ভট্টাচার্য প্রসিকিউশানের পক্ষে সাক্ষীদের জেরা করার জন্য আবার ডাকার অনুরোধ জানাল। বকুল সে আবেদন এই যুক্তিতে নাকচ করে দিল যে অভিযুক্ত ইচ্ছে করলেই পি. ডাব্লিউ-দের জেরা করতে পারত। সে সুযোগ যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে হারিয়েছে তখন আবার নতুন করে সাক্ষীদের জেরা করার জন্য ডাকার কোন মানে হয় না। এই অবস্থায় অভিযুক্ত যদি পরবর্তী তারিখের মধ্যে লিখিত সাফাই না জমা দেয় তাহলে মনে করা হবে যে তার কিছু সাফাই নেই।

এই অর্ডার পাবার পরই মনতোষ ভট্টাচার্য তার রিটিন্ ডিফেন্স জমা দিল। বকুল সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং সেই সাফাই যাচাই করে রিপোর্ট লিখছিল।

প্রথমে বকুল প্রতিটি পি. ডাব্লিউ এবং একমাত্র ডি. ডাব্লিউ-এর সাক্ষ্যের মূল্যায়ন করল। তারপর অভিযুক্তের জমা দেওয়া সাফাই বিবেচনা করল। তারপর রিপোর্ট লিখল, যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি। তাদের উপস্থাপিত করা কাগজপত্র যাচাই করেছি। মাটিকাটা থানার রেকর্ড পরীক্ষা করেছি। আবার অভিযুক্তের সাফাইও বিবেচনা করেছি। সেসব থেকে একথাই প্রমাণিত হয়েছে, অন্যকে অ্যালোট করা সরকারি জমিতে মনতোষ ভট্টাচার্যের মেইড সারভেন্ট আলপনা দাস জোরপূর্বক অ্যালোটিকে উচ্ছেদ করে বাড়ি করলে এম. ডি ও অফিস থেকে থানায় এফ. আই আর করা হয়েছিল। এবং সে জমি খালি করে দেওয়ার জন্য আলপনা দাসের নামে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। সেই এফ. আই. আর এবং নোটিশ মনতোষ ভট্টাচার্য নিজে সই করে নিয়েছিল। কিন্তু তার ভিত্তিতে থানায় কোন কেস স্টার্ট করে নি বা কোনোরকম ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি যা সে আইনত করতে বাধ্য ছিল।

রিপোর্ট লিখে বকুল ফাইলটা এস. পি. সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য রিডারবাবুকে নির্দেশ দিল।

রিডারবাবু ফাইলটা নিয়ে বেরুতেই আই. সি. সমীনাথ চ্যাটার্জী ঘরে ঢুকল। চেয়ারে বসতে বসতেই সে বলল, "স্যার একটা সমস্যা হয়ে গেছে।"

"আপনার আবার কি সমস্যা হল?"

"কলেজ পাড়ায় একটা মার্ডার হয়ে গেছে। যে মার্ডার করেছে সে একটা ক্রিমিনাল। হেরোইনের ব্যবসা করত। পাড়ায় একজন মাস্টারমশশই তাকে বাধা দিয়েছিল। সেই রাগে দু'য়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে মাস্টারমশাইকে ছুরি মেরে মেরে ফেলেছে।"

"সে ধরা পড়েছে?"

"ধরব কি করে স্যার? মার্ডার করার পর থেকেই সে অমিত আগরওয়ালের মিলে ঢুকে বসে আছে। অর্ডারটাতো এখনও ভ্যাকেট হয়নি। এদিকে ওকে অ্যারেস্ট করার জন্য পাড়ার লোকেরা ডেপুটেশনে এসেছে।"

"গত শুক্রবার যে ডেট ছিল, কি হল?"

"স্যার ঐ লিস্টেই আছে। শুনানি কিছুতে হচ্ছে না।"

"বেঞ্চ চেঞ্জ হয়নি? ঐ জাস্টিস ভট্টাচার্যই আছেন?"

"হ্যাঁ স্যার।"

বকুল হতাশ বোধ করল। হাইকোর্টটা যেন একটা অচলায়তন হয়ে পড়েছে। অচলায়তনই বা বলে কি করে? যারা বাঁ হাতে টাকা খরচ করতে পারে, যেমন, অমিত আগরওয়াল তাদের হাতে হাইকোর্ট একটা অমোঘ অস্ত্র বিশেষ। না হলে বকুল এত চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত অর্ডারটা ভ্যাকেট করাতে পারল না।

বারবার লোক পাঠিয়ে যখন হল না তখন সে নিজে গেল। পি.পি-কে দিয়ে স্পেশাল মেনশান করালো। কিন্তু রেকর্ড সেকশান থেকে কিছুতেই কেসের নথিপত্র আসে না।

পরের বার বকুল একজন সাব ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে গেল। পি.পি.-কে অনুরোধ করে একজন অ্যাডভোকেটকে নিয়ে রেকর্ড সেকশানে গেল। সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন রেকর্ড পাওয়া গেল না তখন সে চিফ জাস্টিসের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করল। সে খবর হয়ত রেকর্ড সেকশানে গিয়ে থাকবে। পরের দিন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু রেকর্ড সেকশান থেকে রেকর্ড আবার পাঠিয়ে দিল জাস্টিস ব্যানার্জীর ঘরে। সপ্তাহ খানেক পরে লিস্টে উঠল। কিন্তু জাস্টিস ব্যানার্জীর ভাই যেহেতু দরখাস্তকারীর উকিল সেইহেতু জাস্টিস ব্যানার্জী ফাইল ফেরত পাঠালেন। বকুল সাব-ইন্সপেক্টারকে রেখে বৈকুণ্ঠপুর ফিরে এল।

জাস্টিস ব্যানার্জীর ফেরত দেওয়া ফাইল যাওয়ার কথা জাস্টিস বেনুগোপালের ঘরে। কিন্তু ধিলন সর্দার কেরাণিদের সঙ্গে সঁড় করে ফাইল দিয়ে এল জাস্টিস ভট্টাচার্যের ঘরে। জাস্টিস ভট্টাচার্য সিভিল কেস দেখেন। সপ্তাহে একদিন মাত্র শুক্রবারে ক্রিমিনাল রিভিশানগুলো দেখেন। অর্থাৎ একটি ডেট পার করতে পারলেই এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। আর জাস্টিস ভট্টাচার্য যা স্লো তাতে কয়েকটা সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

মামলা লিস্টে উঠল। শুক্রবারে শুনানি হবে। বকুল নিজে বৈকুণ্ঠপুর থেকে গেল। কিন্তু অমিত আগরওয়ালের মামলা লিস্টে একাত্তর নম্বরে। শুনানি হচ্ছে ছাপ্পান্ন নম্বরের। তা হলে কি হয়? জাস্টিস সাহেব এমন বিস্তৃতভাবে শুনতে লাগলেন এবং কখনও বক্তব্যর সমর্থনে কখনও বিরুদ্ধে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে করে এমন ব্যাখ্যা শুরু করলেন যে একটা মামলাও ফার্স্ট হাফে শেষ হল না। বকুলের অ্যাডভোকেট চুপিচুপি বকুলের কানের কাছে মন্তব্য করলেন, "জাস্টিস ভট্টাচার্যের ঐ এক দোষ। একবার শুনবেন, নিজে বলবেন, খানিক তর্ক করবেন, আবার শুনবেন। ঐ করতে করতে দিন কাবার করে দেবেন। দেখুন না আজ আর কোন মামলা হবে না।" বকুল শুনেছিল, জাস্টিস ভট্টাচার্য আর যাই হোক অসৎ লোক নন। কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রায় দেন না। কিন্তু বিচার যে তাড়াতাড়ি হওয়ার দরকার, সেটা কি তিনি বোঝেন না?

অ্যাডভোকেটের কথাই ঠিক হল। টিফিনের পরেও ওই মামলাটা নিয়েই শুনানি চলল। তাও শেষ হল না। ঠিক হল, পরের সোমবার আবার শুনানি হবে। জাস্টিস উঠে পড়লেন। বকুল বৈকুণ্ঠপুর ফিরে এল।

তারপরেও মাস দুয়েক কেটে গেছে। বকুল আর নিজে যেতে পারে নি। কিন্তু প্রতিটি ডেটেই লোক পাঠিয়েছে। পরের ডেটে গিয়ে দেখা গেল জাস্টিস অনুপস্থিত, কোথায় যেন গেছেন। এক সপ্তাহ গেল। পরের ডেটে বাংলা বন্ধ পড়ল। বকুল আগের দিন লোক পাঠাল। লোক পায়ে হেঁটে হাইকোর্টে গেল। কিন্তু কেস হল না। আগরওয়ালের অ্যাডভোকেট কোর্টে আসতে পারে নি। আরেক সপ্তাহ গেল। পরের ডেটে এক মন্ত্রী মারা গেল। রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করল। আগরওয়ালের অ্যাডভোকেট এল কিন্তু স্টেটের অ্যাডভোকেট এল না। স্টেট তো ছুটি ঘোষণা করেছে। তাদের আসার দরকার নেই। বকুলের লোক তবুও ঘরে বসে থাকল। কিন্তু কেস উঠল না। আরেক সপ্তাহ গেল। পরের ডেটে গিয়ে দেখা গেল জাস্টিস ভট্টাচার্য মুন্সেফদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। কোর্টে বসবেন না। পরের ডেটেও পরীক্ষা চলতে থাকল। আরও দু'সপ্তাহ চলে গেল। বকুল পরের ডেটে নিজে গেল। পি. পি.-র সঙ্গে কথা বলল। অ্যাডভোকেটের সঙ্গে সারাদিন জাস্টিস ভট্টাচার্যের ঘরে বসে থাকল। কিন্তু কেস উঠল না। সারা দিনে আটান্ন উনষাট দুটো কেসের শুনানি হল। বকুল ফিরে এল। পরের সপ্তাহে সে যায় নি। তবে লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু শুনানি হয় নি।

আই. সি. বলল, "স্যার ঐ ঘরে জাস্টিস দাসগুপ্ত না আসা পর্যন্ত কোন শুনানি হবে না।" বকুল বলল, "যে জাস্টিসের ঘরে হোক শুধু শুনানি হওয়া দরকার। একটা ফাইনাল অর্ডার হলে তো আমরা তার বিরুদ্ধে আপিলে যেতে পারব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, অর্ডারটা অমান্য না হওয়া পর্যন্ত কোন শুনানিই হবে না। এবার অর্ডারটা অমান্যই করতে হবে।"

"কিন্তু অমান্য করলে যে স্যার কন্টেম্প্ট হবে।"

"তাহলেও তো অন্তত শুনানি হবে যে অর্ডারটা আদৌ বৈধ ছিল কি না। আর এই মার্ডার কেসটা একটা সলিড গ্রাউন্ড। আমরা অমিত আগরওয়ালকে ধরতে যাচ্ছি নে। ওর কিছু সিজ করতে যাচ্ছি নে। আমরা একটা মার্ডার কেসের আসামি ধরতে যাচ্ছি। আপনি আজই লোক পাঠিয়ে দিন।"

"কাকে কাকে পাঠাবো স্যার?"

"পাল এবং ভট্টাচার্য এফেক্টিভ ছিল। কিন্তু দুজনেই কোরাপ্ট। দেখুন আপনি যাকে ভালো বোঝেন পাঠিয়ে দিন। আর ওরা যে পাড়া থেকে ওকে অ্যারেস্ট করার জন্য থানায় ডেপুটেশন দিতে এসেছিল সেটা জি. ডি. করে রাখবেন।"

"ঠিক আছে স্যার।" আই. সি. চলে গেল।

পরের দিন সকালে আই. সি. থানা থেকে খবর দিল, আলোক পাল এবং মহাদেব ভট্টাচার্য কাল রাতে অমিত আগরওয়ালের মিলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে আসামীকে খুঁজে পায় নি। বকুলের গোপন সূত্রের খবর হল, আলোক আর মহাদেব গিয়ে অমিত আগরওয়ালের সঙ্গে চা খেয়ে চলে এসেছে। আসামীকে তারা খোঁজেই নি। কয়েক দিন

পর বকুল অমিত আগরওয়ালের উকিলের কাছ থেকে চিঠি পেল। উকিল লিখেছে, "আমার ক্লায়েন্টকে অ্যারেস্ট না করা এবং তার কোন ঘর বাড়ি সার্চ না করার জন্য মহামান্য হাইকোর্টের নির্দিষ্ট অর্ডার থাকা সত্ত্বেও আপনি লোক পাঠিয়ে আমার ক্লায়েন্টকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেছেন এবং তার ঘরবাড়ি সার্চ করিয়েছেন। কেন করিয়েছেন দু'সপ্তাহের মধ্যে তার কোন সদুত্তর না পেলে আমার ক্লায়েন্ট কোর্টে কন্টেম্পট পিটিশন ফাইল করতে বাধ্য থাকবে।" উকিল তার চিঠির সঙ্গে হাইকোর্টের ইন্টারিম অর্ডারের একটা কপি এবং একটা জি.ডি. এন্ট্রির কপি এঁটে দিয়েছে। অর্ডারটা বকুলের পড়া। সে জি.ডি. এন্ট্রিটা পড়তে লাগল। আলোক পাল এন্ট্রি করেছে, "অ্যাজ পার দি ডাইরেকশন অফ অ্যাডিশনাল এস. পি বৈকুণ্ঠপুর, আই আলোক পাল, অ্যালং উইথ এস. আই. মহাদেব ভট্টাচার্য ওয়েন্ট টু সার্চ দি ফ্লাওয়ার মিল অফ অমিত আগরওয়াল ফর অ্যারেস্টিং অ্যাকুজড প্রবীর পান্ডা অফ দিস পি. এস. কেস নম্বর থার্টিন আন্ডার সেকসন্ থ্রি হান্ড্রেড টু আই. আপ. সি. অফ দিস ডেট। উই সার্চড দি প্রেমিসেস অফ শ্রী আগরওয়াল, বাট কুড নট ফাইন্ড দি অ্যাকুজড।"

বকুল আশ্চর্য হয়ে গেল যে আলোক পাল লিখেছে যে তারা অমিত আগরওয়ালের মিলে তার নির্দেশ মতো গেছে। কিন্তু সে তো নির্দেশ দেয় নি, সে আই. সি কে নির্দেশ দিয়েছে। আই. সি. তাদেরকে পাঠিয়েছে। তবুও পাল আই.সি-র নির্দেশ না লিখে তার নির্দেশ লিখল কেন? তাহলে আই. সি. কি তাদেরকে বলেছিল যে অ্যাডিশনাল সাহেব বলেছেন। বলতেই পারে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য না হলেও কার্যত সত্য। সে তো সত্যই নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সে তো অমিত আগরওয়ালকে জি.ডি. কপি দিতে নির্দেশ দেয় নি। তাহলে সে জি.ডি-র কপি পেল কি করে? তাহলে কি জি.ডি. লেখাও তার পরামর্শ মতো হয়েছে? বকুলের ভাবতে খারাপ লাগে যে অসৎ অফিসারদের জন্য থানাটা অমিত আগরওয়ালদের মতো অসৎ লোকদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। জি.ডি-র কপি কি করে বাইরে গেল তা খতিয়ে দেখার জন্য সে আই. সি-কে নির্দেশ দিল। কিন্তু উকিলের চিঠির কোন জবাব দিল না। কন্টেমপ্ট পিটিশনই ফাইল হোক। তখনই প্রমাণ হয়ে যাবে জাস্টিস দাসগুপ্তের অর্ডারটাই বেআইনী।

দু'সপ্তাহ নয় কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল। কিন্তু অমিত আগরওয়াল হাইকোর্টে কন্টেম্প্ট পিটিশান ফাইল করল না। বোধহয় সে উপলব্ধি করে থাকবে যে পিটিশানটা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

এই সময় পাহাড়ের অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বৈকুণ্ঠপুরে এলেন। তিনি জেলার সব অফিসারের সঙ্গেই কথা বললেন। বকুলেরও ডাক পড়ল। কথা বলার পর বকুল মন্ত্রীর সঙ্গে ঘরে বসেছিল। এস. পি. এবং ডি. এম. সাহেবও ছিলেন। মন্ত্রী কলকাতা রওনা হওয়ার আগে কফি খাচ্ছিলেন। ডি. এম. সাহেব এসে বললেন, "ভজন তো এবার প্রমোশন পাবে। ওর যাতে এখানে পোস্টিং হয় তার একটা ব্যবস্থা করবেন?"

মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "হু ইজ ভজন?"

"স্যার এখানকার এস. ডি. ও. স্যার. ও এবার এ.ডি.এম হবে স্যার।"

"কিন্তু এখানে তো এ. ডি এম-এর কোন পোস্ট নেই।"

"স্যার বৈকুণ্ঠপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার করার কথা বলছি স্যার।"

"কিন্তু সেখানে অন্য লোক আছে।"

মিশ্র সাহেব আর কিছু বলতে পারলেন না। এবারে চান্দা সাহেব উঠে এসে বলতে লাগলেন, "স্যার ও বেশ কিছুদিন এখানে আছে। টি. এন. এল. এফ-এর ব্যাপারে অনেক খোঁজ খবর রাখে। ও থাকলে আমাদের সুবিধা হবে স্যার।" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবার একটু সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আনমনে প্রশ্ন করলেন, "তাই?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তাহলে পরের বার যখন কলকাতা যাবেন মনে করিয়ে দেবেন।"

"ইয়েস স্যার।" চান্দা সাহেব মিশ্র সাহেবকে নিয়ে গিয়ে বসে পড়লেন।

সাড়ে বারোটায় ফ্লাইট। পৌনে বারোটা বেজে গেছে। মন্ত্রী বেরিয়ে পড়লেন। গাড়িতে উঠে বসতেই সাইরেন বাজিয়ে পাইলট চলতে শুরু করল। মন্ত্রীর গাড়ি স্টার্ট দিল। তার পিছনের গাড়িতে ডি.এম., এস. পি. উঠলেন। তারপর এসকর্ট কার। তার পিছনে বকুল গিয়ে তার গাড়িতে উঠল। মিনিট কুড়ির মধ্যে কনভয় এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভি. আই. পি. লাউঞ্জে বসলেন। খবর নিয়ে জানা গেল, ফ্লাইট একটু দেরিতে পৌঁছবে। ছাড়তেও একটু দেরি হবে। এখনও পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট বসতে হবে।

ডি. এম. এস. পি-র সঙ্গে বকুলও ঘরে বসেছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাকে নানা রকম কথা জিজ্ঞেস করছিল। বকুল উত্তর দিচ্ছিল। কথা বলতে বলতে বকুল হঠাৎ অমিত আগরওয়ালের ইন্টারিম্ অর্ডারের কথা তুলে ফেলল, "স্যার টাকা খাইয়ে এরকম একটা বেআইনি অর্ডার নিয়ে রেখেছে। যতই অন্যায় করুক কিছু করা যাচ্ছে না। আপনি যদি হাইকোর্টের পি.পি-কে একটু বলে দিতেন তাহলে ভালো হতো।" মন্ত্রী বোধহয় খুব লাইট মুডে ছিলেন তিনি আস্তে করে বললেন, "ও অর্ডারটা ভ্যাকেট হবে না। তুমি একদিন তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দাও।" মন্ত্রী কি বলতে চাইছেন বকুল সেটা বোঝার চেষ্টা করল। মন্ত্রী ডি. এম-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনারা তো প্রায়ই যান কিন্তু এখানে এরকম একটা অর্ডার হয়ে আছে সেকথা তো বলেন নি?"

"স্যার, আমি এবার গেলে ওটা দেখব স্যার।"

"হ্যাঁ পি.পি.-র সঙ্গে কথা বলে যদি কাজ না হয় তবে আমাকে জানাবেন। আমি এল. আর-কে বলে দেব।"

"ইয়েস স্যার।" কথা চলতে লাগল।

এয়ার হোস্টেস এসে নমস্কার করল। অর্থাৎ এবার যেতে হবে। মন্ত্রী গিয়ে প্লেনে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ি সরে গেল। সম্মুখে একজন লোক এসে দুহাতে টেবিল টেনিসের র‍্যাকেটের মতো দুটো বস্তু নিয়ে নাড়াতে শুরু করায় প্লেনটা চলতে শুরু করল। বকুলরা গাড়ির কাছে ফিরে এল। চান্দা সাহেব বিরক্তি সহকারে বকুলকে বলল, "অমিত আগরওয়ালের কেসের কথা বলার তোমার কি দরকার ছিল?" বকুল জবাব দিল, "স্যার অনেকদিন থেকে তো চেষ্টা করছি। কিছুতেই ভ্যাকেট করতে পারছি না। উনি বলে দিলে যদি হয়, এই জন্যই বললাম।" চান্দা সাহেব কোন উত্তর করলেন না। তবে বকুল বুঝল চান্দা সাহেব, মিশ্র সাহেব দুজনেই খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা গাড়িতে উঠে বসলেন। বকুল স্যালুট করে তার গাড়ির কাছে চলে গেল।

গাড়ি চলতে লাগল। বকুলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে সে এমন কি খারাপ কথা বলেছে? ইন্টারিম্ অর্ডারটা ভ্যাকেট করার দরকার। ডি. এম., এস. পি-কে কতবার বলেছে। তাঁরা কানই দেননি। বকুল অনেক ঘোরাঘুরি করেও ভ্যাকেট করাতে পারছে না। মন্ত্রী যদি একটু পি.পি-কে বলে দেন, তাহলে হয়ে যেতে পারে। তাই বলা। কিন্তু চান্দা সাহেব তাতেও অসন্তুষ্ট হলেন। ডি. এম. এবং এস.পি উপস্থিত থাকতে সে মন্ত্রীকে কথাটা বলেছে, সেটাই কি অসন্তোষের একমাত্র কারণ? না অন্য কিছু? কিন্তু কারো সঙ্গে যে প্রাণ খুলে সেসব কথা আলোচনা করবে সে সুযোগও তার নেই। বাড়িতে সে একা। বিবাহিত হয়েও সে অবিবাহিতের জীবন যাপন করছে। গরমের ছুটির পর সেই যে গেছে রোজি বকুলের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখে নি। সহকর্মীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা যায় না। এক মানববাবু এলে কিছু কথাবার্তা হয়। আর ফুলের সঙ্গে। ফুলের সঙ্গে কথা বললে বকুলের মনে হয়, ফুল তার সমস্যাগুলো বোঝে, দুঃখটা উপলব্ধি করতে পারে। সেইজন্য তার সঙ্গে বকুলের অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে। বকুলের মনে হয় ফুল তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। ফুল তাকে একান্ত করে পেতে চায়। সেও তো ফুলকে পেলে সুখী হয়। রোজির সঙ্গে যদি তার বিয়েটা না হত, তাহলে সে ফুলকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত। রোজির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্যই সে ফুলকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারছে না। আর যেহেতু বিয়ে করব ভাবতে পারছে না সেই হেতু প্রাণ খুলে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারছে না। ফুল অবশ্য একদিন কথায় কথায় বলছিল, "রোজিদি ডিভোর্স চান, আপনি..." আর কিছু সে উচ্চারণ করে নি। ফুল যে কি বলতে চায় বকুল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে মেনে নিতে পারে নি। এতদিন সে রোজিকে ডিভোর্স করে নি। এখন ডিভোর্স করে ফুলকে বিয়ে করলে সবাই বলবে ফুলকে বিয়ে করার জন্যই বকুল তার আগের স্ত্রীকে ডিভোর্স করল। হয় তো তার এই চিন্তার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু সে এর বাইরে ভাবতে পারে না।

ফুলের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য তার মনটা আনচান করতে লাগল। রুদ্রকে

বলল, "একবার মেডিকেল কলেজ হয়ে যাও।" গাড়ি মেডিকেল কলেজের রাস্তায় ঢুকল। বকুল ভাবতে লাগল, কোথায় গাড়ি নিয়ে যেতে বলবে। ফুল বলেছিল সামনে পরীক্ষা তাই এখন ক্লাস হচ্ছে না। তাহলে তার হোস্টেলে থাকার কথা। কিন্তু হোস্টেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে রুদ্র, বরুণ এরা কি ভাববে? তাছাড়া ওর বন্ধু-বান্ধবীরাই বা কি ভাববে? সে কিছু ঠিক করতে পারল না। রুদ্র জিজ্ঞেস করল, "স্যার কোথায় যাব?" বকুল চমকে উঠে বলল, "ভাইস প্রিন্সিপ্যালের অফিসে।"

গাড়ি এসে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের ঘরের সামনে দাঁড়াল। বকুল গাড়ি থেকে নেমে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দিকে গেল। তিনি ক্লাসে গেছেন। বকুল খুশিই হল। কোন দরকার নেই, দেখা হলে খানিকক্ষণ বসে বসে আমড়াগাছি করতে হত। সে ডাক্তার নন্দীর চেম্বারের দিকে গেল। ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে ফুলের ভালো সম্পর্ক আছে। তিনি যদি কোনরকম খোঁজ দেন। ডাক্তার নন্দী ঘরে ছিলেন, তিনি অনেক গল্প করলেন। বকুল আসায় খুশি হয়েছেন জানালেন। কিন্তু ফুলের প্রসঙ্গে কোন কথা তুললেন না। বকুল তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে গেল। রুদ্রকে বলল, "আউট পোস্টে চলুন।" আউট পোস্টের রাস্তাটা হোস্টেলের পাশ দিয়ে। বকুলের আশা, যাওয়ার পথে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া চেকপোস্টে সে কিছুক্ষণ থাকবে। সেই সময় যদি তার গাড়ি দেখে ফুল বাইরে আসে। তাছাড়া ফুল তো মাঠের দিকে বিকেলে মাঝে মাঝে বেড়াতেও বের হয়। সেরকম ফেরার পথে দেখা হয়ে যেতে পারে। হোস্টেলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বকুল হোস্টেলের দিকে তাকাল। কিন্তু বন্ধ দরজা জানালা ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ল না। আউটপোস্টে কে কে উপস্থিত আছে, কে কে ছুটিতে গেছে, কার কোন্ ডিউটি আছে এসব খুঁটিয়ে দেখার অছিলায় বকুল অনেকটা সময় সেখানে ব্যয় করল। তারপর গাড়িতে উঠে বসল। রুদ্র গাড়ি চালাতে লাগল। হেস্টেলের পাশ দিয়ে ফেরার সময় বকুল আবার সেইদিকে তাকাল। কয়েকজন মেয়েকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কিন্তু ফুলকে দেখতে পেল না। হতাশ মনে সে গাড়িতে বসে থাকল। গাড়ি এসে থামল অফিসের সামনে।

গাড়ি থেকে নামতেই রাখাল এগিয়ে এল। বকুলের ক্লান্ত লাগছিল। সে রাখালকে জিজ্ঞাসা করল, "জরুরি কোন খবর আছে?"

"না স্যার।"

"দেখা করার জন্য কেউ বসে নেই তো?"

"না স্যার।"

বকুল আর অফিসে ঢুকল না। সে সোজা ওপরে কোয়ার্টারে উঠে গেল। জামা কাপড় খুলে সে একটা চেয়ার নিয়ে ছাদের বারান্দায় বসল। মাধবীলতায় এত ফুল ফুটেছে যে ছাদের এ কোণটাকে পুরো লাল দেখাচ্ছে। বারান্দার কাছে মল্লিকা গাছটাতে ক'টা সাদা মল্লিকা ফুটেছে। তার থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আকাশে মেঘ করেছে। মাঝে মাঝে

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এখন ওপাশের কাঁঠাল গাছটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। তাতে এই জুলাই মাসেও বকুলের শীত শীত করছে, বকুল উঠে গিয়ে একটা বিছানার চাদর জড়িয়ে এল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে বসে থাকতে পারল না। টেলিফোনটা বেজে উঠল। রাখাল জানাল, "রজনী বলে একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আপনি নাকি রজনী বললেই বুঝবেন।"

বকুল বুঝল মানুজা হোটেল থেকে কোনরকম খবর এসেছে। এই মানুজা হোটেলের মালিক বকুলের এক সিনিয়র আই. পি. এস. অফিসারের আত্মীয়। সেই সুবাদে সে যাবতীয় বেআইনী কাজ বুক ফুলিয়ে করে যায়। মদ, মেয়েছেলে, জুয়া তো আছেই। অনেক খুনের ঘটনাও এই হোটেলে ঘটেছে। যদি কোন ভিনদেশী লোক বেশী টাকা নিয়ে এই হোটেলে না জেনে উঠল তাহলে তার প্রাণ নিয়ে ফেরার আশা কম। বকুল জয়েন করার মাসখানেক আগেই এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাতে পুলিশ তাদের কিছুই বলে নি। বকুল আসার পর সেরকম বড় ঘটনা কিছু ঘটে নি। তবে মদ, মেয়েছেলে, জুয়ার কারবার চলছেই। আইন অনুসারে সপ্তাহের একদিন মদ বিক্রি করা নিষিদ্ধ। সেদিন বার বন্ধ থাকে। লোকে বলে ড্রাই ডে। বৃহস্পতিবার বৈকুণ্ঠপুরে ড্রাই ডে। কিন্তু মানুজাতে কোন ড্রাই ডে নেই। বৃহস্পতিবারেও সেখানে বার খোলা থাকে। এতে অন্য হোটেলের মালিকদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়। ব্রডওয়ে হোটেলে রেইডের পর তারা একদিন এসে বকুলের কাছে অভিযোগ করল। বকুল হঠাৎ করে হোটেলে হানা দিয়ে দেখল, ড্রাই ডে-তেও বার খোলা আছে। মদ সার্ভ হচ্ছে। সে মদের বোতলগুলো সিজ করে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চান্দা সাহেব বকুলকে কিছু না জানিয়ে থানার ও. সি. -কে বলে সে মদের বোতল মানুজা হোটেলে ফেরত পাঠিয়েছিল। কেসেরও ফাইনাল রিপোর্ট হয়ে গিয়েছিল। বকুল চান্দা সাহেবের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। চান্দা সাহেব বলেছিলেন, "আমি ওনাকে একটা ব্যাপারের জন্য কাল্টিভেট করছি। এরপর কিছু করতে হলে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিও। "

সেই থেকে মানুজা হোটেলের মালিক বকুলকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না। এটা বকুলের সহ্যের অতীত। সে এখানে অ্যাডিশনাল এস. পি. থাকবে অথচ মানুজার মালিক যা খুশি তাই করবে এটা চলতে পারে না। অবস্থা চরমে পৌঁছেছিল যখন ও পাড়ায় দু'দল ছেলেতে চাঁদা তোলা নিয়ে ঝগড়া করেছিল। বকুল একটা মোবাইল ভ্যান ডেকে মীমাংসার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু মানুজার মালিক ভ্যানের এ. এস আই.-কে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এ. এস. আই. এসে সেকথা বলাতে বকুল এ. এস. আই-কে বলেছিল "এক্ষুনি লোকজন নিয়ে যান ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন। যদি না আসে তবে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসুন।" এ. এস. আই. বেরিয়ে গিয়েছিল, অ্যারেস্ট করে আনতে হয় নি। সে স্বেচ্ছায় এসে বকুলের কাছে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বকুলের রাগ তাতেও পড়ে নি। যেখানেই বাধা সেখানেই যেন তার জেদ চাপে

বেশি। সে মানুজা হোটেলের দুয়েকজন কর্মচারীকে খবরা-খবরের জন্য ঠিক করেছে। চান্দা সাহেবকে সে সব খবর দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চায় মানুজার মালিককে প্রোটেকশান দিয়ে তিনি ভালো কাজ করেন নি। রজনী সেই খবর নিয়ে এসেছে। বকুল নিচে নেমে গেল।

রজনী এগিয়ে এসে বলল, "স্যার, আজ মানুজার তেত্রিশ নম্বর ঘরে বিনয় ব্যানার্জী একটি মেয়েকে নিয়ে উঠেছেন।"

"মেয়েটি কে?"

"মিলন পল্লীর সমরের বোন, সমরকে বিমুলে চাকরি করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটির বয়স আঠের-উনিশের বেশি হবে না।"

বকুল এরকম খবরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ট্রেড ইউনিয়ন লিডার। চাকরি করে দেবার লোভ দেখিয়ে মেয়ে নিয়ে এসে হোটেলে উঠেছে। কথাটা পার্টির নেতাদের জানানো দরকার। কিন্তু এখানে পার্টির নেতা তো গৌর কুন্ডু। বিনয় ব্যানার্জী তার কাছের লোক। বিনয় ব্যানার্জীর গাড়ি চড়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। তাকে জানিয়ে কোন লাভ নেই। সে চান্দা সাহেবকেই জানাবে।

সে সার্কিট হাউসে ফোন করল। সার্কিট হাউসের জমাদার জানাল যে সাহেবরা সন্ধ্যা বেলাতেই লামলিং রওনা হয়ে গেছেন। এতক্ষণ বোধ হয় পৌঁছেও গেছেন। বকুল লামলিং-এ ফোন করল। চান্দা সাহেব বললেন, "তুমি আমাকে একটা দিন সময় দাও। আমি আজই কথা বলে নিচ্ছি। তোমাকে কাল জানাব।" বকুল তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে মানুজা হোটেলের মালিককে ফোন করল, "আপনার হোটেলের তেত্রিশ নম্বর ঘরে এখন বিনয় ব্যানার্জী একটা মেয়েকে নিয়ে আছে?"

"হুজুর, বিনয় ব্যানার্জী আছে। সঙ্গে একটি মেয়ে আছে। কাউকে সঙ্গে করে আনলে আমি কি করব?"

"বিনয় ব্যানার্জীর তো বাড়ি এখানে। সে আপনার হোটেলে রুম ভাড়া নেয় কেন? আর আপনি বিনয় ব্যানার্জীকে তো চেনেন। রুম ভাড়া নিতে হলে রেজিস্টারে নাম ঠিকানা লিখতে হয়। আপনার রেজিস্টারে কি বিনয় ব্যানার্জীর নাম লেখা আছে?"

"হুজুর পার্টির লোক। এসে বললে তো আমি না করতে পারি নে। তাহলে আমার হোটেলই উঠে যাবে।"

"তাহলে আপনি আপনার হোটেল ওভাবেই রক্ষা করুন। কিন্তু আমার তরফ থেকে এটাই লাস্ট ওয়ার্নিং। এরপরে এরকম ঘটলে হোটেলে রেইড হবে। তারজন্য আপনি আমাকে কিছু বলতে আসবেন না।"

বকুল টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভাবতে লাগল। সে টেলিফোনে বলে তো দিল এরপর কিছু হলে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু সে কি সত্যই ব্যবস্থা নিতে পারবে? চান্দাসাহেব যদি অনুমতি না দেন। সে চান্দা সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। বোঝাতে না পারলে সে যা ভালো বুঝবে করবে। তারপর যা হবার হবে।

ছাব্বিশ

সুন্দর একটা শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের সম্মুখে জলের ফোয়ারা। বাতাসে সেই ফোয়ারার জলের কণা এসে গায়ে পড়ছে। ফোয়ারার ওপাশে শ্বেতবসনা এক রাজকুমারী সাদা ফুলের মালা নিয়ে কার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজকুমারীর মুখটা হঠাৎ ফুলের মতো মনে হল। আর প্রাসাদ তো নয়—ওটা বকুলের কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের খোলা ছাদের রাশি রাশি ফুল সমেত মাধবীলতার পাশে ফুল রজনীগন্ধার মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বকুল খোলা ছাদের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আছে। ফুল এগিয়ে আসতে সে উঠে দাঁড়াল। ফুল তার হাতের মালাটি বকুলের গলায় পরিয়ে দিল। বকুলের মনে হল তারও উচিত ফুলের গলায় একটা মালা পরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তার মালা কই? ওদিক থেকে রোজি বেরিয়ে এল। সে চোখ কটমট করে বকুলের গলার মালাটা ধরে একটা হেঁচকা টান দিল। গলায় খ্যাচ করে লাগতে বকুলের ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নের রেশটুকু তখনও বুকের মাঝে মধুর অনুভূতি হয়ে লেগে আছে। এই মাত্র ফুল তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল। রোজি কেন যে এল। না হলে তো সে ফুলকে আরও খানিকক্ষণ কাছে পেত। সে চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করল, যদি আবার ফুলকে স্বপ্নে দেখতে পায়। কিন্তু ঘুম এল না। ঘুরে ফিরে মালা হাতে ফুলের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। স্বপ্নে ফুলকে যেন আরও বেশি কোমল, আরও অনেক বেশি মায়াবী মনে হচ্ছিল! বকুল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কিন্তু ফুলের ছবিটা বুকের মধ্যে গেঁথে থাকল। বকুল হাত মুখ ধুয়ে ছাদের বারান্দায় এল। মাধবীলতায় রাশি রাশি লাল ফুল এখনও আছে। কিন্তু স্বপ্নের মতো মালা হাতে ফুল নেই। বকুলের বুকের ভিতরটা কিরকম হাহাকার করতে লাগল। ফুল এখন কি করছে? হয়ত হাতমুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। বকুল হারমোনিয়ামটা নিয়ে বিছানার ওপর বসল। অতুলপ্রসাদের সেই গানটা গাইতে লাগল,

মনপথে এলে বনহরিণী, একি মনোহারিণী,
তার সজল কাজল আঁখি কেন তা নাহি জানি।।

গান গেয়ে মনটা একটু হালকা হলে বকুল স্নান খাওয়া করে অফিসে নামল। দেখল, ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টার সলিল সেন বসে আছে। সে বলল, "স্যার, আমাদের খবর হচ্ছে আজ টি. এন. এল. এফ. বুধিয়াতে একটা মিটিং করবে।" সে বকুলের হাতে লিফলেট ধরিয়ে দিল। বকুল পড়ে দেখল, টি. এন. এল. এফ.- এর লোকাল কমিটি বিকেল তিনটের সময় বুধিয়া প্রাইমারি স্কুলে একটা মিটিং ডেকেছে।

বুধিয়া বৈকুণ্ঠপুর মহকুমায় হলেও পাহাড়ের কোলে। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ অবাঙালী উপজাতি শ্রেণীর। পাহাড়ের দেখাদেখি এখানেও টি. এন. এল. এফ. পার্টি গড়ে উঠেছে। তবে এতদিন যা কিছু হত তা গোপনে। প্রকাশ্য মিটিং টি. এন. এল. এফ.

এর আগে এখানে করে নি। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সমেত অন্যান্য ভি. আই. পি.-দের সাথে বিধান সুব্বার আলাপ আলোচনা এবং সরকারি বিমানে করে তাকে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার দেখে বোধ হয় এরা একটু বেশি ধরণের উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। তারই ফল এই মিটিং। কিন্তু শুধু মিটিং করলে তার কি করার আছে। সাদা পোশাকে লোক রেখে তারা কি আলোচনা করছে তা নোট করতে পারে। তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এখন এত বেশি স্পর্শকাতর যে এস. পি.-র সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। বকুল চান্দা সাহেবকে ফোন করল। সব শুনে চান্দা সাহেব বললেন, "তুমি অতিলালবাড়ি চলে যাও। মিটিং কিছুতেই হবে না। যারা মিটিং করতে আসবে তাদের সকলকে অ্যারেস্ট করবে। অস্ত্রশস্ত্র যা পাবে সিজ করবে। দরকার হলে তুমি মাখনা ক্যাম্প থেকে এক প্লেটুন সি. আর. পি. এফ. নিয়ে নাও।"

বকুল মাখনা ক্যাম্পে রিকুইজিশান পাঠিয়ে আতিলালবাড়ি থানায় চলে গেল। থানা থেকে সাদা পোশাকে জনা চারেক পুলিসকে খোঁজ নিতে পাঠাল। ঘন্টা দেড়েক পরে তারা ফিরে এসে জানাল, স্কুলের মাঠে একটা মিটিং হবে বলছে। তবে বাইরে থেকে কেউ আসবে না। স্থানীয় যুবক ছেলেরাই মিটিং করবে। টি. এন. এল. এফ.-এর ফ্ল্যাগ যোগাড় করেছে। স্কুলের বেঞ্চগুলোও মাঠে নামাচ্ছে।

বকুল ঐ এলাকাটা ভালোভাবে চেনে এরকম কয়েকজন লোককে যোগাড় করার জন্য ও. সি.-কে বলল। ও. সি. প্রদ্যুৎ আচার্যি বলল, "স্যার আমিও চিনি। আর ছোটবাবুও চেনেন।" বকুল জানাল, "তাহলে আপনারা থাকলেই হবে।"

আড়াইটের সময় সি. আর. পি. এফ. প্লেটুন পৌঁছে গেল। বকুল একটা সেকশানের সঙ্গে বড়বাবু, আর একটা সেকশানের সঙ্গে ছোটবাবুকে দিয়ে তৃতীয় সেকশানের সঙ্গে নিজে থাকল। ঠিক হল তিনটি সেকশান মিটিং আরম্ভ হওয়ার পর তিন দিক থেকে স্কুলের মাঠটাকে ঘিরে ফেলবে। অন্যদিকে থাকবে স্কুলের বাড়িটা। তাহলে ওরা কেউ পালাতে পারবে না। সকলেই ধরা পড়ে যাবে। কোনো অবস্থাতেই আমাদের লোকেরা এলোমেলো গুলি চালাবে না। সেরকমভাবে আক্রান্ত না হলে গুলিই চালাবে না। বকুল ইতিমধ্যে একটা স্কেচম্যাপ এঁকেছিল। সেটা দেখিয়ে তিনটি দলকেই তাদের রুট বুঝিয়ে দেওয়া হল। বড়বাবু যে দলে আছে সেটা লোহাগড় হয়ে পিছনের দিক দিয়ে আসবে। ওদের সব থেকে বেশি সময় লাগবে। ওদের তিনটের সময়ই রওনা করিয়ে দিল। মিনিট দশেক পরে ছোটবাবুর দল রওনা হয়ে গেল। এটি চ্যাংমারি হয়ে পুবের দিক থেকে আসবে। বকুল তার দল নিয়ে পশ্চিমের দিক থেকে এগুতে লাগল। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। মাঝে মাঝে কাদাও আছে। তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না। পৌনে চারটে নাগাদ তারা স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছল। ততক্ষণে ছোটবাবুর দলও কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু বড়বাবুর দল পৌঁছুতে পারে নি। বকুল আর টি-তে বাকি দুটো দলের সঙ্গে যোগাযোগ করল। বড়বাবুর দল কাছাকাছি চলে এলে সকলকে এগুতে বলল।

ততক্ষনে মিটিং শুরু হয়ে গেছে। একজন বক্তা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, "হামিহরু লোকাল গভর্নমেন্ট মাগদই না, হিল কাউন্সিল মাগদই না, হামিহরু ট্রাইবালল্যান্ড মাগছু,

হামিহরু...।" বকুলরা তিন দিক থেকে এসে মিটিংটাকে ঘিরে ফেলল। পুলিস দেখে কেউ পালাতে গেল, কেউ বসেই থাকল। বক্তৃতা চলতেই লাগল। পুলিশ সকলকেই অ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলল। দুয়েকজন ছিটকে পালিয়ে গেল। অবশেষে বক্তৃতাকারীকেও পুলিশ ধরল।

মোট পঁচিশজন লোক ধরা পড়ল। তাদের কাছ থেকে চারখানা ধনকু, খান পনের তীর এবং খান বিশেক কুক্‌রি পাওয়া গেল। বকুল বড়বাবুকে সেগুলি সিজ করে নিতে বলল। সকলকে নিয়ে তারা অতিলালবাড়ি থানায় রওনা হল। রাস্তায় সেই বক্তৃতাকারী, যে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বলে নিজের পরিচয় দিল, বকুলকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনি আমাদের অ্যারেস্ট করলেন কেন? আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং করছিলাম। এটা তো কোনো অন্যায় নয়। এ অধিকার আমাদেরকে সংবিধানে দেওয়া আছে।" বকুল ভারি বিব্রত বোধ করল। তবুও বলল, "সংবিধানে নিরস্ত্রভাবে মিটিং করার অধিকার দেওয়া আছে। কিন্তু আপনারা তীর-ধনকু, কুক্‌রি প্রভৃতি বিপজ্জনক অস্ত্র নিয়ে মিটিং করছিলেন।"

"স্যার, এরকম অস্ত্র নিয়ে মিটিং তো কলকাতার মাঠেও হয়। আপনারা তো তাদের ধরেন না?"

বকুল তার একথা না শোনার ভান করে। যে কথার কোনো উত্তর নেই সেকথা না শোনাই বুদ্ধিমানের কাজ। লোকটি বোধহয় বকুলের দুর্বলতা বুঝতে পারে। সে আবার বলে ওঠে, "এই তো বৈকুণ্ঠপুরেও লালপার্টির লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে মিটিং করল। তাতে পাশের গ্রাম থেকে তীর-ধনুক গিয়েছিল। আপনারা তো একজনকেও ধরেন নি!" বকুলের এবার একটা পয়েন্ট মাথায় এল। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, "ওরা মিটিং করার জন্য পারমিশান নিয়েছিল। কিন্তু আপনারা কি পারমিশন নিয়েছিলেন? আপনি বলছেন, ঐ স্কুলের শিক্ষক। তা ওটা তো সরকারি জায়গা। সরকারি জায়গায় মিটিং করবেন পারমিশান নেবেন না?" এবার লোকটি আর কোন কথা বলে না।

গাড়ি থানায় এসে পৌঁছায়। ধৃতদের থানায় নামিয়ে দিয়ে বকুল অফিস রওনা হয়। অফিসে এসে চান্দা সাহেবকে ফোনে ধরে। সব শুনে তিনি জানতে চান, 'অস্ত্রশস্ত্র কি কি পাওয়া গেল?"

"স্যার চারখানা ধনকু, পনেরখানা তীর আর বিশখানা কুক্‌রি পাওয়া গেছে।"

"আর বন্দুক বোমা-পিস্তল-পাইপগান এসব?"

"ওসব কিছু পাওয়া যায় নি স্যার"?

"আচ্ছা ঐ তীর ধনুকের সংখ্যাটা একটু বাড়িয়ে দাও। আর বলো যে ওদের কাছ থেকে তিরিশটা বোম, পাঁচটা পাইপগান এবং দুটো বন্দুকও পাওয়া গেছে।"

"কিন্তু সত্যি বলতে ওগুলো পাওয়া যায় নি তো স্যার।"

"সে তো আমিও জানি। কিন্তু তুমি যখন বলছ তখন পাওয়া গেছে।"

"কিন্তু কেসে ওসব লিখলে তো কোর্টে ওগুলো প্রডিউস করতে হবে স্যার।"

"তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ও.সি-কে বলে দিচ্ছি। সে ব্যবস্থা করে

দেবে। তুমি শুধু সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলে বলো।”

“আমি স্যার...।”

“আচ্ছা তোমাকে বলতে হবে না, আমিই বলব। তবে তোমাকে জিজ্ঞেস করলে তুমি উল্টো-পাল্টা কিছু বলো না।”

চান্দা সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন। বকুল ফোন নামিয়ে রেখে ভাবতে লাগল, কেন এই মিথ্যাভাষণ? এখানকার সমস্যাটাকে বড় করে দেখানো? না সেই সমস্যা সমাধানে সফল হওয়ার জন্য ক্রেডিট নেওয়া? যাই হোক এতে করে ওপরের লোকেরা তো সমস্যার প্রকৃত রূপটা দেখতে পাচ্ছে না। এরকম মিথ্যা খবর শুনে বিভ্রান্ত হচ্ছে। না ওপরের লোকরা এরকমই চায়? চাইলেই বা সে করতে যাবে কেন? সেও তো একজন মানুষ। সে অন্যায় কাজ করে মিথ্যা কথা বলে অমানুষ হতে যাবে কেন?

বকুল এসব যখন ভাবছে তখন প্রায় দল বেঁধে সাংবাদিকরা ঢুকলেন। ঢুকেই দিব্যেন্দু সাহা জিজ্ঞেস করল, “শুনলাম বুধিয়া টি. এন. এল. এফ-এর বিরুদ্ধে একটা বড় অপারেশন হয়েছে। কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে বলবেন?” পাশ থেকে বিপ্লব সরকার যোগ করল, “অস্ত্রশস্ত্র কি কি উদ্ধার হয়েছে তাও একটু বলবেন।” বকুল জানাল, “ঠিক হয়েছে, এ ব্যাপারে যা বলবার চান্দা সাহেবই বলবেন।” পি. টি. আই-এর সংবাদদাতা বললেন, “চান্দা সাহেব তো বলেইছেন। আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।” বকুল বলল, “আমাদের সার্ভিসে জুনিয়র অফিসাররা কিছু বললে সিনিয়ার অফিসাররা মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু সিনিয়ার অফিসার কিছু বললে, তার জুনিয়ররা তার ওপর মন্তব্য করতে পারে না।” বিপ্লব সরকার বলল, “কিন্তু আপনার নেতৃত্বে তো অপারেশনটা হয়েছে। মন্তব্য নয়, আমরা আপনার কথাও শুনতে চাই।” বকুল উত্তর দিল, “চান্দা সাহেব যা বলেছেন সেটা আমার কাছে শুনেই তো। এরপর আমার আর কিছু বলার থাকতে পারে না।”

দিবেন্দু সাহা বলল, “ঠিক আছে, অফ দি রেকর্ড।” বকুল বলল, “দেখুন, এস. পি. যেখানে নিজে বলেছেন সেখানে অন দি রেকর্ড, অফ দি রেকর্ড কোনোভাবেই আমার কিছু বলার নেই। আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।”

বকুলের উপর বলতে গেলে বিরক্ত হয়েই সাংবাদিকরা একে একে চলে গেলেন। শুধু মানব রায় থাকলেন। সবাই চলে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কি ব্যাপার বলুন তো। আপনি তো সাংবাদিকদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করেন না!”

“কি করব বলুন? কোনো উপায় নেই।”

“খবরের জন্য নয়। কি হয়েছে ব্যাপারটা আমাকে বলতে পারেন?”

“পারি, সেটা যদি থার্ড পারসন না হয়।”

“বলুন, আমি কাউকে বলব না।”

“একথা সত্য ওরা একটা মিটিং করছিল। মিটিং-এ ট্রাইবালল্যাণ্ডের দাবিও তুলেছিল। কিন্তু ওরা এমন কিছু কাজ করেনি যাতে ওদের অ্যারেস্ট করা যায়। তবুও ওদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সেরকমই নির্দেশ ছিল।”

"ক'জন অ্যারেস্ট হয়েছে?"

"পঁচিশজন। ওদের কাছ থেকে চারখানা ধনুক পনেরখানা তীর ও বিশ খানা কুক্‌রি পাওয়া গেছে। তা চান্দা সাহেব বললেন, তীর-ধনকুটা একটু বাড়িয়ে দাও। আর বলো, ওদের কাছে থেকে তিরিশটা বোম, পাঁচটা পাইপগান এবং দুটো বন্দুকও পাওয়া গেছে।"

"হুঁ।" মানববাবু চুপ মেরে গেলেন। খানিক পরে আস্তে আস্তে বললেন, "তাহলে আমরা যেসব বড় বড় খবর করছি, সেগুলোও কি এরকম ঘরে বসে ম্যানুফ্যাক্‌চার করা?"

"তা আমি বলতে পারব না।"

"আপনি আর কি করে বলবেন? কি করবেন, এসব লোকের সঙ্গে যখন চাকরি করছেন কিছুটা মানিয়ে নিতে হবে। কারণ এরাই আপনার এ.সি. আর লিখবে। আর ওর উপরেই আপনার ভবিষ্যত নির্ভর করবে।"

মানববাবু উঠে পড়লেন। বকুল বলল, "উঠছেন কেন?" মানববাবু উত্তর দিলেন, কি করব? আপনাকে তো আমি সান্ত্বনা দিতে পারব না।" তিনি চলে গেলেন। বকুল ওপরে উঠে পোশাক ছাড়ল। হাত মুখ ধুয়ে রেডিওটা খুলল।

আকাশবানীর স্থানীয় সংবাদে বুধিয়ার কথা বলল। বলল, "আজ বিকেলে পুলিশ অতিলালবাড়ি থানার বুধিয়া অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র সমেত পঁচিশ-জন টি. এন. এল. এফ উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে।" বকুল বুঝল, তার সঙ্গে কথা বলার পর মানববাবু খুব সতর্ক ভাষায় তাঁর খবর পাঠিয়েছেন। চান্দা সাহেব বলতে পারবেন না, যে তিনি যা বলেছেন তা খবর হয়নি। আবার খবরে এমন কিছু নেই যাতে বকুলের আপত্তি থাকতে পারে।

কিন্তু পরের দিন সকালে স্থানীয় দৈনিকে বড় বড় হেডলাইনে সেই গল্প বের হল। কিভাবে বকুলের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সশস্ত্র টি. এন্. এল. এফ. উগ্রপন্থীদের অ্যারেস্ট করল এবং তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ তীর ধনুক কুক্‌রি ছাড়াও তিরিশটি বোমা, পাঁচটি পাইপগান এবং দুটি বন্দুক উদ্ধার করল সেকথা সবিস্তারে ছাপা হল। কলকাতার কাগজগুলোতেও একই রকম খবর ছাপা হল। বকুল ভাবতে লাগল, দেশের অন্য অংশের লোক তো কিছু জানে না। তারা ভাবছে, যা ছাপা হয়েছে তাই সত্য। কিন্তু যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তারা এবং সেই গ্রামের লোকেরা। তারা কি ভাবছে? তারা তো জানে আসলে কি ঘটেছে। তারা নিশ্চয় তাকে মিথ্যাবাদী-ঠগ-জোচ্চোর ভাবছে।

বকুলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। অফিসের যে কাজগুলো না করলেই নয়, সেগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ভাবল, একবার ফুলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু কি করে যাবে? গাড়ি নিয়ে গেলে সঙ্গে ড্রাইভার সিকিউরিটি থাকে। মেয়েদের হোস্টেলে তাদের নিয়ে যেতে লজ্জা করে। আবার বাসে যেতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা। ঝামেলার এখানেই শেষ নয়। হোস্টেলে গিয়ে ফুলকে ডাকাও একটা ঝামেলা। অন্য নাম বললে ফুল আবার চিনতে পারবে না। আবার সত্যি নাম বললে জানাজানি হয়ে যাবে। ভেবে যখন কিছুই

ঠিক করতে পারছেনা তখন সে হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিল, সে বাসেই যাবে। দেখা যাক কি হয়। বকুল রিডারবাবুকে বলল, "আমি একটু বেরুচ্ছি ডি এস. পি. সাহেবকে একটু অফিসে থাকতে বলবেন।"

বকুলকে অফিস থেকে বেরুতে দেখে পাসোয়ানও বেরিয়ে এল, "স্যার আমি আসব তো?" "না আপনাকে আর আসতে হবে না। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব।" বকুলের কথাটা পাসোয়ানের পছন্দ হল না। কখন কোথায় কোন দিকে থেকে বিপদ আসে বলা যায়? তাই পাসোয়ান সব সময়ই সাহেবের কাছে কাছে থাকে। সে অফিসে ফিরে এল। বকুল হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে মেডিকেল কলেজের বাসে উঠে পড়ল।

বাসের আশ-পাশের লোক ততটা খেয়াল করে নি। কিন্তু ভাড়া নিতে গিয়ে কণ্ডাকটর চিনে ফেলল, "স্যার আপনি?" বকুল ইশারায় তাকে থামতে বলল। চুপি চুপি জানাল, "কাজ আছে।" কিন্তু ব্যাপারটা আশ-পাশের লোকের চোখ এড়াল না। তারা বকুলের দিকে তাকাতে লাগল। ফিসফিস করে একটা গুঞ্জন উঠল। বকুলের কানে এল, কে যেন বলছে, "নিশ্চয় কোনো রেইডে যাচ্ছে"। আরেকজন বলছে, 'চল, দেখব কি হয়!' বকুলের অস্বস্তি লাগতে লাগল। মনে হল, এর থেকে গাড়িতে আসাই ভালো ছিল।

বাস এসে মেডিকেল কলেজে থামল। বকুল অফিসের পাস দিয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে হোস্টেলে চলে এল। কিন্তু নিচে কাউকে দেখতে পেল না। ফুলের ঘর তিন-তলায়। মেয়েদের হোস্টেল। একা একা ওপরে যাওয়া ঠিক হবে কি? বকুল ঠিক করতে পারছিল না। এমন সময় একজন মাঝবয়সী ময়লা মতো মেয়ে বেরিয়ে এল। বকুল তাকে বলল, "তিনতলায় থাকে, ফুলঝুরি সান্যালকে একটু ডেকে দেবেন?" মেয়েটি বকুলের মুখের দিকে একবার চাইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কে ডাকছে, বলব?" বকুল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বৈকুণ্ঠপুর থেকে বকুল এসেছে বললেই হবে।" মেয়েটি ঠোঁট চেপে এমনভাবে হাসল যে সে বোঝাতে চাইল, 'আর বলতে হবে না, বুঝেছি।'

মেয়েটি ওপরে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সালোয়ার কামিজ পরে ফুল নেমে এল, "কি ব্যাপার আপনি হঠাৎ?"

"চলে এলাম।"

"গাড়ি কোথায়?"

"গাড়ি আনি নি।"

"তাহলে?"

"বাসে এসেছি।"

"কেন?"

"গাড়ি আনলে ড্রাইভার সিকিউরিটি থাকে। এদিকে আসতে লজ্জা করে। সেদিন এসেও ফিরে গেছি।"

"তাই?" ফুল মৃদু হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "কিন্তু যেসব কাজ করে বেড়াচ্ছেন, তাতে একা একা বেরোতে ভয় করে না?"

"হ্যাঁ, ভয় তো করে। অন্ততঃ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বলে মনে হয়। কিন্তু কি করব? তোমার সঙ্গেও দেখা করতে ইচ্ছে করে।"

" সে ইচ্ছেটা কখন করে? সারাদিন তো ঐ সব করে বেড়ান। আজকে আবার কাগজে দেখলাম, বুধিয়ায় বোমা-বন্দুক-পাইপগান নিয়ে টি. এন. এল. এফ. উগ্রপন্থী ধরেছেন। ওরা একা পেলে কি ছেড়ে দেবে?"

"তা দেবে না। তবে খবরটার সবখানি ঠিক নয়। মিথ্যা খবর ছাপা হয়েছে। আমি ঐ ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।"

"আমার ঘরে বসবেন, না বাইরে যাবেন?"

"মেয়েদের হোস্টেল তো। আমার কেমন সঙ্কোচ লাভে। বাইরেই ভালো?

"তাহলে ঐ রাস্তার দিকে যাই।"

"ওদিকে তো অনেক লোক, কার সামনে পড়ে যাব। তখন তার সঙ্গেই বকবক কর!"

"না, কে দেখে ফেলবে বলে ভয়? লোকে কি ভাববে সেটা নিয়ে আপনি কেন যে এত ভাবেন? সব সময়, 'পাছে লোকে কিছু বলে?' আমার একদম ভালো লাগে না। ঠিক আছে, চলুন হোস্টেলের পিছনের পুকুর পাড়ে বসব।"

ফুল হাঁটতে লাগল, বকুল পিছনে পিছনে। পুকুরের পাড়ে একটা বেঞ্চ ছিল। ফুল গিয়ে সেখানে বসল। বকুল পাশে বসে পড়ল।

বকুল বুধিয়ার ঘটনাটা বলে তার মনের কষ্টের কথা বলল। ফুল সব কথা শুনে বলল, "কি আর করবেন? সৎভাবে থাকতে গেলে তো সংঘাত আসবেই। তবে আপনার এ চাকরিতে আসা উচিত হয়নি।"

"ফুল, তুমিও বলছ?"

" কেন? এর আগে আর কেউ বলছে নাকি?"

"বন্ধুরা সবাই আমার আই. পি. এস-এ জয়েন করার বিরোধী ছিল। তাদের বক্তব্য পুলিশে ঢুকলে আমি খারাপ হয়ে যাব। শুধু আমার একজন প্রফেসর বলেছিলেন, "তাহলে কি পুলিশে ভালো লোক যাবে না? ভালো লোক না গেলে পুলিশ ভালো হবে কি করে? তোমার মতো ছেলেদেরই পুলিসে যাওয়া উচিত। আমি সেই যুক্তিতে নির্ভর করে বন্ধুদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে আই. পি. এস-এ ঢুকেছিলাম, যে আমি পুলিশে চাকরি করেও ভালো থাকব।"

"কিন্তু পারছেন কই?"

"কেন?"

"আপনি তো নিজেই বলছেন যে লোকগুলি এমন কোনো অন্যায় করে নি যার জন্য তাদের অ্যারেস্ট করা যায়। তবুও আপনি তাদের অ্যারেস্ট করেছেন। তাহলে আপনি ভালো থাকলেন কই?"

বকুল বুঝতে পারল যে, ফুল যা বলছে তার কোনো উত্তর নেই। বকুলের মনে পড়ল, ফুল অতিলাল ছাত্র সংগঠন করে। টি. এন. এল. এফ-এর সেপারেটিজমকে অতিলালরা সমর্থন না করলেও তাদের অনেক দাবিই তারা ন্যায্য মনে করে। তারা পুলিশি

দমননীতিরও বিরুদ্ধে। এ নীতিকে বকুলও ঠিক মেনে নিতে পারে না। তাই মনে হল ফুল ঠিকই বলছে। সে কাতর কণ্ঠে বলল, "ফুল তাহলে আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস ক'র, আমি খারাপ হতে চাই নে।"

"আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার বিশ্বাস করা না করায় কি এসে যায়?"

"আমার এসে যায়। বল তুমি বিশ্বাস কর?"

"করি।"

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। বকুল নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, "ফুল, অনেকদিন তোমার গান শুনি নি। একটা গান শোনাও না।"

"এখানে বসে গান? আপনার মাথা খারাপ হয় নি তো?"

"মাথা খারাপ হয় নি। শুধু মনটা খারাপ হয়েছে। তোমার গান শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। একটা শোনাও।"

"শুনে কি হবে?"

"সেটা আমি বলতে পারব না। এই যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এতটা রাস্তা বাসে করে এলাম। যদি প্রশ্ন কর, কেন এলাম? আমি উত্তর দিতে পারব না।"

ফুল আর কোনো কথা বলল না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে গান ধরল,

"আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণেরও আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।।"

বকুল দেখল ফুল গভীর দরদ দিয়ে গানটা গাইছে। "যতই দেখি তারে ততই দহি আপন মন জ্বালা নীরবে সহি" অংশটুকুতে তো হৃদয়ের সবটুকু আকুতি যেন ঢেলে দিল। গান শেষ হলে বকুল বলল, "ফুল, তুমিও দুঃখের গান শোনালে!"

"কি করব বলুন? বুকে গভীর দুঃখ নিয়েও সুখের গান গাইবার মতো মানসিক শক্তি আমি এখনও অর্জন করতে পারি নি।"

"তোমার জীবনেও এত দুঃখ?"

"ডাক্তারি পড়তে এসেছিলাম। এসে জড়িয়ে পড়লাম রাজনীতিতে। ঘটনাচক্রে দেখা হল আপনার সঙ্গে। আপনার সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং আন্তরিক ব্যবহার দেখে ভালো লাগল। আপনি বিবাহিত সেকথা আমি জানতাম না। যখন জানলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও নিজেকে সংযত করতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছে হল না। স্রোতে ভেসে গেলাম। এখন আপনার তো স্ত্রী আছে, সংসার আছে, ন্যায়নীতির কবচ আছে। কিন্তু আমার কি আছে? আমি আজ যেখানে এসেছি সেখানে সামনে এগুবার পথ নেই। পিছনে যে ফিরে আসব, তারও উপায় নেই। দুঃখ আমার জীবনে হবে না তো, কার জীবনে হবে?"

বকুল কোনো উত্তর দিতে পারল না। ফুল উঠে পড়ল। বকুল তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। হোস্টেলের কাছে এসে ফুল হাত নেড়ে বিদায় জানাল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। একবারও 'আবার আসতে' বলল না। বকুলও ফুলকে আর যেতে বলতে পারল না। চরম নৈঃশব্দের মধ্যে ফুল বিদায় নিয়ে হোস্টেলে ঢুকে গেল। বকুল বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে লাগল।

সাতাশ

মেডিকেল কলেজ থেকে বাস পেতে বকুলের সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে সে একটা রিক্সা নিল। রিক্সা থেকে যখন অফিসে নামছে পাসোয়ান এসে বলল, "স্যার ভূষণগঞ্জের এস. ডি. পি. ও. এসেছেন।"

"কি ব্যাপার?"

"স্যার আপনার জন্যে বসে আছেন।"

বকুল গিয়ে অফিসে ঢুকল। এস. ডি. পি. ও. উঠে এ্যাটেন্‌সন্ হয়ে দাঁড়াল, "স্যার, মেরা নাম অভয় ঝাঁ। নাইনটিন এইট্টি ফোর ব্যাচ আই. পি. এস.।"

"এস. ডি. পি. ও ভূষণগঞ্জ?"

"স্যার, আপ তো জানতে হ্যাঁয়।"

"প্লিজ সিট ডাউন।"

অভয় ঝাঁ বসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।" বকুল বেল বাজিয়ে রাখালকে ডাকল, "সাহেবকে চা খাইয়েছেন?" অভয় উত্তর দিল, "হ্যাঁ স্যার। চা খেয়েছি।"

"তাহলে বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"স্যার আপনি তো জানেন, আমার জলজলিয়া থানাটা নেপাল সীমান্তে। আপনি এখানে আসার পর এদিকে অসুবিধা হচ্ছে, ফলে সব স্মাগলাররা ওদিকে কনসেন্ট্রেট করেছে। তাই আমি ও. সি.- কে ডেকে সেদিন ধমকেছিলাম। ধমক খেয়ে ও. সি. কয়েকজন স্মাগলারকে মালসহ্ অ্যারেস্ট করেছে। কিন্তু অর্ডাসিটি দেখুন স্মাগলাররা দল বেঁধে পাইপগান নিয়ে ও. সি. -র বাড়িতে চড়াও হয়েছে।"

"কবেকার ঘটনা?"

"স্যার গতকাল রাতের। সৌভাগ্যক্রমে ও. সি. তখন বাড়িতে ছিল না। কিন্তু ওরা বাড়ির লোকজনকে থ্রেট করে এসেছে। ও সি.-র স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি খবর পেয়ে ফোর্স নিয়ে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে ওরা গা ঢাকা দিয়েছে। আমি যা খবর পেলাম, আপনার এখানকার দুজন ছিল। ওরা এখন এখানেই আছে।"

"দুজন কে কে?"

"স্যার ভোরা সিং আর বলরাম সরকার। ওদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য আপনার সাহায্য চাই স্যার।

"নো প্রবলেম। আপনি বসুন।"

বকুল পাসোয়ানকে ডাকল, "ভোরা সিংয়ের বাড়িটা চেনেন?"

"হ্যাঁ স্যার। ঐ প্রধান নগরের মন্দিরটার কাছে।"

"আর বলরাম সরকারের?"

"আমি চিনি নে স্যার। উপাধ্যায় চেনে।"

"উপাধ্যায় আছে?"

"না স্যার, ও ছুটিতে আছে।"

"আর কেউ জানে না? বৃন্দাবনকে ডাকুন দেখি।"

পাসোয়ান বৃন্দাবনকে ডেকে আনল। বৃন্দাবন জানাল, "বলরাম সরকারের বাড়ি স্যার কাছেই, কলেজ পাড়ায়।

বকুল থানা থেকে এক সেকশান ফোর্স নিয়ে অভয়কে সাথে করে রাত এগারটা নাগাদ বলরাম সরকারের বাড়িটা ঘিরে ফেলল। কিন্তু বাড়ি তল্লাশি করে বলরাম সরকারকে পাওয়া গেল না। দেখা গেল পাশের বাড়ির ছাদের সঙ্গে তার বাড়ির ছাদের একটা যোগাযোগ আছে। খুব সম্ভবত বলরাম ছাদের ওপর দিয়ে পালিয়ে গেছে। বকুলরা এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আগে থাকতে ভাবতে পারে নি। কাজেই বলরামকে ধরা গেল না।

ভোরা সিংয়ের বাড়িতে যখন তারা পৌঁছাল তখন বারোটা। এবার তারা কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িটা ঘিরে ফেলল। কিন্তু সদর দরজা গ্রিল দিয়ে এমনভাবে বন্ধ যে কিছুতেই খোলা যায় না। অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ দরজা খোলে না। তখন প্রাচীর টপকে তিনজন রাইফেলধারীকে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারা গিয়ে দরজা খুলে দিল। সদর দরজায় পাহারা রেখে বকুলরা ভিতরে ঢুকল। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ভোরা সিংকে পাওয়া গেল না। অথচ বকুলের মনে হল যে ভোরা সিং বাড়িতেই আছে। না হলে দরজা খুলতে এত আপত্তি হত না। বকুল সিন্দুক আলমারি এগুলো খুলে খুলে দেখতে লাগল। একটা আলমারি খুলতে গিয়ে বকুল লক্ষ্য করল, আলমারির নিচের কার্পেটটা কেমন জট পাকানো—অন্য জায়গার মতো টান টান নয়। বকুল তার লোকদের কার্পেটটা সরাতে বলল। আলমারিটা সরিয়ে কার্পেট তুলতেই দেখা গেল, একটা বড় সাইজের টালি দিয়ে যেন কোনো একটা গর্ত বন্ধ করা আছে। টালি সরানো হলে একটা সিঁড়ি দেখা গেল। সিঁড়িটা নিচে নেমে গেছে। ভিতরটা পুরো অন্ধকার।

বকুলের মন বলে, এখানে ভোরা সিং লুকিয়ে আছে। কিন্তু এত অন্ধকার যে কাউকে নামতে বলতেও ভয় করে। যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। বকুল মিসেস সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল। মিসেস সিং অবশেষে স্বীকার করল যে ওখানে তার স্বামী আছেন। আর ভিতরে দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আছে।

তবুও নিচে নামতে গা ছমছম করে। বকুল আবার মিসেস সিংয়ের কাছে গেল, "আপনার স্বামীকে বেরিয়ে আসতে বলুন। না হলে আমি ভিতরে জল ঢালতে শুরু করব।" মিসেস সিং দরজার মুখে গিয়ে ডাকতে লাগল, "শুনোজি, পুলিস আয়ি হ্যায়। তুম ওপর আ যাও।" কয়েকবার ডাকতেই ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। ভোরা সিং ওপরে উঠে আসতেই তাকে অ্যারেস্ট করা হল। ইতিমধ্যেই তার বিছানার নীচ থেকে দেড় লাখ

টাকা নগদ পাওয়া গেছে। সে টাকা কোথা থেকে এল তার কোনো কৈফিয়ৎ সে দিতে পারল না। টাকাগুলোও সিজ করা হল।

যাবার আগে বকুলের চোরা ঘরটা একবার দেখে নেবার ইচ্ছে হল। ভোরা সিংকে সঙ্গে নিয়ে তারা কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। আলো জ্বলছিল। বকুল তো অবাক। পুরো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটা কামরা। দামী কার্পেটের ওপর ম্যাচ করা সোফা সেট। টিপয়, টি সেট, এক কোণে একটা রঙিন টি ভি। টেলিফোন। কি নেই? বকুল জিজ্ঞেস করল, "এই ঘরটা কি শুধু লুকিয়ে থাকার জন্যে? না অন্য কাজেও লাগে?" সে কোনো উত্তর দিল না। বকুল তাকে নিয়ে অফিসে এল।

অফিসে নিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ভোরা সিং বলল, "সবাই গেল। আমি না গেলে ব্যবসা করতে দেবে না। তাই আমাকেও যেতে হল। তবে আমি কিছু করি নি।"

"কে করেছে?"

"আমার মনে পড়ছে না। অনেকে ছিল তো?"

"মনে পড়বে। ভূষণগঞ্জ চলিয়ে তো!" অভয় ভোরা সিংকে নিয়ে চলে গেল।

সকালবেলায় বকুল চান্দা সাহেবের ফোন পেল। ভোরা সিংয়ের এক জ্ঞাতিভাই চান্দা সাহেবের অফিসের এ. এস. আই। বকুল যতবার ভোরা সিংকে ধরতে চেয়েছে ততবার চান্দা সাহেব বলেছেন, 'দুদিন অপেক্ষা কর, আমি দেখছি।' দেখা শেষ হয় নি। বকুলের ভোরা সিংকে অ্যারেস্টও করা হয় নি। তবে তাতেও কিছু কাজ হয়েছে। বকুল ধরপাকড় শুরু করার পর ভোরা সিং বৈকুণ্ঠপুরে আর প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু করে না। অতিলালবাড়ি, ছড়িবাড়ির দিকে কিছু কারবার চালায়। আর আজ অভয়ের কাছ থেকে যা জানল তাতে মনে হয় ও জলজলিয়াতেই বেশি জোর দিয়েছিল। চান্দা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ভোরা সিংকে অ্যারেস্ট করেছ?"

"না স্যার, আমি নয়। এস. ডি. পি. ও. ভূষণগঞ্জ এসেছিল। ওরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।"

"কি কেস?"

"অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ও. সি.-র বাড়িতে চড়াও হয়েছিল স্যার।"

"কিন্তু ও যে বলত ওসব ছেড়ে দিয়েছে?"

"আমি তো বারবার বলেছি স্যার ও ছাড়ে নি। ধরা পড়ার পর ও স্বীকারও করেছে। তবে এটা সত্য যে বৈকুণ্ঠপুরে ও আর ঝামেলা করত না।"

"যারা ঝামেলা করত না তাদের তুমি জেলে পুরে দিচ্ছ। আর যারা হামেসা ঝামেলা করছে তাদের কিছু করছ না।"

"আপনি কার কথা বলছেন স্যার? অর্ডার করুন।"

"কেন বাবুয়াকে তো তুমি ধরছ না?"

"স্যার আমি তো ধরতেই চেয়েছিলাম। আপনি বললেন, পার্টির সঙ্গে কথা বলে নেবেন।"

"কথা আমার হয়ে গেছে। কোনো অসুবিধা নেই।"

"তাহলে ও অ্যারেস্ট হয়ে যাবে স্যার।"

বকুল চান্দা সাহেবকে বলল বটে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, কিন্তু সে ভালো করেই জানে বাবুয়াকে অ্যারেস্ট করা কত শক্ত। গত তিন মাস ধরে সে বাবুয়াকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করছে। কিন্তু অ্যারেস্ট করতে পারে নি। বাবুয়াকে সে একবারই স্বচক্ষে দেখেছে। সেই বিধানসভার ভোটের সময়। লাইনের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তখনও সে তার পূর্ণ পরিচয় পায় নি।

বাবুয়ার পুরো নাম বাবুয়া প্রসাদ সিং। বাড়ি বিহারের আরাতে। তবে জংশনের কাছে কুলিপাড়াতেও তার একটি ডেরা আছে। রেলের ঠিকেদারের সঙ্গে এসেছিল, আর স্থায়ীভাবে ফিরে যায় নি।

জংশন এলাকার সে এখন একছত্র অধিপতি। তার একটি বিশাল বাহিনী আছে। সেই গুন্ডা বাহিনীর সে সর্দার বা দাদা। দাদার ফরমান সে তল্লাটে মোগল বাদশাহের ফরমানের চেয়ে বেশি কার্যকর। ঐ অঞ্চলে থাকতে হলে শুধু দেব দ্বিজে ভক্তি থাকলে চলবে না--দাদার ওপরও ভক্তি থাকতে হবে। ভক্তিভাবে দাদাকে কিছু দক্ষিণাও দিতে হবে।

পানওয়ালা থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদের মালিক এ অঞ্চলের প্রত্যেককেই দাদাকে মাসে মাসে তোলা দিতে হয়। কেউ যদি কাজ করতে আসে তাকে মোটা টাকা চাঁদা দিতে হয়। কেউ যদি পাড়ায় নতুন বাড়ি কেনে বা পত্তন করে তাকে ডোনেসান দিতে হয়। কেউ যদি রুটে বাস চালাতে চায় শুধু দাদাকে ভেট দিলেই হবে না, দাদার চেলাদের চাকরি দিতে হয়। কারো বাড়ির বৌ-ঝিকে যদি দাদার নজরে ধরে, সেটা তাদের সহ্যই করতে হয়। কারণ প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কেউ যদি সে দুঃসাহস দেখায় দাদার শিষ্যরা তাকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর তার আর লাসও পাওয়া যায় না।

জংশন স্টেশনটা তো দাদার মৌরশি পাট্টা। সেখানে দাদার চেলারাই শুধু কুলিগিরি করতে পায়। তারা যখন খুশি যেমন ভাবে খুশি রেলের মাল, যন্ত্রপাতি সরাবে। কেউ কিছু বলতে পারে না। যাত্রীরাও বাদ যায় না। কারো কাছে একটা দামী ক্যামেরা আছে। দাদার লোকেরা তার সামনে থেকে নিয়ে উধাও। পুলিশের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই। তাতে ভোগান্তি আরও বাড়ে। দাদার লোকদের পুলিশ ছুঁতেও সাহস পায় না।

যখন নীল পার্টি ক্ষমতায় ছিল। দাদা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নীল পার্টি করত। যেমনি লাল পার্টি ক্ষমতায় এল দাদা দলবল নিয়ে রাতারাতি লাল হয়ে গেল। এখন সে লাল পার্টির একজন বড় ধরনের নেতা। সামনের নির্বাচনে নাকি সে ভোটেও দাঁড়াবে। পুলিশ তার লোকদের ধরে কোন্ সাহসে? সেই জন্য কেউ তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে যায় না। তার বিরুদ্ধে তিনটে মার্ডার এবং পাঁচটা রাইওটিং কেস পেন্ডিং আছে। মার্ডার কেসেও পুলিশ তাকে ধরতে পারে না। এরপরে আর লোকে তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে যায় কোন্ ভরসায়।

তবুও বকুলের কাছে বাবুয়ার বিরুদ্ধে রিপোর্ট হয়েছিল। এক ভদ্রলোক রাত সাড়ে দশটার সময়ে জংশন স্টেশনে নেমেছিল। তার সঙ্গে ছিল তার কলেজে পড়া সুন্দরী মেয়ে। বাবুয়ার লোকদের তার ওপর নজর পড়ে। তারা দুজনে এসে ভদ্রলোককে জাপ্টে ধরে। অন্যরা মেয়েটিকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ছাড়া পেয়ে ভদ্রলোক চিৎকার করাতে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। তারা নিচুস্বরে বলে, "বাবুয়ার লোকেরা নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই আপনার মেয়েকে ফেরত পাবেন। কিন্তু পুলিশের কাছে গেলে আর পাবেন না।" ভদ্রলোক মেয়েকে হারাতে চান নি। তাই পুলিশে না গিয়ে ওখানে অপেক্ষা করেছিলেন। ঘন্টা দুয়েক পরে মেয়েটা এসেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা হবার হয়ে গেছে। মেয়েটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল, তার শাড়ি-সায়া ব্লাউজ ছেঁড়া, চুল এলোমেলো, ঠোঁটে-গালে-গলায় দাঁতের দাগ, চাহনি বিধ্বস্ত। মেয়ের অবস্থা দেখে ভদ্রলোক উদভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। গভীর বেদনায় বিচারের আশায় মেয়ে সমেত এসে উঠেছিলেন বকুলের কাছে। বকুল মেয়েটিকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করালো এবং ফর্মাল এফ. আই. আর করার জন্য অনুরোধ করেছিল। ভদ্রলোক তাতে রাজি হয় নি। বলেছিল, "আমার যা সর্বনাশ হওয়ার তাতো হয়েই গেছে। দোষীরা সাজা তো পাবেই না। তার ওপর এই নিয়ে কোর্ট-কাছারি করতে গেলে আমার মেয়ের আরও বেশি করে দুর্নাম রটবে। আপনার নাম শুনেছিলাম বলে এলাম। আপনি যদি নিজে থেকে এর কিছু করতে পারেন তো করুন।"

বকুল ভদ্রলোকের মানসিক অবস্থা দেখে তাকে আর কিছু বলতে পারে নি। ভদ্রলোক আর তার মেয়েকে সেই রাত্রেই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ভাবছিল, কি করা যায়। মেয়েটির অবস্থা দেখার পর থেকে বিবেক তার চেতনাকে কামড়ে কামড়ে ধরছিল। রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। কিছু না করতে পারলে তার শান্তি হচ্ছিল না। এক বাবুয়া ছাড়া অন্যান্য অপরাধীদের সে চেনেও না। ধরতে হলে বাবুয়াকেই ধরতে হয়।

কিন্তু বাবুয়া ক্ষমতাসীন পার্টির ছত্রছায়ায় আছে। বিনা অভিযোগে তাকে ধরার প্রশ্নই ওঠে না। নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও ধরা ঝামেলা। কিন্তু সে ঝুঁকি বকুল নিতে পারে।

বকুল সকালবেলাতেই থানায় গিয়ে বাবুয়ার বিরুদ্ধে কেসগুলোর অবস্থা দেখতে লাগল। দেখল একটি মার্ডার কেস এবং তিনটি রাইওটিং কেস ফাইনাল হয়ে গেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। একটি মার্ডার কেসের তদন্ত প্রায় শেষ। বাকি একটি মার্ডার কেস এবং দুটি রাইওটিং কেস একদম প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে আছে। এমনিতে ওকে অ্যারেস্ট পর্যন্ত করা হয় নি। বকুল আই. ও.-দের নিয়ে পরের রাতেই রেইড করল। কিন্তু বাবুয়াকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না, কিন্তু চান্দা সাহেবের কাছে খবর গেল। চান্দা সাহেব বকুলকে টেলিফোন করে বললেন, "আমি পার্টির লোকদের সঙ্গে কথা বলে নিই। তুমি ক'টা দিন অপেক্ষা কর।" বকুল অবশ্য অপেক্ষা করে থাকেনি। গোপনে গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে। অ্যারেস্ট করারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু চান্দা সাহেব পার্টির সঙ্গে তার কথার ফলাফল কিছু জানান নি। আজ জানালেন, 'অসুবিধা নেই'। বকুলের সুবিধাই হল।

বকুল যখন বাবুয়াকে ধরার চেষ্টা করছিল তখন সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। বকুল তার দেশের বাড়ি আরাতেও লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু বাবুয়া সেখানেও ছিল না। মাস তিনেক এই ভাবে পালিয়ে থেকে দিন কয়েক হল বাবুয়া বৈকুণ্ঠপুরে ফিরেছে। তবে সে খুব সাবধানে থাকছে। একদম বাইরে আসছে না।

বাবুয়ার বৈকুণ্ঠপুরে ফেরার খবর যে বকুল পেয়েছে সেকথা যাতে বাবুয়া না বুঝতে পারে তার জন্য বকুল উল্টো প্রচার শুরু করে দিল। বাবুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এরকম কেউ দেখা করতে এলেই বাবুয়ার কথা তুলে বলতে লাগল, "বাবুয়াটা যে সেই পালিয়ে গেল আর ফিরে এল না।" সে গিয়ে খুব মজা করে বাবুয়াকে বলতে লাগল, "জানিস্, বকুল বিশ্বাস জানেই না যে তুই আবার ফিরে এসেছিস।" বাবুয়ার বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে, জানবে কি করে? সে কি কম সাবধানে আছে না কি? সে আরও সাবধানে চলাফেরা করে। তবে আবার কাজকর্ম শুরু করে।

বকুল এদিকে তার পিছনে সব সময়ের জন্যে লোক লাগিয়ে রাখে। লোকের কাছ থেকে যা খবর পায় তাতে সে দিনে-রাতে কখনও এক জায়গায় থাকে না। আজ এখানে তো কাল সেখানে, প্ল্যান প্রোগ্রাম করে ধরার কোনো সুবিধে নেই। বকুল ঠিক করল, গভীর রাত পর্যন্ত ফলো করে যে বাড়িতে থাকবে সেখানেই রেইড করবে। সেদিন তার ইনফর্মার রাত সাড়ে এগারটার সময় খবর নিয়ে এল যে বাবুয়া মধুছন্দার ব্রিজের কাছে একটা বাড়িতে আছে। বকুল কয়েকজন লোক নিয়ে শেষ রাতের দিকে সে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু সার্চ করে দেখা গেল, বাবুয়া নেই। বাবুয়াকে ধরতে এসেছিল সেটা যাতে জানাজানি না হয়ে যায় তার জন্য সে মিথ্যা করে অনেকক্ষণ হেরোইন খোঁজ করল। শেষ পর্যন্ত না পেয়ে বাড়ির মালিককে হুঁশিয়ারি দিল, "আপনার ভাগ্য ভালো যে হেরোইন পাওয়া গেল না। কিন্তু সাবধান। আমার কাছে খবর আসছে যে আপনার বাড়িতে হেরোইন আসছে।" বাড়িওয়ালা কোনো উত্তর দিল না। বকুল তার লোকজন নিয়ে ফিরে এল।

বাবুয়ার গতিবিধির খবর আসতে লাগল। বকুল দেখল, সকালবেলাকার দু'টো ব্যাপার মোটামুটি বাঁধা। সে সকালবেলায় উঠে সোজা শ্মশানে কালি মন্দিরে পুজো দিতে যায়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে মোড়ের দোকানটায় চা খায়। তারপরে একেক দিন একেক জায়গায় যায়। কবে কোথায় যায় তার নির্দিষ্ট ছক নেই। বকুল ঠিক করল যে বাবুয়াকে সকালবেলাতেই ধরবে।

বকুলের কাছে খবর ছিল, বাবুয়া সকাল সাতটা থেকে সওয়া সাতটার মধ্যে চায়ের দোকানে বসে। বকুল ঠিক করল, সে এমনভাবে প্রোগ্রাম করবে যাতে সাতটা নাগাদ চায়ের দোকানে পৌছুতে পারে।

বকুল নিজে পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিল। দরকার হলে যাতে দৌড়তে পারে তার জন্য পাজামার ওপরই কেড্স্ পরে নিল। কোমরে বেল্ট জড়িয়ে পিস্তল নিয়ে নিল। পাঞ্জাবির এই একটা সুবিধা যে পিস্তলটা সম্পূর্ণ লুকিয়ে নেওয়া যায়। পাসোয়ান, বরুণ আর উপাধ্যায়কেও সাদা পোশাক পরিয়ে নিল। সঙ্গে আর্মস নিতে বলল। থানা থেকে এক

সেকশান ফোর্স সমেত একটা গাড়ি আনিয়ে নিল।

ছ'টার সময় বকুল সকলকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। ড্রাইভারকে বলল, "মধুছন্দার ব্রিজের ওপর দিয়ে না গিয়ে সেবক রোড হয়ে মালুগাড়া হয়ে গুরুং বস্তিতে ঢুকুন। গুরুং বস্তি থেকে মেন রোডে উঠে কুলিপাড়ায় যাবার রাস্তার মুখে যে গ্যারেজটা আছে ওখানে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ফেলুন।"

গাড়ি যখন গ্যারেজে ঢুকল তখন সাতটা বাজতে দশ। ড্রাইভার ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে মিস্ত্রির খোঁজ করতে গেল। বকুল পাসোয়ান, বরুণ আর উপাধ্যায়কে নিয়ে রিক্সা স্ট্যান্ডে এসে দুটো রিক্সা ভাড়া করল। ঐ সামনের পাড়াটায় যাবে আবার ফিরে আসবে। তিন টাকা করে ছ'টাকা ভাড়া ঠিক হল। বকুল আর পাসোয়ান একটা রিক্সাতে চাপল। অন্য রিক্সাটায় উঠল বরুণ আর উপাধ্যায়। রিক্সা চলতে লাগল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রিক্সা মোড়ের মাথায় এসে গেল। বকুল দেখল, বাবুয়া দোকানের বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে। বকুলরা রিক্সা থেকে নেমে বাবুয়া কিছু বোঝার আগেই তাকে ধরে ফেলল। কথামতো বরুণ আর পাসোয়ান দুজনে দুই হাত ধরল। উপাধ্যায় কোমরের কাপড় ধরল আর বকুল ধরল চুল। বকুল পিস্তল বের করে ঘাড়ে ঠেকিয়ে বলল, "শয়তানি করার চেষ্টা করলেই গুলি করে ফেলে দেব।"

বাবুয়াকে তুলে নিয়ে তারা হাঁটতে লাগল। ততক্ষনে দুটো রিক্সাই প্রাণপনে ছুটে পালাচ্ছে। চায়ের দোকানওয়ালা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, "ওগো বাবুয়াদাকে গুন্ডারা ধরে নিয়ে গেলো গো।" উপাধ্যায় দৌড়ে গিয়ে একটা রিক্সাকে ধরে ফেলল। তাতে বাবুয়াকে নিয়ে বকুল উঠল। বরুণ আর পাসোয়ান দুই হাত ধরে পাশে পাশে চলল। উপাধ্যায় আগে আগে। বাবুয়ার সাঙ্গপাঙ্গরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে গাড়িতে পৌছে গেল। বকুল তাড়াতাড়ি বাবুয়াকে নিয়ে থানায় হাজির হল।

বাবুয়াকে ধরার জন্য শহরের লোক বকুলের প্রশংসা করতে লাগল। অভিনন্দন জানিয়ে ফোন আসতে লাগল। অন্যরকম প্রতিক্রিয়াও শুরু হল। লাল শ্রমিক সংগঠন অ্যারেস্টের প্রতিবাদ জানাতে শহরের প্রধান রাস্তায় মিছিল বের করল। এম. এল. এ. গৌর কুন্ডু বি. রায়কে সঙ্গে করে বকুলের অফিসে চলে এলেন, "আপনি ওকে অ্যারেস্ট করলেন কেন? একথা ঠিক যে ওদের পার্টিতে যখন ছিল তখন খারাপ ছিল। আমাদের পার্টিতে এসে ভালো হয়ে গেছে।" বকুল নম্রভাবে বলল, "কিন্তু ওর নামে তিনটে মার্ডার এবং পাঁচটা রাইওটিং কেস আছে।"

"ওগুলো তো সব ফলস কেস।"

"কয়েকটি কেসের এফ. আই. আর আপনাদের লোকেরাও করেছে।"

"আমরা তো বলেছি, সব মিটিয়ে নেব।"

বি. রায় এবার পাশ থেকে বলে উঠল, "আর ও তো ছিলই না এখানে, আপনার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন হল এসেছে।" বকুল বি. রায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, "কিন্তু কেন পালিয়েছিল জানেন? জংশন স্টেশনে বাবার কাছ থেকে একটি মেয়েকে

তুলে নিয়ে গিয়ে গ্যাং রেপ করেছিল।"

"বাবুয়া করেছিল? কেউ দেখেছে?" এম. এল. এ. জিজ্ঞেস করলেন।

বকুল উত্তর দিল, "বাবুয়াকে দেখে নি। তবে বাবুয়ার লোকজন তুলে নিয়ে গেছে সেটা দেখেছে।"

"অন্য কেউ করেও তো বাবুয়ার নাম দিতে পারে।"

"তা পারে। তবে জংশন এলাকায় এ সাহস আর কারো নেই। আর বাবুয়ার নামে ওরকম মিথ্যা দোষারোপ করলে যে তার ঘাড়ে মাথা থাকবে না একথা সবাই জানে।"

বি. রায় এবার আপসের কথা বলল, "যাই হোক। ও আমাদের পার্টিতে আছে। একটা বেলের ব্যবস্থা করতে হয়।" এম. এল. এ. তাকে সংশোধন করে বললেন, "পার্টিতে নয় লেবার ফ্রন্টে আছে।" বকুল বলল, "দেখুন মার্ডার কেস, কোর্ট ছাড়া তো বেল হবে না।" এম. এল. এ. গৌর কুন্ডু চটে উঠলেন, "আপনি আমাদের আইন দেখাচ্ছেন?" বকুল নম্রভাবে উত্তর দিল, "আইন দেখানোর কোনো প্রশ্নই উঠছে না। এগুলো আপনারা সবাই জানেন। তাছাড়া চান্দা সাহেব আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন। তারপরেও রাগ করছেন কেন?"

"চান্দা সাহেব? না এ ব্যাপারে কোনো কথাই হয় নি।"

বকুল স্তম্ভিত হয়ে গেল। চান্দা সাহেব কথা বলেন নি? নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তাহলে হয়ত অন্য কারো সঙ্গে কথা হয়েছে। আমাকে উনি নিজে বলেছেন।"

"না কারো সঙ্গেই তিনি কথা বলেন নি। তাহলে বেল দেবেন না?"

"আসলে আইনে আমার সেরকম ক্ষমতাই নেই।"

"ঠিক আছে।" এম. এল. এ. গৌর কুন্ডু উঠে পড়লেন। সঙ্গে বি. রায়ও বেরিয়ে গেলেন।

বাবুয়াকে কোর্টে পাঠানো হল। কোর্ট থেকে তাকে দু' সপ্তাহ পুলিস হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। এতে লাল পার্টির লোকেরা আরও ক্ষুব্ধ হলেন। সন্ধ্যাবেলায় অশোক আচার্য ফোন করল, "থানায় বাবুয়াকে নাকি খুব মার ধোর করছে? আর কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না।"

"মার ধোর করার প্রশ্নই ওঠে না। আর কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না, এটা তো হতে পারে না।"

"না, সত্যিই দেখা করতে দিচ্ছে না, আমাদের অনেক লোক গিয়ে ফিরে এসেছে।"

"যার খুশি সেই গিয়ে দেখা করবে সেটা সম্ভব নয়। তবে আপনাদের কেউ যদি দেখা করতে চান বলুন তার ব্যবস্থা হবে। আপনি কখন আসবেন বলুন, আমি নিজে গিয়ে আপনার দেখার ব্যবস্থা করব।"

"না না, আমি যাব না।"

"তাহলে কে আসবে?"

"সুখেন দাস যাবে।"
"ঠিক আছে, আমি থানায় বলে রাখব।"
"ওর ছাড়া পাবার কোনো ব্যবস্থা হয় না?"
"ও তো কোর্টের অর্ডারে আছে। তাহলে কোর্টে দরখাস্ত করতে হবে।"
"কিন্তু আপনি কনটেস্ট করলে তো হবে না।"
"যতটুকু সত্যিই দরকার, তার বেশি আমি চাইব না।"
"ঠিক আছে, তাহলে রাখছি। নমস্কার।"
"নমস্কার।"

আঠাশ

আজ সন্ধ্যায় অডিটোরিয়ামে লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান আছে। উদ্যোক্তারা বকুলকে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। কিছুদিন থেকে এখানে কোনো অনুষ্ঠান হলেই বকুলের ডাক পড়ছে। নাচ গানের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা এমনকি স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানেও বকুলকে ডাকছে। বকুলের বরাবরই সংস্কৃতির প্রতি একটা ঝোঁক আছে। কাজের মধ্যে সময় করতে পারলেই আমন্ত্রণ রাখছে।

এব ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে যারা শিল্প-সাহিত্য-খেলাধূলার জগতে আছে তাদের সঙ্গে বকুলের যোগাযোগ বাড়ছে। কিন্তু দুটো অন্য উপসর্গও দেখা দিচ্ছে।

প্রথমত সাধারণভাবে প্রশাসনের উপরতলার লোকেরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু এখানে প্রায় সব জায়গাতেই বকুল আমন্ত্রিত হওয়ায় তারা তুলনামূলকভাবে অবহেলিত হচ্ছেন। ফলে প্রশাসনের সেই লোকেরা, বিশেষ করে নতুন এস. ডি. ও. বকুলের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করছেন। ভজনরাম সেই অসন্তোষ কাজে লাগিয়ে বকুলের সঙ্গে নতুন এস. ডি. ও-র দূরত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ভজনরামের নিজেরই এই ঈর্ষা ছিল, এখনও আছে। সে বৈকুণ্ঠপুরেই আছে। চান্দা সাহেবের সুপারিশে কাজ হয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর শ্রীকণ্ঠপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতেই তার পোস্টিং হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বকুল যখন কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছে তার খবর রেখে অপরাধীরা সেই সময় তাদের কারবার চালাচ্ছে। সেদিন অডিটোরিয়ামে হাবিব তনবীরের নাটক হল, 'চরণদাস চোর'। বকুল দেখতে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ছিল। পরের দিন খবর পেল সেই ফাঁকে বিনয় ব্যানার্জীর গ্রুপ কয়েক লরি কাঠ পাচার করেছে। গত সপ্তাহে স্থানীয় ফুটবল লিগের ফাইনাল ছিল, বকুল গিয়েছিল। জানা গেল বেশ কয়েকজন রেশন ডিলার ঐ সময় এফ সি. আই. গোডাউন থেকে রেশনের চাল তুলে মাড়োয়ারির গদিতে বিক্রি করে দিয়েছে। এরকমভাবে বকুল কোনো অনুষ্ঠানে গেলেই ধান্দাবাজেরা সেই সময়টাকে কাজে লাগায়।

অডিটোরিয়ামে যাওয়ার আগে বকুল অফিসের টেলিফোন ডিউটিকে বলে গেল,

কোনো খবর আসলে যেন তাকে অনুষ্ঠানেই জানানো হয়। বকুল তার ইনফর্মারদেরও সেইরকমই বলে দিয়েছে। তারা এসে অফিস থেকে জেনে নেবে বকুল কোথায় আছে।

গাড়ি থেকে নামতেই উদ্যোক্তারা বকুলকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। সভাপতি এবং অতিথি বরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হল। সংস্থার সভাপতিকেই সভাপতি করা হল। সভাপতি বকুলকে নিয়ে মঞ্চে গেলেন। একটি বাচ্চা মেয়ে এসে সভাপতি এবং বকুলকে ফুলের মালা পরিয়ে দিল। সভাপতি মহাশয় খুব সংক্ষেপে এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। এরপর বকুলকে বলতে বলা হল। বকুলও বলতে গেলে এক কথায় তার বক্তব্য শেষ করল, "আমি বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট করব না। কেউই এখানে বক্তৃতা শুনতে আসেন নি। সবার মতো আমিও নাচ দেখতে এবং গান শুনতে এসেছি। উদ্যোক্তারা আমাকে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাই তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" সভাপতির সঙ্গে সবাই খুব হাততালি দিল। উদ্যোক্তারা বকুলকে এনে সম্মুখের সারিতে বসিয়ে দিল।

ধূপগুড়ি থেকে মেছেনি নাচ-গানের একটা দল এসেছে। তাদের নাচ-গান দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু হল। একজন ভাষ্যকার মাইকে বলতে লাগল, "আমাদের অঞ্চলের লোকেরা তিস্তাবুড়িকে দেবি জ্ঞানে উপাসনা করে। এই উপাসনার অন্যতম অঙ্গ মেছেনি ব্রত। সাধারণত বৈশাখ মাসের কোনো এক সময়ে পাড়ার মেয়েরা দলবদ্ধভাবে মেছেনি ব্রত পালন করে। দলের নেত্রীকে বলে মারেয়ানি। এই মারেয়ানির নেতৃত্বে যে নাচ-গান হয় তার আটটি পর্যায় আছে—নামানি, পথ বেড়ানি, বাড়ি ঢুকানি, বসানি, চুমানি, নাচানি, উঠানি এবং ভুরা ভাসানি। নির্দিষ্ট দিনে গ্রাম দেবতার থানে তিস্তা বুড়িকে স্বর্গ থেকে নামানোর যে গান তাই নামানি গান। তিস্তাবুড়ির প্রতীক একটা মাটির ডেলাকে বাঁশের চুবড়িতে করে তেল, সিঁদুর, দুধ, চাল দিয়ে নিয়ে গিয়ে নামানি গান গাওয়া হয়। তারপর কয়েকদিন সেই চুবড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে উপাসনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। কোনো বাড়িতে নিয়ে যাবার পথে যে গান গাওয়া হয় তাই পথ বেড়ানি গান। তারপর বাড়িতে ঢোকার সময় বাড়ি ঢুকানি গান গাওয়া হয়। তিস্তাবুড়িকে কোনো বাড়িতে বসানোর জন্য গাওয়া হয় বসানি গান। চুমানি গান গেয়ে বাড়ির লোকেরা বা তাদের পক্ষে মারেয়ানি তিস্তাবুড়িকে বরণ করে। তারপর হয় নাচের সঙ্গে নাচানি গান। তিস্তাবুড়িকে উঠানি গান গেয়ে কোনো বাড়ি থেকে উঠিয়ে আনা হয়। এইভাবে কয়েক দিন চলার পর ভুরা ভাসানি গান গেয়ে মেয়েরা নদীতে চান করে। ব্রতের শেষ হয়।

ভাষ্যকারের কথা শেষ হতে না হতেই বিচিত্র বর্ণের একটা ছাতা মাথায় দিয়ে ডান কাঁখে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা বাঁশের চুবড়ি নিয়ে মারেয়ানি স্টেজে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে অন্যান্য মেয়েরাও আসে। তিস্তাবুড়িকে স্বর্গ থেকে নামানোর জন্য গান শুরু করে।

তিস্তাবুড়ি নামে রে।
বাজে হীরামন বাঁশি রে।।
মোর মনে নাগিয়া গেইল্

গায়ের পাছোড়া হারেয়া গেইল্

গাঁয়ের গারাম সালাম রে।।

বকুল মন দিয়ে শুনছিল। বরুণ সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু হয়ে, যথাসম্ভব দর্শকদের কম অসুবিধে করে, বকুলের সামনে এসে বলল, রাখাল এসেছে। অফিসে নাকি কারা খবর নিয়ে এসেছে। বকুল বেরিয়ে এল। রুদ্র ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছিল। বকুল গাড়িতে উঠল। অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নামতে বকুলের চোখে পড়ল, একটি লাল মোটর সাইকেল। তার পাশে দুজন লোক দাঁড়িয়ে। বকুল অফিসে ঢুকতেই লোক দুজন এগিয়ে এল। বয়স্ক লোকটি বলল, "স্যার, ফিদাননগরের প্রধান নীরেন নন্দী হাঁসিকুওয়া বি. ডি. ও. অফিস থেকে পঞ্চায়েতের জন্য দেড়'শ বস্তা সিমেন্ট তুলে খিমরাজ মাড়োয়ারির দোকানে বিক্রি করে দিচ্ছিল। স্থানীয় লোকেরা আটকে রেখেছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।"

"কিন্তু এর জন্য আমার কি দরকার ছিল? থানায় খবর দিলেই তো পারতেন।"

"স্যার, থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। বাঘাগুড়িতে সি. আই. সাহেবকেও খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নীরেন নন্দী লালপার্টির প্রধান তো। কেউই কেস স্টার্ট করতে চায় না।"

"কেস হলে তো কেস না করতে চাওয়ার কোনো কারণ নেই। আর কোনো দোষ না পেলে কেস হবে কি করে?

"স্যার, পঞ্চায়েতের সিমেন্ট বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। কেস হবে না স্যার?"

"আপনারা যেটা বলছেন সেটা সত্যি হলে কেস হবে।"

"স্যার, আপনি একবার দয়া করে গিয়ে দেখুন। মিথ্যা হলে আমাদেরকে যে শাস্তি দেবেন তাই নেব।"

"রেষারেষির ফলে বানানো অভিযোগ নয় তো? আপনি কোন্ পার্টি করেন?"

"স্যার মিথ্যা কথা বলব না। আমি নীল পার্টির সমর্থক। তবে ওখানে যারা ঘেরাও করে আছে তাদের মধ্যে লালপার্টির লোকও আছে। এটা পার্টি নিয়ে কোন ব্যাপার নয়।"

"ঠিক আছে। আপনারা যান। আমি দেখছি।"

লোক দুজন চলে গেল। বকুল কন্ট্রোলকে জিজ্ঞেস করল, হাঁসিকুওয়া এয়ারে আছে কি না। কন্ট্রোল রুম জানাল, এই মাত্র সেট বন্ধ করেছে। আবার দু ঘন্টা পরে পাওয়া যাবে। থানার ফোন খারাপ। কাজেই দু'ঘন্টার আগে যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনা নেই। বকুল গাড়িতে উঠে বসল।

হাসিকুওয়ায় পৌছে দেখল, লোকেরা তখনও ভিড় করে আছে। তবে সিমেন্ট সমেত ট্রাকটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বকুল থানায় গেল। বড়বাবু জানাল, "স্যার নীরেন নন্দী থানায় একটা ডায়েরি করেছে। তারপরেই আমরা সিমেন্ট সমেত গাড়ি এনে থানায় রেখেছি।" বকুল ডায়েরিটা পড়তে লাগল। নীরেন নন্দী লিখিতভাবে ও. সি.-কে জানিয়েছে, "আজ বিকেল চারটের সময় পঞ্চায়েতের কাজের জন্য দেড়'শ' বস্তা সরকারি

সিমেন্ট হাসিকুওয়া অতিলালবাড়ি ব্লক থেকে ড্র করি। ফিদাননগর যাওয়ার পথে লরিটি খারাপ হয়ে গেলে বস্তাগুলি খিমরাজের বাড়িতে নামিয়ে রাখছিলাম। ষাট বস্তা নামানো হয়েছে এমন সময় স্থানীয় কিছু লোক এসে বস্তা নামানোর কাজে বাধা দেয় এবং লরিটিকে ঘিরে রাখে। এমত অবস্থায় মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা সিমেন্টের বস্তাগুলির সেফ কাস্টোডির ব্যবস্থা করা হোক।"

ডায়েরিটা পড়া হলে বকুল জিজ্ঞেস করল, "লরিটিকে যারা ঘেরাও করে রেখেছিল তাদের বক্তব্য কি?"

"স্যার ওরাও একটা দরখাস্ত দিয়েছে।"

"দরখাস্তে কে কে সই করেছে?"

"স্যার, সাত জনের সই দেখছি।"

"সাতজনের পার্টি পরিচয় কি?"

"স্যার, তিনজন নীল, পরিতোষটা লাল, আর বাকি তিনজন কে কি করে আমার জানা নেই ।"

"দরখাস্তে কি লিখেছে?"

"আমি পড়ছি স্যার।"

ও. সি. পড়তে লাগল। ওরা লিখেছে, "মহাশয় আজ বিকেল চারটের সময় ফিদান-নগরের প্রধান নীরেন নন্দী ব্লকের গোডাউন থেকে একশ পঞ্চাশ বস্তা সরকারি সিমেন্ট তুলে একটি লরিতে (ডব্লিউ. এম. কে ১৮৭৫) চাপায়। তারপর লরিটি সোজাসুজি খিমরাজের দোকানে নিয়ে গিয়ে সিমেন্টের বস্তাগুলি ব্ল্যাকে বিক্রী করে দেয়। খিমরাজের লোকেরা বস্তাগুলি নামাতে থাকে। ষাট বস্তা নামানো হয়ে গেলে আমরা গিয়ে হস্তক্ষেপ করি। মহাশয়ের নিকট অনুরোধ ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। প্রকাশ থাকে যে খিমরাজের ঐ দোকানের পিছনে একটি দু'কুঠরি ঘর গাঁথা হচ্ছে। ছাদ পর্যন্ত হয়েছে। ছাদ ঢালাই হবে।"

পড়াটা শেষ করে ও. সি. বকুলের মুখের দিকে তাকাল। বকুল বলল, "তার মানে নীরেন নন্দী বলছে, ফিদাননগরে যাওয়ার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে সিমেন্টের বস্তাগুলি সে খিমরাজের ঘরে নামিয়ে রাখছিল। পরিতোষরা এসে বাধা দেয়। আর পরিতোষদের অভিযোগ হচ্ছে, নীরেন নন্দী সিমেন্টের বস্তাগুলি খিমরাজের কাছে ব্ল্যাকে বিক্রি করেছিলেন। আপনি তদন্ত করে কি পেলেন?"

"স্যার, তদন্ত তো করি নি। সি. আই. সাহেব বললেন, তাই সিমেন্টের গাড়িটা থানায় এনে রেখেছি।"

"না আপনি আরও একটা কাজ করেছেন। নীরেন নন্দী কি বলছে সেটা ডায়েরি করে রেখেছেন। কিন্তু তাতেই কি আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল?"

"কি করব, বলুন স্যার?"

"কার কথা ঠিক? সেটা আপনি তদন্ত করে দেখবেন না?"

"হ্যাঁ স্যার, দেখতে হবে।"

"কবে দেখতে হবে? এখন খোঁজ-খবর নিলে আপনি সত্য কথা জানতে পারবেন। দু'দিন পরে গেলে বানানো কথা পাবেন। তখন সবাই নিজের নিজের সুবিধামতো সাজিয়ে কথা বলবে।"

"তা ঠিক স্যার।"

"তাহলে আপনি তদন্ত শুরু করুন। নীরেন নন্দী বলেছে, ফিদাননগর যাওয়ার পথে লরি খারাপ হয়ে গেছে। আপনাকে দেখতে হবে লরি সত্যিই খারাপ হয়েছে কি না। আমি বা আপনি বললে তো হবে না। মোটর ভেহিকেলস্ ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট নিতে হবে। তাকে চিঠি লিখুন। তবে আপনি প্রাথমিক তদন্ত করতে পারেন। আচ্ছা গাড়িটা থানায় আনলেন কি করে?" "স্যার, ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে এল।"

"ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে এল। লরি যদি খারাপই হবে, তবে চালিয়ে আনল কি করে? তার মানে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে নীরেন নন্দীর দাবি মিথ্যা।"

আবার দেখুন সে বলছে যে লরিটি ফিদাননগর যাওয়ার পথে খারাপ হয়েছে। গোডাউন থেকে ফিদাননগর পশ্চিমে। আর খিমরাজের দোকান গোডাউন থেকে অনেকটা পুবে বৈকুণ্ঠপুর যাওয়ার পথে। তাহলে লরিটা খিমরাজের দোকানের কাছে খারাপ হল কি করে? খারাপ হলে তা গোডাউন থেকে ফিদাননগর পর্যন্ত কোনো এক জায়গায় হবে।

"এসব প্রশ্নগুলো নীরেন নন্দীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"না স্যার।"

"তাহলে আর বিলম্ব না করে জিজ্ঞেস করুন। আর খিমরাজকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"স্যার, দোকানের সামনেই বাড়ি স্যার। ওখানেই পাওয়া যাবে।"

বকুল ও. সি.-কে নিয়ে খিমরাজের বাড়িতে গেল। দেখল, সত্যিই দোকানের পিছনে দু' কামরার একটা ঘর উঠছে। লিন্টন পর্যন্ত ঢালাই হয়েছে। ছাদ ঢালাইয়ের জন্য খুঁটি পোতা হয়েছে। বকুল খিমরাজকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ছাদ ঢালাইয়ের জন্য তো সিমেন্ট দরকার?" খিমরাজ উত্তর দিল, "হ্যাঁ স্যার, সিমেন্ট তো দরকার।"

"সেইজন্যই কি সিমেন্ট কিনছিলেন?"

"না স্যার। আমি ও সিমেন্ট কিনি নি। নীরেনবাবু আসিয়ে বললেন, লরি খারাপ হইয়ে গেছে। তাই নামিয়ে রাখছিলাম। ওমনি হল্লাবাজরা এসে মাচিয়ে দিইল।"

"আচ্ছা, সিমেন্টের বস্তা গাড়ি থেকে কে কে নামাচ্ছিল?"

"স্যার, হামি তো সবার নাম জানি নে। তবে বুধু আর সনাতন মিনজ ছিল।"

"ওরা এখন কোথায়?"

"ও তো বড়বাবু ভাল বলতে পারবেন। ঐ ওদিকে চা বাগানের বস্তিতে থাকে।"

বকুল এবার ও. সি-কেই জিজ্ঞেস করল, "ওদের বাড়ি চেনেন?" ও. সি. হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। বকুল বলল, "ওদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।" থানায় এসে বড়বাবুকে নিয়ে বকুল গাড়িতে উঠল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যে রাস্তাটা গেছে ওদিকে মাইলখানেক গিয়ে একটা বস্তির কাছে গাড়ি থামল। বড়বাবু নেমে গিয়ে একজন মাঝবয়সী লোককে নিয়ে এসে বলল, "স্যার বুধু নাই। এই হচ্ছে সনাতন মিনজ।"

বকুল সনাতনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা আজ খিমরাজের দোকানে সিমেণ্ট নামাচ্ছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার!"

"আপনারা মোট ক'জন ছিলেন?"

"আট জন।"

"আপনারা কখন থেকে কাজে গিয়েছিলেন?"

"বাবু তো চার বাজে বলেছিল। আমরা একটু আগেই গিয়েছুনু।"

"কোন্ বাবু বলেছিল?"

"খিমরাজ বাবু।"

"বাবু কাজের জন্য কোন্ সময় বলেছিল?"

"বললাম তো, চার বাজে।"

"চারটার সময় তো আপনাদের যেতে বলেছিল। এই যাওয়ার কথাটা কখন হয়েছিল?"

"ও। দুফোর বেলা, এই সুয্যু যখুন মাথার ওপর বটেক।"

"বাবুর কথা কি আপনার সঙ্গেই হয়েছিল? না অন্য কারো সঙ্গে?"

"না না, আমার সাতেই কথা হল বটে। আমি উয়াদের নিয়ে গেলম।"

বকুল সনাতনকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে এসে বসল। গাড়ি থানার দিকে চলতে লাগল। বকুল ও. সি -কে বলল, "দেখুন, খিমরাজ সনাতনকে সিমেণ্ট আন্‌লোড্ করাব জন্য দুপুরবেলাতেই বলেছে। এর থেকে বোঝা যায় নীরেন নন্দী ঐ সময় সিমেণ্টের লরি নিয়ে আসবে সেটা তারও আগে থেকে ঠিক ছিল। না হলে এটা তো হতে পারে না যে কবে নীরেন নন্দীর লরি খারাপ হবে সেকথা খিমরাজ আগে থেকেই জানতে পেরে তার জন্য কুলি রেডি করে রাখবে। এর থেকে আপনার কি মনে হয়?"

"স্যার, এখন তো মনে হচ্ছে, এটা সিমেণ্ট ব্ল্যাকের কেসই বটে?"

"সনাতনের সঙ্গে কথা বলে আমারও তাই মনে হয়। আপনি এক্ষুনি নীরেন নন্দীর সঙ্গে কথা বলুন। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে কেস স্টার্ট করুন।"

"স্যার, রাস্তার ধারে এক লাল পার্টির পঞ্চায়েতের মেম্বারের বাড়ি আছে। ঐ বাড়িতে নীরেন নন্দী আছে। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি স্যার। আপনি একটু থাকলে ভালো হয়।"

"আচ্ছা চলুন। আমি তো ঐ পথেই যাব। তাহলে নন্দীর সঙ্গে কথা বলে ঐ পথেই চলে যাব?" বকুলরা গাড়িতে উঠল।

পঞ্চায়েত মেম্বারের বাড়ির কাছে গাড়ি থামল। ও. সি. নেমে গিয়ে মেম্বারকে ডেকে তুলল। মেম্বার বলল, "নীরেন নন্দী এসেছিল, তবে আমার বাড়িতে নেই। সুধীরদার বাড়িতে থাকতে পারে।"

"সুধীরদার বাড়ি কোনটা?"

"ঐযে, এই কাঁচা রাস্তাটা ধরে চলে যান। রাস্তার বাম দিকের প্রথম বাড়িটা।"

ও. সি. কাঁচা রাস্তা ধরে 'সুধীরদার' বাড়িতে গেল। কিন্তু সেখানেও নীরেন নন্দীকে পাওয়া গেল না। বকুল ও. সি-কে কেস স্টার্ট করার নির্দেশ দিয়ে গাড়িতে বসল। ফিরে আসতে আসতে রাত দেড়টা বেজে গেল।

নীরেন নন্দীর কাছে অবিলম্বে খবর পৌছে গেল যে থানায় তার নামে কেস স্টার্ট হয়েছে। সে একটা মোটর সাইকেল যোগাড় করে ঐ রাতেই বৈকুণ্ঠপুরে সুনীল সাহার কাছে হাজির হল। সুনীল সাহা সব শুনে তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর দলের কর্মী নীরেন যে এরকম কাজ করতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেন না। তিনি নীরেনকে বললেন, "আমি দেখছি কি করা যায়। তবে তোমার কাছে এরকমটা আশা করিনি।" এতে নীরেনের যার পর নাই ক্ষোভ হল। সে পার্টির জন্য এত করে। আর তার বিপদের দিনে পার্টি তাকে সাহায্য করবে না? সে ওখান থেকে সোজা গৌর কুণ্ডুর কাছে গেল। গৌর কুণ্ডু দেখলেন, সুনীল সাহার দুর্গে ফাটল ধরাবার এই সুযোগ। তিনি নীরেনকে বললেন, "ভয় নেই। তুমি ক'দিন পার্টি অফিসে থাকো। তারপর যা হয় আমি দেখছি। নীল পার্টির রাজত্ব পেয়েছে নাকি? তুমি পঞ্চায়েতের সিমেণ্ট তুলেছ। সে সিমেণ্ট তুমি যা কর, অ্যাডিশনাল এস. পি-র কি?" তিনি কলকাতায় জেলার মন্ত্রীর কাছে ফোন করলেন। মন্ত্রীর ইতিমধ্যেই সুনীল সাহার সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বললেন, "কিন্তু আপনার প্রধান সিমেণ্ট ব্ল্যাক করছিল, এটা তো ঠিক?" গৌর কুণ্ডু সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবেই উত্তর দিলেন, "না, নীল পার্টির লোকেরা ষড়যন্ত্র করে ওরকম অভিযোগ এনেছে।"

"আচ্ছা আমি দেখছি।"

"আপনি এস. পি-কে একটু বলে দেবেন। না হলে অসুবিধা হবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা। আমি হোম মিনিস্টারকে বলে দিচ্ছি।"

"তবুও চান্দা সাহেবকে একবার ফোন করে দেবেন।"

ফোন নামিয়ে রেখে তিনি নীরেন নন্দীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভয় পাবার কিছু নেই। চান্দা সাহেবকে বলে দিচ্ছি।" নীরেন নন্দী কৃতজ্ঞ চিত্তে গৌর কুণ্ডুর দিকে তাকাল। মিথ্যাই সে সুনীল সাহাকে নেতা মেনে এসেছে। তার থেকে গৌর কুণ্ডু অনেক ভালো নেতা।

সকালবেলায় উঠে বকুল সুনীল সাহাকে ফোন করল। সুনীল সাহা বললেন, "আমি শুনেছি। কাজটা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পার্টির প্রধান। ধর-পাকড় করলে আমাদের পার্টির দুর্নাম হয়ে যাবে।"

"তাহলে মিঃ নন্দীকে আপনি কোর্টে সারেণ্ডার করতে বলুন। অথবা অ্যান্টিসিপেটারি

বেল নিয়ে নিতে বলুন। তারপর তদন্তে যা হয় দেখা যাবে।"

"আমি দেখছি কি করা যায়। আপনিও একটু খেয়াল রাখবেন।"

একটু পরেই গৌর কুণ্ডুর ফোন এল, "এম. এল. এ. বলছি। আপনি ফিদাননগরের প্রধানের বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করেছেন। আপনি ভেবেছেনটা কি? আপনার যা খুশি তাই করুন। আমরা আপনার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখব না।" বকুলকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন। বকুল একবার মনে করল, ফোন করবে। কিন্তু আবার মনে হল যাঁর সামান্য ভদ্রতাবোধটুকু নেই, নিজের কথা বলে অপরের কথা শোনার যিনি কোনো প্রয়োজন মনে করেন না তাঁর সঙ্গে কথা না বলাই ভালো।

বকুল বুঝতে পারে না এই গৌর কুণ্ডু সত্যিকার চান কি? এক্ষেত্রে তো রাগ হতেই পারে। তার পার্টির লোকের বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট হয়েছে। এবং তাঁর ভাষায় তাদের রাজত্বকালেই হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগে বকুল যখন কয়েক লক্ষ টাকার বিক্রয় কর ফাঁকি ধরেছিল তখনও তিনি এমনি মন্তব্য করেছিলেন। একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি অন্য কতকগুলি জাল কোম্পানির নাম ব্যবহার করে বিক্রয়কর ফাঁকি দিচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুল একদিন ঐ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিস রেইড করে জাল কাগজপত্র সিজ করেছিল। তার ফলে পরের দিন ঐ কোম্পানি দু'লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ফাঁকি দেওয়া কর জমা দিতে বাধ্য হয়েছিল। বকুল ভেবেছিল, এবার অন্তত গৌর কুন্ডু তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কারণ তার প্রচেষ্টাতেই অতগুলো টাকা সরকারের ঘরে জমা পড়ল। কিন্তু গৌর কুন্ডু মন্তব্য করেছিলেন, সেল্‌স ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে, তা দেখার জন্য সেল্‌স ট্যাক্স অফিসাররা আছেন। অ্যাডিশনাল এস. পি.-র কি মাথা ব্যথা করল যে তিনি রেইড করতে চলে গেলেন?" এই মন্তব্য শুনে বকুলের মনে হয়েছিল যে গৌর কুন্ডু তাকে পছন্দ করেন না। আর 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'।

একটু বেলা হতেই সাংবাদিকরা দল বেঁধে এসে বকুলকে ধরল। একদম সকালবেলাতেই মানববাবু ফোন করেছিলেন, "ফিদাননগরের প্রধানের বিরুদ্ধে নাকি কেস করেছেন?"

"খবরটা এক্ষুনি ফাঁস করবেন না।"

"আশ্চর্য, আপনি আমাকে ফাঁস করতে মানা করেন কি করে? আপনার সঙ্গে কথা বলার আগেই তো আমি খবর পেয়েছি। আমি শুধু আপনার কাছ থেকে খবরটার সত্যতা যাচাই করতে চাইছি। আপনি বলবেন কি না বলুন।"

"পরে বলব। এক্ষুনি ফাঁস করবেন না।"

কিন্তু মানববাবু শোনেন নি। তার বক্তব্যে যুক্তি ছিল। তিনি খবরটা অন্য সূত্র থেকে পেয়েছিলেন। তাই বকুলের অনুরোধ রাখতে উনি বাধ্য নন। রাখেন নি। রেডিওতে খবর হয়ে গেছে।

তারপর এই সাংবাদিকদের দল। জনগন সমাচারের সম্পাদক রজত নায়ার নিজে এসেছেন। তিনি বললেন, "এম. এল. এ. গৌর কুন্ডু আমাদের স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে

ফিদাননগরের প্রধানের বিরুদ্ধে আপনি মিথ্যা মামলা করেছেন। ওনারা আপনার নামে ফৌজদারি মামলা করবেন। নায়ারের কথা শুনেই বকুলের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সে দেখেছে এরকম সময় মাথা গরম করা মানেই নিজের ক্ষতি করা। সে মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। নায়ার তাকে গৌর কুন্ডুর সই করা স্টেটমেন্টটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?" বকুল আর একবার ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, "গৌর কুন্ডু কি করবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। তবে উনি প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস করার যে অভিযোগ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই কেস স্টার্ট করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে অভিযোগ সত্য।"

"ওনারা কেস করলে আপনি কি করবেন?"

"ওদের আগে কেস করতে দিন। আমার বিরুদ্ধে কেস করব বললেই করা যায় না। তার জন্য আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। সে অনুমতিটা কি উনি ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছেন? না হলে কেস করব বলেন কি করে?"

সাংবাদিকরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ জিজ্ঞেস করতে হবে তো।' তারা বেরিয়ে গেল।

বকুল ডি. ই. বি. ইন্সপেক্টার ভৌমিককে ডেকে বলল, "হাসিকুওয়ার ব্যাপারটা শুনেছেন বোধ হয়।" ভৌমিক উত্তর দিল, "হ্যাঁ স্যার কানাঘুসায় শুনলাম। গৌর কুন্ডু নাকি স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে মামলা করবে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। গৌর কুন্ডু যেরকম উল্টো-পাল্টা বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে কেসটার ভালো ভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। এসেনসিয়াল কমোডিটি অ্যাক্টে কেস স্টার্ট হয়েছে। ঠিকই আছে। তবে অ্যান্টি কোরাপশান অ্যাক্টের সেকশানও যোগ করতে হবে। প্রধান পাবলিক সারভেন্ট এবং পাবলিক সারভেন্টের ক্ষমতা অপব্যবহার করেই নীরেন নন্দী সিমেন্ট খিমরাজের কাছে বেচতে গেছে। আপনি সেকশানটা অ্যাড করে ভালোভাবে তদন্ত করার ব্যবস্থা করুন।"

"স্যার, চান্দা সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলে নিলে হত না?"

"কথা তো বলতেই হবে। আমি কথা বলে নেব। আপনি কাগজপত্রের ব্যাপারটা ভালোভাবে দেখুন।"

"স্যার, আপনি বলছেন, আমি করছি স্যার। কিন্তু ও, কেস স্যার তদন্ত করতে দেবে না।"

"চেষ্টা করতে দোষ কি?"

ভৌমিক বকুলের প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারল না। কিন্তু আর কথাও বাড়াল না। গাড়ি নিয়ে হাসিকুওয়া রওনা হয়ে গেল।

প্রধানের নামে কেস স্টার্ট করার প্রতিবাদে লাল পার্টি ফিদাননগরে বারো ঘণ্টা বনধ্ ডাকল। গৌর কুন্ডু গিয়ে বনধ্ সমর্থন করে বকুলের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। নীলপার্টি বিপ্লবী পার্টি, অগ্রগামী পার্টি আলাদা আলাদা ভাবে বন্‌ধের বিরোধিতা করে মিটিং করল। তারা পুলিশের কাজকে সমর্থন করে অবিলম্বে নীরেন নন্দীর পদত্যাগ দাবি করল। লালপার্টির অভিযোগ যখন বকুলের বিরুদ্ধে তখন বন্‌ধের দিন বকুল নিজে না গিয়ে ডি. এস. পি. গৌতম পাল এবং সি. আই. বাঘাগুড়িকে ফিদাননগরে পাঠালো। ডি. এস. পি. ফোনে তাকে খবরা-খবর দিতে থাকল।

লালপার্টি একটা মিছিল বের করেছে, তাতে হাজার দুয়েক লোক হয়েছে। তারা স্লোগান দিচ্ছে, "ইনকিলাব জিন্দাবাদ, লালপার্টি জিন্দাবাদ। নীরেন নন্দী জিন্দাবাদ। মিথ্যা কেস, বন্ধ কর। বকুল বিশ্বাস, দূর হটো। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে।" নীল পার্টি, বিপ্লবী পার্টি এবং অগ্রগামী পার্টি এক সঙ্গে বন্‌ধের বিরোধিতা করে একটা মিছিল বের করেছে। তাতে হাজার পাঁচেক লোক হয়েছে। তাদের স্লোগান হচ্ছে, "আজকের বন্‌ধ্ হচ্ছে না, হবে না। লালপার্টির গুন্ডাবাজি, বন্ধ কর। দুর্নীতিবাজ নীরেন নন্দী, গদি ছাড়ো। জোর করে বন্‌ধ্ চাপানো, চলবে না চলবে না।" তীর ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র উভয় মিছিলেই আছে।

প্রায় অর্ধেক দোকানপাট সকাল থেকেই বন্ধ আছে। বাকিগুলো খুলেছে। থানার কাছে কাঁচা সব্‌জির বাজার বসেছে, লালপার্টির মিছিল এসে ওদের ভয় দেখিয়ে তুলে দিচ্ছিল। অন্য মিছিল এসে বাধা দিয়েছে। দুই মিছিল এখন একেবারে মুখোমুখি। পুলিশ দুই মিছিলের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। নীল পার্টির মিছিল থেকে বলছে, "আমরা ঝামেলা চাই নে। তবে জোর করে বাজার বন্ধ করা চলবে না।" পুলিশ তাদেরকে কথা দিয়েছে, কোথাও জোর করে বন্ধ করা হবে না। তারা লালপার্টির মিছিলকে বলেছে, "আপনারা অনুরোধ করুন। কিন্তু জোর করে বন্ধ করাবেন না।" লালপার্টির মিছিল থেকে বলছে, "আমরা বন্‌ধ্ ডেকেছি। ওরা গণ্ডগোল করার জন্যই মিছিল বের করেছে।" জোর টেনশান। তবে শেষ পর্যন্ত বড় ধরনের কিছু হয়নি। দুপুর নাগাদ দুটো মিছিলই শেষ হয়ে গেছে। বন্‌ধ্ পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

বন্‌ধ্ না হওয়ায় গৌর কুণ্ডু ক্ষেপে গেলেন। সোজা কলকাতা গিয়ে জেলার মন্ত্রীর কাছে দরবার করলেন, "আমি আগেই বলেছি। বকুল বিশ্বাস আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। বন্‌ধ্ও হতে দেয়নি। ও ওখানে থাকলে পার্টির ক্ষতি হয়ে যাবে।" মন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আমি ব্যাপারটা দেখছি।" বৈকুণ্ঠপুরে রাষ্ট্র হয়ে গেল, বকুল বিশ্বাস বদলি হয়ে যাচ্ছে।

তখনও ভোর হয়নি। তবে রাত শেষ হয়ে এসেছে। বকুল শুয়ে আছে। বিছানার পাশে টুলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। বকুল ঘুম চোখেই মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে বিছানার মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। মধুর গলা শোনা গেল, "স্যার একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। বলছে খুব জরুরি খবর।" বকুল বিছানার

ওপর উঠে বসল। খবর নিশ্চয় খুব জরুরি না হলে রাত না পোহাতেই মধু ডেকে তুলবে কেন? মধু একজন হোমগার্ড। নিচে অফিসের পাশে একটা ছোট্ট ঘর আছে। সে সস্ত্রীক ওখানে থাকে। দিনে অফিসে কাজ করে, রাতে ঐ ঘরটাতে ঘুমায়। লোকটি এসে নিশ্চয় তাকে তার ঘর থেকে তুলেছে। বকুল ঘুম চোখেই নিচে নেমে আসে। কিন্তু লোকটাকে দেখেই তার রাগ হয়। বাসে পকেট কাটা গেছে বলে কিছুদিন আগে এই লোকটি টিকিট কাটার জন্য বকুলের কাছ থেকে একশ' টাকা নিয়ে গেছে। সে টাকা এখনও ফেরত দেয় নি। আজ আবার অসময়ে এই জ্বালাতন। বকুল বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আজ আবার কি হল?"

"স্যার গত রাতে ওরা মিটিং করেছে। ঠিক হয়েছে আপনাকে খুন করবে। তার জবাব শুনে বকুলের ঘুম ছুটে গেল। চেয়ারে বসে সে প্রশ্ন করল, কারা মিটিং করেছে?"

"স্যার, আমি তো সবাইকে চিনি নে তবে যার বাড়িতে মিটিং হয়েছে সে স্মাগলার।"

"কার বাড়িতে মিটিং হয়েছে?"

"স্যার, জলজলিয়ার শিবেন ঘোষের বাড়িতে।"

"মিটিঙে আর কারা ছিল?"

"পঞ্চাশ-ষাট জন ছিল। তবে আমি ঐ একজনকেই চিনি। সে শিবেন ঘোষের চেলা অধীর দাস।"

"মিটিঙে কি কি কথা হয়েছে।

"স্যার আপনাকে নাকি মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে হাত করার জন্য দালাল লাগিয়েছিল। সে ব্যর্থ হয়েছে। আপনাকে বদলি করার জন্য নাকি পার্টির লোককে ধরেছিল। কিন্তু মন্ত্রী রাজি হয় নি। তাই আপনার হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ আপনাকে খুন করা। ওরা খুনের জন্য লোক ভাড়া করবে। যা খরচ হয় সবাই মিলে চাঁদা তুলে দেবে। প্রচার করে দেবে টি. এন. এল. এফ.-র লোকেরা খুন করেছে।"

"এত সব কথা আপনি জানলেন কি করে।"

"স্যার আমাকে মিটিঙে চা দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল।"

"আপনাকে ওরা পেল কোথায়?"

"স্যার, আমার ওখানে একটা চায়ের দোকান আছে।"

"আপনার বাড়ী কোথায়?"

"স্যার, রঙমনি, ছড়িবাড়ি থানায়।"

"তাহলে আপনি কি সেই লোক নন? বাসে পকেট মার হয়েছে বলে আপনি একদিন এসেছিলেন না? বললেন কোলকাতার ওদিকে কোথায় বাড়ি? গ্যাংটকে চাকরি করেন? আপনার বিয়ে ঠিক হয়েছে? না যেতে পারলে মেয়েটি লগ্নভ্রষ্টা হবে?"

"আমি সেই লোক স্যার। তবে ওগুলো সব মিথ্যে কথা। আপনার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম।"

"তার মানে চিটিং?"

"হ্যাঁ স্যার।"

বকুল ভাবে এ তো সাংঘাতিক লোক। তার অফিসে তার মতো পুলিশ অফিসারকে চিট করে গেছে। আজ আবার সাংঘাতিক একটা খবর নিয়ে এসেছে। সে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি আজ যে সত্যি কথা বলছেন তারই বা কি প্রমাণ আছে?"

"কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এরকম মিথ্যা কথা বলে আমার তো কোন লাভ নাই। বরং ওরা জানতে পারলে আমার জানের খাতরা। আর আমি চিটিংবাজি ছেড়ে দিয়েছি।"

" কেন?"

"আমি দেখেছি যারা সাধাসিধে ভালো মানুষ তারাই আমার শিকার হয়। তখন টাকা চিট করেও আমার শান্তি হয় না। এই যে আপনার কাছ থেকে একশ' টাকা নিয়ে গেলাম টাকাটা খরচ হয়ে গেল। কিন্তু বারবার ইচ্ছে করে আপনার টাকাটা ফেরত দিই। কিন্তু একশ' টাকা পাব কোথায়? তখন থেকে রোজ ভাবি আপনার কোন উপকার করে দিই। তার কোন সুযোগ নেই। হঠাৎ কাল মিটিং-এর কথা শুনেই ঠিক করলাম আপনাকে খবরটা দেওয়া দরকার। তাই রাতের ট্রেনেই চেপে পড়লাম। আমার কাজ আমি করেছি। এবার আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন।"

বকুলের মনে হল লোকটি যেন সত্য কথা বলছে। স্মাগলার, কাঠচোর আর কালোবাজারীরা অনেক দিন থেকেই তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এবারে পার্টির লোকদের সমর্থন পেয়ে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। না হলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। বকুল লোকটিকে বলল, "আমি অবিলম্বে শিবেন ঘোষ আর অধীর দাসকে অ্যারেস্ট করতে চাই। কিন্তু আমি ওদের চিনি নে। চিনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন?"

"আমি তো যেতে পারব না। তবে লোক দিয়ে দিতে পারি।"

"তাহলে আজ রাতেই আমি রেইড করব। আপনি আপনার লোককে চায়ের দোকানে রাখুন। আমি দশটা নাগাদ দোকান থেকে তুলে নেব।"

"ঠিক আছে স্যার। তবে আমার নামটা যেন প্রকাশ না হয়, হলে, জানে-প্রাণে মারা পড়ব।"

"হবে না।" আপনার কিছু ক্ষতি হোক আমি চাই না।"

"তাহলে আমি যাই স্যার। দশটার সময় দেখা হবে।" লোকটি চলে গেল।

বকুল আই. সি-কে ডেকে পাঠাল। আই. সি. এলে সব কথা খুলে বলে বলল, "আপনি তিনজন অফিসার আর পনেরজন কনস্টেবল রেডি রাখবেন, আর এম. টি. ও-কে বলবেন, দুটো গাড়ি যেন তৈরি থাকে।" আই. সি সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

বিপ্লবী পার্টির নেতা বকুলের সঙ্গে দেখা করতে এল। নীরেন নন্দীর বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করার জন্য সে বকুলকে অভিনন্দন জানাল। বকুলের আশ্চর্য লাগল। সে জানে বিপ্লবী পার্টি লালপার্টির সঙ্গে সরকারে আছে। এই বৈকুণ্ঠপুরের মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানও তাদের পার্টির লোক। তবুও তারা লাল পার্টির ওপর এত চটা কেন। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আপনারা সেদিন বন্‌ধের বিরোধিতা করলেন কেন?" সে উত্তর দিল, " কেন করব না। ন্যায়-অন্যায় বলে কি কিছু থাকবে না? নীরেন নন্দী চুরি করল। সে দোষী, তার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে। তার জন্য বন্‌ধ্ কিসের?" বকুলের মনে হল, যাক। তাহলে অন্ততঃ

কিছু লোক তার কাজকে সমর্থন করে। সে বলে চলল, "দেখুন না, কেস স্টার্ট হয়েছে তবুও গদি আঁকড়ে বসে আছে।" বকুলের কৌতূহল হল, সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ধরুন, নীরেন নন্দী পদত্যাগ করল, তাহলে কি হবে?"

"হবে আবার কি? আমরা তো দাবি করেছি ও পদত্যাগ করুক। আমাদের যে উপপ্রধান আছে সে কাজ চালাবে।"

বকুলের ভালো লাগার বালি কিচকিচ করতে লাগল। তার মনে হল, বিপ্লবী পার্টি যে বনধের বিরোধিতা করেছে সেটা ন্যায়ের সমর্থনে নয়— পঞ্চায়েতটা ওদের পার্টির হাতে নিয়ে আসার জন্য। তার মন খারাপ হয়ে গেল। বিপ্লবী পার্টির নেতা খানিকক্ষণ গল্প গুজব করে চলে গেল।

ঘরে ঢুকল হাসিকুওয়া মসজিদের ইমাম মালেক। সে উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, "সেদিন মিছিলের লোকদের জন্য আমাদের মসজিদ ফান্ড থেকে সরবতের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমাদের বেরাদরের একজন অফিসার আছে। তাকে বেইজ্জতি করার চেষ্টা আমরা সহ্য করব না।"

"তাহলে আমি অন্য ধর্মের লোক হলে আপনারা আমাকে সরবৎ দিতেন না?"

মৌলভি মালেক দেখল, অ্যাডিশনাল এস. পি. তার কথা পছন্দ করছেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "তা কেন হবে? আমরা সব সময় ন্যায়ের পক্ষে। আপনি তো অন্যায় কিছু করেন নি। তাহলে তার বিরুদ্ধে আবার বন্‌ধ্‌ কেন?"

"সেটা তো ঠিকই। বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?"

"আমাদেব মসজিদ ফান্ডে কিছু অর্থ সাহায্য করুন।"

"দেখুন, কোন ধর্মীয় ব্যাপারে আমি অর্থ সাহায্য করি নে।"

"এতে দোষের কি আছে? এ তো সবাই করে। আমাদের বি. ডি. ও. সাহেব আছেন। উনি তো প্রতি মাসে মন্দিরের জন্য চাঁদা দেন। এই তো আপনাদের হাসিকুওয়া থানাতেও কালীমন্দিব আছে। থানার অত কাছে নীরেন নন্দী সিমেন্ট ব্ল্যাক করতে পারছিল কেন? নীরেন নন্দী ঐ থানার কালীমন্দিরের জন্য দশ বস্তা সিমেন্ট দিয়েছেন।"

"যারা করছে করুক। কিন্তু আমরা যারা প্রশাসনে আছি তাদের এরকম করা উচিত নয়, ধরুন আমি যদি আপনার মসজিদ ফান্ডে টাকা দিই। তাহলে একজন অন্য ধর্মের লোকের কি মনে হতে পারে না যে অ্যাডিশনাল এস. পি. কোন এক বিশেষ ধর্মের লোকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন।"

মালেক সাহেব এর কোন উত্তর দিল না। বিফল মনোরথ হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। বকুল অফিসের কাজে মন দিল। কিন্তু কিছুতেই সে কাজে মন বসাতে পারল না। তার মন পড়ে থাকল রাতের রেইডের দিকে।

সাড়ে আটটা নাগাদ সে তিনটে গাড়ি আর জনা কুড়ি লোক নিয়ে জলজলিয়া রওনা হল। বরুণ, পাসোয়ান, উপাধ্যায় ছাড়াও রিডারবাবুকে সঙ্গে নিল। দশটার কয়েক মিনিট আগে তারা জলজলিয়ার কাছে পৌঁছাল। অন্য দুটি গাড়িকে রেখে বকুল একা সেই লোকটার কথা মতো তার চায়ের দোকানে গেল। লোকটি সুজিত বলে একটি কম বয়সের ছেলেকে বকুলের সাথে দিল। বকুল তাকে নিয়ে আবার গাড়ী-দু'টির কাছে ফিরে এল।

সুজিত জানাল যে শিবেনের বাড়িটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে। চারদিকে পাঁচিল দেওয়া। তিনটে দরজা আছে। তার কথা মতো বকুল এক কিলোমিটার দুরে গাড়ি রাখল। তারপর পায়ে হেঁটে শিবেন ঘোষের বাড়ি ঘিরে ফেলল। ছেলেটা বলল, বন্ধুবান্ধবরা শিবেনকে শিবু বলে ডাকে। বকুল সদর দরজায় টোকা দিয়ে ডেকে উঠল, "শিবুদা। দু'তিন বার ডাকার পরই ভিতর থেকে সাড়া এল, "কে?" বকুল উত্তর দিল, "আমি শিবুদা, দরজা খোলো।" দরজা খুলে গেল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে শিবেন জিজ্ঞেস করল, "কে?" বকুলের লোকজন দরজার পাশ থেকে তাকে ধরে ফেলল। বকুল পিস্তল বের করে বলল, "পালাবার চেষ্টা করলে বা চিৎকার করলে গুলি করে ফেলে দেব।"

"আমি পালাব না। চিৎকারও করব না। কিন্তু আপনারা কে? কাস্টমস? না বিহার পুলিশ?"

"পরে বলছি। এখন বাড়িতে আর কে কে আছে বলুন।"

বকুলরা শিবেনকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। প্রতিটি ঘর খুঁজে দেখা হল। কিন্তু বাড়ির লোকজন ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না। তারা শিবেনকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এল। দেখা গেল কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা কাস্টমস-এর লোক এসেছে। তাদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞেস করল, "কিসের রেইড হচ্ছে।" রিডারবাবু ওদিকে ছিল, সে বলল, "আমরা ঠিক জানি নে।. বি. আই. রেইড হচ্ছে। আমাদেরকে ধরে নিয়ে এল। সি. বি. আই.- এর নাম শুনে কাস্টমস- এর লোকেরা পাততাড়ি গুটালো। বকুল শিবেনকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি অধীরের বাড়িটা দেখিয়ে দেবেন? না আমাদেরকেই খুঁজে বার করতে হবে?" বকুল দেখেছে যে কোন অপরাধী ধরা পড়লে সে চায় যে তার সঙ্গে অন্তত আর একজন কেউ থাকুক। শিবেন ঘোষও তার ব্যাতিক্রম হল না। সে বকুলদের অধীরের বাড়িতে নিয়ে গেল। আগে চারিদিক ঘিরে নেওয়ার পর বকুল শিবেনকে দিয়ে অধীরের নাম ধরে ডাকাল। অধীর বাড়িতেই ছিল। কিন্তু সে উঠে দৌড়ে পালাতে গেল: কিন্তু পুলিশের এক লাঠির বাড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। পাসোয়ান আর বরুণ তাকে ধরাধরি করে বকুলের কাছে নিয়ে এল। দুজনকে গাড়িতে তুলে বকুল বৈকুণ্ঠপুর রওনা হল। বিহার ছেড়ে পশ্চিমবাংলার বৈকুণ্ঠপুর মহকুমায় পড়ে তারা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

জলজলিয়া বিহারে। বকুলের বৈকুণ্ঠপুর পশ্চিমবাংলায়। আইনত অন্য রাজ্যে গিয়ে আসামি ধরতে মানা নেই। কিন্তু স্থানীয় পুলিশকে খবরটা জানাতে হয়। কিন্তু বকুল তা চায় নি। কারণ খবর দেওয়া-দেওয়ি করতে গেলে শিবেন আর অধীরকে পাওয়া যেত না। দ্বিতীয়ত তাদের বিরুদ্ধে বকুলের কাছে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। সেইজন্য বকুল কাউকে কিছু না বলে এদের ধরে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এবার ওদের কাছ থেকেই আসল খবর পাওয়া যাবে।

বকুল গাড়ি থামিয়ে অধীরকে অন্য গাড়িতে তুলে দিয়ে শুধু শিবেনকে তার গাড়িতে রাখল। গাড়িতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। কাল রাতের মিটিঙে আপনার বাড়িতে কতজন লোক হয়েছিল? বকুলের প্রশ্ন শুনে শিবেন তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বকুল বলল, "এদিকে তাকাবার কিছু নেই। আমি সবই জানি শুধু আপনি ঠিক বলছেন কি না দেখছি। না জানলে দুনিয়ার এত মানুষ থাকতে বেছে বেছে আপনাকে আর অধীরকে ধরতে গেলাম কেন?" শিবেন তবু বিহ্বলের মতো বকুলের দিকে তাকিয়ে থাকল। বকুল বলল, "আমি কে?" আমি অ্যাডিশনাল এস. পি. বৈকুণ্ঠপুর।" শিবেন আবার চমকে উঠল,"হুজুর, আমি রাজি হয়নি। কিন্তু বীর সিং কিছুতেই শুনল না। বলল, এখানেই ভালো হবে।" বীর সিং এ অঞ্চলের সব থেকে কুখ্যাত স্মাগলার। বকুল জিজ্ঞেস করল, "মিটিঙে বীর সিং ছিল?"

"না হুজুর। তার একজন লোক ছিল।"

"নাম কি?"

"নাম বলল না। বলল, বীর সিং এর লোক, ব্যাস।"

"ভোরা সিং ছিল?"

"ছিল হুজুর। বাঘাগুড়ির ওরাও ছিল।"

"সনৎ—নৃপেন?"

"না হুজুর, ওরা এ কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

"আর কে কে ছিল?"

"সকলকে আমিও চিনি নে হুজুর। তবে বৈকুণ্ঠপুরের লোক বেশী ছিল। কি ব্যানার্জী বলে একজন পার্টির লোকও ছিল।"

"কি কথা হল?"

"হুজুর সবাই বলছিল, ব্যবসা আর আগের মতো চলছে না। কি করা যায়?"

"কি ঠিক হল?"

"ঠিক কিছুই হয় নি হুজুর। শুধু আলোচনা হয়েছে।"

"তাহলে সত্যি কথাটা আপনি বলবেন না। আমিই বলছি শুনুন। ঘুষও যখন নিচ্ছে না আর বদলি করতেও মন্ত্রী রাজি হচ্ছে না তখন বকুল বিশ্বাসকে লোক লাগিয়ে খুন করা হবে। যা খরচ হবে চাঁদা তুলে সবাই মিলে খরচ করবে।"

শিবেন একদম চুপ হয়ে গেল। বকুল বলতে লাগল, "আচ্ছা আপনাদের এত সাহস হয় কি করে বলুন তো যে অ্যাডিশনাল এস. পি.-কে খুন করতে চান। আপনারা খুন করবেন আর অ্যাডিশনাল এস. পি. চুপ করে বসে থাকবে। এই ধরুন আপনাদের দুজনকে যদি গুলি করে ফেলে দিয়ে যাই আপনাদের কে বাঁচাতে আসবে?" শুনে শিবেনের মুখ শুকিয়ে গেল। বকুল বলে চলল, "কিন্তু আমি তা করব না। আপনাদের আমি আর একটা সুযোগ দেব। তারপর যদি আপনারা আমাকে মারতে চান, তাহলে আমারও তো আত্মরক্ষার অধিকার আছে। তখন আমি আপনাদের সত্যি গুলি করে ফেলে দেব। জন্মেছি যখন মরতে একদিন হবেই কিন্তু আমি আপনাদের বাঁচিয়ে রেখে মরব না।"

"হুজুর আমাদের ছেড়ে দিন আমরা আর একাজ করব না। আর যে যে করবে আপনাকে খবর দিয়ে দেব।"

"কিন্তু ছাড়া পেয়ে যদি আপনারা অন্য মূর্তি ধরেন?"

"আপনাকে ছুঁয়ে শপথ করছি, আমরা তা করব না।"

"ঠিক আছে আপনারা যাতে ছাড়া পান না সেরকম কেসে আমি দেব না। কিন্তু মনে থাকে যেন।"

বকুল আসামী দুজনকে বৈকুণ্ঠপুরের থানার লক আপে রেখে অফিসে ফিরে এল। রেইড সাকসেসফুল হওয়ার জন্য তার মনটা ভালোই লাগছে। কিন্তু বেশিক্ষণ তার এই ভালোলাগাটুকু থাকল না। রাখাল দোকান থেকে একটা কলকাতার বাংলা দৈনিক নিয়ে এল।

বকুল দেখল, জলজলিয়ায় শিবেন ঘোষের বাড়ির মিটিঙের কথা কাগজের লোকেরাও জানতে পেরে গেছে। কাগজে বড় বড় করে হেডলাইন হয়েছে, পুলিশকর্তা বকুল বিশ্বাসকে খুন করতে চায় বৈকুণ্ঠপুরের মাফিয়ারা। বিস্তারিত রিপোর্ট বেরিয়েছে। কারা কারা মিটিঙে ছিল, কি সিদ্ধান্ত হয়েছে সব ছাপা হয়েছে। খবরটা পড়ে প্রথমেই বকুলের রোজির কথা মনে পড়ল। রোজি কি ভাববে? হয়ত সে খুশিই হবে। বকুল খুন হলে মামলা করে ডিভোর্স নেওয়ার ঝামেলাও আর থাকে না। কিন্তু বকুলের মা-বাবা! তারা খবরটা পড়ে প্রচন্ড ভেঙ্গে পড়বে। এমনিতেই বকুলকে বারবার সাবধানে থাকতে বলে। সব সময় তারা ভয়ে ভয়ে থাকে। এবার আরও ঘাবড়ে যাবে। যারা খবরটা ছেপেছে তাদের এতটুকু যদি আক্কেল থাকত। বকুল তার জেলার এস. পি.-কে ফোনে ধরে বলল, "কাগজে মাফিয়ারা আমাকে খুন করতে চায় বলে একটা খবর বেরিয়েছে, বোধ হয় দেখেছেন স্যার।"

"হ্যাঁ দেখলাম, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপারটা সত্য স্যার। তবে ভয়ের কিছু নেই। যারা ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের দুজন ইতিমধ্যে অ্যারেস্ট হয়েছে। স্যার আপনি যদি আমার বাড়িতে একজন লোক পাঠিয়ে বলে দিতেন যে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ভালোই আছি।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি থানাকে বলে দিচ্ছি। কবে আসছেন?"

"বাড়ি গেলেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করব স্যার।"

"ওয়েলকাম। তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।"

সাংবাদিক বিপ্লব সরকার ঘরে ঢুকেই বলল, "আমাদের কাগজে খবরটা দেখেছেন?"

"দেখেছি তবে খবরটা আপনি লেখেননি দেখলাম। আর আপনারা খবর পাওয়ার আগেই আমি খবর পেয়েছি। আপনারা তো শুধু কারা ষড়যন্ত্র করেছে ছেপেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে দুজন যে ইতিমধ্যে ধরাও পড়ে গেছে সেটা জানেন কি?"

"না, তাতো জানি না। কোথায় তারা। একবার দেখতে হয়।"

"থানার লক আপে আছে, দেখে আসুন, যান।"

"তাহলে দেখেই আসি। একটা খবর পাওয়া গেল।" সে বেরিয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে দিব্যেন্দু সাহা ঘরে ঢুকেই অনুযোগ করল, "আমাদের কিছু না বলে বিপ্লবকে খবরটা দিয়ে দিলেন তো?"

"এই তো আপনি কিছু না দেখেই আমাকে দোষারোপ করছেন। ও খবরটা বিপ্লব করে নি। ওদের ভূষণগঞ্জের সাংবাদিক করেছে। ওরকম একটা খবর ছাপা হোক আমি চাইব?"

"তাও তো বটে। বাড়ি থেকে যে বলল, বিপ্লব আপনার কাছে এসেছে। বিপ্লব আসে নি?" "এসেছিল, থানায় গেল।"

" কেন?"

"যারা আমাকে খুন করবে বলেছিল, তাদের দু'জন ধরা পড়েছে।"

"তাই নাকি? সেটা বলুন। এই তো একটা খবর হবে।" দিব্যেন্দু সাহাও থানার দিকে চলে গেল।

পরের দিন খবরের কাগজে বের হল, "মিটিং-এর সঙ্গে সঙ্গেই বৈকুণ্ঠপুরে অ্যাডিশনাল এস. পি. বকুল বিশ্বাসের কাছে খবর পৌঁছে যায়। পরের রাতেই রেইড করে সে যারা তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের দুজনকে পাকড়াও করেছে।" খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের মধ্যে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। তারা ভাবতে লাগল, ভিন রাজ্যে মিটিং হল। সে খবর বকুল বিশ্বাস অত তাড়াতাড়ি পেল কি করে? বেটা নিশ্চয় কোন মন্ত্র জানে। কেউ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল। কেউ এলাকায় থাকলেও গা ঢাকা দিল।

চান্দা সাহেব কলকাতা থেকে ফিরে বকুলকে সার্কিট হাউসে ডেকে পাঠালেন। বকুলের কাছে নীরেন নন্দীর কেসের ব্যাপারে জেনে নিয়ে বললেন, "আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে কথা দিয়েছি, তুমি নীরেন নন্দীকে আর অ্যারেস্ট কোর না।"

"কিন্তু তাহলে যে লোকে মনে করবে গৌর কুন্ডুর কথাই ঠিক। তিনি বলেছেন আমি নীল পার্টির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কেস স্টার্ট করেছি। কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন যে আমার নামে মামলা করবেন।"

"ওটা একটা ব্লাডি ফুল। এম. এল. এ হয়ে মনে করেছে, কি হয়ে গেছে। মন্ত্রীর কাছে মামলার জন্য বলতে গিয়েছিল। খুব করে ধেতানি দিয়ে দিয়েছে।"

"কিন্তু স্যার.....।"

" কোনো কিন্তু না। অন্ততঃ আমার জন্যই তুমি নীরেন নন্দীর কেসটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি কোরো। আমি তো তোমাকে ভালোবাসি। তুমি অন্ততঃ এটা চাওনা যে আমার অপমান হোক। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে কথা দিয়েছি। তুমি আমার কথা না শুনলে আমার মুখে চুনকালি পড়বে।"

বকুল আর কিছু বলতে পারল না। চান্দা সাহেব প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানেও পিস্তল ঝুলিয়ে এসেছ কেন? আমরা কি তোমার শত্রু নাকি?"

"না স্যার। কিন্তু আমার শত্রু অনেক হয়ে গেছে। তারা ষড়যন্ত্রও করছে। সঙ্গে কিছু রাখা ভালো।"

"সব সময় সঙ্গে যদি রাখতেই হয়—, এই নাও।" তিনি নিজের পকেট থেকে ছোট স্পেশাল টাইপ রিভলবারটা বের করে বকুলের হাতে দিলেন। বকুল জানতে চাইল, "কিন্তু স্যার আপনি?"

"আমি আর একটা ইস্যু করে নেব। তুমি এটা রাখ। খুশি তো?" বকুলের মধ্যে কিরকম একটা অনুভূতি হল। প্রাচীনকালে গুরুরা শিষ্যের হাতে অস্ত্র তুলে দিতেন। এটা যেন সেরকমই একটা ব্যাপার। বকুল রিভলবারটা নিয়ে চান্দা সাহেবকে স্যালুট করল। চান্দা সাহেব তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "দ্যাটস্, লাইক এ গুড বয়। জানি তুমি আমার কথা ফেলতে পারবে না।"

তিরিশ

দু'দিন হল বকুলের ছোট ভাই মাকে নিয়ে বৈকুণ্ঠপুর এসেছে। কিছুদিন থেকে মায়ের বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। গ্রামের হাসপাতাল দেখে কিছু করতে পারে নি। বলেছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে, ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফি করতে। কলকাতায় না নিয়ে গেলে হবে না। ভাই কলকাতা না গিয়ে মা'কে নিয়ে বকুলের কাছে চলে এসেছে। এখানেও ঐ সুবিধাগুলি আছে। বকুল গতকাল ওগুলি করিয়েছে। তার থেকে জানা গেছে গল ব্লাডারে পাথর হয়েছে। অপারেশন করতে হবে। সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে হবে না–মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হবে। বকুলের বাড়ির কাছেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডক্টর বণিক থাকেন। তাঁর স্ত্রীও ঐ হাসপাতালে প্যারা মেডিকেল স্টাফ। দু'জনের সঙ্গেই বকুলের আলাপ আছে। বকুল গত রাতেই তাঁদের কাছে গিয়েছিল। ডক্টর বণিক আজ কলকাতা চলে যাচ্ছেন। হাসপাতালে থাকতে পারবেন না। মিসেস বণিক তাকে দশটার সময় মাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি ভর্তি করিয়ে দেবেন। এদিকে কাল রাতে বকুল খবর পেয়েছে, পাহাড়ের অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য ডি. জি. হোম সাহেব আজকের ফ্লাইটেই আসছেন। বারোটা দ'শে ফ্লাইট। তার আগেই বকুলকে এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে। বকুল একটু তাড়াতাড়িই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল।

মা'কে গাড়িতে রেখে সে প্রথমে মিসেস বণিকের কাছে গেল। মিসেস বণিককে নিয়ে গেল হাসপাতালের সুপারের কাছে। সুপার অনুযোগ করে বললেন, "আপনি সোজাসুজি আমার কাছে এলেই পারতেন। আবার মিসেস বণিককে ধরে আনতে গেলেন কেন?" তিনি ওয়ার্ড মাস্টারকে ডেকে বলে দিলেন। ফ্রি বেড পাওয়া গেল না। ওয়ার্ড মাস্টার মাকে পেয়িং বেডে ভর্তি করে নিলেন। মিসেস বণিক বকুলকে ক্যাশে নিয়ে এসে পাঁচ দিনের আডভান্স টাকাটা জমা দিয়ে রসিদটা ওয়ার্ডমাস্টারকে দেখিয়ে দিলেন। ওয়ার্ড মাস্টার বললেন, "ডাক্তারবাবু দেখবেন, ক'দিন অবজারভেশনে থাকবেন, তারপর অপারেশন হবে। আর খাবারটা আপনাদের দিয়ে যেতে হবে। পেয়িং বেডে খাবার দেওয়া হয় না।" বকুল মুশকিলে পড়ল। সে কখন কোথায় থাকে ঠিক নেই। ভাইও চিনে আসতে পারবে না। দু'বেলা খাবার দেওয়া তো খুব ঝামেলা হবে। বকুল জিজ্ঞেস করল, "আপনারা খাবারটা দিয়ে দিলেন। দাম নিয়ে নিলেন। এরকম হয় না?" ওয়ার্ডমাস্টার বললেন, "না সেরকম হয় না। সেই কন্ট্রাক্টারকে বলতে হবে, সে আবার রাজি হবে কি না ঠিক নেই। সে অনেক ঝামেলা। তার থেকে আপনারা খাবার দিয়ে যাবেন।" মিসেস বণিক বললেন, "আমি তো সকালবেলায় আসি। সকালবেলাকার খাবারটা না হয় আমিই দিয়ে দেব। আপনি সন্ধ্যারটা পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।" বকুল আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল। দরকার হলে রাখাল বা মধু কাউকে দিয়ে খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মিসেস বণিক বললেন, "চলুন, আমাদের ওয়ার্ডে যাবেন। আমাদের ওয়ার্ডে তিনটি

মেয়ে হাউস সার্জেনশিপ করছে। ওরা আপনাকে দেখতে চায়। আপনি আসবেন শুনে আমাকে বলে রেখেছে, 'বকুল বিশ্বাস কেমন একবার দেখাবেন।"

"দেখুন আজকে আমার তাড়াতাড়ি আছে। মাকে যখন ভর্তি করেছি তখন তো আসতেই হবে। পরে আমি দেখা করে নেব।"

"সে হবে না, আমাকে খেয়ে ফেলবে। আর আপনার ফ্লাইটের তো দেরি আছে। সবে এগারটা হল। রোজ আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি বকুল বিশ্বাসের বাড়ির কাছে থাকেন। ভদ্রলোক দেখতে কেমন? খুব গম্ভীর? আমাদের একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন? সেই বকুল বিশ্বাস হাসপাতালে এসে চলে যাবে। আমাকে আস্ত রাখবে ভেবেছেন?"

অগত্যা বকুলকে সদ্য পাস করা ডাক্তারদের দেখা দেবার জন্য মিসেস বণিকের ওয়ার্ডে যেতে হল। ওয়ার্ডে গিয়ে মিসেস বণিক ডাকতে লাগলেন, "ও শিউলি, ও সাইলা, ও শকুন্তলা এদিকে এসো। বকুল বিশ্বাস এসেছেন।" এক দুই করে বাইশ তেইশ বছরের তিনটি মেয়ে এসে, চিড়িয়াখানার বাঘ ভালুকের দিকে মানুষ যেমন করে চেয়ে দেখে তেমনি করে তাকে দেখতে লাগল। তাদের চোখের দিকে চেয়ে বকুলের মনে হল, এরা বিশ্বাস করতে পারছে না যে এটিই বকুল বিশ্বাস। একটি মেয়ে আবার মিসেস বণিককে হাত ধরে টানতে টানতে দূরে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কি বলল, তা শুনে মিসেস বণিক হো হো করে হাসতে লাগলেন। হাসির দমক একটু কমলে তিনি এসে বললেন, "সাইলা কি বলছে জানেন? বলছে যে, ইনি তো আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ।" এই হয়েছে এক মুশকিল। তার সম্পর্কে খবরের কাগজে রিপোর্ট পড়ে লোকের এমন একটা ধারণা হয়েছে যে বকুল বিশ্বাস মানে একটা অসাধারণ অস্বাভাবিক মানুষ। তারা ভাবতেই পারে না যে সে একজন অতি সাধারণ মানুষ। এদের ওপর রাগ করে আর কি লাভ? সে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি ভেবেছিলেন যে আমার মাথায় তিনটে সিং থাকবে, না পিছনের দিকেও চোখ থাকবে?" তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে উত্তর দিল, "না তা নয়।"

"তবে।"

"দেখতে বিরাট হবেন। গম্ভীর মুখ হবে। ইয়া বড় গোঁফ হবে।" তার পাশের মেয়েটি টুক করে বলে উঠল, "এই হাই ফাই আর কি?" তা শুনে বকুল হাসতে লাগল। মিসেস বণিকও হাসতে লাগলেন। মেয়ে তিনটিও সে হাসিতে যোগ দিল। বকুল বলল, "আজকে আমার হাতে সময় নেই। আপনারা একদিন আমার অফিসে আসুন। আলাপ করা যাবে।" সে উঠে পড়ল। মিসেস বণিক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "দেখলেন, কেমন পাগল।" বকুল হাসিমুখে এসে গাড়িতে উঠল।

ফ্লাইট ঠিক সময়েই ল্যান্ড করল। হোম সাহেব প্লেন থেকে নেমেই লামলিং রওনা

হয়ে গেলেন। বকুলকে বলে গেলেন, "কাল দুপুরে আমি ফিরব। চারটের সময় তুমি আমার সঙ্গে আই. বি. অফিসে দেখা কোরো।" বকুল অফিসে ফিরে এল। পরের দিন আই. বি. অফিসে যেতেই হোম সাহেব তার হাতে একটা চিঠি দিলেন। চিঠিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে হাসিকুওয়ার এম. এল. এ পলাশ মিনজের লেখা। ইংরেজিতে লেখা। তিনি লিখেছেন, "অ্যাডিশনাল এস. পি. বকুল বিশ্বাস বৈকুণ্ঠপুরের নীল পার্টির নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাদের পার্টির সংগঠন নষ্ট করে দিতে চাইছেন। জনসাধারণের চোখে আমাদের নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য আমাদের পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস স্টার্ট করছেন।

ফিদাননগরের প্রধান নীরেন নন্দী একজন অত্যন্ত সৎ লোক। কিন্তু অ্যাডিশনাল এস. পি. বকুল বিশ্বাস তার নামে শুধু কেসই স্টার্ট করেন নি, তাকে অ্যারেস্ট করারও চেষ্টা করছেন। এর ফলে এলাকায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব অবিলম্বে যদি বকুল বিশ্বাসকে এখান থেকে সরানো না হয় তবে বড় ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হবে।

তাই জনপ্রতিনিধি হিসাবে আপনার কাছে আবেদন এই যে বকুল বিশ্বাসকে যেন এক্ষুনি বৈকুণ্ঠপুর থেকে সরানো হয়।" চিঠির কপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, জেলার মন্ত্রী, হোম সেক্রেটারি, ডি.জি. এবং এস. পি-কেও দেওয়া হয়েছে।

বকুল ভাবতেই পারে না যে পলাশ মিনজ এরকম চিঠি লিখতে পারেন। বিভিন্ন সময়ে কার্যোপলক্ষে পলাশ মিনজ-এর সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে। তাতে তাঁকে এরকম কূটকৌশলী মিথ্যাবাদী লোক বলে মনে হয়নি। নিশ্চয় গৌর কুণ্ডু এবং নীরেন নন্দী তাঁকে প্রভাবিত করে এরকম লিখিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হলে এরকমটা লিখতে রাজি হতেন না।

বকুল ডি. জি. সাহেবকে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে তিনি বললেন, "চান্দাও আমাকে ওরকমই বলল। কিন্তু তাহলে ওরা তোমাকে অত অপছন্দ করছে কেন? তুমি এম. এল. এ-র ফোন নম্বর জানো? আমি ওদের সঙ্গেও কথা বলব।" বকুল হোম সাহেবকে এম. এল. এ-র টেলিফোন নম্বর দিল। হোম সাহেব বললেন, "আমাকে তো একটা রিপোর্ট দিতে হবে। তুমি আমাকে যে কথাগুলি বললে সেগুলি সাজিয়ে লিখে দাও। আর ঐ যে তুমি বললে যে গোডাউন থেকে ফিদাননগর পশ্চিম আর যেখানে মানোয়ারির দোকানে সিমেন্ট আনলোড হচ্ছিল সেটা অনেকটা পুবে। ঐ জায়গাটার তুমি একটা স্কেচ ম্যাপও করে দাও। আমি কালকের ফ্লাইটে যাব। তার আগেই দিয়ে দিও। তোমার অফিসে অনেক কাজ থাকে, তুমি যাও।" বকুল স্যালুট করে অফিসে ফিরে এল। তার মনে হল, আর সব অফিসাররা যদি এরকম হত। তাহলে কত ভালো হত।

পরের দিন ফ্লাইটে হোম সাহেব কলকাতা চলে গেলেন। তারও পরের দিন রাতে চান্দা সাহেব ফোন করলেন, "সবঙ-এ খুব ঝামেলা করছে। তুমি গিয়ে দু'দিন ক্যাম্প কর।" তখনও তার মা হাসপাতালে ভর্তি আছে। অপারেশন হয়নি। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন। বুকের ব্যথা কমলে তবে অপারেশন করবেন। বকুলের একবার মনে হল

সেকথা চান্দা সাহেবকে জানায়। কিন্তু পাছে তিনি ভাবেন যে, সবও না যাওয়ার জন্য বকুল অজুহাত দেখাচ্ছে, তাই সে আর কথাটা বলে উঠতে পারলো না। সে চান্দা সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, কখন যেতে হবে স্যার?"

"তোমার যখন ইচ্ছে। কাল সকালেই চলে যাও। না হলে পরশুদিন যেও। অ্যাট ইওর উইল।"

"সঙ্গে কাউকে নিতে হবে স্যার?"

"কয়েকজন ট্রাস্টেড লোককে নিয়ে নাও। আর ওখানে তো লোকজন আছেই।"

"ঠিক আছে স্যার। কাল নয়, আমি পরশু সকালেই যাব।"

"উইশ ইউ অল দি বেস্ট।" চান্দা সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন।

সকালবেলায় উঠেই বকুল হাসপাতালে গেল। মাকে বলল, "আমি দু'য়েক দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখা হবে।" মা কাঁদতে শুরু করলেন, "অপারেশন হবে। বাঁচবো কি মরবো তার ঠিক নাই। তুমি থাকবা না, তাই হয়? এখ্যানে আমি কাহুকে চিনহি? এক আকুল আছে। তা উ তো নিজেকেই সামলাতে পারে না। তো আমাকে কি দেখবে?" বকুল বুঝিয়ে বলল, "আমি ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথা বলেছি। অফিসের লোকেরা রোজ এসে দেখে যাবে। আর ঐ যে বাড়ির কাজের মেয়েটি, মিসেস বণিকও আসবেন।"

বকুল ঘর থেকে বেরুতেই দেখল, দরজার বাইরে ফুল দাঁড়িয়ে আছে। সে বকুলকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "নিজে তো সবও যাচ্ছেন। মার খাবারের কি ব্যবস্থা করলেন?"

"ভাই তো থাকছেই। ঐ খাবারটা দিয়ে যাবে।"

"অত ঝামেলা না করে আমার হোস্টেল থেকে আমি যদি খাবারটা দিয়ে দিতাম তাহলে ভালো হত না?"

"না না, সামনে তোমার পরীক্ষা। এখন তোমায় এসব ঝামেলায় আমি জড়াতে চাই না।"

"তাই? না বারবার আমি আসলে মা পাছে জিজ্ঞেস করে বসেন, 'মেয়েটি কে' সেই ভয়?"

"তাও বটে।"

"তাহলে আর মার কাছে ভাল ছেলে হয়ে থাকা হবে না, তাই না? যদি অতই ভালো ছেলে হওয়ার লোভ তাহলে যেগুলো আপনার মতে ভালো কাজ নয় সেগুলো করতে যান কেন?"

বকুল কোনো উত্তর দিতে পারে না। ফুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অফিস রওনা হয়।

পাসোয়ান ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। অফিসে এসে বকুল বরুণকে ডাকল। এম. টি. ও -কে একটি গাড়ি এবং আই. সি. বি. আর এফ-কে এক সেকশন ফোর্স রেডি রাখতে বলল। রুদ্রকে ডেকে বলল, কাল সকাল আটটার সময় সবও রওনা হতে হবে। পাহাড়ে যারা আন্দোলন করছে, রুদ্র সেই উপজাতির লোক। তাই বকুলকে অনেকেই এমন কি

ডি. এস. পি. গৌতম পাল ও রুদ্রকে পাহাড়ে না নিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। তাদের পরামর্শ শুনে বকুলের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছিল। নিজের প্রহরীদের হাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার কথা মনে পড়েছিল। সেরকমভাবে ড্রাইভার যদি বিশ্বস্ত না হয় তবে তো পদে পদে বিপদ। কোনো মুভমেণ্টই করা যাবে না। আন্দোলনকারীরা তার সব গতিবিধির খবর পেয়ে যাবে। সে ভালনারেব্‌ল হয়ে পড়বে। কিন্তু রুদ্র বকুলের কাছে প্রথম থেকে কাজ করছে। এর মধ্যে কয়েকবার সে পাহাড়েও গেছে। কিন্তু রুদ্রকে সেরকম মনে হয়নি। রুদ্র যদি সত্যি সেরকম না হয় তবে তাকে সন্দেহ করে বাদ দিলে ভারি অন্যায় হবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে বকুল ঠিক করেছে, সে রুদ্রকেই নিয়ে যাবে।

রুদ্রকে গাড়ি রেডি রাখতে বলে বকুল ওপরে উঠে জামা-কাপড়, বিছানাপত্র গোছাতে লাগল। সবঙে প্রচণ্ড শীত, সে পুরনো হোল্ডলটা বের করে একটা কম্বল, একটা লেপ এবং গোটা দুই বিছানার চাদর নিয়ে নিল। ইউনিফর্মের সঙ্গে সোয়েটার ছাড়াও জ্যাকেট গুছিয়ে রাখল। পশমের মোজাগুলোও বাক্স থেকে বার করল।

সকাল আটটার সময় থানা থেকে লোকজন নিয়ে গাড়ি চলে এল। বকুলও বেরিয়ে পড়ল। বকুলের গাড়িতে বরুণ ছাড়াও উঠল একজন স্টেনগানধারী হেড কনস্টেবল এবং তিনজন রাইফেলধারী কনস্টেবল। পিছনের গাড়িতে বাকি একজন স্টেনগানধারী হেড কনস্টেবল এবং চারজন রাইফেলধারী কনস্টেবল উঠল। বকুল দুই ড্রাইভারকেই বলে দিল যে গাড়ি দুটি সব সময় এক সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলবে যাতে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। গাড়ি চলতে লাগল।

কিছুদূর যাওয়ার পরই পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের গা কেটে কেটে পথ করা হয়েছে। একদিকে উঁচু পাহাড়। অন্যদিকে গভীর খাদ। মাঝখান দিয়ে অপ্রশস্ত পথ। গাড়ি ঘোড়া খুবই কম চলছে। দুয়েকটা ছোট পাহাড়ী বাস আসছে। দুয়েকটা ছোট পাহাড়ী ট্রাক। কিছু কিছু আর্মির সবুজ রং লাগানো গাড়ি। কচিৎ দুয়েকজন লোক দেখা যাচ্ছে। বকুল রাস্তার ওপর সতর্ক নজর রেখে বসে আছে। কখন কোন দিক থেকে যে বিপদ আসবে তার ঠিক নেই। হয়তো কোথাও রাস্তায় মাইন পোতা থাকবে। হয়তো কোন পাহাড়ের ওপর থেকে পাথরের চাঁই এসে পড়বে। কোনো আড়াল থেকে গুলি এসে লাগাও বিচিত্র নয়। আন্দোলনকারীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য পুলিশ। পুলিশের গাড়ি দেখলেই তারা আক্রমণ করছে। ফলে বকুল সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। বনের সবুজ সৌন্দর্য, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা নদীর রূপালি স্রোত, রাস্তার দুপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফুল-পাতা, লতা-গুল্ম, পশু পাখি কিছুরই দিকে সে একবারও তাকিয়ে দেখতে পারছে না। সেগুলি যেন চোখের পর্দায় একটা মৃদু আঘাত করে অলক্ষ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

একটা বাঁকে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। রুদ্র বলল, "স্যার ঐ পাহাড়ের ওপর কতকগুলো লোক ঘোরাফেরা করছে।" বকুল তাকিয়ে দেখল, একজন লোক একদম পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তার আশে পাশে যেন কয়েকজন হাঁটাচলা করছে। বকুল গাড়ি থেকে নামল। অন্যরাও নেমে এল। বকুল এক সঙ্গে জটলা করে দাঁড়াতে মানা করল। ওরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াল। ওদিক থেকে একটা আর্মি ট্রাক ক্রশ করে চলে

গেল। পাহাড়ের ওপরকার লোকগুলোও আড়ালে চলে গেল। বকুলরা গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল। এবার তারা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে। একটা বাঁকে বকুল দেখল অনেকগুলো মুরগী চরছে। রুদ্র বলল, "স্যার বন মুরগী।" বকুল দেখল, একদম পোষা মুরগীর মতো।

আরও খানিকটা এগিয়ে বকুল লক্ষ্য করল, রাস্তার পাশ থেকে একটা তারের মতো কিছু ওপরে উঠে গেছে। বকুল গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থেকে নেমে বোঝার চেষ্টা করল। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল ওটা তার নয়, একটা লতা। তারা আবার চলতে লাগল।

দুপুর বারোটা নাগাদ তারা সবঙ এসে পৌঁছল। সবঙ থানার ও. সি. বাদল চক্রবর্তী আগে বাঘাগুড়ি থানায় ছিল। সে বকুলকে দেখে প্রশ্ন করে উঠল, "স্যার, আপনি এখানে।"

"হ্যাঁ, আপনাদের এখানে দুয়েকদিন থাকতে হবে। চান্দা সাহেব তো তাই বললেন।"

"কিন্তু আমাদের কাছে তো কোনো খবর নেই। বসুন স্যার। আমি এস. ডি. পি. ও সাহেবকে জিজ্ঞেস করছি।"

বাদল চক্রবর্তী এস. ডি. পি ও কামতাকে ফোন করল। কিন্তু সে বাড়িতে বা অফিসে নেই। এস. ডি. ও-র বাড়িতে গেছে। বকুল গাড়ি নিয়ে এস. ডি. ও-র বাড়িতেই গেল। বাড়ির সি. আর. পি. ক্যাম্পের লোকেরা বলল, "সাহাব ক্লাব গয়ে।"

"ক্লাব কিধর?"

"সিধা চলা যাইয়ে। ই রাস্তাকে বাঁয়ে।"

বকুল সে রাস্তা ধরে সোজা চলতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁদিকে একটা মাঠ দেখা গেল। মাঠের চারিদিকে রাইফেল আর স্টেনগানধারী সি. আর. পি. এফ। মাঠে দুজন ভদ্রলোক গল্‌ফ্ খেলছে। মাঠের কাছে গিয়ে বকুল দেখল, তাদের একজন এস. ডি. পি. ও. কামতা, আরেকজন এস. ডি. ও. আমতে। বকুলের চোখে দৃশ্যটা ভালো লাগল না। যখন পাহাড় পুড়ছে তখন সেই পাহাড়ের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে ফোর্স দেওয়া হয়েছে তাদের মাঠের চারপাশে মোতায়েন করে প্রশাসনের দুই কর্ণধার দুপুরবেলায় গল্‌ফ্ খেলছে। অবশ্য দুপুর বেলাটাই এখানে প্রশস্ত সময়। সকালে বা বিকেলে প্রচণ্ড শীত থাকে। যাই হোক মনের ভাব মনে গোপন করে বকুল মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। কামতা সাহেব এগিয়ে এসে বলল, "নো-স্যার। চান্দা সাহেব আমাকে কিছু বলে নি।" আমতেও তার সঙ্গে সায় দিল। বকুল আবার থানায় ফিরে এল। সে চান্দা সাহেবকে ফোনে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু পেল না। অগত্যা ও. সি-কে বলল, "আপাতত একটা থাকার ব্যবস্থা করুন। পরে কথা বলে নেওয়া যাবে, কি জন্যে আসতে বলেছেন।"

বাদল চক্রবর্তী একে ওকে ফোন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাদের একটা পরিত্যক্ত পি. ডব্লিউ. ডি. অফিসে নিয়ে গিয়ে তুলল। অফিসটা থানা থেকে পুব দিকে। অফিসের

নিচেই সিনেমা হল। এখন বন্ধ। অন্যদিকে ট্রেজারি গার্ড। আরও একটু দূরে সি. আর. পি. এফ. ক্যাম্প। চেয়ার টেবিল সরিয়ে সকলে শোবার জায়গা করে নিল। রান্না করার খুব অসুবিধা। ও. সি. সি. আর. পি এফ. ক্যাম্পে খাবার ব্যবস্থা করে দিল। বকুল অফিসের সামনে পিছনে দু'দিকে চব্বিশ ঘণ্টা গার্ডের ব্যবস্থা করল। রাতের বেলা যারা ডিউটিতে থাকবে তাদেরকে দিনের বেলা ঘুমিয়ে নিতে বলল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই বোমা পড়তে লাগল। একটু রাত হতে সিনেমা হলটার কাছেই একটা বোমা ফাটল। রাস্তার ওপাশে বেটশি বাজারের দিক থেকে তো পুজোর সময় পটকা ফাটার মতো বোমার শব্দ আসতে লাগল। বকুল গার্ডকে সতর্ক করে দিয়ে থানায় গেল। বাদল চক্রবর্তী বলল, "স্যার, এই শুরু হল। সাবা রাত চলবে। এখানে কোনো প্রশাসন নেই। আমি নিজেই খুব ভয়ে ভয়ে আছি। পুলিশের লোকের সঙ্গেও ওদের যোগাযোগ আছে। আমরা কখন কি করছি সব ওরা জেনে যায়।"

"কিন্তু এই যে বোমা পড়া। দিনের বেলায় বাড়ি গিয়ে সার্চ করলেই তো বন্ধ হয়ে যাবে। অন্ততঃ কম হবে।"

"কিন্তু সার্চ কে করবে স্যার? সবাই চাচা আপনি বাঁচা অবস্থা। যা ফোর্স এসেছে সব তো সাহেবদের গার্ড দিতেই শেষ।"

"কিন্তু সেই গার্ডগুলো নিয়েই তো রেইড করা যায়?"

"আমি তো কিছু করতে পারি নি। স্যার, আপনি এসেছেন। দেখুন স্যার।"

বকুল আবার সেই পি. ডব্লিউ. ডি. অফিসে ফিরে এল। দেখল, অন্য জায়গায় গাফিলতি করলেও তার লোকেরা এখানে খুব সতর্কভাবে গার্ড ডিউটি করছে। আসলে এখানে তারা নিজেরাও বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন। বুঝতে পারছে যে অসতর্ক হলে নিজেদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। অন্যত্র হাজার চেষ্টা করেও এই বোধটা তাদের মধ্যে জাগাতে পারা যায় না। তাই তারা কর্তব্যে অবহেলা করে।

বকুল গার্ডদের সঙ্গে কথা বলে শুতে গেল। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম এল না। সে মনকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল যে ঠিক মতো ঘুম না হলে শরীর খারাপ হবে। সে ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম এল না। শুধু মনে হতে লাগল, যে কোনো মুহূর্তে ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ হতে পারে। এটা যে কিরকম অস্বস্তিকর অবস্থা তা বকুল এই প্রথম বুঝতে পারল, এর আগেও সে কয়েকবার পাহাড়ে এসেছে। সঙ্গে গার্ড থেকেছে। কাজ শেষ করে চলে গেছে। ডামডিং-এ তো গুলি খেতে খেতেও বেঁচে গেছে। কিন্তু এরকম অনুভূতি হয়নি।

যে কোনো মুহূর্তেই বিপদ আসতে পারে। এই অনুভূতি বকুলকে অস্থির করে তুলল। তার মনে হল, যারা আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে তার কোনোরকম ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তবুও সে এমন একটা কাজ নিয়েছে যে সে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে বকুল কামতার সাথে কথা বলল, কিন্তু কামতা রেইড করতে রাজি হল না। সে বলল, "এখানকার কালচারই আলাদা। তুম তুমহারা খেল দেখাও। হাম

হামারা খেল দিখাতে হ্যাঁয়। ওরা রাতের বেলা বোম ফাটাবে, লোককে ভয় দেখাবে। আমরা দিনের বেলা ঘুরে ফিরে লোকের মনে সাহস যোগাব। রেইড করতে গেলেই ঝামেলা হবে। কি লাভ ঝামেলা বাড়িয়ে? বকুল দেখল, তার এখানে আসার কোনো মানেই হয় না। না কেউ এখানে তার কথা শোনে। না তাকে কারো কথা শুনতে হয়। তাহলে তার এখানে থেকে কি লাভ? বকুল চান্দা সাহেবকে ফোনে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু অফিস থেকে জানালো, তিনি লামডিং-এ নেই। বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন তা তারা বলতে পারল না।

বকুল ঠিক করল সে বৈকুণ্ঠপুর ফিরে যাবে। পরের দিন সন্ধ্যায় তার অফিস থেকে রিডারবাবু ফোন করে জানাল, তার মার অপারেশন হয়েছে। জ্ঞান ফেরার পর থেকেই বকুলকে দেখতে চাইছেন। বকুল থানা থেকে ক্যাম্পে ফিরেই সে তার লোকজনকে বলল, "আমরা কাল সকালে বৈকুণ্ঠপুর চলে যাব।" লোকজন শুনে খুশিই হল। কেই বা এখানে পড়ে থাকতে চায়?

রাতে বকুল চান্দা সাহেবের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু জানা গেল, তিনি লামলিং-এ ফেরেন নি। কোথায় আছেন তা তার অফিসের লোকজন জানে না। বকুল একটা মেসেজ লিখে দিয়ে সকালবেলায় বৈকুণ্ঠপুর রওনা হয়ে গেল। ফেরার পথে গাড়ি আগের তুলনায় একটু তাড়াতাড়িই এল। দশটা নাগাদ তারা বৈকুণ্ঠপুর পৌঁছে গেল।

একত্রিশ

দুদিন পরে চান্দা সাহেব ফোন করলেন, "আমি তোমাকে সবঙ পাঠালাম। আর তুমি আমার সঙ্গে আলোচনা না করেই চলে এলে?" কাউকে কিছু না বলে তাকে সবঙ পাঠাবার জন্য বকুল চান্দা সাহেবের ওপর অসন্তুষ্টই ছিল। সে বলল, "স্যার, আমি যদি কোনো কাজেই না লাগি তাহলে শুধু শুধু ওখানে বসে থেকে কি হবে? আমি আপনার সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগ করতে চেয়েছি। কিন্তু পাই নি। তাই চলে এসেছি। আমাকে যে আপনি ওখানে পাঠাচ্ছেন সেটা কামতাকে বলেন নি, অন্য কাউকেও বলেননি। ফলে, ওরা আমার সঙ্গে ফরেনারের মতো ব্যবহার করছে। এই অবস্থায় আমি ওখানে কি করব স্যার?"

"কি করবে সেটা তো আমি বুঝব। তুমি আবার যাও।"

"কি হিসেবে যাব স্যার?"

"কেন? তুমি ওখানে অ্যাডিশনাল এস. পি. হিসেবে কাজ করবে।"

"স্যার, তাহলে একটা অর্ডার করে দিন।"

"কেন? আমি তোমাকে বলছি এটা অর্ডার নয়?"

"কিন্তু আপনি সবঙে তো কাউকে কিছু বলছেন না স্যার।"

"বলে দেব।"

"ভালো হয়, আপনি যদি একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেন।"

" মেসেজের দরকার হবে না। তুমি চলে যাও।"

তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন। চান্দা সাহেবের কথা বকুলের একদম পছন্দ হল না। তাকে সবঙ যেতে বললেন। কিন্তু সবঙের লোকেদের কিছু বলছেন না। তাকে যে যেতে বলেছেন সেটা একটা মেসেজ দিয়েও বলতে চাইছেন না। অথচ নিজের এলাকার বাইরে গিয়ে দিনের পর দিন কাজ করার জন্য একটা অর্ডার থাকা অবশ্যই দরকার। সে কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। কারো যদি কিছু হয় তখন সে কেন গিয়েছে সে প্রশ্ন উঠবে। আর সে প্রশ্নের উত্তর যদিও ওপরের লোকেদের পক্ষে সুবিধাজনক না হয় তাহলে তারা কেউ সঠিক উত্তর দেবে না। তাই কাজটাকে যতটা সম্ভব আইনসম্মত করার জন্য সে চান্দা সাহেবকে অ্যাড্রেস করে একটা মেসেজ লিখল, "অ্যাজ পার ইওর ডাইরেকশান আই অ্যাম প্রসিডিং টু সবঙ ফর এনকোয়ারিং অ্যাজ অ্যাডিশনাল এস. পি. সবঙ দেয়ার।" বকুল মেসেজের কপি ডি. আই. জি. রেঞ্জ এবং ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টারকেও পাঠিয়ে দিল।

পরের দিন সকালে বরুণ, পাসোয়ান ছাড়াও ফোর্স নিয়ে বকুল সবঙ রওনা হল। থাকার ব্যবস্থা হল সেই পি. ডব্লিউ. ডি. অফিসে। এবার বকুল এখানে থাকার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তাই মাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এনে রেখে এসেছিল। ভাইকে বলে এসেছিল, মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেই যেন সে মাকে নিয়ে চলে যায়। তাই তার কোনোরকম পিছুটান ছিল না। সে দিনের পর দিন সবঙের পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিল।

সন্ধ্যা হলেও কালি পুজোর সময়কার পট্কা ফাটার মতো বোমা ফাটার ব্যাপার এখনও একই রকম চলছে। গত দু'দিনে আরও দুটো বাংলো পুড়েছে। টি. এন. এল. এফ-এর জঙ্গীরা দু'দিনে দু'জন মহিলাকে অপহরণ করেছে। এদের একজন পুলিশের হোমগার্ড, কন্ট্রোল রুমে কাজ করত। পরশু দুপুরে সে যখন কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল তখন টি. এন. এল. এফ-এর লোকেরা তাকে তুলে রৌশি বাজারের দিকে নিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। অবশ্য বাড়ির লোকজন ভিন্ন আর কেউ খোঁজ করেও নি। গতকাল রাতে টি. এন. এল. এফ-এর লোকেরা একজন নার্শারি শিক্ষিকাকে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। গত জুন মাসের বন্ধের সময় সে তার স্কুল খোলা রেখেছিল। সেই জন্য টি. এন. এল. এফ-এর ছেলেদের তার ওপর রাগ। তাকেও রৌশি বাজারের দিকে নিয়ে গেছে। তারও আজ পর্যন্ত কোনোরকম খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।

বকুল কামতাকে বলেছিল যে অন্তত রৌশি বাজার এলাকায় তল্লাসি চালিয়ে দেখা যেতে পারে মহিলা দুটিকে পাওয়া যায় কিনা। না পাওয়া গেলেও তো লোকেরা বুঝবে যে পুলিশ চেষ্টা করছে। না হলে পরে আর কেউ পুলিশকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। কিন্তু কামতা সে কথায় গুরুত্ব দেয় নি। সে জানিয়েছে যে গোপনে তাদের খোঁজ করা হচ্ছে। কেমন খোঁজ করা হচ্ছে তা সন্ধ্যা নাগাদ জানা গেল। এস. ডি. পি.

ও. তার গাড়িটি রাস্তায় রেখে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকেছিল। ঘন্টা খানেক বাদে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে দেখল কারা গাড়িটাকে গড়িয়ে কয়েকশো ফুট নিচে ফেলে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সে গাড়ি তোলা গেল না। রাতের বেলা গাড়িটা কারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। তার পরের দিন খবরের কাগজে বের হ্ল, সবঙের এস. ডি. পি. ও.-র গাড়িতে সশস্ত্র টি. এন. এল. এফ হামলা। প্রাণে বেঁচে গেলেও দুষ্কৃতকারীরা গাড়িটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। গাড়িটা পুড়িয়েছে সত্য। কিন্তু হামলাটা কখন হয়েছে তা বকুল সবঙে উপস্থিত থেকেও জানতে পারল না।

পরের দিন কিন্তু সত্যি সত্যিই হামলা হ'ল। থানার পশ্চিম দিকে বাজার। বন্ধের সময় কয়েকজন ব্যবসায়ী তাদের দোকান খোলা রেখেছিল। টি. এন. এল. এফ.-র লোকদের তাদের ওপর খুবই রাগ। কয়েকদিন আগেই প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের একজনকে টি. এন. এল. এফ জঙ্গীরা চক বাজারে গুলি করে হত্যা করেছে। থানার কয়েকশো গজের মধ্যে খুন। কিন্তু পুলিশ এখনও একজন হত্যাকারীকেও ধরতে পারে নি। তবে চক বাজারে এখন দিন রাত সব সময় পুলিশ পিকেট থাকে। পায়ে হাঁটা পুলিশ ছাড়াও পুলিশের গাড়ি টহল দেয়। সি. আর. পি. এফ-এর একটি গাড়ি যখন থানার দিক থেকে চক বাজার হয়ে ওদিকে যাচ্ছিল তখন পাশের ছাদ থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল। দু'জন জোয়ান গাড়ির মধ্যেই লুটিয়ে পড়ল। খবর পেয়ে সি. আর. পি. এফ.-এর কর্মকর্তারা ছুটে এল। অনেক পুলিশ ও সি. আর. পি. এফ. এল। কিন্তু আততায়ীদের পাওয়া গেল না। আঁধারের আড়ালে তারা গা ঢাকা দিল।

পরের দিন কড়া পুলিশ প্রহরায় বাজারের নিচে শ্মশানে সি. আর. পি. এফ. জোয়ান দু'জনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হ্ল। বহুদূরে তাদের বাড়ির লোকজন হয়তো এখনও জানে না যে তাদের প্রিয়জন আর এ পৃথিবীতে নেই। বকুলের নিজের মনটাও কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। কাল তারও এরকম হতে পারে।

সি. আর. পি. এফ. জোয়ানদের বোধ হয় মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সহকর্মী দু'জনকে শ্মশানে রেখে এসে তারা বেঁকে বসল। দিনের বেলায় সার্চ-সিজার রেইড করতে না দিলে তারা রাতে আর টহলে বের হবে না। ব্যবসায়ীরা খবর পেয়ে আঁতকে উঠল। তারা একবার এস. ডি. ও.-এর কাছে যায়, একবার এস. ডি. পি. ও.-র কাছে যায়। দু'একবার বকুলের কাছেও এল। বকুল তার অসহায়তার কথা তাদের কাছে বলল। তারা তখন চান্দা সাহেবকে ফোন করল। চান্দা সাহেব বকুলকে ফোন না করে কামতাকে ফোন করল। কামতা এল বকুলের কাছে। ঠিক হ্ল দু'একদিন খোঁজ খবর নিয়ে রেইড করা হবে। ইতিমধ্যে জঙ্গীরা এস. ডি. ও. অফিসের এক কেরাণীকে অপহরণ করল। সে টি. এন. এল. এফ.-এর অনুগত এমপ্লয়িজ অ্যাসসিয়েশানের সভ্য নয়, এই তার অপরাধ। ঠিক হ'ল, দেরি করা ঠিক হবে না। পরের দিনই রৌশি বাজার এলাকায় তল্লাশি চালানো হবে। সেই মতো প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হ'ল। তার প্ল্যানের কথা বকুল কামতা এবং সি. আর. পি. এফ.-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমাণ্ড্যান্ট ছাড়া আর কাউকে জানালো না।

পরের দিন সকালবেলা প্ল্যান মতো কামতা একটা প্লেটুন নিয়ে থানার কাছ থেকে নিচে নামল। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট চক বাজারের থেকে নিচে নামল। বকুল আরও খানিকটা বাঁয়ে এল, যাতে করে পুরো উপত্যকাটা ঘেরা পড়ে যায়। তারা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে বোমা, বিস্ফোরক বা অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না তা খোঁজ করে দেখতে লাগল। কোনো সন্দেহজনক লোক থাকলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। অবশ্য প্রায় কোনো বাড়িতেই বয়স্ক কোনো পুরুষ মানুষকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না কোনো অস্ত্রশস্ত্রও। তবে তারা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল।

বি. এস. এফ. ক্যাম্পের কাছে এসে তারা প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হল। সামনে দেখা গেল বন্দুক নিয়ে বেশ কিছু লোকজন পাহাড়ের খাঁজে পজিশন নিয়েছে। বামদিকে বাঁশ- ঝাড়ের ওপার থেকে বোমার শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ সামনে থেকে বন্দুকের গুলির শব্দ হল। বকুলরা থমকে দাঁড়িয়ে যে যেখানে পারল পজিশন নিয়ে নিল। সি. আর.পি. এফ.-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট বকুলের সঙ্গে আর টি-তে যোগাযোগ করল, "সামনের আড়ালে ওরা বন্দুক নিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে। এখন এগোতে হলে ফায়ার করতে হবে। না হলে পিছিয়ে যেতে হবে। এখানে বসে থাকাও নিরাপদ নয়।" পিছিয়ে যাওয়াও নিরাপদ হবে বলে বকুলের মনে হল না। সেক্ষেত্রে তারা পিছন থেকে গুলি করতে পারে। তাছাড়া একবার পিছিয়ে গেলে আর এ এলাকায় তল্লাশি করতে আসা যাবে না। ওরা আরও বেশি সাহসী হয়ে উঠবে। বকুল বলল, "এগুতে হবে। দরকার হলে গুলি করেও।" সঙ্গে সঙ্গে বকুল আর. টি. তে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্টের অর্ডার শুনল, "সামনে দুশমন, দু'শ গজ। পাহাড়িকে আড়ল ছুপা হুয়া। দেখনে কা সাথ সাথ ফায়ার।" কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হঠাৎ গুম করে একটা গুলির শব্দ। সামনে আর্তনাদ। আবার একটা গুলির শব্দ। তারপর সামনের বন্দুকধারীদের দিক থেকে পাল্টা গুলি। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়। তারপর সামনের রণে ভঙ্গ দিয়ে ওদের পলায়ন।

বকুলরা যখন দেখল যে ওরা অনেক দূর চলে গেছে তখন তারা সামনে এগুতে লাগল। কিছুদূর এগুতেই একটা বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে এক সঙ্গে অনেকের 'বাঁচাও, বাঁচাও' শব্দ শোনা গেল। কিন্তু ঘরটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। আশে পাশের বাড়িতেও কোনো লোক নেই। বকুলের লোকেরা পাথরের আঘাতে দরজা খুলে ফেলল। দেখা গেল ঐ ঘরে অপহৃত দুই মহিলা এবং এস. ডি. ও. অফিসের কর্মচারী ছাড়াও আরও দু'জন লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের মুক্ত করা হ'ল। তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে টি. এন. এল. এফ.-এর লোকেরা তাদেরকে দু'বেলা খেতে দিয়েছে এবং খারাপ ব্যবহার করে নি। তবে বেঁধে রেখেছে।

বকুলরা ওদের থানায় পাঠিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। দেখা গেল সশস্ত্র টি. এন. এল. এফ.-এর লোকেরা নদীর ধার ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভালো রাস্তা ছিল। কিন্তু গাড়িটা তারা অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। বকুল লোকজন নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র লোকেরা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে পাহাড়ের খাড়িতে জঙ্গলের মধ্যে পজিশন নিল। অনেকটা দূরে। বকুল ভাবছিল কি করলে ওদের ধরা যায়। কিন্তু ওবা সব সময় অনেকটা দূরত্ব রেখে চলছে।

বকুল ওদিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, কিছুদূরের পাহাড়ের খাড়িটার পাশ থেকে একটা বন্দুকের নল একটু একটু করে ওপরে উঠছে। বকুলের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। সে টুক করে বসে পড়ে অন্যদের ইশারা করল। সবাই যে যার সুবিধা মতো আড়াল দেখে পজিশন নিয়ে নিল। রাস্তার বাম পাশে একটা শুকনো ড্রেন বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বকুল একদম খাড়িটার অপর পারে চলে এল। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক তার বন্দুক তাক করে স্ট্যাণ্ডিং পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ চোখে পড়লেই তৎক্ষণাৎ ফায়ার করবে। কিন্তু পিছনে কি হচ্ছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার সঙ্গে আর কেউ নেই। একশ' গজ মত দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেলেই ভালো নিশানা হয়। কিন্তু ড্রেনটা একদম খাড়া। ড্রেন থেকে ওকে তাক করতে হলে পুরো রাইফেলটা ওপরে তুলতে হবে। ওর চোখে পড়ে যেতে পারে। বকুল চুপি চুপি তার সঙ্গীকে বলল, "আপনি তৈরি থাকুন গুলির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি রাইফেল ওপরে তুলে তৈরি থাকবেন। পালাতে গেলেই গুলি করবেন।" তার সঙ্গী ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। বকুল তার নাইন এম এম পিস্তলটা আস্তে করে ড্রেনের ওপর নিয়ে তাক করল। যখন পিস্তলের দুই নলের সঙ্গে যুবকটির পিঠ এক লাইনে এসে গেল, সে ট্রিগার টিপল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ। হাতের বন্দুকটা ছিটকে পড়ল। বকুল ড্রেনের ওপর মুখ বাড়িয়ে দেখল, না বন্দুকটা পড়ে নেই। যুবকটি বন্দুক নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বকুল আবার গুলি করল। তার সঙ্গী রাইফেল থেকেও গুলি করল। ছেলেটি গতিহীন হয়ে পড়ল। তার হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল।

বকুলের লোকজন গিয়ে তাকে ধরে আনল। দেখা গেল, তার হাতের বন্দুকটি একটি একনলা বিদেশি বন্দুক। তাতে টুয়েল্‌ভ বোর বুলেট লোড করা। তার জামা কাপড় খুঁজে আর কিছু পাওয়া গেল না। শুধু বুক পকেট থেকে একটা চিঠি পাওয়া গেল। বকুল চিঠিটা খুলে পড়ার চেষ্টা করল। দেবনাগরী অক্ষরে চিঠি। বকুল আস্তে আস্তে পড়ল। লেখা আছে।

"মেরো পবন,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার সব কথা আমি বুঝি নি। তবে আমার খুব ভয় করছে। তোমাদের অস্ত্র নেই, ট্রেনিং নেই। শুধু মনের জোরে কি সব কিছু হয়? ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেদের সঙ্গে কি তোমরা পেরে উঠবে। আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করছি নে। তবে এগুলো তোমাদের ভাবতেই হবে।

যাই হোক তোমাকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তুমি অন্তত একদিনের জন্যও এসো। আমি অপেক্ষা করব। ইতি--

তিমরো পূর্ণিমা।"

বকুলের বুকটা ব্যথায় ভরে গেল। তাহলে এই যুবকটির নাম পবন। পূর্ণিমা বলে একটি মেয়ে তাকে ভালোবাসে। সে পবনের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে লিখেছে। কিন্তু

অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকলেও তার পবন আর ফিরে আসবে না। সে নিজেই পবনকে মেরে ফেলেছে। বেচারি পুর্ণিমা! বকুল খাম বের করে তার ঠিকানাটা দেখতে গেল। যদি পায় তাকে বেনামে একটা খবর দিয়ে দেবে। কিন্তু খামে পুর্ণিমার ঠিকানা লেখা নেই। পবনের আছে। পবন কুমার ছেত্রি, রৌশি বাজার, পোঃ সবঙ, জেলা লামলিং। বকুল দেখল, খামের ওপর গতকালেরই সবঙ পোস্ট অফিসের ছাপ রয়েছে। তার মানে কালই সে চিঠিটা পেয়েছে। আর আজ তাকে চলে যেতে হ'ল। বকুল গভীর হতাশায় ওপর দিকে তাকায়।

বকুল দেখল সশস্ত্র লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারের পাহাড়ের নীচে ঘন জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। বকুলের খেয়াল হল এভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। তারা বন্দুক এবং ডেডবডি নিয়ে ফিরতে লাগল। ফিরে এসে দেখল সি. আর. পি. এফ.-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্টের দলও একটা ডেডবডি নিয়ে ফিরেছে। সকলে থানায় ফিরে এলে দেখা গেল যে মোট চার জন ফায়ারিঙে মারা গেছে। একজন সি. আর. পি. এফ. জওয়ানের হাতে গুলি লেগেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে দেখা গেল, আরেকজন গুলিতে আহত লোককে কারা হাসপাতালে ভর্তি করে গেছে। বকুল ঘটনার পুরো বিবরণ দিয়ে লামলিং এস. পি.-র কাছে মেসেজ পাঠিয়ে দিল।

সেদিন রাতে আর শহরে বোমা পড়ল না। ভোর রাতে সিনেমা হলের দক্ষিণ দিকে মাত্র একটা বোমা ফাটল। পরেরদিন ওদিকেই রেইড করা হ'ল। আজ কোনো প্রতিরোধ এল না। পুলিস জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে আটক করল। সেদিন রাতে একটাও বোমা ফাটল না। পরেরদিন রৌশি বাজার থেকে কিছুলোক এস. ডি. ও.-র কাছে গেল। তাদের অভিযোগ 'পুলিস নিরীহ লোকদের হয়রানি করছে। নির্বিচারে মানুষকে গুলি করে মারছে।' আবার কিছু লোক এস. ডি. ও.-র কাছে এল। তারা বলল, "এক্সেস কিছু হয়েছে। তবে এটারও দরকার ছিল। বেটাদের বোমা মারা বন্ধ হয়েছে। দু'দিন কেউ কিডন্যাপ্‌ডও হয় নি।"

সন্ধ্যাবেলায় বৈকুণ্ঠপুর থেকে আই. সি. সমীনাথের ফোন এল। সমীনাথ বলল, "স্যার, কেমন আছেন স্যার?"

"ভালো। আপনারা কেমন?"

"সব ঠিক আছে স্যার।"

"মা'র শরীর কেমন আছে, জানেন?"

"হ্যাঁ স্যার। সন্ধ্যাবেলায় বরুণ এসেছিল। ভালো আছেন। বোধ হয় দুয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি চলে যাবেন। আপনার তো ওখানে তিন সপ্তাহ হয়ে গেল স্যার। আর কতদিন থাকবেন?"

"দেখা যাক, কতদিন থাকতে হয়। এখানে অবস্থা এখন অনেকটা ভালো।

"স্যার কাগজে তো দেখলাম খুব বড় রেইড হয়েছে। কিন্তু রেইডে কি আপনি ছিলেন না স্যার?"

"কেন রেইড তো আমার আণ্ডারেই হয়েছে। অপহৃত লোক উদ্ধার হয়েছে। গোলাগুলিতে ওদের পাঁচজন লোকও মারা গেছে।"

"সেসব লিখেছে স্যার। তবে লিখেছে যে রেইড কামতা সাহেবের নেতৃত্বে হয়েছে।"

"আপনি কোন্ কাগজের কথা বলছেন?"

"সব কাগজেই লিখেছে স্যার। এই তো আমার সামনে স্টেটসম্যান রয়েছে। স্টেটসম্যানেও লিখেছে যে রেইড কামতা সাহেবের আণ্ডারে হয়েছে।"

"দেখুন তো, কাকে কোট করে লিখেছে?"

"চান্দাসাহেবকে কোট করেছে স্যার।" সে কাগজ পড়ে শোনাতে লাগল। হ্যাঁ চান্দা সাহেবই বিবৃতি দিয়েছেন যে রেইড কামতার নেতৃত্বে হয়েছে।

বকুল ভাবতে লাগল, চান্দাসাহেব কাগজে এরকম বিবৃতি দিলেন কেন? চান্দা সাহেব কি চাইছেন না যে বকুল তার যোগ্য স্বীকৃতি পাক। না তিনি যে বৈকুণ্ঠপুর থেকে বকুলকে মুখের কথায় সবঙ এনে রেখেছেন একথা কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না। যাই হোক, বকুলের সঙ্গে তিনি অন্যায় ব্যবহার করছেন। বকুল বুঝল, তাকে আরও বেশি সাবধান হতে হবে। সে খুব হিসেব করে চলতে লাগল।

পরেরদিন সকালেই চান্দা সাহেবের কাছ থেকে বকুল এক লাইনের একটা মেসেজ পেল, "প্রসিড টু বৈকুণ্ঠপুর ইমেডিয়েটলি।" বকুল বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে আবার গাড়িতে চাপল। সন্ধ্যাবেলায় অনেকদিন পর সে আবার বৈকুণ্ঠপুর এল। বৈকুণ্ঠপুরকে যেন নতুন নতুন লাগতে লাগল। অফিসে এসে জানল, ভাই আজ সকালেই মাকে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। বকুল ওপরে উঠল। বিছানার চাদরটা পাল্টে শুয়ে পড়ল। অনেকদিন পরে যেন শান্তি করে শুল। খুব তাড়াতাড়িই ঘুম এসে গেল।

পরেরদিন সকালে একজন ভদ্রলোক, এক সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বকুলের অফিসে এল। ভদ্রলোক বলল, "আমার নাম কুমারেশ রায়। আর ইনি চম্পা বসু। আমরা এয়ার লাইন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে এসেছি। আমি সেক্রেটারি আর মিসেস বসু জয়েণ্ট সেক্রেটারি।"

"তাহলে আপনারা ফুটবল টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করার জন্য এখানে এসেছেন।"

"একজাক্টলি। আর আসার আগেই চিফ সেক্রেটারিকে আমরা বলেছিলাম খেলার সময় যেন আপনাকে এখানে রাখা হয়।"

"কেন বলুন তো?"

"আই. এফ. এ. সেক্রেটারির কাছে শুনলাম, আপনি খেলা অ্যারেঞ্জ করার ব্যাপারে কত সাহায্য করেছেন। আপনি না থাকলে নাকি উনি খুব মুশকিলে পড়ে যেতেন। উনি

বলেছিলেন যে আপনি থাকলে আর কোনো চিন্তা নেই।"

"আমি জানি না, কেন উনি এরকম বলেছেন। তবে ঠিক বলেন নি। আমি তো শুধু আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করতে পারি। বাকি সবকিছুই আপনাদের করতে হবে।"

"সেটা আমরা করব। শুধু আপনার সহযোগিতা পেলেই হবে।"

"আমার সহযোগিতা সব সময়ই পাবেন।"

কুমারেশ রায় এবং চম্পা বসু বের হয়ে যেতে বকুলের অফিসের লিভ ক্লার্ক রিনিক সেন এসে বলল, "আমার বোনের বান্ধবীরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। মাঝে একদিন এসে ফিরে গেছে। আপনি সবঙ-এ ছিলেন। আজ আবার এসেছে।"

"আপনার বোন কি করে?"

"বৈকুণ্ঠপুর কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে।"

"আমার সঙ্গে দেখা করার কি আছে?"

"ওরা দেখা করেই চলে যাবে স্যার, বেশি সময় নেবে না। এই তোরা আয়।"

তিনি পর্দা তুলে ডাকতেই চারটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। বকুল বলল, "বসুন।"

একটি মেয়ে আপত্তি করে বলল, "আমাদের আবার আপনি বলছেন কেন?"

বকুল মৃদু হেসে বলল, "আপনি নিশ্চয় রিনিক দেবীর বোন। কি নাম তোমার?"

"কনিকা।"

"আর তোমার বান্ধবীদের?"

"সুজাতা, ইঙ্গিতা, শর্মিষ্ঠা।" একে একে সবাই নাম বলল।

বকুল দেখল শর্মিষ্ঠা দেখতে সুন্দরী। কতকটা ফুলের মতো। তার দিকে বকুল একবার চেয়ে দেখল। তারপর কনিকার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে দেখবার কি আছে?" সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বকুল ফের বলল, "আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ।" শর্মিষ্ঠা মেয়েটি এবার মুখ তুলে বলল, "আপনি আমাদের কিছু বলুন।"

বকুল উত্তর দিল, "আমি তো সাধুবাবা নই। আমি কি বলব? তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা কর।"

"ভালোভাবে পড়াশোনা তো করব, আর?"

"আর যদি পার, ন্যায়ের পক্ষে থাকার চেষ্টা কোরো।"

"আর?"

"না, আমার আর কিছু বলার নেই। তোমরা ভালো থেকো।"

মেয়ে চারটি বকুলকে নমস্কার করে একে একে বেরিয়ে গেল।

বত্রিশ

আজ থেকে এয়ার লাইন্‌স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। তাই ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বকুল চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নিচ্ছিল। নেহেরু কাপের ফাইনালের দিন স্টেডিয়ামে যত লোক ধরার কথা আই. এফ. এ. তার থেকে বেশি টিকিট করেছিল। ফলে ভিড় সামাল দিতে পুলিসকে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। সেকথা মনে রেখে বকুল এবার শর্ত দিয়েছে যে তারা প্রতিদিন যে টিকিট বিক্রি করবে তার একটা তালিকা পুলিশকে দিয়ে ভেট করিয়ে নিতে হবে যাতে বেশি টিকিট বিক্রি না হয়। কুমারেশ রায় বলল, " তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বেশি টিকিট আমরা কোন অবস্থাতেই বিক্রি করব না। তবে যারা গেটে থাকেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনেরা যাতে বিনা টিকিটে স্টেডিয়ামে ঢুকে ভিড় না বাড়ায় সেটাও দেখতে হবে।" ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সের স্থানীয় অফিসার বিশ্বাস সাহেব বলে উঠল, "না-না, বকুলবাবু যখন থাকছেন, তখন সে সম্ভাবনা নেই।" বকুল বাধা দিয়ে যোগ করল, " না-না, আমার কাছে এতটা আশা করবেন না। কারণ গেটে যারা ডিউটি করবে তারা সকলেই ষোল আনা খাঁটি লোক তা ভাবা ভুল হবে। তবে আমি চেষ্টা করব যাতে এটা বন্ধ করা যায়।"

বিশ্বাস সাহেব কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময়ে চৌদ্দ পনের বছরের একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে বকুলের ঘরে ঢুকল, " ও বাবু গো, বাবাকে মেরে ফেলল।"

"কারা মেরে ফেলল?" বকুল জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি উত্তর দিল, "মেলা লোক।"

"কোথায়?"

"ঐ ক্যান্টিনে।"

আর কোন কথা না জিজ্ঞেস করে বকুল অফিস থেকে বেরিয়ে এল। তার বাড়ির পাশে এস. ডি. ও.-র বাড়ি। তার পরে রাস্তার পাশে স্টেডিয়ামের গায়ে ক্যান্টিন। বকুল জানত ক্যান্টিন নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে গন্ডগোল চলছে। স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মাসিক দু'শ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে স্টেডিয়াম কমিটি বিকাশ বোস নামে একজন লোককে ক্যান্টিন লিজ দেয়। বিকাশ বোস ক্যান্টিন চালাচ্ছিল এবং মাসে মাসে স্টেডিয়াম কমিটিকে দু'শ টাকা করে ভাড়া দিচ্ছিল। কোনরকম অশান্তি ছিল না। অশান্তি শুরু হল নেহেরু কাপের সময় থেকে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন দেখল যে এই ক্যান্টিনটি বেশ লাভজনক। আর এর প্রচারমূল্য আরও অনেক বেশি। অনেকেই ক্যান্টিনটি পেতে চাইল। বৈকুণ্ঠপুরের এক প্রখ্যাত হোটেল ব্যবসায়ী স্টেডিয়াম কমিটিকে অফার দিল যে সে ক্যান্টিনের জন্য মাসে এক হাজার টাকা ভাড়া দিতে রাজি আছে। আর তাকে ক্যান্টিন ভাড়া দেওয়া হলে কমিটির দু'একজন সদস্যকে বকশিস দিতেও তার আপত্তি নেই। (না, সেটা লিখিত পড়িত থাকবে না।) ফলে স্টেডিয়াম কমিটির জনা দু'এক সদস্য বিকাশকে ক্যান্টিন থেকে উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

প্রথমে তারা বিকাশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল। তাতে কাজ না হওয়ায় ভয় দেখাল। তাতেও যখন কাজ হল না তখন কোর্টে মামলা করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মামলায় তাদের হার হল। বিকাশের ওপর তাদের রাগ প্রবল হল। গৌর কুন্ডুর কল্যানে পার্টি তাদের হাতে। পার্টির সাহায্যে বিকাশের উপর চাপ দিতে লাগল। বিকাশকে ভয় দেখাতে লাগল। আজকের গন্ডগোল নিশ্চয় তারই চূড়ান্ত রূপ।

বকুল ছুটে স্টেডিয়ামের কাছে এল। বকুলকে ছুটতে দেখে বরুণ,পাসোয়ান, রাখাল ওরাও বকুলের পিছন পিছন ক্যান্টিনের কাছে চলে এল। এসে দেখল, বেশ কয়েকজন কম বয়সী ছেলে থালা-বাসন, কাপ-প্লেট, হাড়ি-কুড়ি টান মেরে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। বকুলদের ছুটে আসতে দেখে তারা পালিয়ে গেল। কিন্তু আকাশবাবু, বিনয় ব্যানার্জী এবং শিশির সাহা পালাল না। শিশির একটা বড় হাড়ি ক্যান্টিন থেকে এনে রাস্তার ওপর দুম- করে ফেলে দিল। আকাশবাবু বিকাশকে ঠেলে ঠেলে রাস্তায় নামাচ্ছিল। আর বিনয় ব্যানার্জী বিকাশের স্ত্রীকে ক্যান্টিন থেকে বের করার জন্য টানাটানি করছিল। বকুল চিৎকার করে বলল, "ছাড়ুন! আপনারা বাইরে যান।" আকাশবাবু সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, "বের করে দিন তো। আমাদের কথা কিছুতেই শুনছে না।"

"ওদেরকে নয়— আমি আপনাদের বাইরে যেতে বলছি। ছাড়ুন।" আকাশবাবু থতমত খেয়ে বিকাশ বোসকে ছেড়ে দিল। কিন্তু বিনয় ব্যানার্জী তখনও বিকাশের স্ত্রীকে ক্যান্টিন থেকে বের করার চেষ্টা করে চলেছে। বকুল বলল, "আমার কথা না শুনলে কিন্তু আমি বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব। পাসোয়ান আসুন তো।" পাসোয়ানকে আর আসতে হল না। বিনয় ব্যানার্জী বিকাশের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে হাত ঝাড়তে লাগল। ভাবখানা এই যে বিকাশের স্ত্রীকে ধরার জন্য যে ধুলো লেগেছিল তা সে ঝেড়ে ফেলতে চায়।

বিনয়ের হাত থেকে ছাড়া পেতেই বিকাশের স্ত্রী এসে বকুলের পায়ের ওপর পড়ল, "বাবু আমরা গরিব মানুষ বুলে কেহু আমাদের দেখল না। উহাদের শাসানি শুনে থানায় ডায়েরি কোরনু। আপনার কাছে গেনু। তাও একটা ব্যবস্থা হল না।" বিকাশ তার স্ত্রীকে টেনে তুলে বলল, "ভগবানই আমাদেরকে ম্যারা রাখ্যাছে। উনাকে দোষ দিয়্যা কি হবে? উনি তো তাও আস্যাছেন। আর কেহু তাও আইলো না।"

বকুলের খারাপ লাগতে লাগল। তার বিরুদ্ধে এদের কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু তবুও তার মনে হয়, তার দায়িত্ব সে ঠিকমতো পালন করতে পারে নি। পারলে বিনয় ব্যানার্জী তার দলবল নিয়ে এসে বিকাশ বোসকে ক্যান্টিন থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করার কথা ভাবতে পারত না। বিনয় ব্যানার্জী আর আকাশ রায়ের কথা তবুও বকুল বুঝতে পারে। ক্যান্টিনটা খালি করাতে পারলে তারা মোটা অঙ্কের সেলামি পাবে। কিন্তু শিশির? সে কলেজে পড়ে। বৈকুণ্ঠপুর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মেম্বার। অবসর

সময়টুকু সে জনহিতকর কাজে ব্যয় করে। বিভিন্ন ব্যাপারে সে তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছে। সেও কিনা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। শিশিরের জন্য বকুলের দুঃখ হয়। ওকে সে একসময় ডেকে পাঠাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বরুণকে অফিসে পাঠিয়ে থানা থেকে একটা ভ্যান পাঠিয়ে দিতে বলল।

খবর পেয়ে স্বয়ং আই. সি. সমীনাথ চ্যাটার্জী ছুটে এল। বকুলকে একটু আড়ালে ডেকে সে বলল, "স্যার কথা আছে, একটু অফিসে চলুন।" অফিসে এসে সে বলল, "স্যার চান্দা সাহেব আমাকে বলেছিলেন যেন এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যান্টিন খালি হয়ে যায়।"

"সেটা কি করে সম্ভব? সে লিজ নিয়ে ক্যান্টিন চালাচ্ছে। মাসে মাসে ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তার থেকে বড় কথা কোর্টের রায় তার পক্ষে আছে। কোর্ট থেকে আমাদের ওপরও নির্দেশ আছে। আপনি চান্দা সাহেবকে এগুলি বলেন নি?"

"স্যার উনি এমনভাবে বললেন যে আমার সাহস হল না। উনি কিছু শোনার মুডেই ছিলেন না।"

পুলিশে কাজ করার এই হচ্ছে বড় অসুবিধে। এখানে সুপিরিওর অফিসাররা নিজের সুবিধা মতো জুনিয়রদের অর্ডার দিয়ে দেন। সে অর্ডার বিনা প্রতিবাদে ক্যারি আউট করাই যোগ্যতার পরিচায়ক। অর্ডার যদি আইনসঙ্গত হয়, অর্ডার যদি নিরপেক্ষ হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু অর্ডার যদি পক্ষপাতমূলক হয়, অর্ডার যদি নিজের আখের গোছানোর জন্য হয়, অর্ডার যদি বন্ধু-বান্ধব বা প্রভাবশালী কারও সুবিধার জন্য মাত্র হয় তা ক্যারি আউট করলেই পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। যে ক্যারি আউট করে তার সম্বন্ধে লোকের ধারণা খারাপ হয়। বকুল এটা করতে পারে না। ফলে ওপরওয়ালাদের চোখে খারাপ হওয়া মানেই ক্যারিয়ারের বারোটা বাজা। তবুও সে সাধারণ মানুষের চোখে খারাপ হতে পারে না। সে চান্দা সাহেবকে ফোন করল, "স্যার আপনি আই. সি.-কে স্টেডিয়ামের ক্যান্টিন খালি করার কথা বলেছেন?"

"হ্যাঁ, খালি হয়েছে?"

স্যার কি করে হবে? সে লিজ নিয়ে ক্যান্টিন চালাচ্ছে। মাসে মাসে ভাড়া দিচ্ছে। কোর্টের রায় তার পক্ষে আছে। হাইকোর্ট থেকে আমাদের ওপর নির্দেশ আছে যাতে ওকে কেউ বেআইনীভাবে উচ্ছেদ না করতে পারে তা দেখার জন্য।"

"গৌর কুন্ডু যে আমাকে বলল, জোর করে দখল করে নিয়ে বসে আছে? আই মিন ফোরসিব্‌ল অকুপেশন।"

"সেটা ঠিক নয় স্যার। আপনি গৌর কুন্ডুকেই জিজ্ঞেস করুন, আমি যা বলছি সেগুলি ঠিক কিনা।"

"ঠিক আছে হোল্ড অন ফর এ মিনিট।"

বকুল ধরে থাকল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার চান্দা সাহেব ফোন তুলে বললেন,

"আই চেকড্ আপ। তোমার কথাই ঠিক। তুমি যা ভালো বোঝ কর।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। নমস্কার।"

"নমোস্কা......র।" চান্দা সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন। বকুল ফোন নামিয়ে রেখে বলল, "আপনি ওখানে মোবাইল ভ্যানটাকে খানিকক্ষণ পোস্ট করে দিন। কেউ যেন আর ঝামেলা করতে না পারে।" আই. সি. সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল। বকুল বিশ্বাস সাহেবকে বলল, "স্যার। আপনাদের অযথা অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।"

"না না, তার জন্য কিছু নয়। আপনি তো কাজই করছিলেন বরং আমরাই আপনার ব্যস্ততার মধ্যে এসে আরও ঝামেলা বাড়াচ্ছি।"

"আরে বিশ্বাস সাহেব কি যে বলেন। আপনিও তো কাজ নিয়েই এসেছেন। তাহলে ঐ কথা থাকল। সাড়ে চারটে থেকে ম্যাচ শুরু।"

"ঠিক আছে", বিশ্বাস কুমারেশ রায়কে নিয়ে চলে গেল।

রাখাল এসে বলল, "স্যার একটা ছেলে কি খবর নিয়ে এসেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলবে বলছে।" বকুল ইশারায় তাকে পাঠিয়ে দিতে বলল। ছেলেটি এসে বলল, "স্যার মিলনসঙ্গীর সমর হেরোইন বিক্রি করছে। রোজ দুপুর ঠিক একটায় একটা ছেলে স্কুটারে করে এসে হেরোইন দিয়ে যায়। আজও আসবে।" বকুল পাশোয়ানকে ডেকে বলল, "একটার মিনিট কুড়ি আগে আমরা বেরুব। আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন।" পাসোয়ান বেরিয়ে গেল।

রিডারবাবু ঘরে ঢুকে বলল, "মাটিকাটা থেকে চারজন মহিলা এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

"আসতে বলুন।"

মহিলা চারজন ঘরে ঢুকল। বকুল বলল, "বসুন।" তারা বসে পড়ল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "বলুন।" দরজার কাছেই যে মহিলা বসেছিল সে উত্তর দিল, ।"আমরা মাস্টারমশায়ের মেয়ের কেসটার কি হল, তাই জানতে এসেছি।" বকুলের কেসটার কথা মনে পড়ল। মাটিকাটার পোস্টমাস্টারের মেয়ের বয়স ষোল। ক্লাস নাইনে পড়ত। বাড়িতে বি. এ. পাশ করা এক বেকার ছেলের কাছে প্রাইভেট পড়ত। সেই প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে সে পালিয়েছে। সে স্বেচ্ছায় গেছে। কিন্তু যেহেতু তার বয়স আঠারো হয় নি সেই হেতু সংশোধিত আইন অনুসারে এটা অপহরণ। মাটিকাটার পোস্টমাস্টার সেই মতোই থানায় একটা অভিযোগ পাঠিয়েছিল। তখন ওখানে ও. সি. ছিল মনতোষ ভট্টাচার্য। ছেলের দাদা সন্তোষ। সে পুলিশের হেড কনস্টেবল। এক মনতোষে রক্ষে নেই! তাতে দোষর সন্তোষ। ও. সি মনতোষ, দাদা সন্তোষ। সোনায় সোহাগা । মনতোষ অপহরণের কেস স্টার্ট করে নি। একটা মিসিং ডায়েরি করেছিল। খোঁজ খবর চলছিল। মাস খানেক পরে মেয়ের কোনরকম খবর না পেয়ে পোস্টমাস্টার বকুলের সঙ্গে দেখা করে। বকুল গিয়ে একটা

কেস স্টার্ট করে। ততদিনে মাটিকাটা থানায় সামন্ত ও. সি. হয়ে জয়েন করেছে। বকুল সামন্তকে কেসটা ভালোভাবে তদন্ত করতে বলেছিল। কিন্তু মাসদুয়েক হতে না হতেই সামন্তকে সরিয়ে আলোক পালকে মাটিকাটার ও. সি. করা হল। আলোক পাল মিথ্যা কেস সাজিয়ে মিত্তলকে ধরেছিল। তার পুরস্কার পেল। কিন্তু থানার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে গেল। বকুল আপত্তি করেছিল, আলোক পাল অত্যন্ত অসৎ। ওকে মাটিকাটার ও. সি. করা ঠিক হবে না। তাছাড়া সামন্ত ওখানে ভালো কাজ করছে। আলোক পাল জানে, বকুল তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। ফলে বকুলকে ডিঙিয়ে চান্দা সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। সে দিন বকুলের খুবই খারাপ লেগেছিল যখন সে দেখল, আলোক পাল তার সামনেই চান্দা সাহেবের গাড়িতে কয়েকটা ভি. ডি. ও. ক্যাসেট এবং শার্ট-প্যান্টের পিস তুলে দিল। সে নির্দিষ্ট করে জানে না, চান্দা সাহেব এগুলি তাকে কিনতে দিয়েছিল, না আলোক পাল নিজের পয়সা দিয়ে এগুলি কিনে দিল। তার জানতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু জিজ্ঞেস করা খারাপ দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে নি। কিন্তু আলোক পালকে দিয়ে কোন কাজ করানো যায় না। মুখে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করে। কিন্তু কাজ করে না। কখনও বা চান্দা সাহেবের অজুহাত দেয়। তাকে বকুল এ কেসটা দেখার জন্য বসেছিল। কিন্তু সে কিছুই করে নি। তবুও বকুল তাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করল। পেল না। রিডারবাবু বলল, "মাটিকাটার ফোন খারাপ স্যার।"

বকুল মহিলাদের বলল, "আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি মাসখানেক এখানে ছিলাম না। কয়েকদিন মাত্র হল এসেছি। আপনারা কি থানায় গিয়েছিলেন।"

"না, আমরা আপনার কাছেই এসেছি।"

"আপনারা কি মাস্টার মশায়ের আত্মীয়া।"

"না, আমরা মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এসেছি।"

"আচ্ছা আচ্ছা। আপনাদের তো আগে দেখেছি, মনে হচ্ছে না। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি?"

দরজার কাছে মেয়েটি বলল, "আমি আভা মন্ডল।"

"কি করেন?"

"চাঁদমনি চা বাগানে কাজ করতাম। এখন তো বাগান বন্ধ। তাই পার্টির কাজ করি। হোল টাইমার।"

"তার মানে আপনি লালপার্টি করেন?"

" হ্যাঁ, লালপার্টি করি। মহিলা সমিতির কাজও দেখি।"

পাশের মেয়েটি বলে, "আমি মমতা মিনজ। দর্জির দোকান আছে।" তার পাশের জন বলে, "আমি গঙ্গা মন্ডল। গৃহবধূ।" সবশেষে ডানদিকের মেয়েটি পরিচয় দেয়, "আমি শোভা ঘোষ। হিমুলে কাজ করি।"

পরিচয় পর্ব শেষ হলে বকুল বলল, "দেখুন, কেসটা প্রথমেই নষ্ট করে ফেলেছিল। অনেক দিন কেস স্টার্ট হয়নি। খোঁজ খবর হয়নি। মাস্টার মশায় দেখা করার পর আমি গিয়ে কেসটা স্টার্ট করি। কিন্তু ততদিনে ছেলে মেয়ে এমন কোথাও চলে গেছে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তো ওর যে দাদা অটো চালায় তাকেও অ্যারেস্ট করতে বলেছিলাম। সামন্ত ওকে অ্যারেস্ট করেছিল কিন্তু ওর কাছ থেকে কিছু পাওয়া গেল না।"

" কি করে পাওয়া যাবে?" আভা বলে উঠল, "ধোলাই না দিলে কি করে খবর পাওয়া যাবে। আপনারা তো ওকে এনে থানায় বাবুর মতো বসিয়ে রাখলেন। পিঠে একটাও মার পড়ল না।"

" দেখুন আসামীকে মারধোর করা বেআইনী। আমি তো বেআইনী কাজ করতে বলতে পারি না।"

"কিসের বেআইনী। থানায় কি মারধোর করে না?"

" যে করে নিজের দায়িত্বে করে। আমি কাউকে করতে বলতে পারি না। অনেক লোক তো চুরি করে। তাই বলে আপনি কি আমাকে চুরি করতে বলবেন?"

"তা কেন বলব?"

"কিন্তু তার থেকে বেশি অপরাধের কাজ করতে বলছেন।"

"কি রকম?"

"চুরি করলে ম্যাক্সিমাম তিন বছরের জেল হয়। কিন্তু কাউকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য মারধোর করলে সাত বছরের জেলের ব্যবস্থা আছে।"

"যা খুশি তা বললেই হল?"

"যা খুশি নয়, আমি বই বের করে দিচ্ছি। আপনি তিনশ' তিরিশ আই. পি. সি.টা দেখে নিন।" বকুল আলমারি থেকে একটা বই বের করে টেবিলে রাখল।

আভা আর কোন কথা বলল না। গৃহবধূ গঙ্গা মণ্ডল বলে উঠল, "ওসব আইন টাইন বুঝি নে। মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে।" বকুল উত্তর দিল, "নিশ্চয় বের করতে হবে।"

"আর কতদিন লাগবে?"

"আমাকে সপ্তাহ খানেক সময় দিন। আমি কেসের ডেভলপমেন্ট আপনাকে জানিয়ে দেব।"

"কোন খবর না নিয়ে আমরা উঠব না।"

"দেখুন, কেসটার ব্যাপারে আমার যতটুকু জানা ছিল বলেছি। এর পরেও যদি আপনারা আমার অফিসে বসে থাকতে চান, আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার একটা খবর আছে। আমাকে এক্ষুনি বের হতে হবে।"

"আমরা আপনাকে বের হতে দেব না।"

বের হতে দেব না মানে? বকুলের মাথায় দপ করে আগুন ধরে গেল। মামার বাড়ির আব্দার নাকি? মনতোষ ভট্টাচার্য কেস স্টার্ট না করে মিসিং ডায়েরি করে কেস স্টার্ট করেছে। কিন্তু এরা মনতোষের কাছে যাচ্ছে না। এস. পি-র কাছেও যাচ্ছে না। সে একমাস পর সবঙ থেকে এখানে ফিরেছে। তার কাছে কেসের খবর নিতে এসেছে। তাও ঠিক আছে, আবার বলে কিনা আপনাকে বের হতে দেব না। হ্যাঁ অভিযোগ থাকলে ঘেরাও করতেই পারে। কিন্তু তারও একটা পদ্ধতি আছে। অফিসে দেখা করতে এসে বলে, বের হতে দেব না। বকুল পাসোয়ানকে ডাকল, "আপনারা তৈরি আছেন?"

"হ্যাঁ স্যার। রুদ্রদাও গাড়িতে উঠেছে।"

"চলুন।"

বকুল এসে গাড়িতে উঠল। মহিলা চারজনও এসে গাড়ির সামনে দাঁড়াল। বকুলের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কোনরকমে সামলে নিয়ে রুদ্রকে বলল, "একটু ব্যাক করে নিয়ে চালান। তাতে যদি কেউ ধাক্কা খায় খাক।" রুদ্র গাড়িটা খানিকটা পিছনে ব্যাক করে জোরে চালিয়ে দিল। বীরাঙ্গনারা - পাশে সরে গেল।

খানিকটা পরে মেজাজটা ঠাণ্ডা হলে বকুলের মনে হল, তখন হঠাৎ করে অত রেগে যাওয়া ঠিক হয়নি। মেয়েগুলোকে নিশ্চয় গৌর কুন্ডু বা শরদিন্দু মন্ডল প্ল্যান করেই তাকে উত্যক্ত করতে পাঠিয়েছিল। তার মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওদের ডিল করা উচিত ছিল। কিন্তু চেষ্টা করেও এই ব্যাপারে বকুল কিছুতেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। অযৌক্তিক কথাবার্তা শুনলেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

ভাবতে ভাবতে তারা মিলনপল্লী পৌঁছে গেল। এখানে কোন গ্যারেজ নেই। একটা স্কুলের মাঠে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে বকুলরা ওৎ পেতে থাকল। একটার সময় একটা স্কুটারে করে একটা ছেলে এল। তাকে সার্চ করে দেখা হ'ল। স্কুটারের ডিগিটা খুলেও দেখা হ'ল। কিন্তু হেরোইন পাওয়া গেল না। সমরের পড়ার ঘর সার্চ করে কিন্তু এক পুরিয়া হেরোইন পাওয়া গেল। দেখে সমরের মা'র তো চক্ষু ছানাবড়া। বকুল হেরোইনের পুরিয়াটা সিজ করল। কিন্তু সমরকে আর অ্যারেস্ট করল না।

বকুল রুদ্রকে বলল, "মাটিকাটা থানায় চলুন। যদিও মহিলাদের ব্যবহার তার মোটেই ভালো লাগে নি, কিন্তু যে কেসটার জন্য তারা এসেছিল সেটা ঠিক মতো তদন্ত হয়নি, সেটা ঘটনা। মেয়েটির বাবা প্রথমে যে অভিযোগ থানায় জমা দিয়েছিল তাতে সন্তোষের নামেও অভিযোগ ছিল। ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে দাদার কাছে গিয়েছিল। দাদা সন্তোষই তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। বকুল সন্তোষকে ডেকে মেয়েটিকে বের করে দিতে বলেছিল। তার ধারণা সন্তোষ মেয়েটিকে নিয়ে তার ভাই কোথায় আছে জানে। কিন্তু সেকথা সে স্বীকার করে নি। পুলিশের লোক হিসাবে সে জানে মাসখানেক কোন কেস না হওয়ায়, কেস অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। বকুলের খুব রাগ হয়েছিল। সে আলোক পালকে ডেকে তাকে এই কেসে অ্যারেস্ট

করতে বলেছিল। থানায় এসে সে পালের কাছে জানতে চাইল, "কেন তাকে অ্যারেস্ট করা হয় নি?"

"স্যার আই. সি. সাহেব বললেন, ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। চান্দা সাহেবকে বললাম। উনি ঐরকমই বললেন। তাই আর......"

"দেখুন আলোক বাবু আমার কাছে আমার ওপরওয়ালাদের নাম নিয়ে কোন লাভ হবে না। আমি যা বলব তাতে কোন আপত্তি থাকলে আমাকে বলতে হবে। না আপত্তি থাকলে সে কাজ করতে হবে। এখন আপনি বলুন, সন্তোষকে অ্যারেস্ট করতে আপনার আপত্তি আছে?"

"না স্যার, আপনি যখন বলছেন।"

"তাহলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অ্যারেস্ট করে আমাকে রিপোর্ট দেবেন। যদি না দেন, তাহলে আমি আপনাকে এক্সপ্লানেশান কল করব।"

"না স্যার, আমি অবশ্যই করে দেব।"

"হ্যাঁ, করে রিপোর্ট দেবেন। আর কেসটার কি ডেভেলপমেন্ট হয় আমাকে জানাবেন।"

বকুল এসে গাড়িতে উঠল। আলোক পাল বেরিয়ে এসে বকুলকে স্যালুট করল। গাড়ি চলতে লাগল।

মাটিকাটা থেকে বকুল সোজা খেলার মাঠে চলে এল। ততক্ষণ মাঠে দর্শকরা চলে এসেছে। দু'টো টিমও নেমে পড়েছে। খেলা উদ্বোধনের জন্য মাঠে জেলার মন্ত্রীও পৌঁছেছেন। তিনি ভি. আই. পি. গ্যালারিতে বসে আছেন। বকুল ডি. এস. পি. গৌতম পালের কাছে জেনে নিল যে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। তারপর গিয়ে মন্ত্রীকে স্যালুট করল। মন্ত্রী তাকে বসতে বললেন। বকুল বসতে বসতেই কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এসে বকুলের সামনে দাঁড়াল। "বকুল বলল, এখানে নয়, অফিসে এস।" তারা ফিরে গেল। কিন্তু মন্ত্রীর মুখ দেখে বকুলের মনে হ'ল যে ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হয় নি। কিন্তু কেউ যদি তার অটোগ্রাফ চাইতে আসে তাহলে সে কি করতে পারে? সে তাদের ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আসা তো বন্ধ করতে পারে না। বকুল খেলা দেখতে লাগল। খেলা শেষ হতে মন্ত্রী মশাই চলে গেলেন। বকুল এসে কন্ট্রোল রুমে বসল। সবাই বেরিয়ে গেলে স্টেডিয়ামের গেট বন্ধ করে বের হতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

বকুল কোয়ার্টারে না ফিরে মহিলা সমিতির সম্পাদিকার বাড়ি গেল। তিনি সব শুনে বললেন, "আপনি যাদের নাম বলছেন, আমি তাদের কাউকে চিনি না। মনে হচ্ছে ওরা মহিলা সমিতির কেউ নয়। মহিলা সমিতির ব্যাপার হলে তো ওরা আমাকে বলত।" কথাটা বকুলের যুক্তিসঙ্গতই মনে হল। সে ওখান থেকে বৈকুণ্ঠপুর থানায় গেল। আই. সি. সমীনাথ বলল, "স্যার কেস নয়। ক্যান্টিনের ব্যাপারে একটা ডায়েরি করেছি। কিন্তু তাতেই লাল পার্টির লোকেরা চটে আগুন। গৌর কুন্ডু নিজে ফোন করেছিলেন। বলছিলেন,

চান্দা সাহেব তা খালি করে দিতে বলেছিলেন। তাহলে আবার এরকম হল কেন?"

"কি বললেন?"

"বললাম যে চান্দা সাহেবের সঙ্গে অ্যাডিশনাল সাহেবের কথা হয়েছে।"

"যা বলেছেন ভালো করেছেন। এখন দেখবেন ঐ ক্যান্টিন নিয়ে আর যেন ঝামেলা না হয়। মোবাইল ভ্যানকে সেইরকমভাবে বলে রাখবেন।"

বকুল বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি যখন পৌঁছল তখন দশটা বেজে গেছে। কাপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেতে এগারটা হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তার শুতে ইচ্ছে করল না। খোলা ছাদের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। মধু বলল, "স্যার একজন মাতাল লোক এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলছে।" বকুল পাজামা পাঞ্জাবী পরেই বেরিয়ে এল। দেখল, লোকটির মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে। সে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে হাত জোড় করে বলল, "স্যার আপনি আমার বিচাব করুন। আপনার আলোক পাল আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল।"

"কোন্ ঘর থেকে?"

"গ্রিনউড হোটেলের ঘর থেকে।"

"হোটেলে গিয়েছিলেন কেন?"

"ওয়াইফ প্রেগনেন্ট স্যার। আটমাস চলছে, বসতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে ওখানে যাই। আজও গিয়েছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর স্যার একটা ঘর ভাড়া করে সঙ্গে নিয়েছিলাম। ওরা পার নাইট পাঁচ শ' টাকা নেয়। আমি টাকাও পেমেন্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু করার আগেই ম্যানেজার এসে দরজা খুলতে বলল, দরজা খুললাম। বলে কি না, বড়বাবু এসেছেন অমনি আপনার আলোক পাল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আপনি বিচার করুন। আলোক পাল কি টাকা বেশি দেবে? আমি তার থেকেও বেশি টাকা দেব। ওকে আপনি বের করে দিতে বলুন।"

বকুলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘৃণায় রি রি করতে লাগল। সে মাতাল লোকটিকে বলল, "আপনি কাল সকালবেলায় আসুন আমি এর বিচার করব।"

"ঠিক আছে আমি সকালবেলাতেই আসব। আপনি আমার কার্ডটি রাখুন।" বকুলের হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। বকুল দেখল সেও একজন সরকারি অফিসার। কার্ডে লেখা আছে অনল চৌধুরি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্স, বৈকুণ্ঠপুর সার্কেল। সে ওপরে গিয়ে আবার খোলা ছাদের ওপর পায়চারি করতে লাগল।

তেত্রিশ

অফিস থেকে ওপরে উঠে বকুল দেখল, জোছনায় শহর ভেসে যাচ্ছে। আলো না জ্বালিয়ে সে খোলা ছাদে চলে এল। পুব আকাশে রূপোব থালার মতো গোলাকার চাঁদ উঠেছে। মাধবীলতায় অজস্র ফুল মৃদু বাতাসে দুলছে। মল্লিকার মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো এবং ফুলের মিষ্টি গন্ধ বকুলের বুকে একটা সুখের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। অনেক দিন পরে বকুলের ভালো লাগছে। ভালোবাসতে ইচ্ছা করছে। গান গাইতে ইচ্ছে করছে। আরতি মুখোপাধ্যায়ের সেই গানটা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, 'এই মৌ জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি।' কিন্তু তার পরে কি সে কিছুতেই মনে করতে পারল না। ঐ একটি লাইনই কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে গাইতে লাগল। সুর ঠিক হ'ল না। ভাবল ক্যাসেটটা তো আছে, টেপটা একবার চালালে হয়। কিন্তু ছাদ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না। সে ছাদের বারান্দায় রাখা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। কত কথা ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগল।

হঠাৎ করে টেলিফোনটা বিশ্রীভাবে বেজে উঠল। এই সুন্দর পরিবেশে টেলিফোনের ঘরর-ঘর শব্দটা বকুলের বড্ড বেশি বেখাপ্পা মনে হল। ক্ষুণ্ণ মনে সে বেডরুমে গিয়ে টেলিফোন তুলল। না, বাইরে থেকে নয়,—নিচে থেকে মধু করছে। মধু বলল, "স্যার ইউনিভার্সিটি থেকে সরস্বতী বলে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে বলছেন।" সরস্বতী? সে এর আগেও কয়েকদিন এসেছে। তার গবেষণার বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু এই রাতের বেলায় আবার কি জরুরি দরকার পড়ল? যাই হোক মধুকে দিয়ে তো সেসব জিজ্ঞেস করা যায় না। সে বলল, "ঠিক আছে, আমি আসছি।" ছাদের দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়ির মুখে এল। দরজাটা খুলতেই দেখল, সরস্বতীকে নিয়ে মধু হাজির। সরস্বতী বলল, "শুনলাম আপনি একটু আগেই ওপরে উঠেছেন। আবার আপনি কষ্ট করে নামবেন। তাই আমিই ওপরে চলে এলাম।" মধু ইতিমধ্যে চলে গেছে। সরস্বতী বকুলের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা না করে কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল। বকুল সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে এসে বসার ঘরের আলো জ্বালাল। বসার ঘবেব দক্ষিণের দরজাটা খুলে দিলেই অফিসের খোলা ছাদ। বকুল দরজাটা গিয়ে খুলে দিল।

সরস্বতী বকুলের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম না তো? আপনি কি করছিলেন?" বকুল একটু লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ নিচু করে বলল, "এমন কিছু করছিলাম না। চাঁদ উঠেছে। ফুল ফুটেছে। তাই একটু ছাদের বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম।"

"তাহলে আপনার রসবোধও আছে! চলুন না, তাহলে আমরা ওখানেই গিয়ে বসি!"

"আপনি গিয়ে বসুন। আমি ইউনিফর্মটা ছেড়ে আসি।"

"না না, থাক। ইউনিফর্ম পরেই আপনাকে দেখতে বেশি ভালো লাগে। বেশ স্মার্ট এবং ম্যানলি লাগে।"

কথাটা বকুলের কানে বিঁধল। লজ্জাবোধ হ'ল। কিন্তু খারাপ লাগল না। সে ইউনিফর্ম পরেই ছাদের বারান্দায় চেয়ারে গিয়ে বসল। সরস্বতীও তার ব্যাগটা রেখে বকুলের পাশে এসে বসল। বকুল জিজ্ঞেস করল, "বলুন আপনার জরুরি কথাটি কি?" সরস্বতী কোনোরকম সঙ্কোচ না করে উত্তর দিল, "আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

"কিসে যাবেন?"

"কাল সকালের ট্রেনে।"

"এখন কোথা থেকে আসছেন?"

"হোস্টেল থেকে।"

"কাল সকালের ট্রেনে যাচ্ছেন, তাহলে এখন হোস্টেল থেকে এলেন কেন?"

"রাত্রিটা যদি আপনার এখানে থেকে যাই তাহলে কি অসুবিধা হবে?"

"অন্য অসুবিধা নেই। তবে আপনি তো জানেন যে আমি একা থাকি।"

"তাতে কি হয়েছে? এখানে অনেকগুলো ঘর আছে তো।"

"তা আছে। কিন্তু বাড়িতে আর কেউ থাকে না। আপনি থাকলে কথা উঠতে পারে। আপনি হোস্টেলে ফিরে গেলেই ভালো হয়।"

"কিন্তু এখন তো আর বাস পাওয়া যাবে না।"

"আমি বরং গাড়ি করে পৌঁছে দিচ্ছি।"

"কিন্তু আমি হোস্টেলে বলে এসেছি যে রাতের ট্রেনে টিকিট কাটা আছে। এখন ফিরে গেলে তাদেরকে কি বলব? আচ্ছা আপনার কোনো ছেলে বন্ধু যদি এসে এখানে একটা রাত থাকতে চাইত, তাহলে কি তাকে আপনি এরকম 'দূর ছাই' করে তাড়িয়ে দিতেন?"

"না তা দিতাম না।"

"তাহলে আমাকে চলে যেতে বলছেন কেন?"

"কারণ একটি ছেলের সঙ্গে ছেলের থাকা এবং একটি মেয়ের সঙ্গে ছেলের থাকায় অনেক ফারাক।"

"আপনি ওরকম ভাবছেন কেন? ভাবুন না মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষ থাকছে। তাহলে দেখবেন কোনো ফারাক নেই।"

বকুল আর কিছু বলতে পারল না। চুপ করে বসে থাকল। সরস্বতী অনুরাগ করে বলল, "আমি থাকতে চাওয়ায় আপনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। তার থেকে আমি চলেই যাই। হোস্টেলে না হোক, কোনো হোটেলে গিয়ে উঠব।" সে উঠে পড়ল। বকুল বাধা দিয়ে বলল, "তার আর দরকার নেই। হোস্টেলে যখন যাবেন না তখন এখানেই থেকে যান, বরং আমি মধুকে বলি, হোটেল থেকে কিছু খাবার এনে দিক।"

"না, বাইরে থেকে খাবার আনতে হবে না। আপনার ঘরে যা আছে তাতেই হবে।"

"আমার ঘরে তো একজনের খাবার আছে। আপনি আসবেন তা তো জানা ছিল না।"

"চাল-ডাল তো আছে?"

"তা আছে।"

"তাহলেই হবে। আমাকে দেখিয়ে দেন। আমি রান্না করে নিচ্ছি।"

"তাহলে চলুন। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমিও জামা কাপড় ছেড়ে নিই। রান্না-খাওয়ার ঝামেলাটা মিটে যাক। তারপর বরং কথা বলা যাবে।"

"চলুন।"

বকুল সরস্বতীকে নিয়ে এসে রান্নাঘর দেখিয়ে দিল। সরস্বতী রান্না করতে লাগল। বকুলও ইউনিফর্ম ছেড়ে এসে তাকে সাহায্য করল। রান্না হলে তারা খাবার টেবিলে বসে একসঙ্গে খেল। তারপর দু'জনে এসে ছাদের বারান্দায় বসল। চাঁদ ততক্ষণে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠেছে। তবে মাধবীলতাগুলো ছাদের কোণেই আছে। পাশে জামগাছটায় বসে একটা কোকিল ডাকছে। মৃদু বাতাসে সরস্বতীর সাদা ফিনফিনে শাড়ির আঁচল উড়ে এসে বকুলের বুকে মুখে লাগছে। বুকের ভিতরটা শিরশির করছে। রাত মধুময় মনে হচ্ছে। শুধু চাঁদের বুকে ঐ কলঙ্কের মতো বকুলের মনে একটা সঙ্কোচ খচ্‌খচ্ করছে। একা বাড়িতে সরস্বতীকে থাকতে দেওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি। কিন্তু এই রাতে সরস্বতী কাছে থাকায় অনেকদিন পরে যেন তার ভালো লাগছে। এত ভালো বোধহয় তার কোনোদিন লাগে নি। খুশিতে তার গলা ছেড়ে ভালোবাসার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার মন বলছে, এত ভালো, ভালো নয়।

বকুল উঠে পড়ল। বসার ঘরে খাটের মশারিটা টাঙিয়ে সরস্বতীকে বলল, "রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়ুন। আমি পাশের ঘরে আছি। কোনো দরকার হলে ডাকবেন।"

"আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

বকুল শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। দক্ষিণের জানালা খুলে দিয়ে সে জোছনার পানে চেয়ে থাকল। সবস্বতী এখন কি করছে। আলো তো নিভিয়ে দিয়েছে। তাহলে কি শুয়ে পড়েছে? ঘুমিয়ে পড়েছে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছে? কি রকম স্বপ্ন। সে স্বপ্নে কি সে আছে? আচ্ছা সরস্বতী হঠাৎ আজকে রাতে এখানে থাকতে চাইল কেন? সরস্বতীর গানের সুর ভেসে এল। গুনগুন করে সে আরতি মুখোপাধ্যায়ের ঐ গানটাই গাইছে, "এই মৌ জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি।" আচ্ছা সরস্বতী তাহলে এখনও ঘুমায় নি। তাহলে ওকি শুয়ে শুয়ে গাইছে। না, বারান্দায় বসে বসে গাইছে? জানালা দিয়ে সে ছাদের দিকে তাকাল। দেখল, সরস্বতী ছাদে ঘুরে ঘুরে গাইছে। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। জোছনা তার সারা গায়ে মেখে আছে। ছাদের ওপর সরস্বতীকে আকাশ থেকে উড়ে আসা এক পরীর মতো মনে হচ্ছে। বকুল চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। গান শেষ করে সরস্বতী ঘরের দিকে

ফিরে এল। বকুল চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

খানিকক্ষণ পরে দরজায় টক্ টক্ করে শব্দ হল। বকুল আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলল। সরস্বতী তার ঘরে ঢুকে বলল, "জামগাছটায় মড়্মড়্ করে শব্দ হচ্ছে। আমার খুব ভয় করছে। আমি ও ঘরে একা থাকতে পারব না। এ ঘরের খাটটাতো বড় আছে। আমি এক পাশে চুপটি করে শুয়ে থাকব।" সরস্বতী গিয়ে দেওয়ালের পাশ ঘেঁসে শুয়ে পড়ল। বকুল কিছু বলতে পারল না। আলো নিভিয়ে সেও শুয়ে পড়ল। মনে হল সরস্বতী এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু বকুল ঘুমোতে পারল না। সে চেয়ে চেয়ে সরস্বতীকে দেখতে লাগল। জানালা দিয়ে চাঁদের জোছনা এসে তার মুখের ওপর পড়েছে। সেই জোছনা মাখা মুখ তাকে কাছে টানতে লাগল। তার বুকের মধ্যে রক্তনদী উথাল পাথাল করতে লাগল।

ঘুমের ঘোরে সরস্বতী বকুলের দিকে এগিয়ে এল। প্রথমে সে বকুলের গায়ে একটা পা তুলে দিল। তারপর একটা হাত। বকুলের আর সংযম রইল না। প্রবল স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ল। সে দু'হাত দিয়ে সরস্বতীকে বুকের কাছে টেনে নিল। সরস্বতী কোনো বাধা দিল না। বকুল মাতালের মতো করতে লাগল। তার মাতলামি যখন স্বাভাবিক নিয়মে শিথিল হ'ল, মনের মধ্যে অপরাধ বোধ জাগল। কিন্তু সরস্বতীর যেন সুখের শেষ নেই। সে চোখ বন্ধ করে বকুলের বুকে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু বকুলের ঘুম এল না।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বকুল ঘড়ি দেখল, দুটো বাজে। বকুলের ভয় হ'ল। এত রাতে আবার কি হ'ল? নিশ্চয় সে ফাঁদে পড়েছে। তার তো শত্রুর শেষ নেই। নিশ্চয় তারা ষড়যন্ত্র করে সরস্বতীকে তার কাছে পাঠিয়েছিল। এখন তাকে হাতে নাতে ধরতে এসেছে। বকুল ভয়ে ঘেমে উঠল। কান-মুখ গরম হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে সে টেলিফোনটা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে প্রদ্যুৎ আচার্যি বলে উঠল, "প্রদ্যুৎ বলছি স্যার।" বকুলের সারা শরীরে একটা স্বস্তির ঝাপটা লাগল। সে বলল, "বলুন।"

"তোতাবাড়ি গ্রামে ডাকাত পড়েছে স্যার। ডাকাতরা একটা বাড়িতে ডাকাতি করে আরেকটা বাড়িতে চড়াও হয়েছে। আমরা চলে যাচ্ছি স্যার। তবে আমাদের তো বেশি লোক নেই। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি কিছু লোক পাঠান স্যার।"

"আচ্ছা আপনি এগিয়ে যান, আমি আসছি।"

বকুল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কন্ট্রোলরুমে ফোন করে মোবাইল ভ্যান দুটোকে সে তাড়াতাড়ি তার কাছে রিপোর্ট করতে বলল। পাসোয়ানকে ডেকে তুলে নিজেও পোশাক পরতে লাগল। পিস্তলটা বেল্টে ঝোলানো কেসে পুরে সে সরস্বতীকে বলল, "আমি আসছি।"

"আমি কি করব?"

"আপনি শুয়ে থাকুন। তবে এখানে নয়, বসার ঘরের বিছানায়। সকালে ব্রেকফাস্ট করে ট্রেন ধরবেন। আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

বকুল বেরিয়ে পড়ল। সে নামার আগেই মোবাইল ভ্যান দু'টি চলে এসেছিল। বকুল পাসোয়ান আর মধুকে তাতে তুলে নিয়ে তোতাবাড়ির দিকে রওনা হ'ল। রাতের রাস্তা ফাঁকাই পাওয়া গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা তোতাবাড়ি পৌঁছে গেল।

ডাকাতেরা ততক্ষণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। পুলিসও তাদের পিছনে পিছনে সেখানে পৌঁছে গেছে। বকুল দেখল জঙ্গলের তিনদিকে চা বাগান। একদিকে নদী। নদীর পাড়ে গ্রামের লোকেরা এসে জড়ো হয়েছে। বকুল তার লোকদের তিন ভাগে ভাগ করে জঙ্গলের তিন দিকে ছড়িয়ে দিল। গ্রামের লোকেদের বুঝিয়ে অন্যদিকে নিয়ে এল। একটু পরে আকাশ ফরসা হতে লাগল। বকুল গ্রামের লোকেদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলল, "ডাকাত যদি পালিয়েও যায়। আপনারা এলোমেলোভাবে তাদের ধরতে যাবেন না। তাহলে আমাদের গুলিতে আপনারাই মারা পড়বেন। নদীর ধারে তো কিছুতেই যাবেন না।" সকলে রাজি হ'ল। বকুল তখন নদীর ধারে জঙ্গলের দুই কিনারে দু'জন করে রাইফেলধারীকে পোস্টিং করে দিয়ে বলল, নদী পার হয়ে যে পালাতে যাবে তাকেই গুলি করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জঙ্গলের দিকে গুলি করবেন না। তাহলে আমরা মারা পড়ব।" এবার সে বাকি লোকজনকে নিয়ে গ্রামের লোকজনদের সাহায্যে নদীর বিপরীত দিক থেকে চিরুনি তল্লাসি চালিয়ে নদীর দিকে এগুতে লাগল। তার সঙ্গের লোকেদের বলল, "কোনো অবস্থাতেই সামনে ছাড়া ডাইনে বায়ে গুলি চালাবেন না। তাহলে আমাদের লোক মারা পড়বে।"

বকুলের অভিযান সফল হ'ল। তাদের দল বেধে এগুতে দেখে দু'জন ডাকাত বন্দুক নিয়ে নদীর ধার দিয়ে পালাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখা গেল, একজনের পিঠে গুলি লেগেছে, সে মারা গেছে। অন্যজনের পাছায় গুলি লেগেছে, সে বেঁচে আছে। জীবিত লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, প্রথম বাড়ির টাকা পয়সা এবং গয়নাগাঁটি নিয়ে তাদের দলের সুবল প্রথম বাড়ি থেকে বেরুনোর পরেই চলে গেছে। মাটিকাটায় তার শ্বশুর অনিল মণ্ডলের বাড়িতে থাকার কথা। বকুল তাড়াতাড়ি প্রথমে যাদের বাড়ি ডাকাতি হয়েছিল তাদের একজন লোক এবং আহত ডাকাতটিকে নিয়ে মাটিকাটায় রওনা হ'ল।

মাটিকাটা থানা থেকে একটু দূরেই অনিল মণ্ডলের বাড়ি। বকুল লোকজন নিয়ে বাড়িতে হাজির হ'ল। গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকতে যাবে। পথ আগলে দাঁড়াল একটি সতের-আঠার বছরের মেয়ে। সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "আমরা কি করেছি যে আমাদের বাড়ি এসেছেন?" বকুল মেয়েটিকে বোঝানোর চেষ্টা করল, "আমাদের কাছে খবর আছে যে এই বাড়িতে ডাকাতির মাল আছে। আমরা বাড়িটা সার্চ করব।"

"বাড়িতে পুরুষ মানুষ নাই। এখন সার্চ হবে না। পরে আসুন।"

"আমাদেরকে এখনই সার্চ করতে হবে। পথ ছেড়ে দাও।"

বকুল ঢুকতে গেল। মেয়েটি ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে চাইল। বকুল তার সংযম হারাল। সে মেয়েটিকে এক থাপ্পড় মেরে সরিয়ে দিল।

বাড়ি সার্চ করে সুবলের গায়ের জামা, একটা পাইপগান এবং যে কাপড় দিয়ে গয়নাগুলি বাঁধা ছিল সেগুলি পাওয়া গেল। ডাকাতি হওয়া বাড়ির লোক কাপড়টা সনাক্ত করল। জামা, কাপড় এবং পাইপগানটি সিজ করে প্রদ্যুৎ অতিলালবাড়ি ফিরে গেল। বকুল বৈকুণ্ঠপুরে চলে এল।

সমীনাথ বলল, "স্যার। যে ডাকাতটি মরেছে, ও নাকি লালপাটির সমর্থক।"

বকুল অফিসে এসে দেখল, তার বাড়ির কাছের থানার ও.সি. তাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। জানিয়েছে তার মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে বাড়ি যেতে বলেছে। বকুলের খেয়াল হ'ল, এখানে আসার পর থেকে তার একবারও বাড়ি যাওয়া হয় নি। মা চিকিৎসার জন্য এখানে এসেছিলেন। কিন্তু তখন আবার তাকে সবঙ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। যাবার সময়ও দেখা হ'ল না। সে এবার ক'দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবে।

বকুল যখন বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছে তখন মাটিকাটার ও. সি. আলোক পালের ফোন এল, "স্যার, মহিলা সমিতি জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে।"

"কিন্তু কি জন্য অবরোধ?"

"স্যার, ওরা বলছে, আপনি রেইডের নামে বাড়ির মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছেন। তাই অবরোধ।"

বকুলের বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। ওরা যে অভিযোগ করছে তার মধ্যে খুব সামান্য হলেও সত্যতা আছে। কিন্তু তারই বা কি করার ছিল। আমাদের দেশে মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখা হয়? মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়াকেই বড় ধরণের অন্যায় বলে গণ্য করা হয়। কারণ আমাদের দেশের সনাতনী মেয়েরা অন্তঃপুরের বাসিন্দা এবং বাইরের ঝুট ঝামেলায় তারা জড়িয়ে পড়েনা। ফলে তাদের সঙ্গে পুরুষের খারাপ ব্যবহার তো দূরের কথা কোনোরকম ব্যবহারেরই সুযোগ ঘটে না। কিন্তু যে মেয়েরা এরকম নয়। যে মেয়েরা পুরুষের মাথার ওপর পা দিয়ে যেচে ঝামেলা করতে আসে, তাদের গায়েও সামান্য হাত দেওয়াটা একই ধরনের অপরাধ বলে গণ্য করা কি ঠিক? কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের বুকে ছুরি বসাতে আসে তারও কি অন্তঃপুরের মেয়েদের মতো সহানুভূতি প্রাপ্য? প্রশ্নগুলি বকুলের মনে ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবে। যারা রাস্তা অবরোধ করেছে তাদেরই সে জিজ্ঞাসা করবে। বকুল বলে, "ঠিক আছে। আমি আসছি।"

"স্যার, সি. আই. সাহেব কথা বলবেন স্যার।"

বকুল বুঝতে পারল না, সি. আই. এত তাড়াতাড়ি এসে জুটল কি করে। তার তো অতিলালবাড়ি থাকার কথা। তবুও বলল, "দিন।" সি. আই. বলল, "স্যার, আপনার বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ। আপনার আসা ঠিক হবে না স্যার। আপনি আসলে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে। যা হয় আমরা দেখছি স্যার।" সি. আই.-এর যুক্তিটা বকুলের গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হল। সে ডি. এস. পি., গৌতম পালকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে এস. পি. চান্দা সাহেবকে ফোন করল। চান্দা সাহেবও বললেন, "না, তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। দরকার হলে আমি এখান থেকে কাউকে পাঠাচ্ছি।"

মানববাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "এই আপনাকে নিয়ে গৌর কুণ্ডুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। একটা স্টেটমেন্ট ধরাতে এসেছে যে আপনি নিজে হাতে বাড়ির মেয়েদের মারধোর করেছেন। আমি বললাম, কখনও হতে পারে না। আমি ভদ্রলোককে জানি। তা শুনে কি রাগ। বলে, আপনারাই তো মাথায় তুলেছেন।"

বকুলের খুব খারাপ লাগল। তার ওপর এত আস্থা যে গৌর কুণ্ডুর অভিযোগ মানববাবু বিশ্বাস করছেন না। হয় তো আরও অনেকেই করবেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য না হলেও অভিযোগটায় কিছুটা সত্য আছে। বকুলের ইচ্ছে করে, সব কথা মানববাবুকে খুলে বলে। কিন্তু বলতে পারে না। আবার চুপ করেও থাকতে পারে না। সে বলে, "মানববাবু অভিযোগটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে নয়। আমরা সার্চ করতে গেলে মেয়েটি পথ আটকে দাঁড়ায়, আমি ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে বাড়িতে ঢুকি।"

"না হলে তো ফিরে আসতে হয়। আপনি নির্দিষ্ট খবর পেয়ে গেছেন। এবং সে খবর ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আপনি কি রাস্তা আটকে দাঁড়াল বলে ফিরে আসবেন? তাহলেও তো দোষ হবে যে পুলিসের কাছে নির্দিষ্ট খবর থাকা সত্ত্বেও পুলিস সার্চ করে নি।"

মানববাবুর যুক্তি শুনে বকুল যেন একটু বল পায়।

দুপুর নাগাদ এস. ডি. ও. গিয়ে যথোপযুক্ত তদন্তের আশ্বাস দিতে অবরোধ উঠে যায়। মাটিকাটা থানা থেকে বকুলকে সেই খবরও দেওয়া হয়। বকুল চান্দা সাহেবকে ফোন করে। মায়ের অসুখের কথা বলে তিন দিনের ছুটি চায়। চান্দা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান। বকুল একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মেসেজ দিয়ে রাতের লামলিং মেলে চেপে বসে। শিয়ালদায় ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরে সে বাড়ি যাবে, এই তার ইচ্ছে। ট্রেন ছাড়তেই সে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। ঘুরে ফিরে কতকগুলি কথা মনে পড়ে। গৌর কুণ্ডুর মামলা করার হুমকি, পলাশ মিন্‌জের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি, স্মাগলারদের মিটিং, চান্দা সাহেবের সবগু পাঠিয়ে দেওয়া, মহিলা সমিতির ঘেরাও এবং অবরোধ থেকে একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার যে তাকে বৈকুণ্ঠপুর থেকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। এভাবে সরানো হলে তো ভালো পোস্টিং হবে না। আবার কোনো ব্যাটেলিয়নে পোস্টিং হবে।

ব্যাটেলিয়নে পোস্ট যখন আছে তখন পোস্টিং হতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেই পোস্টিং যদি একটা নীতি মেনে হ'ত তাহলে খারাপ লাগত না। কিন্তু এখন এরকমভাবে পোস্টিং করা হয় যে ব্যাটেলিয়ন পোস্টিংকে সবাই পানিশমেন্ট পোস্টিং মনে করে। তাই ব্যাটেলিয়নে পোস্টিং হলে সহকর্মীরা পর্যন্ত করুণার চোখে দেখে। কিন্তু সে কি করবে? যাদেরকে সন্তুষ্ট রাখলে পানিশমেন্ট পোস্টিং এড়ান যায় সে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে না। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে গেলে গরীব মানুষদের প্রতি ন্যায়বিচার করা যায় না। অথচ তাদের মধ্যে সে নিজেকে, নিজের মা-বাবাকে দেখতে পায়। যারা তাদের

ওপর অত্যাচার করে তাদের মধ্যে সে রাজভাগারু, মহাজন এবং বড় ব্যবসায়ীদের দেখতে পায় যারা তার মা-বাবার ওপর বরাবর অত্যাচার করে এসেছে। তার খেলার সময়টাকে ক'টা পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়েছে। সে তাদের শ্রদ্ধা করতে পারে না। সন্তুষ্ট করবে কি করে?

এসব ভাবতে ভাবতে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারে নি। যখন ঘুম ভাঙল তখন বর্ধমান পার হয়ে গেছে। বকুল হাতমুখ ধুয়ে এসে বসল। দক্ষিণেশ্বর পার হয়ে ট্রেন শিয়ালদায় এসে থামল। ট্রেন থেকে নামতেই প্ল্যাটফর্ম ইন্সপেক্টার এসে জানাল যে ডি. জি. সাহেব তাকে ফোনে কথা বলতে বলেছেন। ফোন করতেই তিনি বললেন, "তুমি রাইটার্সে চলে এসো।" বকুল বাড়ির বাস না ধরে বি.বি.ডি. বাগের ট্রাম ধরল। রাইটার্সে ঢুকে ডি.জি.-কে স্লিপ দিল। ডি. জি. চেম্বারে ডেকে তার হাতে একটা মেসেজ ধরিয়ে দিলেন, "গভর্ণর ইজ প্লিজড টু অ্যাপয়েন্ট বকুল বিশ্বাস অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাডিশনাল এস.পি. বৈকুণ্ঠপুর অ্যাজ ডেপুটি কমান্ড্যান্ট এস. পি. ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ন, ব্যারাকপুর। দি ট্রান্সফার হ্যাজ বিন মেড ইন দি ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক সার্ভিস।" ডি. জি. হোম সাহেব বললেন, "তুমি ইমেডিয়েটলি চার্জ নিয়ে চলে এসো।" বকুল উত্তর দিল, "স্যার, মা অসুস্থ, ছুটি নিয়ে এসেছি। ছুটি থেকে গিয়েই চার্জ দিয়ে দেব।"

"তুমি বুঝতে পারছ, এটা নর্মাল ট্রান্সফার নয়। তুমি চার্জ দিয়ে জয়েনিং টাইমে বাড়ি যাও। আজকের ফ্লাইটেই চলে যাও।"

"স্যার, আমি ছুটিতে আছি। ভাড়াতো পাব না।"

"না, তুমি ফিরে যাচ্ছ যখন এটা অফিসিয়াল ট্যুর হবে। ভাড়া পাবে।"

তিনি ফোন তুলে কাকে যেন বললেন, "অ্যাডিশনাল এস. পি. বৈকুণ্ঠপুরকে এই ফ্লাইটে ফিরতে হবে। একটা সিটের ব্যবস্থা হবে?" ফোন নামিয়ে রেখে বকুলকে বললেন, "তুমি এয়ারপোর্ট চলে যাও। গেটেই তোমার জন্য টিকিট নিয়ে পুলিসের লোক দাঁড়িয়ে থাকবে।" বকুল আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সরকারি গাড়ী তাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিল। টিকিট নিয়ে সে প্লেনে গিয়ে বসল।

প্লেনের সিটে বসে সে মেসেজটা পকেট থেকে বের করল। বকুল দেখল একুশ তারিখেই তার বদলির অর্ডার সই হয়ে গেছে। আর বাইশ তারিখে মাটিকাটায় রাস্তা অবরোধ হয়েছে। অর্থাৎ পার্টির লোকেরা তখন জানত যে তার বদলি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি বদলির একটা অজুহাত তৈরির জন্যই অবরোধ করা হয়েছিল? ওরা তো জানতোই যে বদলির অর্ডার আসছে। তাই বদলির দাবি তুলে অবরোধ করে লোককে বোঝাতে চেয়েছে যে তাদের আন্দোলনের ফলেই বদলি হ'ল। বকুল বুঝতে পারে না।

প্লেন ছাড়ে। মেঘের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সব কিছু মিথ্যা মনে হয়। এয়ারপোর্টে নেমে দেখে, তার বদলির খবর ইতিমধ্যেই জানাজানি হয়ে গেছে। পাসোয়ানের মুখ

থমথমে। বরুণ বলল, "স্যার। আপনার তো বদলি হয়ে গেল। এখন আমাদের হবে মরণকাল।" অফিসে এসে সে ডি. এস. পি. গৌতম পালের খোঁজ করল। সে এখনও আসে নি। পাসোয়ান বলল, "বদলির খবর শুনে গতরাতেই স্মাগলাররা সানুজা হোটেলে পার্টি দিয়েছে। ওনার ড্রাইভার বলছিল, ডি. এস. পি. সাহেবও গিয়েছিলেন।" বকুল বুঝল, "তার এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। যত থাকবে তত অসম্মান বাড়বে। সে চান্দা সাহেবকে টেলিফোন করল, "স্যার, ডি. জি. সাহেব চার্জ দিয়ে দিতে বললেন। আমি কাকে চার্জ দেব?"

"চার্জ দেবে মানে। আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি। হোম মিনিস্টারকে বলে অর্ডার ক্যান্সেল করাবো। তুমি চার্জ দেবে না।" তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

বকুল কাজে মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু মন বসাতে পারল না। তার শুধুই মনে হতে লাগল, এখানে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। পরের দিন ডি. আই. জি. হেডকোয়ার্টার এস. কে. ব্যানার্জী ফোন করলেন, "তুমি এখনও চার্জ দাও নি কেন?"

"স্যার, চান্দা সাহেব চার্জ দিতে বারণ করেছেন।"

"তুমি আমাকে চান্দা কি দেখাচ্ছ গো। ডি. জি. বলে দিয়েছেন, তারপরে আর চান্দা মানা করার কে?"

"স্যার আপনি একটু চান্দা সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন না।"

"চান্দার সঙ্গে কথা বলার আমার দরকার নাই। আমি ডি. জি.-কে যা বলার বলে দিচ্ছি।" তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন। বকুলের খারাপ লাগল এই ভেবে যে ডি. জি. হোম সাহেব এখনও বকুলকে ভালোবাসেন। তিনি আবার যেন বকুলকে ভুল না বোঝেন। সে চান্দা সাহেবকে ফোন করল। কিন্তু তাঁর এক কথা, "ডোণ্ট হ্যাণ্ড ওভার চার্জ।"

পরেরদিন ডি. জি. হোম সাহেব নিজে ফোন করলেন, "বকুল, তুমি চার্জ দাওনি কেন?"

"স্যার, চান্দা সাহেব কিছুতেই চার্জ দিতে দিচ্ছেন না। আপনি যদি দয়া করে একবার......"

"চান্দা কোথায়?"

"স্যার, আজকের ফ্লাইটে কলকাতা গেছেন।"

"ঠিক আছে।" হোম সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন।

বকুলের খুবই খারাপ লাগল। সে কলকাতায় চান্দা সাহেবের বাড়িতে ফোন করল। ফোন ধরেই চান্দা সাহেব বললেন, 'সরি, হল না। তুমি ডি. এস. পি.-কে চার্জ দিয়ে দাও।" বকুল ওপরে উঠে বিছানা-পত্র বাঁধতে লাগল। বরুণ, পাসোয়ান, রাখাল, বৃন্দাবন, মধু, রিডারবাবু সবাই এসে হাত লাগাল। সমীনাথ চ্যাটার্জীও এল। সে এসে দুঃখ করে বলল, "স্যার আপনার বদলি হয়ে গেল। কিন্তু অমিত আগরওয়ালের ইন্টারিম অর্ডারটা ভ্যাকেট হল না।" রিডারবাবু বলল, "মনতোষ ভট্টাচার্যের প্রসিডিংসটারও কোনো অর্ডার হল না।" বকুল বলল, "আমার যতটুকু করার ছিল, আমি করেছি। কি হ'ল, কি হলনা

তার হিসেব মিলিয়ে আর কি হবে? স্টেডিয়াম ক্যান্টিনের বিকাশ বোস এসে কেঁদে পড়ল, "স্যার, এবার আমাকে ম্যারে ফেলবে।" বকুল তাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল না। মাটিকাটা থানা থেকে ফোন এল,"মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফুলঝুরি সান্যাল নামে এক ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী ফোন করেছিল। তার এক হোস্টেলের এক বান্ধবী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।" বকুলের বুকটা ভেঙ্গে যেতে লাগল। বৈকুণ্ঠপুরের অ্যাডিশনাল এস. পি. হিসেবে শেষ কেস দেখতে গেল সে।

মেডিকেল কলেজ হেস্টোলে পৌঁছে বকুল জানতে পারল ফুলের বান্ধবীর দেহ পোস্টমর্টেম করার জন্য ইতিমধ্যেই মর্গে পাঠানো হয়ে গেছে। মর্গে গিয়ে বকুল চমকে উঠল। মেয়েটিকে চেনার উপায় নেই। সমস্ত শরীর পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অত সুন্দর মুখখানি বীভৎস হয়ে গেছে। ডাক্তার হালদার পোস্টমর্টেম করেছেন। বকুল আর থাকতে পারল না। মর্গ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

ফুল ততক্ষণে এসে মর্গের সামনে দাঁড়িয়েছিল। বকুল বাইরে বেরিয়ে ফুলের সামনে পড়ল। ফুল বকুলকে দেখে মুখ তুলে চাইল। বকুলও এক ঝলক চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। ফুল কি তার বদলির কথা জানে? হয়ত এখনও জানে না। বকুলের ইচ্ছে হল, ফুলের সঙ্গে একটু কথা বলে নেয়। কিন্তু সঙ্গে বরুন-পাসোয়ান আছে। একটু দূরে গাড়ীতে রুদ্রও। ফুলের সঙ্গে তার কয়েকজন বান্ধবী আছে। বকুল কথা না বলেই গাড়ীতে উঠে বসল।

বাড়িতে এসে দেখল, সব বাধাঁ ছাঁদা হয়ে গেছে। শুধু বারান্দার চেয়ারগুলো এখানকার বলে এখনও পাতা আছে। সেখানে বসে বকুলের মনটা হু হু করতে লাগল। গভীর দুঃখে একটা গান তার কণ্ঠে এসে গেল, 'মুসাফির মোছরে আঁখি জল ফিরে চল আপনারে নিয়া।" রাতে শোবার জন্য হোল্ডলে একটা বিছানা সে বাইরে রেখেছিল। কিন্তু শুতে ইচ্ছে করল না। সে ছাদে পায়চারি করতে লাগল। রাতের আঁধার তার চোখের ওপর দিয়ে ঢেউ-এর মত বয়ে যেতে লাগল।

রাত শেষ হতে তখনও কিছুটা বাকি। বিছানাপত্রগুলো গাড়িতে তুলে সেও গাড়িতে উঠে বসল। রুদ্র, বরুণ আর পাসোয়ান ছাড়া আর কেউ জানলও না যে কাক ভোরে বৈকুণ্ঠপুরের অ্যাডিশন্যাল এস. পি. বকুল বিশ্বাস বৈকুণ্ঠপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হয় তো আবার কখনও আসবে, অথবা হয় তো জীবনে আর কখনও আসা হবে না।

গাড়ি এগিয়ে চলল। বৈকুণ্ঠপুরের পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর সব পিছনে পড়ে থাকল। রাস্তার পাশের চা বাগানগুলিও হারিয়ে গেল। বাঘাগুড়ি মোড় হয়ে, ফিদাননগরের রাস্তা ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল। বৈকুণ্ঠপুরের সীমানা পেরিয়ে গাড়ী পাশের জেলায় পড়ল। পূব আকাশে তখন সূর্য উঠেছে।